অরুণোদয়

Vol. 2

মাসিক পত্রিকা।

প্রথমসংখ্যা, অগ্রহায়ণ ; শকাব্দ ১৭৯২ । খৃষ্টাব্দ ১৮৭০ ।

গুপ্তশাস্ত্র।

OCCULT SCIENCES.

[illegible]

[illegible] to the torment or punishment the magician, [illegible] intend to inflict upon the object of their [illegible] choose the hour of the constellation, the quali- [illegible] posture or semblance of the image; [illegible] consume and pine away the health and life of [illegible] are offended with, they mould his image in wax, [illegible] form and aspect as may conduce to the ex- [illegible] design, making several magical characters upon the [illegible] head, describing the character of the planetary hour [illegible] breast of the image; the name of the persecuted person [illegible] head, and the intended effect to be wrought upon him [illegible]. If they mean to produce violent pains and tortures [illegible] or sinews they stick pins or thorns in divers places of [illegible], or breast of the image. If to cast them into viol- [illegible] and consumptions, they spend a certain hour every day [illegible] the image before a doleful and lingering fire, [illegible] of divers exotic gums and magical ingredients of sweet [illegible] roots of particular shrubs, efficient and conducive to [illegible]; and when the whole operation has been performed, [illegible] completed, it is astonishing to human comprehen- [illegible] effects they are capable of pronouncing upon [illegible] intended to represent."

[illegible]

[illegible] of *Paracelsus* we find many surprising examples [illegible] sympathy and antipathy by means of images, [illegible] of nothing more than natural in- [illegible] particularly describes an infallible method by the [illegible] beast, to destroy it, or to effect its death [illegible] likewise, by the like, but inverse, exer- [illegible] animal, the disease of that animal [illegible] are cured or destroyed."

[illegible]

"The method is, by giving certain balls or preparations to any do- mestic animal, they remove fevers, agues, coughs, consumptions, asthmas, &c. from any person, applying to them for that purpose; or they can transplant or remove them from one person to another, by burying certain images in their ground, or against their houses, with certain unknown inscriptions and Hebrew words; yet though these things are supposed to be done by magic, yet the effects are derived more from the sympathies and antipathies in nature, than from magical characters and conjurations; for many persons, with- out knowing any thing of the cause, how or why it is effected, more than the external form of words or touch, which is most simple, can remove diseases, take off warts and other excrescences, and perform many surprising cures at a distance from the patient, and even without seeing or knowing him; so by a similar property in the sympathy and antipathy of nature, certain leaves, roots, or juices, rubbed upon warts, or [illegible] substances, or upon the [illegible], [illegible], or other diseased part of the body and buried under ground, remove or cure the same; which experiments take effect according to the [illegible], and their consumption and putrefaction in the [illegible] earth, of which the human source is principally compound- ed. Nor is it to be wondered that natural things being fitted to the times and constellations, and compounded of correspondent or sympathetic ingredients, should produce such effects, without supernatural aid, or the agency of spirits. This is perfectly exempli- fied in that extraordinary preparation, called a magical candle, which being lighted, foretels the death of the party of whose blood

... [illegible] prepared. It is compounded after the following manner: they take a good quantity of the vena[illegible] blood luke warm as it comes out of the vein, which being chemically prepared with spirits of [illegible] and other ingredients, is at last made up into a candle, which being once kindled never goes out till the death of the party whose blood it is composed of; for when he is sick, or in danger, it burns dim and troubled; and when he is dead, it is quite extinguished; of which composition a learned philosopher hath wrote an entire [illegible], viz. *De Biolychnio, or, The Lamp of Life.*

[illegible]

এইক্ষণে পাঠকগণ কি ? তাহা বলা হইতেছে ;

[illegible]

[illegible] দুই চারিটি প্রক্রিয়া বলা হইতেছে।

বশীকরণ।

[illegible]

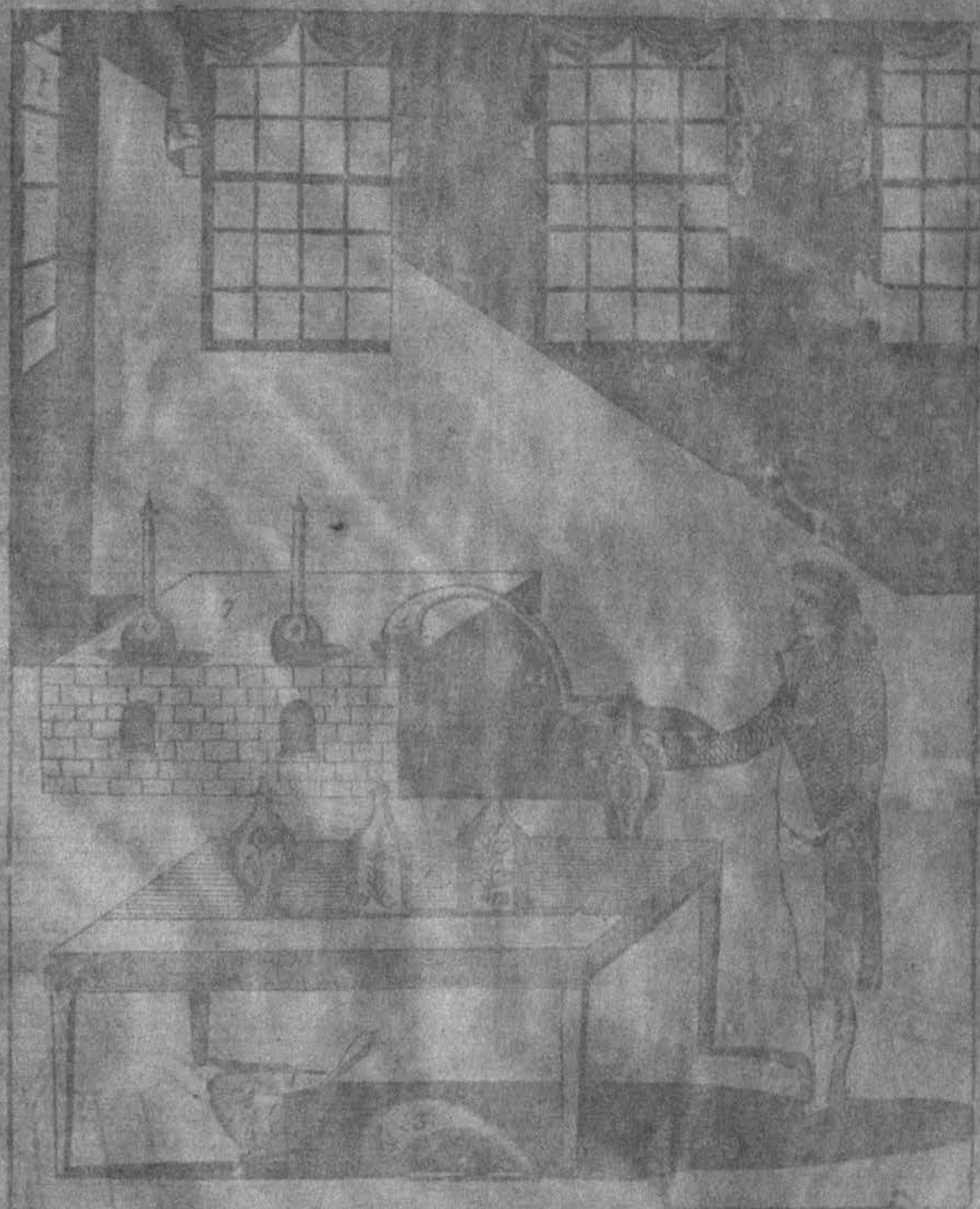
[illegible] কার্য্যালয়। [illegible]

[illegible]

A LABORATORY

Showing [illegible] Spirits may be extracted [illegible]

Flowers & Herbs [illegible]



To describe this process with [illegible] I have now placed a plate of laboratory [illegible] in it [illegible] of producing these odorous [illegible] in which fig. 1 represents a stone [illegible] and [illegible] wherein [illegible] are to be bruised before they are placed for preparation [illegible] the other vessels hermetically sealed [illegible] the [illegible] [illegible] Fig. 4 a vessel filled with [illegible] for distillation. [illegible]

[illegible] the [illegible] Fig. 7 [illegible] Fig. 8 the furnace [illegible] Fig. 11 [illegible]

বিবিধ বিষয়।

কলুলীবদনে ক্ষিপ্তং তাম্বূলং বৈরিণাং মুখাৎ। দন্তকাষ্ঠং বা তেষাং গোনসাবদনে ক্ষিপেৎ। আস্যরোধো ভবেত্তস্য দুষ্টানাং দণ্ড ঈদৃশঃ॥

শত্রুগণের চর্ব্বিত তাম্বূল ও দন্তকাষ্ঠ আনিয়া সর্পের মুখে নিক্ষেপ করিলে সেই সকল শত্রুর মুখরোধ হইয়া থাকে। এইরূপে দুষ্ট ব্যক্তিকে শাসিত করা যায়॥

লিখেন্নামাঙ্কিতং মন্ত্রং শ্মশানোদ্ধৃতভস্মনা। হস্তর্ক্ষে ত্র্যঙ্গুলং কীলং করবীরককাষ্ঠজম্। নিখনেৎ কুম্ভকারস্য শালায়াং ভাণ্ডনাশকৃৎ॥

হস্তানক্ষত্রে এক অঙ্গুল পরিমিত করবীরকাষ্ঠ আনিয়া তাহাতে শ্মশানভস্মদ্বারা নামযুক্ত নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র লিখিয়া কুম্ভকারের গৃহে পুঁতিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে সেই কুম্ভকারের ভাণ্ডসকল বিনাশ পায়॥

গোক্ষুরং শৃঙ্গবেরঞ্চ বীজং বা কোকিলাক্ষজং। শূকরস্য মলং বাথ মূলং বা শ্বেতগুঞ্জকম্। পাকস্থানে তু ভাণ্ডানাং ক্ষিপ্তা স্ফোটয়তে ধ্রুবং॥

গোক্ষুর, শুণ্ঠী, কুলিয়াখারার বীজ, শূকরের মল ও শ্বেতগুঞ্জার মূল, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পাকস্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিলে সেই পাকশালার পাকপাত্র সকল ফুটিয়া যায়॥

লতাকরঞ্জবীজং বা টঙ্কণেন সহৈব তু। কৃত্বা ভাণ্ডং স্ফুটত্যেব উক্তানাং মন্ত্র উচ্যতে। ওঁ মদন মদন স্বাহা॥

লতাকরঞ্জার বীজ সোহাগার সহিত পাকস্থানে পুঁতিয়া রাখিলে পাকপাত্র স্ফুটিত হয়। ওঁ মদন মদন স্বাহা, এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিবে॥

মধূককাষ্ঠকীলস্তু চিত্রায়াং চতুরঙ্গুলম্। নিখনেত্তৈলশালায়াং তৈলং তত্র বিনশ্যতি॥

চিত্রানক্ষত্রে চতুরঙ্গুল পরিমিত মধূককাষ্ঠের কীলক তৈলকারকের গৃহে প্রোথিত করিয়া রাখিলে সেই গৃহের তৈল নষ্ট হইয়া যায়॥

কোকিলাক্ষস্য বীজানি তৈলযন্ত্রস্য মধ্যতঃ। নিক্ষিপেত্তৈলভাণ্ডে বা ন তৈলং নিঃসরেত্ততঃ। ওঁ দহ দহ স্বাহা॥

কুলিয়াখারার বীজ তৈলযন্ত্রে কিম্বা তৈলভাণ্ডে নিক্ষেপ করিলে সেই তৈলযন্ত্র হইতে তৈল নিঃসৃত হয় না। ওঁ দহ দহ স্বাহা, এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে॥

রজকস্থানমৃদ্‌গ্রাহ্যা বজ্রাকারস্তু কারয়েৎ। পণ্যাগারেঽথবা ক্ষেত্রে ক্ষিপ্তং তত্র বিনশ্যতি। ওঁ নমো ভগবতে বজ্রিণে পাতয় বজ্রং সুরপতিরাজ্ঞাপয়তি হুঁ ফট্ স্বাহা॥

রজকের কার্য্যস্থানের মৃত্তিকা আনিয়া তাহা বজ্রাকার করিবে, এই বজ্র পণ্যাগারে ও ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলে পণ্যালয়স্থ ও সেই ক্ষেত্রস্থ দ্রব্য সকল নষ্ট হইয়া যায়। ওঁ নমো ভগবতে বজ্রিণে পাতয় বজ্রং সুরপতিরাজ্ঞাপয়তি হুঁ ফট্ স্বাহা, এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিতে হইবে॥

যত্রেন্দ্রচাপ উত্তিষ্ঠেত্তত্র বল্মীকমৃত্তিকাম্। আদায় কারয়েদ্বজ্রং ষট্‌কোণং দৃঢ়মদ্ভুতম্। ক্ষেত্রমধ্যে ক্ষিপেত্তেন শস্যনাশো ভবেদ্ ধ্রুবম্। সুরাভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্তা তদ্ভাণ্ডঞ্চ বিনশ্যতি। ওঁ নমো ভগবতে বজ্রকিরণে বজ্রং পাতয় এহ্যেহি ভগবন্ সুরপতিরাজ্ঞাপয়তি স্বাহা॥

যে দিকে ইন্দ্রধনু উদিত হয়, সেই দিকের বল্মীকমৃত্তিকা আনিয়া ষট্‌কোণ, দৃঢ় ও অদ্ভুত একটি বজ্রনির্ম্মাণকরিবে। এই বজ্র ক্ষেত্রমধ্যে নিক্ষেপকরিলে ক্ষেত্রস্থ শস্য নষ্ট হয় এবং সুরাভাণ্ডে নিক্ষেপকরিলে সেই ভাণ্ডও স্ফুটিত হইয়া যায়। ওঁ নমো ভগবতে বজ্রকিরণে বজ্রং পাতয় পাতয় এহেহি ভগবন্ সুরপতিরাজ্ঞাপয়তি স্বাহা, এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে॥

গন্ধকং চূর্ণিতং ক্ষেপ্যং জলকুম্ভান্তু তেন বৈ। নাশয়েৎ সর্ব্বশাকানি সেকাদুপবনানি চ॥

গন্ধক চূর্ণকরিয়া জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপকরিবে, পরে এই জলদ্বারা শাক বা উপবন সেক করিলে সেই শাক ও উপবনসকল নষ্ট হইয়া যায়॥

বালুকাশ্বেতসিদ্ধার্থান্ প্রক্ষিপেৎ ক্ষেত্রমধ্যতঃ। শলভাঃ সরসাঃ কীটা বরাহা মৃগমূষিকাঃ। শশকাস্তত্র নায়ান্তি মন্ত্রবিদ্যাপ্রভাবতঃ। ওঁ নমঃ সুরেভ্যোবলজঃ পরি পরি শিলি স্বাহা। ওঁ নমঃ সুরাসুরাণাং নমস্কৃত্য ইমাং বিদ্যাং প্রয়োজয়েৎ। বিদ্যাং প্রয়োজয়েদিমাং বিদ্যা মে সিধ্যতে শিবা॥

বালুকা ও শ্বেতসর্ষপ একত্র করিয়া ক্ষেত্রমধ্যে নিক্ষেপকরিলে মন্ত্রের প্রভাবে সেই ক্ষেত্রে পতঙ্গ, পক্ষী, কীট, শূকর, মৃগ ও মূষিক ইহারা আগমনকরিতে পারে না। ওঁ নমঃ সুরেভ্যোবলজঃ পরি পরি শিলি স্বাহা। ওঁ নমঃ সুরাসুরাণাং নমস্কৃত্য ইমাং বিদ্যাং প্রয়োজয়েৎ। বিদ্যাং প্রয়োজয়েদিমাং বিদ্যা মে সিধ্যতে শিবা, এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে॥

ওঁ জম্বুকানাং মূষিকাণাং মৃগাণাং বকানাং শশকানামন্যেষাং প্রাণিনাং দৃষ্টিবন্ধনং করোতি। ওঁ আর্দ্রপাণৌ কৃতয়ঞ্চ তেন পাপেন লিপ্যতে যদি মন্ত্রো ন ব্যতিক্রমেতি স্বাহা। এতন্মন্ত্রদ্বয়েন বালুকাভিঃ সহ শ্বেতসর্ষপান্ সপ্তবারমভিমন্ত্র্য ক্ষেত্রমধ্যে নিক্ষিপেৎ। সর্ব্বোপদ্রবা নশ্যন্তি॥

ওঁ জম্বুকানাং মূষিকানাং মৃগাণাং বকানাং শশকানামন্যেষাং প্রাণিনাং দৃষ্টিবন্ধনং করোতি। ওঁ আর্দ্রপাণৌ কৃতয়ঞ্চ তেন পাপেন লিপ্যতে যদি মন্ত্রো ন ব্যতিক্রমেতি স্বাহা, এই দুই মন্ত্রে বালুকা ও শ্বেতসর্ষপ সপ্তবার অভিমন্ত্রিতকরিয়া ক্ষেত্রমধ্যে নিক্ষেপকরিবে। ইহাতে ক্ষেত্রের উপদ্রবসকল বিনাশ পায়। এই মন্ত্রপ্রভাবে মূষিক, জম্বুক ও কীট ইহাদিগের দৃষ্টিবন্ধন হইয়া থাকে॥

মূষজম্বুককীটানাং কুরুতে তুণ্ডবন্ধনম্। বিদ্যামন্নদনাথস্য মন্ত্রং বা ভৈরবস্য চ। ওঁ নমো জগন্নাথায় হর হর শিলি সর্ব্বেষাং স্বং প্রাণিনাং তুণ্ডবন্ধনং কুরু কুরু মূকমূষককীটপতঙ্গাদি প্রাণিনাং তুণ্ডবন্ধনং কুরু কুরু হুঁ ফট্ স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ যবং সপ্তবারাভিমন্ত্রিতং বাটিকামধ্যে নিক্ষিপ্য পুষ্পং ফলং সমস্তং নিরুপদ্রবং ভবতি॥

ওঁ নমো জগন্নাথায় হর হর শিলি সর্ব্বেষাং স্বং প্রাণিনাং তুণ্ডবন্ধনং কুরু কুরু মূকমূষককীটপতঙ্গাদিপ্রাণিনাং তুণ্ডবন্ধনং কুরু কুরু হুঁ ফট্ স্বাহা, এইটি অন্নদনাথ বা ভৈরবের মন্ত্র, উক্ত মন্ত্রপ্রভাবে মূষিক, শৃগাল ও কীট ইহাদিগের মুখরোধ হয়। এই মন্ত্রে সপ্তবার যব অভিমন্ত্রিত করিয়া বাটীমধ্যে নিক্ষেপ করিবে, ইহাতে তদ্বাটীস্থিত ফলপুষ্পাদি সকল নিরুপদ্রব হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

ষণ্ডীকরণ।

নরো মূত্রয়তে যত্র কৃষ্ণবৃশ্চিককণ্টকম্। নিখনেজ্জায়তে ষণ্ড উদ্ধৃতেচ পুনঃ সুখী॥

কোন মনুষ্য যে স্থানে প্রস্রাব করে, সেই স্থানে কৃষ্ণবৃশ্চিকের কণ্টক প্রোথিত করিয়া রাখিবে, ইহাতে সেই মনুষ্য ষণ্ড অর্থাৎ ক্লীব হইয়া থাকে এবং ঐ বৃশ্চিক-কণ্টক উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলে উক্ত দোষের শান্তি হয় ও সেই ব্যক্তি সুখী হইতে পারে॥

অজামূত্রেণ সম্ভাব্য নিশা ষড়্‌বিন্দুচূর্ণকম্। পানাসনপ্রয়োগেণ ষণ্ডত্বং জায়তে নৃণাম্॥

হরিদ্রা ও ষড়্‌বিন্দু নামক কীট সমভাগে একত্র চূর্ণকরিয়া ছাগমূত্রে ভাবনা দিবে। এই চূর্ণ যাহাকে পানকরাইবে, কিম্বা যাহার আসনের নিম্নে নিক্ষেপকরিবে, সেই ব্যক্তির ক্লীবত্বপ্রাপ্তি হয়॥

তিলগোক্ষুরয়োশ্চূর্ণং ছাগীদুগ্ধেন পাচিতম্। শীলিতং মধুনা যুক্তং পিবেৎ ষণ্ডশান্তয়ে॥

তিল ও গোক্ষুর সমপরিমাণে চূর্ণকরিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত পাক করিবে। ইহা মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে পূর্ব্বকৃত ক্লীবত্বদোষের শান্তি হয়॥

জলৌকাদগ্ধচূর্ণন্তু নবনীতেন ভক্ষিতম্। যাবজ্জীবং ন সন্দেহো নৃণাং ষণ্ডত্বকারকম্। ধুস্তূরপুষ্পভক্ষেণ পুনঃ সম্পদ্যতে সুখম্॥

জলৌকা, অর্থাৎ জোঁক দগ্ধকরিয়া তাহা চূর্ণকরিবে, এই চূর্ণ নবনীতের সহিত ভক্ষণকরিলে যুবাব্যক্তিও যাবজ্জীবন ক্লীব হইয়া থাকে। ধুস্তূরপুষ্প ভক্ষণ করিলে এই দোষের শান্তি হইয়া রোগী সুখলাভ করে॥ ক্রমশঃ—

মশক, ইন্দুর, উকুন ও ছারপোকা ইত্যাদি নিবারণ।

তক্রপিষ্টেন তালেন ক্ষিপেৎ পুত্তলিকাকৃতাম্। তামাঘ্রায় গৃহাদ্ যান্তি মক্ষিকা নাত্র সংশয়ঃ॥

তক্রের সহিত হরিতাল পেষণকরিয়া তদ্দ্বারা একটি পুত্তলী প্রস্তুত করিবে, এই পুত্তলী গৃহে নিক্ষেপকরিলে সেই পুত্তলিকার ঘ্রাণে গৃহ হইতে মক্ষিকাসকল পলায়নকরে॥

গুড়ার্কদুগ্ধগুঞ্জা চ তিলচূর্ণসমন্বিতম্। অর্কপত্রেষু বিক্ষিপ্তং মূষিকং হরতে গৃহে॥

গুড়, আকন্দের ক্ষীর, গুঞ্জা ও তিলচূর্ণ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া আকন্দ-

পরে সংস্থাপনপূর্ব্বক গৃহমধ্যে রাখিবে। ইহাতে সেই গৃহের মূষিকসকল বিনাশ পাইয়া থাকে॥

মূষিকাকর্ষকং যাবৎ সাম্বরীগুড়তৈলতঃ। কুলীরবসয়া চূর্ণং কৃতং তত্তৈব কর্পটে। দীপো মৎকুণনাশাত্তং রাত্রৌ যা কর্ষয়েদ্ ধ্রুবম্॥

পূর্ব্বোক্ত মূষিকাকর্ষক দ্রব্য, সাম্বরীলবণ, গুড়, তৈল ও কর্কটের বসা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণকরিয়া বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া বর্ত্তি প্রস্তুতকরিবে। এই বর্ত্তিকাদ্বারা রাত্রিতে দীপ প্রজ্বালিত করিলে সেই গৃহ হইতে উকুন ও ছারপোকাসকল পলায়ন করিয়া থাকে॥

কট্যাং কুম্ভীজটাং বদ্ধা শয়নাদ্ যান্তি মৎকুনাঃ। রোহীষতৃণপুষ্পাণি বহ্নিমধ্যে নিবেশয়েৎ। তদ্দীপদর্শনাদেব ক্ষিপ্রং নশ্যন্তি মৎকুনাঃ॥

পানার মূল কটীতে বন্ধনকরিয়া রাত্রিতে শয়নকরিয়া থাকিলে, ছারপোকা সকল নষ্ট হয় এবং রোহীষ তৃণ ও তাহার পুষ্প অগ্নিতে দগ্ধকরিলে সেই অগ্নির আলোক দর্শনমাত্র উকুন ও ছারপোকা প্রভৃতি বিনাশ পায়॥

অর্কতুলময়ীং বর্ত্তিং ভাবয়েদ্ যাবকেন চ। দীপ্তং তৎ কটুতৈলেন নিঃশেষা যান্তি মৎকুনাঃ॥

আকন্দের তুলাদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুতকরিয়া তাহা যবের কাথে ভাবনা দিবে এবং ঐ বর্ত্তি কটুতৈলে সিক্ত করিয়া দীপ প্রজ্বালিত করিবে, এই দীপদর্শনমাত্র উকুন ও ছারপোকাসকল নিঃশেষ হইয়া থাকে॥

অর্জ্জুনস্য ফলং পুষ্পং লাক্ষা শ্রীবাসগুগ্গুলুঃ। শ্বেতাপরাজিতামূলং ভল্লাতকবিকঙ্কতম্। ধূপঃ সর্জ্জরসোপেতঃ প্রদেয়ো গৃহমধ্যতঃ। সর্পাশ্চ মৎকুণা মূষা গন্ধাদ্ যান্তি দিশো দশ॥

অর্জ্জুনবৃক্ষের ফল ও পুষ্প, লাক্ষা, রক্তচন্দন, গুগ্গুল, শ্বেতাপরাজিতার মূল, ভল্লাতক, বইচকাষ্ঠ ও ধূনা, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র করিয়া গৃহমধ্যে ধূপ দিলে তাহার গন্ধে সর্প, উকুন, ছারপোকা ও মূষিক ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়া যায়॥

মুস্তসিদ্ধার্থভল্লাতকপিকচ্ছুফলং গুড়ম্। চূর্ণং তাম্বুকলোপেতং দহেৎ সর্জ্জরসান্বিতম্। মৎকুণা মশকাঃ সর্পা মূষকা বিষকীটকাঃ। পলায়ন্তি গৃহং ত্যক্ত্বা যথা যুদ্ধেষু কাতরাঃ। রাজবৃক্ষফলং বদ্ধা খট্টায়াং মৎকুণাপহম্॥

মুথা, শ্বেতসর্ষপ, ভেলা, আলকুশীফল, গুড়, আকন্দফল ও ধূনা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণকরিয়া গৃহমধ্যে দগ্ধ করত ধূপ দিলে উকুন, ছারপোকা, মশক, সর্প, মূষিক ও অন্যান্য বিষকীট, ইহারা গৃহ পরিত্যাগকরিয়া পলায়নকরে এবং শোনালুবৃক্ষের ফল খট্টাতে বন্ধনকরিয়া রাখিলে ছারপোকা সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে॥

লঘুদারুময়ং পীঠং গুঞ্জাপিষ্টেন লেপয়েৎ। শুষ্কমেতজ্জলে ক্ষিপ্তমুপবিষ্টং ন মজ্জতি॥

লঘুকাষ্ঠদ্বারা একখানি পিড়ি প্রস্তুতকরিয়া তাহা গুঞ্জাপিষ্টদ্বারা লেপনকরিবে, পরে ঐ পিড়ি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া জলে নিক্ষেপকরিবে। এই পিড়ির উপর উপবেশন করিলে তাহা জলে নিমগ্ন হয় না॥

এরণ্ডস্য চ বীজানি নিম্বতৈলং তথৈব চ। বর্ত্তিং সর্জ্জরসোপেতাং তৈললিপ্তাং জলে ক্ষিপেৎ। জ্বলিতা দীপবত্তিষ্ঠেদ্ যাবদ্বর্ত্তির্ন সংশয়ঃ॥

এরণ্ডবীজ, নিম্বতৈল ও ধূনা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুতকরিবে। এই বর্ত্তি তৈলাক্ত ও প্রজ্বালিত করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। যাবৎকাল ঐ বর্ত্তি দগ্ধ হইয়া নিঃশেষ না হয়, তাবৎকাল জ্বলিতে থাকে॥

শিলা-তালক-সিন্দূর-রোচনা-ঞ্জন-হিঙ্গুলং। কূর্ম্মভুক্তমিদং পশ্চাত্তদ্বিষ্ঠাং লেপয়েৎ করে। নটা নৃত্যান্নিবর্ত্তন্তে দর্শনান্মুষ্টিবন্ধনং॥

মনঃশিলা, হরিতাল, সিন্দূর, গোরোচনা, রসাঞ্জন ও হিঙ্গুল, এই সকল দ্রব্য একটি কচ্ছপকে ভক্ষণ করাইয়া সেই কচ্ছপের বিষ্ঠা গ্রহণ করিবে এবং এই বিষ্ঠাদ্বারা হস্তলেপনপূর্ব্বক মুষ্টিবন্ধন করিয়া রাখিবে। এই মুষ্টিপ্রদর্শন করিলে নট ও নর্ত্তকী তাহাদের কর্ত্তব্য নৃত্যাদিকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায়॥

তত্র কূর্ম্মস্য সপ্তাহাৎ তালকং ভোজয়েৎ শুভং। তন্মলৈর্লেপয়েৎ পাণিং মুষ্টিবদ্ধং নটান্তরে। নিবর্ত্তন্তে নটাঃ সর্ব্বে সভ্যাঃ পশ্যন্তি কৌতুকং॥

একটি কচ্ছপকে সপ্তাহপর্য্যন্ত হরিতাল ভক্ষণ করাইয়া তাহার বিষ্ঠা গ্রহণ করিবে এবং সেই বিষ্ঠাদ্বারা হস্ত লেপনকরত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নটকে প্রদর্শন করিবে। ইহাতে সেই নট নৃত্য করিতে পারে না এবং সভ্যগণ অতিশয় কৌতুক দর্শন করে॥

উলূকস্য কপালেন ঘৃতেনাক্তকজ্জলং তেন নেত্রেঽঞ্জিতে চিত্রং রাত্রৌ পঠতি পুস্তকং॥

পেঁচকের মস্তকের খুলি ঘৃতাক্ত করিয়া তাহাতে কজ্জলপাত করিবে। এই কজ্জলদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে সেই ব্যক্তি অন্ধকারময় রাত্রিতে পুস্তক পাঠ করিতে পারে॥

উলূকহৃদয়ং পিত্তং কাকপিত্তঞ্চ শোণিতং। এতদ্বর্ত্যাঞ্জিতে রাত্রৌ বিচরেদ্দিবসে যথা॥

পেঁচকের হৃদয় ও পিত্ত এবং কাকের পিত্ত ও রক্ত, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া বর্ত্তি প্রস্তুতকরিবে। এই বর্ত্তি ঘর্ষণকরিয়া তদ্দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে সেই ব্যক্তি দিবসের ন্যায় অন্ধকার রজনীতেও বিচরণ করিতে পারে॥

রজনী চিরজীবানাং বসারক্তাক্ষিচূর্ণকং। অঞ্জিতাক্ষো নরস্তেন কৃষ্ণরাত্রৌ তু পশ্যতি॥

হরিদ্রা, কৃকলাসের বসা, রক্ত এবং চক্ষু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র চূর্ণকরিয়া চক্ষু অঞ্জিত করিলে সেই ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারাবৃত রাত্রিতেও দিবসের ন্যায় বিচরণ করিতে পারে॥

শিখিপারাবতভবা খঞ্জরীটপুরীষজা। গুটিকাস্পর্শমাত্রেণ তালযন্ত্রং ভিনত্ত্যলং॥

ময়ূর, পারাবত ও খঞ্জনপক্ষী, ইহাদিগের বিষ্ঠাদ্বারা গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকাস্পর্শ করাইলে তৎক্ষণাৎ বাদ্যযন্ত্রসকল ভগ্ন হইয়া যায়॥

পাঠামূলং গলে বদ্ধা ক্ষীরভাণ্ডস্থিতং বিধিঃ। জায়তে তৎক্ষণাদেব সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ। গন্ধকেনৈব ধূপেন পুষ্পাণামন্যবর্ণতা॥

আকনাদির মূল উত্তোলন করিয়া তাহা দুগ্ধভাণ্ডে স্থাপন করিবে। পরে এই মূল গলে বন্ধনকরিলে সেই ব্যক্তি রাত্রিতে দিবাবৎ দর্শনকরিতে পারে এবং গন্ধকের ধূম যে কোন পুষ্পে দেওয়া যায়, সেই পুষ্প অন্য বর্ণ হইয়া থাকে॥

কটুতুম্বাখতৈলেন পারাবতভবং মলং। মূলঞ্চ পেষিতং তেন গর্দ্দভস্যাস্থি চৈব হি। ললাটে তিলকং তেন কৃত্বাসৌ দৃশ্যতে জনৈঃ। দশাস্যো নাত্র সন্দেহো যথা লঙ্কেশ্বরো নৃপঃ॥

তিক্ত তুম্বীফলের বীজের তৈল, পারাবতের বিষ্ঠা, তিক্ততুম্বীর মূল ও গর্দ্দভের অস্থি, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র পেষণকরিয়া ললাটে তিলক করিবে। ইহাতে মনুষ্যগণ সেই ব্যক্তিকে লঙ্কেশ্বর রাবণের ন্যায় দশমুখবিশিষ্ট দেখিতে পায়॥

মণ্ডূকবসয়া দীপমরণ্যে জ্বালয়েন্নিশি। চতুর্দ্দিক্ষু চ তন্মধ্যে সাগরো দৃশ্যতে জনৈঃ॥

কোন অরণ্যমধ্যে মণ্ডূকের বসাদ্বারা রাত্রিকালে প্রদীপ জ্বালিলে সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে মনুষ্যসকল সমুদ্রবৎ দেখিতে পায়॥

শ্বেতখর্জ্জূরমূলস্য ভূলতা শ্বেতমভ্রকং। পেষয়েচ্ছিখিপিত্তেন মুষ্ট্যা বদ্ধা তু তন্নিশি। গৃহোপরি বিনিক্ষিপ্তে দৃশ্যতে জ্বলদগ্নিবৎ॥

শ্বেতখর্জ্জূরের মূল, কেঁচো ও শ্বেত অভ্র, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র করিয়া ময়ূরপিত্তের সহিত পেষণকরিবে এবং ঐ পিষ্টদ্রব্য রাত্রিতে গৃহোপরি এক এক মুষ্টি নিক্ষেপকরিলে জ্বলদগ্নিবৎ দেখা যায়॥

ধাত্রিকাবীজপিষ্টেন পিণ্ডং কৃত্বা প্রযত্নতঃ। বহুকালং প্রদীপ্তস্তু দীপো জ্বলতি কৌতুকং॥

আমলকীর বীজ পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে, এই পিণ্ড প্রজ্বালিত করিলে বহুকাল জ্বলিতে থাকে, ইহা বিশেষ কৌতুকজনক॥

শ্মশানাদগ্নিমাদায় চতুরঙ্গারসম্মিতং। শর্করা চ চতুস্তস্মাদ্ গোনসাবসয়া লিপেৎ। ছাগদুগ্ধে বিনিক্ষিপ্য কাষ্ঠমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ। আদিত্যরশ্মিসম্পর্কাজ্জ্বলত্যেব ন সংশয়ঃ। তৎকাষ্ঠং কৌতুকং লোকে জায়তে শিবভাষিতং॥

চারিখণ্ড অঙ্গারের সহিত শ্মশানের অগ্নি আনিয়া ঐ চারিখণ্ড অঙ্গারের সর্পবসাদ্বারা লেপন ও ছাগদুগ্ধে নিক্ষেপকরিবে। পরে ঐ অঙ্গার কাষ্ঠমধ্যে নিক্ষেপকরিলে সূর্য্যরশ্মিযোগে তৎক্ষণাৎ সেই কাষ্ঠ জ্বলিয়া উঠে। ইহা মহাদেবের বাক্য, লোকে ইহাতে বিশেষ কৌতুক দেখিতে পায়॥

উন্মত্তক তু কাষ্ঠানি কোদ্রবস্য তৃণানি চ। সন্দহ্য বস্ত্রেবস্ত্রে দীপং প্রজ্বাল্য কজ্জলং। অঞ্জয়েত্তেন নেত্রঞ্চ দিবা পশ্যতি তারকাম্॥

ধুতুরার কাষ্ঠ ও কোদ্রব অর্থাৎ ধান্তবিশেষের তৃণ একত্র দগ্ধকরিয়া সেই ভস্ম বস্ত্রে বন্ধনকরিয়া রাখিবে, পরে এই বস্ত্র জ্বালাইয়া তাহার অগ্নিশিখায় কজ্জলপাত করিবে। এই কজ্জলদ্বারা চক্ষুঃ অঞ্জিত করিলে দিবাতে তারকা দেখিতে পায়॥

ক্রমশঃ—

অথাদৃশ্যকরণ।

লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং রাজদ্বারে শুচিঃ স্থিতঃ। ক্ষীরেণ মালতীপুষ্পৈর্হুতে সিধ্যতি যক্ষিণী। দদাতি গুটিকাং সা তু মুখস্থাদৃশ্যকারিণী। ঐঁ মদনে মদনবিড়ম্বিনে আত্মসঙ্গং দেহি মে দেহি শ্রী স্বাহা।

প্রথমে শুদ্ধচিত্ত হইয়া রাজদ্বারে উপবেশনপূর্ব্বক ঐঁ মদনে মদনবিড়ম্বিনে আত্মসঙ্গং দেহিমে দেহি শ্রী স্বাহা, এই মন্ত্র একলক্ষ জপকরিবে। তৎপরে দুগ্ধসিক্ত মালতীপুষ্পদ্বারা জপের দশাংশসংখ্যায় হোমকরিবে। ইহাতে যক্ষিণী সিদ্ধা হইয়া গুটিকা প্রদানকরেন। এই গুটিকা মুখমধ্যে ধারণকরিলে মনুষ্য সর্ব্বসমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে॥

নিশায়াঞ্চ নিধিং ধ্যাত্বা জপন্ বামেন পাণিনা। অদৃশ্যকারিণীং বিদ্যাং লক্ষজাপে প্রযচ্ছতি। ওঁ নমো বিশ্বাচর মহেশ্বর মম পর্য্যটতঃ॥

সাধক রাত্রিকালে নিধি চিন্তাকরতঃ বামহস্তে ওঁ নমো বিশ্বাচর মহেশ্বর মম পর্য্যটতঃ, এই মন্ত্র জপকরিতে থাকিবে। একলক্ষ মন্ত্রজপ হইলে দেবী প্রসন্না হইয়া সাধককে অদৃশ্যকারিণী বিদ্যা প্রদানকরেন, এই বিদ্যাপ্রভাবে সাধক অদৃশ্য হইতে পারে॥

অঙ্কোলীতৈলসংসিক্তা বচা সপ্তদিনাবধি। ত্রিলোহবেষ্টিতা ধাতুগুটিকাং কারয়েচ্ছুভাং। অদৃশ্যকারিণী খ্যাতা মুখস্থা নাত্র সংশয়ঃ॥

এক খণ্ড বচ সপ্তদিনপর্য্যন্ত অঙ্কোলতৈলে সিক্তকরিয়া রাখিবে। তৎপরে ঐ বচ ত্রিলোহ (স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র)-বেষ্টিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুতকরিবে। এই গুটিকা মুখে ধারণকরিলে সর্ব্বজনসমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে॥

কাকোলূকস্য পক্ষাণ আত্মকেশাস্তথৈব চ। অন্তর্ধূমগতং দগ্ধং সূক্ষ্মচূর্ণন্তু কারয়েৎ। অঙ্কোলতৈলগুটিকাং কৃত্বা শিরসি ধারয়েৎ। অদৃশ্যো জায়তে ক্ষিপ্রং দেবৈরপি ন দৃশ্যতে॥

কাক ও পেচকের পক্ষ এবং স্বীয় কেশ, এই সকল দ্রব্য অন্তর্ধূমে দগ্ধকরিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণকরিবে। পরে এই চূর্ণের সহিত অঙ্কোলতৈল মিশ্রিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুতকরিবে, এই গুটিকা মস্তকে ধারণকরিলে মনুষ্য সর্ব্বজনসমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে, এমন কি তাহাকে দেবগণও দেখিতে পান না॥

পুত্রজীবোথিতং তৈলং বর্ত্তিং কৃত্বাব্জতন্তুজাং। গোরোচনামধুভ্যাঞ্চ নরমুণ্ডে প্রলেপয়েৎ। দীপং প্রজ্বাল্য চৈকস্মিন্নপরে গৃহ্য কজ্জলং। তদঞ্জনাঞ্জিতো মর্ত্ত্যো বিশ্বেনাপি ন দৃশ্যতে॥

জীবপুত্রিকাবীজের তৈলে পদ্মসূত্রকৃত বর্ত্তি সিক্ত করিয়া রাখিবে। পরে দুইটি নরমুণ্ড আনিয়া তাহা গোরোচনা ও মধুদ্বারা লেপনকরিয়া তাহার একটিতে প্রদীপ জ্বালিবে ও অন্যটিতে কজ্জলপাত করিবে। এই অঞ্জনদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে সেই ব্যক্তিকে জগতের কোন লোক দেখিতে পায় না॥ ক্রমশঃ—

অথ নিধিদর্শন অঞ্জন।

শরৎকালে তু সংগ্রাহ্য ভূলতা রক্তবর্ণকা। সিন্দূরপূরিতাং কৃত্বা রবিতুলেন বেষ্টয়েৎ। অতিকৃষ্ণতিলাত্তৈলং গ্রাহয়েত্রক্রয়েৎ সুধীঃ। তৈলবর্ত্ত্যা প্রয়োগেণ কজ্জলং চোত্তরায়ণে। গ্রাহয়িত্বাঞ্জয়েচ্চক্ষুর্নিধিং পশ্যতি পূর্ব্ববৎ॥

শরৎকালে রক্তবর্ণ কেঁচো গ্রহণ করিয়া তাহাকে সিন্দূরদ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া আকন্দতূলাদ্বারা বেষ্টন করত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। পরে অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ তিলের তৈল গ্রহণকরিয়া তাহাতে পূর্ব্বকৃত বর্ত্তি আর্দ্র করিয়া দীপ প্রজ্বালিত করিবে, অনন্তর এই দীপশিখায় কজ্জলপাত করিয়া লইবে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিদিবসে এই কার্য্য করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়, এই কজ্জলদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে সেই ব্যক্তি পাতালস্থিত নিধি দর্শনকরিতে পারে॥ ক্রমশঃ—

অথ কুমারাঞ্জন।

পুষ্যানক্ষত্রযোগেন পিণ্ডীতগরমূলিকাং। ষড়ঙ্গুলমিতাং কুর্য্যাচ্ছলাকাং মন্ত্রয়েত্ততঃ। স্নাপয়েচ্চ শিলাপৃষ্ঠে কুমারং বা কুমারিকাং। তচ্ছিলাস্নানতোয়েন রোচনং হেমগৈরিকং। নিঘৃষ্যাঞ্জয়েন্নেত্রং মন্ত্রযুক্তং পূর্ব্ববৎ। ঋক্তিভয়া শলাকয়া তয়ৈবাপ্নোতি নিধিং লভেৎ॥

পুষ্যানক্ষত্রে পিণ্ডীতগরবৃক্ষের মূল গ্রহণকরিয়া তদ্দ্বারা ছয় অঙ্গুলপরিমিত শলাকা প্রস্তুত করিবে। পরে একটি কুমার কিম্বা কুমারীকে শিলার উপরে রাখিয়া স্নানকরাইবে। অনন্তর সেই স্নানাবশিষ্ট শিলাতলস্থিত জলে গোরোচনা ও স্বর্ণ গৈরিক উত্তমরূপে ঘর্ষণকরিয়া অঞ্জন প্রস্তুতকরিবে এবং পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিতকরিয়া ঐ পিণ্ডীতগরের শলাকাদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে নিধিলাভ হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

অথ পাদাঞ্জন।

তুলসীমূলিকাং পুষ্যে শনিবারে সমুদ্ধরেৎ। নিষ্পিষ্য কাঞ্জিকেনাথ মধুনা যুক্তমঞ্জয়েৎ। পাদজাতে কুমারং বা কন্যকাং বা ততো নিধিঃ। দৃশ্যতে নাত্র সন্দেহঃ পাতালান্তর্গতস্তথা॥

শনিবার পুষ্যানক্ষত্রে তুলসীর মূল উত্তোলনকরিয়া কাঞ্জীর সহিত পেষণকরিবে এবং মধুদ্বারা অঞ্জন প্রস্তুতকরিয়া রাখিবে, পরে ঐ অঞ্জন কোন একটি বালক বা বালিকার পাদদেশে লেপন করিয়া তাহা গ্রহণপূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জন করিলে, পাতালগর্ভস্থ নিধি নিঃসন্দেহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে পাদাঞ্জন বলে॥ ক্রমশঃ—

অথ লেপাঞ্জন।

গোক্ষীরেণ তু সংপিষ্য তিলকোদ্রবরাজিকা। কণাবীজঞ্চ সংপিষ্য নিশায়াঞ্চ নিধিস্থলং। জ্ঞাত্বা লেপো ভবেদযত্র প্রাতস্তত্র নিধিং দিশেৎ॥

তিল, কোদ্রব (ধান্যবিশেষ), রাইসর্ষপ ও পিপুলের বীজ, এইসকল গোদুগ্ধে পেষণকরিয়া রাত্রিযোগে যে স্থলে নিধি আছে এরূপ সংশয় হয়, সেইস্থলে লেপনকরিয়া রাখিবে। পরে প্রাতঃকালে ঐ স্থলে যদি ঐ অঞ্জনলেপ বিলুপ্ত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাহইলে অবশ্য সেই স্থলে নিধি আছে জানা যাইবে॥

ক্রমশঃ—

অথ মাত্রাঞ্জন।

প্রবিশ্য নগরস্যান্তর্লক্ষমেকং জপেন্মনুং। পঠন্ সূত্রৈর্হুতোপেতৈঃ কৃতে হোমে দশাংশতঃ। প্রযচ্ছত্যঞ্জনং হংসী যেন পশ্যতি ভূনিধিং। ওঁ নমো হংসি হংসজাতে ক্লীঁ স্বাহা॥

নগরের মধ্যভাগে প্রবেশ করিয়া ওঁ নমো হংসী হংসজাতে ক্লীঁ স্বাহা, এই মন্ত্র একলক্ষ জপ ও পাঠ করিবে এবং ঐ মন্ত্রজপের দশাংশসংখ্যায় ঘৃতাক্ত সূত্রদ্বারা হোম করিবে। এইরূপ করিলে হংসী নাম্নী মাতৃকা প্রসন্না হইয়া অঞ্জন প্রদান করেন। এই অঞ্জনে চক্ষু অঞ্জিত করিলে ভূগত নিধি দর্শন হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

অথ অজ্ঞাতনিধি গ্রহণ।

ব্রহ্মচারিসহস্রেণ শিলামূলশতেন চ। কন্যাণাঞ্চ সহস্রেণ শিখাবদ্ধোবিধীয়তে। ওঁ রক্ষ রক্ষ বিচ্চে স্বাহা। অনেন সর্ব্বসহায়ানাং শিখাবন্ধনং কুর্য্যাৎ॥

সাধক নিধি গ্রহণকরিবার পূর্ব্বে স্বয়ং এবং সঙ্গীয় লোকদিগের শিখাবন্ধন করিবে। ওঁ রক্ষ রক্ষ বিচ্চে স্বাহা, এই মন্ত্রে শিখাবন্ধন করা কর্ত্তব্য॥ ক্রমশঃ—

অথ সৌভাগ্যকরণ।

গোরোচনাকুঙ্কুমাভ্যাং যস্য নাম সংলিখ্য মধুমধ্যে স্থাপয়েৎ সদ্যঃ সৌভাগ্যং ভবতি। গোরোচনয়া ভূর্জ্জে যস্য নামাভিলিখ্য মধুমধ্যে স্থাপয়েৎ সৌভাগ্যং ভবতি। কুঙ্কুমগোরোচনালক্তকেন যস্য নাম সংলিখ্য মধুমধ্যে স্থাপয়েৎ সৌভাগ্যং ভবতি॥

গোরোচনা ও কুঙ্কুমদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে যাহার নাম লিখিয়া মধুমধ্যে স্থাপন করিবে, সেই ব্যক্তি সৌভাগ্য লাভকরিবে। গোরোচনাদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে যাহার নাম লিখিয়া

মধুমধ্যে স্থাপনকরিলে সেই মানব সৌভাগ্যবান্ হইবে। কুঙ্কুম, গোরোচনা ও আলতাদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে যাহার নাম লিখিয়া মধুমধ্যে স্থাপনকরিবে, সেই মনুষ্যের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়॥ ক্রমশঃ—

অথ ক্রোধ উপশম।

কণ্টকেন তালপত্রে নামাভিলিখ্য কর্দ্দমে স্থাপয়েৎ। কুপিতঃ প্রসন্নো ভবতি। গোরোচনয়া ভূর্জ্জে যস্য নাম সমালিখ্য পয়োমধ্যে স্থাপয়েৎ, কুপিতঃ প্রসন্নো ভবতি। ওঁ শান্তে প্রশান্তে সর্ব্বক্রোধোপশমনি স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ ত্রিঃসন্ধ্যাং সপ্তবারজপ্তেন মুখং মার্জ্জয়েৎ। ততঃ ক্রোধোপশমনো ভবতি। প্রসাদপরো ভবতি॥

তালপত্রে কণ্টকদ্বারা যাহার নাম লিখিয়া কর্দ্দমে সংস্থাপনকরিবে, সেই ব্যক্তি কুপিত হইলেও প্রসন্ন হইবে। আর গোরোচনাদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে যাহার নাম লিখিয়া দুগ্ধমধ্যে স্থাপনকরাযায়, সেই ব্যক্তির ক্রোধশান্তি হয়। ওঁ শান্তে প্রশান্তে সর্ব্বক্রোধোপশমনি স্বাহা, এই মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা সপ্তবার জপ করিয়া মুখমার্জ্জন করিলে ক্রোধশান্তি হইয়া প্রসন্ন হয়॥ ক্রমশঃ—

অথ গজনিবারণ।

বিল্বপত্রস্য চূর্ণস্ত সূক্ষ্মং কুর্য্যাচ্চ তৎ সমম্। তল্লিপ্তাঙ্গং নরং দৃষ্ট্বা দূরে গচ্ছতি কুঞ্জরঃ। মূলং মর্কটবল্ল্যাশ্চ বাহৌ বদ্ধ্বা মূর্দ্ধনি। দুষ্টদন্তিহরং দূরং চিত্রং সংযাতি জায়তে॥

শুভনক্ষত্রে বিল্বপত্র গ্রহণ করিয়া তাহা সূক্ষ্ম চূর্ণকরিবে, এই চূর্ণদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিলে তাহাকে দর্শনমাত্র হস্তী দূরে পলায়ন করে। আর আলকুশীলতার মূল বাহুতে কিম্বা মস্তকে বন্ধনকরিলে দুষ্ট হস্তীও দূরে পলায়ন করে॥ ক্রমশঃ—

অথ অদাতাকে দাতাকরণ।

গোরোচনয়া স্বানামিকারক্তেন ভূর্জ্জে যস্য নাম সংলিখ্য মধুমধ্যে স্থাপয়েৎ স অদাতা দাতা ভবতি॥

স্বীয় অনামিকাঙ্গুলির রক্ত ও গোরোচনাদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে যাহার নাম লিখিয়া মধুমধ্যে স্থাপন করাযায়, সেই ব্যক্তি অদাতা হইলেও দাতা হয়॥ ক্রমশঃ—

অথ নৌকাস্তম্ভন।

ভরণ্যাং ক্ষীরকাষ্ঠস্য কীলং পঞ্চাঙ্গুলং ক্ষিপেৎ। নৌকামধ্যে তদা নৌকাস্তম্ভনং জায়তে ধ্রুবং॥

ভরণীনক্ষত্রে ঔডুম্বর, অশ্বথ ও বটাদি ক্ষীরীবৃক্ষের পঞ্চাঙ্গুলপরিমিত এক এক খণ্ড কাষ্ঠ নৌকামধ্যে নিক্ষেপকরিলে নৌকাস্তম্ভন হয়॥ ক্রমশঃ—

অথ মেঘস্তম্ভন।

ইষ্টকদ্বয়সম্পুটমধ্যে মেঘসংখ্যকচতুরস্রং বিলিখ্য উদ্যানে স্থাপয়েৎ তদা মেঘান্ স্তম্ভয়তি। মন্ত্রঃ ওঁ মেঘান্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা॥

একখানা ইষ্টকের উপরে মেঘসংখ্যায় অর্থাৎ চারিটি চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া তাহার উপরে আর একখানা ইষ্টক চাপা দিয়া ওঁ মেঘান্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা, এই মন্ত্রে ঐ ইষ্টকদ্বয় কোন উদ্যানে প্রোথিত করিয়া রাখিবে, ইহাতে মেঘস্তম্ভন হয়॥ ক্রমশঃ—

অথ নিদ্রাস্তম্ভন।

মূলং বৃহত্যা মধুকং পিষ্ট্বা নস্যং সমাচরেৎ। নিদ্রাস্তম্ভনমেতদ্ধি মূলদেবেন ভাষিতং॥

যষ্টিমধু ও বৃহতীর মূল একত্র পেষণকরিয়া নস্য গ্রহণকরিলে নিদ্রাস্তম্ভন হয়। এই ঔষধ মূলদেব বলিয়াছেন॥ ক্রমশঃ—

অথ শস্ত্রস্তম্ভন।

কপিথস্য চ বন্দাকং কৃত্তিকায়াং সমাহরেৎ। বক্তু সংস্থস্য দেবস্য শস্ত্রস্তম্ভনকং পরং॥

কয়েদের পরগাছা কৃত্তিকানক্ষত্রে আহরণ করিয়া মুখে ধারণকরিলে দেবতাদিগেরও শস্ত্রস্তম্ভন হয়॥ ক্রমশঃ—

অথ গোমহিষাদিস্তম্ভন।

উষ্ট্রাস্থি চতুর্দ্দিক্ষু নিখনেদ্ গোকুলে ধ্রুবং। গাং মেষীং মহিষীং বাজীং স্তম্ভয়েৎ করিণীমপি॥

উষ্ট্রের অস্থি গোষ্ঠস্থানের চতুর্দ্দিকে ভূমিমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলে গো, মেষী, মহিষী, ঘোটকী, হস্তিনী প্রভৃতি স্তম্ভিত হয়॥ ক্রমশঃ—

অগ্নিস্তম্ভন।

সপ্তধা হিমবন্মন্ত্রং জপিত্বা যেন তাড়িতঃ। বহ্নিঃ শাম্যতি রৌদ্রোপি প্রজ্বলনে গৃহে সতি। ওঁ হিমাচলস্যোত্তরে ভাগে মারিচো নাম রাক্ষসঃ। তস্য মূত্রপুরীষাভ্যাং হুতাশং স্তম্ভয়ামি স্বাহা॥

গৃহদাহসময়ে ওঁ হিমাচলস্যোত্তরে ভাগে মারিচো নাম রাক্ষসঃ। তস্য মূত্রপুরীষাভ্যাং হুতাশং স্তম্ভয়ামি স্বাহা, এই হিমবন্মন্ত্র সপ্তবার জপকরিয়া ভূমিতে তাড়ন করিলে তৎক্ষণাৎ অতিপ্রচণ্ড বহ্নিও নির্ব্বাপিত হয়॥ ক্রমশঃ—

জলস্তম্ভন।

পদ্মকং নাম যদ্দ্রব্যং সূক্ষ্মচূর্ণন্তু কারয়েৎ। বাপীকূপতড়াগেষু নিক্ষিপেত্তথ্যতে জলং। নমো ভগবতে জলং স্তম্ভয় বঃ পঃ। অয়ং মন্ত্রঃ সর্ব্বজলে সিদ্ধিঃ॥

পদ্মকনামক দ্রব্য আনিয়া তাহা অতিসূক্ষ্মচূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ পুষ্করিণী, কূপ ও দীঘি প্রভৃতি জলাশয়ে নিক্ষেপকরিলে ঐ সকল জলাশয়ের জল স্তম্ভিত হয়। ওঁ নমো ভগবতে জলং স্তম্ভয় বঃ পঃ, এই মন্ত্রে উক্ত চূর্ণ নিক্ষেপকরিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার জলস্তম্ভন কার্য্যেই এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে॥

শ্লেষ্মান্তঃ লাবুপিষ্টেন কর্ত্তব্যং পাদুকাদ্বয়ং। গোধাচর্ম্মময়ং বদ্ধং কৃত্বারূঢ়শ্চরেজ্জলে॥

ঘোষাফল ও অলাবু একত্র পেষণকরিয়া তদ্দ্বারা পাদুকাদ্বয় প্রস্তুতকরিবে। ঐ দুই খানি পাদুকা গোসাপের চর্ম্মদ্বারা আবৃত করিয়া লইবে। উক্ত পাদুকাদ্বয় আরোহণ করিয়া জলের উপরে সঞ্চরণ করিতে পারে॥

মকরস্য শৃগালস্য নকুলস্য বসাযুতং। জলসর্পশিরোপেতমৈণতৈলেন পাচয়েৎ। তেন নস্যং কর্ণলেপং কৃত্বা সংস্তম্ভয়েজ্জলং। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানায় জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ॥

মকর, শৃগাল ও বেজি, ইহাদিগের বসা এবং জলসর্পের মস্তক, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া হরিণের তৈলের সহিত পাককরিবে। এই তৈলদ্বারা নস্যগ্রহণ ও কর্ণলেপন করিলে জলস্তম্ভন করিতে পারে, অর্থাৎ জলমধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিতে সমর্থ হয়। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানায় জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে॥ ক্রমশঃ—

বুদ্ধিস্তম্ভন।

ভৃঙ্গরাজোঽপ্যপামার্গঃ সিদ্ধার্থঃ সহদেবিকা। তুল্যং তুল্যং বচাশ্বেতা দ্রব্যমেষাং সমাহরেৎ। লৌহপাত্রে বিনিক্ষিপ্য দ্বিদিনান্তে সমুদ্ধরেৎ। তিলকৈঃ সর্ব্বভূতানাং বুদ্ধিস্তম্ভকরং ভবেৎ। ওঁ নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায় নমঃ সর্ব্বমুখীভ্যাং বিশ্বামিত্রায় বিশ্বামিত্র আজ্ঞাপয়তি। শক্ত্যা আগচ্ছাগচ্ছ স্বাহা। উক্তযোগস্যায়ং মন্ত্রঃ। অনেন মন্ত্রেণ নদীং প্রবিষ্টঃ কৃতাঞ্জলিস্তর্পয়েৎ। শত্রূণাং বুদ্ধিস্তম্ভো ভবতি॥

ভৃঙ্গরাজ, অপামার্গ, শ্বেতসর্ষপ, দণ্ডোৎপল, বচ, ও শ্বেত আকন্দের মূল, এই সকল আহরণ করিয়া লৌহপাত্রে রাখিবে, দুই দিবস পরে তাহা উত্তোলনকরিয়া তদ্দ্বারা তিলক করিলে সর্ব্বভূতের বুদ্ধিস্তম্ভন হয়। ওঁ নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায় নমঃ সর্ব্বমুখীভ্যাং বিশ্বামিত্রায় আগচ্ছ আগচ্ছ স্বাহা। এই মন্ত্র জপকরিয়া সিদ্ধ হইলে বুদ্ধিস্তম্ভন কার্য্য সফল হইবে॥ ক্রমশঃ—

দেহরঞ্জন।

এলাশটীপত্রকচন্দনানি তোয়াভয়া শিগ্রু ঘনাময়ানি। স সৌরভোদ্বর্ত্তঃ সুরবাজযোগ্যঃ খ্যাতঃ সুগন্ধো নরমোহযোগ্যঃ॥

এলাইচ, শটী, তেজপত্র, রক্তচন্দন, বালা, হরীতকী, সজিনা, মুথা, কুড় এবং অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য, এই সকল পেষণকরিয়া গাত্রোদ্বর্ত্তন করিলে দেহে সুগন্ধ হয়। এই গাত্রোদ্বর্ত্তন ঔষধ দেবরাজের যোগ্য। এই গন্ধ যে আঘ্রাণকরিবে, সেই ব্যক্তি মোহিত হইবে॥ ক্রমশঃ—

মুখরঞ্জন।

রসাঞ্জনং কুঙ্কুমসারঃ সকর্কটো মাক্ষিকসংযুতশ্চ। স্থিতো মুখান্তে পুরুষস্য রাত্রৌ করোতি পুংসাং মুখবাসমিষ্টং। চূর্ণং মুরামাংসী নাগকেশর কুষ্ঠকানাং প্রাতর্দিনান্তে পরিলেঢ়ি যা স্ত্রী। অপার্দ্ধমাসেন মুখস্য বাসঃ কর্পূরতুল্যো ভবতি প্রকাশঃ॥

আমের আঁঠি, জামের আঁঠি ও পদ্মমূল, এই সকল পেষণকরিয়া মধুর সহিত রাত্রিতে মুখে ধারণকরিলে পুরুষের মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া সুগন্ধ বৃদ্ধি পায়। আর মুরামাংসী, নাগকেশর, কুড় এই সকল সমভাগে চূর্ণকরিয়া স্ত্রীগণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংসময়ে লেহনকরিবে, এইরূপ একপক্ষপর্য্যন্ত লেহন করিলে, সেই স্ত্রীর মুখে কর্পূরতুল্য সুগন্ধ হইবে॥ ক্রমশঃ—

কেশরঞ্জন।

ত্রিফলা লৌহচূর্ণঞ্চ ইক্ষুভৃঙ্গরসস্তথা। কৃষ্ণমৃত্তিকয়া সার্দ্ধং ভাণ্ডে মাসং নিরোধয়েৎ। তল্লেপা-রঞ্জিতে কেশান্ চতুর্ম্মাসং স্থিরো ভবেৎ॥

ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ, ইক্ষুরস, ভৃঙ্গরাজের রস ও কৃষ্ণমৃত্তিকা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র মিশ্রিতকরিয়া কোন পাত্রমধ্যে নিরুদ্ধ করত একমাস রাখিবে, পরে এই ঔষধ কেশে লেপনকরিলে চারিমাসপর্য্যন্ত কেশ কৃষ্ণবর্ণ থাকে॥ ক্রমশঃ—

দুর্ভগাকরণ।

জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে নিম্ববন্দাকং যস্যা অঙ্গে ক্ষীয়তে সা দুর্ভগা ভবতি।

জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে নিম্ববৃক্ষের পরগাছা আহরণকরিয়া যাহার অঙ্গে নিক্ষেপ করা যায়, সেই নারী দুর্ভগা হয়॥ ক্রমশঃ—

নিদ্রালুকরণ।

ওঁ শুদ্ধে শুদ্ধে যোগিনি মহানিদ্রে স্বাহা। মহানিদ্রারণীং দেবীং মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ। মূলঞ্চ কাকজঙ্ঘায়া ধারয়েদ্ যঃ শিখোপরি। মন্ত্রেণৈবান্বিতঃ যেষাং ভবেন্নিদ্রা বলীয়সী॥

ওঁ শুদ্ধে শুদ্ধে যোগিনি মহানিদ্রে স্বাহা। এই মন্ত্রে নিদ্রাদেবীর পূজা করিবে। যে ব্যক্তি কাকজঙ্ঘার মূল ওঁ শুদ্ধে শুদ্ধে যোগিনি মহানিদ্রে স্বাহা, এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া মস্তকে ধারণকরে, তাহার অতিশয় নিদ্রা হয়॥

তেনৈব গৃহমধ্যে চ মন্ত্রঃ শতত্রয়ং জপেৎ। মহানিদ্রারণী তুষ্টা সর্ব্বে সুপ্তান্বিতা জনাঃ॥

গৃহমধ্যে উক্ত মন্ত্র তিন শতবার জপ করিলে মহানিদ্রারণী দেবী আগমন করেন ও সেই গৃহস্থিত সকল মনুষ্য নিদ্রিত হয়॥

গোরের মাটি গোমুণ্ড স্নানমাটি শ্মশানমৃত্তিকা নিদ্রালীপত্র কুজবারে সংগৃহ্য একীকৃত্য অনেন মন্ত্রেণ গৃহে নিঃক্ষিপেৎ মনুষ্যাণাং গাত্রে চ ন কেচিদপি জাগ্রতি।

গোরের মাটি, গরুর মুণ্ড, স্নানস্থানের মৃত্তিকা, শ্মশানের মৃত্তিকা ও নিদ্রালী পত্র, এই সকল দ্রব্য মঙ্গলবারে একত্র করিয়া ওঁ শুদ্ধে শুদ্ধে যোগিনি মহানিদ্রে স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মনুষ্যের শরীরে ও গৃহে নিক্ষেপকরিলে সেই গৃহে কোন ব্যক্তি জাগ্রত থাকিতে পারে না॥ ক্রমশঃ—

নিগড়াদিভঞ্জন।

গুপকাবিষ্টিকা কৃষ্ণবল্লী প্রাক্ষ্য যোগিভিঃ। সূক্ষ্মচূর্ণঞ্চ তৎ কৃত্বা লোহকিট্টমথাপি বা। সূত্রেরজ্জুং দৃঢ়ীকৃত্য তিলতৈলেন লেপিতঃ। তচ্চূর্ণলোঠিকাং কৃত্বা মহালোহং ছিনত্ত্যপি॥

ইষ্টক ও কৃষ্ণসিজ সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া তাহার সহিত লৌহমল মিশ্রিত করিবে। পরে সূত্রদ্বারা দৃঢ়রজ্জু প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তিলতৈল লেপন করিবে, অনন্তর ঐ রজ্জুতে পূর্ব্বকৃত চূর্ণ মাখাইয়া লইবে। এই রজ্জুদ্বারা মহালৌহ ভগ্ন করিতে পারা যায়॥

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় উড্ডামরেশ্বরায় বহুরূপায় নানারূপধরায় হন হন নৃত্য নৃত্য তুর তুর নানাকৌতুকেন্দ্রজালদর্শকায় ঠঃ ঠঃ স্বাহা। অনেন সর্ব্বযোগাদভিমন্ত্র্য সিদ্ধিঃ।

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় উড্ডামরেশ্বরায় বহুরূপায় নানারূপধরায় হন হন নৃত্য নৃত্য তুর তুর নানাকৌতুকেন্দ্রজালদর্শকায় ঠঃ ঠঃ স্বাহা, এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল সাধন করিলেই ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

শস্যবৃদ্ধি।

পূর্ব্বাষাঢ়ায়াঞ্চৈব চ বন্দাং বিভীতসম্ভবাং। শস্যমধ্যে ক্ষিপেত্তেন শস্যবৃদ্ধির্ভবেৎ ধ্রুবং॥

পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে বহেড়াবৃক্ষের পরগাছা আহরণকরিয়া শস্যক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলে নিশ্চয় শস্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

শত্রুভ্রামণং।

অশ্বথকীলমশ্বিন্যাং যস্য গেহে দশাঙ্গুলম্। স্থাপয়েদীর্ঘযাত্রা ভ্রাম্যতাপি নহি সংশয়ঃ॥

দশাঙ্গুলপরিমিত অশ্বথবৃক্ষের কীলক অশ্বিনীনক্ষত্রে গ্রহণপূর্ব্বক যাহার গৃহমধ্যে সংস্থাপন করাযায়, সেই ব্যক্তি বহুকালপর্য্যন্ত বিদেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে, ইহার সংশয় নাই॥ ক্রমশঃ—

অশ্বমারণ।

কৃষ্ণজীরকচূর্ণেন অঞ্জিতাশ্বো ন পশ্যতি। তক্রেণ ক্ষালয়েচ্চক্ষুঃ স্বস্থো ভবতি ঘোটকঃ॥

কৃষ্ণজীরার চূর্ণদ্বারা অশ্বের চক্ষু অঞ্জিত করিলে অশ্ব দেখিতে পায় না এবং ঘোল দিয়া চক্ষু ক্ষালনকরিলে সেই ঘোটক সুস্থ হয়॥ ক্রমশঃ—

গোপানাং দুগ্ধনাশনং।

নিক্ষিপেদনুরাধায়াঃ জম্বুকাষ্ঠস্য কীলকম্। অষ্টাঙ্গুলং গোপগেহে গোদুগ্ধং নশ্যতি॥

অনুরাধানক্ষত্রে অষ্টাঙ্গুলপরিমাণ জামকাষ্ঠের কীলক গোপগৃহে নিক্ষেপ করিলে সেই গোপের গৃহস্থিত গোদুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়॥ ক্রমশঃ—

বাক্যসিদ্ধি।

কৃত্তিকায়াং গৃহীত্বা শিজবন্দাক ধারয়েৎ করে। বাক্যসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মহাশ্চর্য্যমিদং স্মৃতং॥

কৃত্তিকানক্ষত্রে সিজবৃক্ষের পরগাছা আহরণকরিয়া হস্তে ধারণকরিলে তাহার বাক্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা অতিআশ্চর্য্যজনক ব্যাপার॥ ক্রমশঃ—

ধনধান্যাক্ষয়করণ।

ধনে চ পূর্ব্বফল্গুন্যাং দাড়িমীবৃক্ষসম্ভবা। বন্দাকলী ধনে দেয়া অক্ষয়ং ভবতি ধ্রুবং॥

পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে দাড়িম্ববৃক্ষসম্ভূত গুলঞ্চলতা আনিয়া সঞ্চিত ধনে দিলে সেই ধন অক্ষয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ ব্যয়ে তাহার হ্রাস হয় না॥ ক্রমশঃ—

বধিরতা দূরীকরণ।

শিখরিক্ষারযুক্তেন জলেন তৎকৃতকল্কেন সাধিতং তিলজং। অপহরতি কর্ণনাদং বাধির্য্যং চাপি পূরণাৎ॥

অপামার্গের ক্ষারযুক্ত জলে তাহার কল্কের সহিত তিলতৈল পাককরিবে। এই তৈলে কর্ণ পূরণকরিলে কর্ণনাদ ও বধিরতা দূর হয়॥

দশমূলকষায়েণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। এতৎ কর্ণং প্রদাতব্যং বাধির্য্যে পরমৌষধং॥

দশমূল অর্থাৎ বিল্ব, শোণা, গাম্ভারী, পারলী, গণিয়ারি, শালপানি, চাকুলিয়া, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকলের মূলের কাথ ১৬ সের লইয়া তাহাতে তৈল ৪ সের পাক করিবে এবং পাককালে ঐ দশমূল পেষণকরিয়া তাহাতে দিবে। বিধিপূর্ব্বক এই তৈল পাককরিয়া তদ্দ্বারা কর্ণ পূরণকরিবে। ইহা বধিরতারোগের মহৌষধ॥ ক্রমশঃ—

দন্তদৃঢ়ীকরণ।

বদরিকা জয়া গুঞ্জা মুস্তকা করমাদকং। চলদন্তা দৃঢ়া যান্তি এতেষাং দন্তধাবনাৎ॥

তেঁতুল, জয়ন্তী, শ্বেতকুঁচ কিম্বা করবীবৃক্ষের মূলদ্বারা দন্তধাবন করিলে চলিত দন্ত দৃঢ় হয়॥

তাম্রপাত্রে জলং পাচ্যমকরাপূর্ব্বকং মধু। পিষ্টা চ গুটিকা কার্য্যা দন্তৈর্ধার্য্যা কৃমিং হরেৎ॥

হরীতকীচূর্ণ মধুর সহিত পেষণকরিয়া তাম্রপাত্রে কিছুকাল পাককরিবে এবং তাহাদ্বারা গুটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে ধারণকরিলে দন্তের ক্রমি বিনাশ পায়॥

ক্রমশঃ—

অত্যাহারকরণ।

সন্ধ্যায়াং প্রবৃক্ষক কর্ত্তব্যমভিমন্ত্রণং। প্রাতঃ পুষ্পাণি সংগৃহ্য মালাং শিরসি ধারয়েৎ। কৌপীনং সংপরিত্যজ্য ভুঙ্ক্তেহসৌ ভীমসেনবৎ॥

সন্ধ্যাকালে একটি বটবৃক্ষ অভিমন্ত্রিত করিয়া রাখিবে। পরদিবস প্রাতঃকালে ঐ বৃক্ষের পুষ্প আনিয়া মালা গ্রন্থনপূর্ব্বক মস্তকে ধারণকরিবে। তৎপরে কৌপীন পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করিতে বসিলে ভীমের ন্যায় ভোজন করিতে পারে॥

ক্রমশঃ—

অনাহার।

অন্ত্রাণি কৃকলাসস্ত মজ্জা করঞ্জবীজকং। পিষ্ট্বা তদ্গুলিকাং কৃত্বা ত্রিলৌহেন তু বেষ্টিতাং। তাং বক্ত্রে ধারয়েদ্ যোহসৌ ক্ষুৎপিপাসা ন বাধতে। ওঁ শাং চাং শরীরমমৃতমাকর্ষয় স্বাহা॥

কৃকলাসের অন্ত্র (নাড়ীভুঁড়ী) এবং করঞ্জাবীজের শাঁস একত্র পেষণকরিয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকা ত্রিলৌহদ্বারা বেষ্টন করিয়া মুখে ধারণকরিবে। যে ব্যক্তি ওঁ শাং চাং শরীরমমৃতমাকর্ষয় স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উক্ত কার্য্য করিবে, তাহাকে ক্ষুধা কিম্বা পিপাসা কোন ক্লেশ দিতে পারে না॥ ক্রমশঃ—

পাদুকাসাধন।

অশ্বনালেঙ্গুদীতৈলৈঃ পেষয়েৎ শ্বেতসর্ষপং। তল্লিপ্তহস্তপাদস্ত যোজনানাং শতং ব্রজেৎ॥

অশ্বনাল ও ইঙ্গুদীফলের তৈলের সহিত শ্বেতসর্ষপ পেষণকরিবে। পরে ঐ পিষ্টদ্রব্যদ্বারা হস্তপদ লেপনকরিলে সেই ব্যক্তি শতযোজন গমনকরিতে পারে॥ ক্রমশঃ—

বৃশ্চিকবিষনিবারণ।

শিরীষবীজং গোমেদং দাড়িমস্ত চ মূলকং। অর্কক্ষীরযুতং হন্তি ধূপো বৃশ্চিকজং বিষম্॥

শিরীষবীজ, গোবসা, দাড়িমের মূল ও আকন্দের দুগ্ধ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে বৃশ্চিকবিষ বিনাশ পায়॥

পুত্রজীবফলামজ্জাং পলাশোত্থাং করঞ্জজাম্। মজ্জাং তোয়ৈঃ প্রলেপোহয়ং হন্তি বৃশ্চিকজং বিষম্॥

জীবপুত্রিকাফল, পলাশবীজ এবং করঞ্জাবীজ এই সকলের মজ্জা একত্র জলের সহিত পেষণকরিয়া দংশস্থানে লেপনকরিলে বৃশ্চিকবিষ বিনাশ পায়॥

হিঙ্গু বা জললেপেন বৃশ্চিকোত্থং বিষং হরেৎ॥

হিঙ্গু জলের সহিত গুলিয়া দংশস্থানে লেপন করিলে বৃশ্চিকবিষ বিনষ্ট হয়॥

ক্রমশঃ—

মূষিকবিষনিবারণ।

গৃহগোধাং সমাদায় পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা। লেপাদাখুবিষং হন্তি পিবেদ্বা ক্ষীরপাচিতাম্॥

গৃহগোধিকা, অর্থাৎ টিক্‌টিকী তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণকরিয়া দংশস্থানে লেপনকরিলে ইন্দুরবিষ বিনাশ পায়; অথবা উহা দুগ্ধের সহিত পাককরিয়া পানকরিলে ইন্দুরবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

কুক্কুরবিষনিবারণ।

গুড়ং তৈলার্কদুগ্ধঞ্চ লেপাচ্ছুনোবিষং হরেৎ॥

ইক্ষুগুড়, তৈল ও আকন্দের দুগ্ধ এই সকল একত্র পেষণকরিয়া দংশস্থানে লেপনকরিলে কুক্কুরদংশনজন্য বিষপীড়া নিবারণ হয়॥

উন্মত্তশ্বোবদ্রানাং কুমারীদলসৈন্ধবম্। দংশোপরি বন্ধয়েৎ পিষ্টং ত্রিদিনান্তে সুখাবহম্॥

উন্মত্ত কুক্কুরে দংশন করিলে ঘৃতকুমারীপত্র ও সৈন্ধব পেষণকরিয়া কিঞ্চিৎ টিক করিবে এবং দংশস্থানে বন্ধনকরিয়া রাখিবে। তিন দিন পরে ঐ বন্ধন খুলিয়া ফেলিবে, ইহাতে কুক্কুরবিষ বিনষ্ট হয়॥ ক্রমশঃ—

মৎস্যবিষনিবারণ।

শৃঙ্গিমৎস্যবিষং স্বেদাৎ কিঞ্চিদ্ঘৃতসমন্বিতাৎ॥

শৃঙ্গীমৎস্যের কণ্টক বিদ্ধ হইলে ক্ষতস্থানে ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে স্বেদ দিবে, ইহাতে সেই বিষবেদনার শান্তি হয়॥ ক্রমশঃ—

ব্যাঘ্রাদিবিষনিবারণ।

তথা নিম্বত্বচৈব শমীবৃক্ষত্বচং তথা। উষ্ণোদকেন লেপঃ স্যান্নখদন্তবিষাপহঃ। তথা দারুহরিদ্রায়া লেপো দন্তবিষাপহঃ॥

নিম্ববৃক্ষের ছাল ও শমীবৃক্ষের ছাল একত্র উষ্ণজলের সহিত পেষণকরিয়া লেপ দিলে, নখ ও দন্তাঘাতজন্য বিষ বিনষ্ট হয় এবং ক্ষতস্থানে দারুহরিদ্রা লেপনকরিলে দন্তবিষ নিবারণ হয়॥ ক্রমশঃ—

সর্ব্বজন্তুবিষনিবারণ।

পুত্রজীবফলামজ্জাং শীততোয়েন পেষিতাম্। লেপনাঞ্জননস্তৈস্তু পানাদ্বা নিষ্কমাত্রতঃ। ব্যাঘ্রমূষিকগোনাগবৃশ্চিকাদিবিষং হরেৎ। দুঃসহং যদ্বিষং চাশু বিস্ফোটঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

জীবপুত্রিকাফলের শাঁস শীতলজলের সহিত পেষণকরিয়া দুই রতি পরিমাণে লেপন, অঞ্জন, নস্য বা পানে প্রয়োগ করিলে ব্যাঘ্র, মূষিক, গো, সর্প ও বৃশ্চিকাদির বিষ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনে অন্যান্য দুঃসহ বিষ ও বিস্ফোটক বিনাশ পায়॥ ক্রমশঃ—

অথ সর্পবিষপ্রতিকার।

সর্পসকল অশীতিপ্রকার। বিষবিদ্যাবিৎ বৈদ্যগণ তাহাদিগকে পঞ্চশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—দর্ব্বীকর, মণ্ডলী, রাজীমন্ত, নির্ব্বিষ ও বৈকরঞ্জ। যে সকল সর্পের মস্তকে চক্র, লাঙ্গল, ছত্র, স্বস্তিক অথবা অঙ্কুশাকার চিহ্ন থাকে, তাহাদিগকে দর্ব্বীকর বলে। দর্ব্বীকর সর্প ফণাবিশিষ্ট ও শীঘ্রগামী। যে সকল সর্প বিবিধ মণ্ডলাকার চিহ্নে চিত্রিত, স্থূল, মন্দগামী ও প্রদীপ্তসূর্য্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, তাহাদিগকে মণ্ডলী বলে এবং চাকচৈক্যশালী ও শরীরের উর্দ্ধাধোভাগে বিবিধবর্ণের রেখাকার চিহ্নদ্বারা চিত্রিত যে সকল সর্প, তাহাদিগকে রাজীমন্ত বলে। মুক্তা কিম্বা রৌপ্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট অথবা কপিলবর্ণ সর্পকেও রাজীমন্ত বলিয়া থাকে॥

সর্পসকল চারি জাতি, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যে সকল সর্পের শরীরে সদ্গন্ধ ও স্বর্ণের ন্যায় আভা আছে, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণজাতি বলে। যে সকল সর্প চাকচৈক্যশালী ও আশুক্রোধী, তাহারা ক্ষত্রিয়জাতি, যাহাদিগের শরীরে চন্দ্র, সূর্য্য, ছত্র বা পদ্মের ন্যায় চিহ্ন থাকে, যাহাদিগের শরীর কৃষ্ণ, রক্ত, ধূম্র, অথবা পারাবতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং যাহাদের শরীর বজ্রবদ্ দৃঢ়, তাহারা বৈশ্যজাতি এবং যে সকল সর্পের শরীর মহিষ কিম্বা হস্তীর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, চর্ম্ম অতিকর্কশ, তাহারা শূদ্রজাতি॥

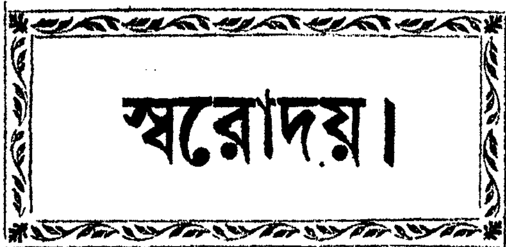
সর্পমাত্রই পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক এই তিনপ্রকার; যে সকল সর্পের চক্ষু, জিহ্বা, মুখ ও মস্তক বৃহৎ, তাহারা পুরুষ। যাহাদের চক্ষুপ্রভৃতি ক্ষুদ্র, তাহারা স্ত্রী এবং যাহাদের চক্ষুপ্রভৃতি মধ্যমাকার, তাহারা নপুংসক। নপুংসক সর্প ক্রোধহীন ও মন্দবিষ, অর্থাৎ তাহাদের বিষ শীঘ্র সঞ্চরণ করে না॥

সর্পদংশন তিনপ্রকার, যথা—সর্পিত, রদিত ও নির্ব্বিষ। যে দংশনে একটি অথবা অনেকগুলি দন্তের গভীর চিহ্ন রক্তবিশিষ্ট হইয়া ফুলিয়া উঠে ও দংশস্থান বিকৃত হয়, তাহাকে সর্পিত বলে। যে দংশস্থানে রক্ত, নীল, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয়, তাহাকে রদিত বলা যায়। যদি দংশস্থান ফুলিয়া না উঠে, অল্প দূষিত রক্তবিশিষ্ট হয় ও রোগী প্রকৃত অবস্থায় থাকে, তাহাকে নির্ব্বিষদংশন বলিয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

রোগীর লক্ষণদৃষ্টে সর্পনির্ণয়।

দর্ব্বীকরসর্পদংশনে দষ্টব্যক্তির চর্ম্ম, চক্ষু, নখ, দন্ত, মূত্র, পুরীষ ও দংশস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শরীরের রুক্ষতা, মস্তকের ভার, সন্ধিস্থানে বেদনা, কটী, পৃষ্ঠ ও গ্রীবার দুর্ব্বলতা, জৃম্ভণ, কম্প, বাক্যের অবসন্নতা, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, শরীরের জড়তা, শুষ্কউদ্গার, শ্বাস, কাস, হিক্কা, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি, বেদনা, বমনের ইচ্ছা, তৃষ্ণা, লালাস্রাব, ফেণনিঃসরণ, ইন্দ্রিয়ের অবরোধ এবং বায়ুজন্য অন্যান্যপ্রকার যাতনা জন্মে॥

ক্রমশঃ—



যে শ্বাসপ্রশ্বাস মানবের নাসাপুটদ্বয়ের মধ্যে অহরহ প্রবাহিত হইতেছে, ঐ শ্বাসপ্রশ্বাস কিরূপে কোন কোন নাড়ীর শক্তিবলে যথানিয়মে চলিতেছে? শ্বাসবহনকালে কিরূপে নাসাপুট মধ্যে বায়ুরূপী পঞ্চতত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে? কিরূপে স্বরসাধন করিতে হয়? শ্বাসদ্বারা মানবের কি কি ফল সাধিত হইয়া থাকে? বায়ুরূপী পঞ্চতত্ত্বদ্বারা কিরূপে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালের ঘটনা গণনাকরাযায়? কোন নাসায় শ্বাসবহনকালে কি কি কার্য্য করিতে হইবে? প্রয়োজনবশত কিরূপে এক নাসিকার শ্বাস অন্য নাসিকায় পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে? কোন নাসিকার শ্বাসবহনকালে উপাস্যদেবতার জাগ্রদবস্থা জানা যায়? কোন নাসিকার শ্বাসবহনকালে উপাস্য-দেবতার নিদ্রাবস্থা পরিজ্ঞাত হয়? কোন নাসিকায় শ্বাসবহনকালে কোন তত্ত্বের উদয়কালে শুভাশুভ কর্ম্ম করিবে? কিরূপে এই শ্বাস ও তত্ত্বদ্বারা প্রশ্নের, সম্বৎসরের, যুদ্ধের, রোগের, গর্ভের ফলাফল ও মৃত্যুকালজ্ঞান জন্মে? কিরূপে দেবীবশীকরণ করিতে হয়? ইত্যাদি যে শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহাকে স্বরোদয়শাস্ত্র বলে।

এই স্বরোদয়শাস্ত্র শিক্ষা করা অতীব প্রয়োজনীয়, এই বিষয়ে মহাদেব পার্ব্বতীকে যেরূপ বলিয়াছেন, এই স্থলে অগ্রে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

গুহ্যাদ্গুহ্যতরঃ সারমুপকারপ্রকাশকম্। ইদং স্বরোদয়ং জ্ঞানং জ্ঞানিনাং মস্তকোমণিঃ॥ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং জ্ঞানং সুবোধং সত্যপ্রত্যয়ম্। আশ্চর্য্যং নাস্তিকে লোকে আধারমাস্তিকে জনে॥ ১॥ শান্তে শুদ্ধে সদাচারে গুরুভক্তৈকমানসে। দৃঢ়চিত্তে কৃতজ্ঞে চ দেয়ঞ্চৈব স্বরোদয়ম্॥ ২॥ শঠে চ দুর্জ্জনে শূদ্রে অশান্তে গুরুলোপকে। হীনসত্ত্বে দুরাচারে স্বরোদয়ং ন দীয়তে॥ ৩॥ শৃণু ত্বং কথিতং দেবি দেহস্থং জ্ঞানমুত্তমম্। যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রজায়তে॥ ৪॥ স্বরে বেদাশ্চ শাস্ত্রাণি স্বরে গান্ধর্ব্বমুত্তমম্। স্বরে সর্ব্বঞ্চ ত্রৈলোক্যং স্বরে আত্মস্বরূপকং॥ ৫॥ স্বরহীনোঽথ দৈবজ্ঞো নাথহীনো যথা গৃহম্। শাস্ত্রহীনো যথা বক্তা শিরোহীনঞ্চ যদ্বপুঃ॥ ৬॥ নাড়ীভেদং যথা প্রাণং তত্ত্বভেদং তথৈব চ। সুষুম্না মিশ্রভেদঞ্চ যো জানাতি স মুক্তিগঃ॥ ৭॥ সাকারে বা নিরাকারে শুভবায়ুবলে কৃতে। কথয়ন্তি শুভং কেচিৎ স্বরজ্ঞানং বরাননে॥ ৮॥ ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ডপিণ্ডাদ্যং স্বরেণৈব হি নির্ম্মিতম্। সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা চ স্বরঃ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ॥ ৯॥ স্বরজ্ঞানাৎ পরং মিত্রং স্বরজ্ঞানাৎ পরং ধনম্। স্বরজ্ঞানাৎ পরং গুহ্যং ন বা দৃষ্টং ন বা শ্রুতম্॥ ১০॥ শত্রুং হন্যাৎ স্বরবলৈস্তথা মিত্রসমাগমঃ। লক্ষ্মীপ্রাপ্তিঃ স্বরবলৈঃ কীর্ত্তিঃ স্বরবলৈস্তথা॥ ১১॥ কন্যাপ্রাপ্তিঃ স্বরবলৈঃ স্বরবলৈ রাজদর্শনম্। স্বরবলৈর্দ্দেবতাসিদ্ধিঃ স্বরবলৈঃ ক্ষিতিপোবশঃ॥ ১২॥ স্বরবলৈ-র্গম্যতে দেশে ভোজ্যং স্বরবলৈস্তথা। লঘুদীর্ঘং স্বরবলৈর্ম্মলঞ্চৈব নিবারয়েৎ॥ ১৩॥ সর্ব্বশাস্ত্রপুরাণাদিস্মৃতিবেদাঙ্গপূর্ব্বকম্। স্বরজ্ঞানাৎ পরং মিত্রং নাস্তি কিঞ্চিৎ বরাননে॥ ১৪॥ নামরূপাদিকাঃ সর্ব্বে মিথ্যাঃ সর্ব্বেষু বিভ্রমাঃ। অজ্ঞানমোহিতা মূঢ়া যাবত্তত্ত্বং ন বিদ্যতে॥ ১৫॥ ইদং স্বরোদয়ং শাস্ত্রং সর্ব্বশাস্ত্রোত্তমোত্তমম্। আত্মঘটপ্রকাশার্থং প্রদীপকলিকোপমম্॥ ১৬॥ যস্মৈ কস্মৈ পরস্মৈ বা ন প্রোক্তং প্রশ্নহেতবে। তস্মাদেতৎ স্বয়ং জ্ঞেয়মাত্মনৈবাত্মনাত্মনি॥ ১৭॥ ন তিথি র্ন চ নক্ষত্রং ন বারগ্রহদেবতা। ন বিষ্টি র্ন ব্যতীপাতো বিরুদ্ধ্যাদ্যাস্তথৈব চ॥ ১৮॥ কুযোগা নৈব দেবেশি প্রভবন্তি কদাচন। প্রাপ্তে স্বরবলে সিদ্ধিঃ সর্ব্বমেব ফলং শুভম্॥ ১৯॥

এই স্বরোদয়শাস্ত্র জ্ঞানিগণের মস্তকভূষণের মণিস্বরূপ; ইহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতর, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং সত্যপ্রত্যয়জনক। এই স্বরশাস্ত্র নাস্তিক লোকের পক্ষে আশ্চর্য্যজনক; আস্তিক জন ইহাকে জ্ঞানের আধার বিবেচনা করেন॥ ১॥ শান্ত, শুদ্ধ, সদাচারী, গুরুভক্ত, একমনা, দৃঢ়চিত্ত ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই স্বরোদয়শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া বিধেয়॥ ২॥ শঠ, দুর্জ্জন, শূদ্র, অশান্ত, গুরুলোপী অর্থাৎ যাহারা গুরু স্বীকারকরে না, দুর্ব্বল ও দুরাচারী জনকে স্বরজ্ঞানশিক্ষা দানকরিবে না॥ ৩॥ দেবি! তুমি শ্রবণ কর—আমি শরীরবিজ্ঞান উত্তমরূপে বিবৃত করিতেছি। ইহার জ্ঞানমাত্রেই সর্ব্বজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে॥ ৪॥ স্বরশাস্ত্র হইতেই বেদ, গন্ধর্ব্ববিদ্যা (সঙ্গীতবিজ্ঞান) ও অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, স্বরেই ত্রিভুবন বর্ত্তমান আছে এবং স্বরশাস্ত্র হইতেই আত্মার স্বরূপ বিদিত হওয়া যায়॥ ৫॥ কর্ত্তাবিহীন বাটী, শাস্ত্রহীন বক্তা এবং মস্তকহীন দেহ যেরূপ অকর্ম্মণ্য, স্বরহীন দৈবজ্ঞও সেইরূপ॥ ৬॥ পূর্ব্বোক্ত নাড়ীবিচার, তত্ত্বনির্ণয় ও সুষুম্নাদি নাড়ীর বিষয় যিনি জ্ঞাত আছেন, তিনিই মুক্তিপদ লাভ করিতে সমর্থ হন॥ ৭॥ খণ্ডপিণ্ডাদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বরদ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে। সৃষ্টিসংহারকারী মহেশ্বর সাক্ষাৎ স্বরস্বরূপ॥ ৮-৯॥ স্বরজ্ঞানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু, ধন বা গোপনীয় বিষয় কিছুই কখনও দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় নাই॥ ১০॥ শত্রুবিনাশ, বন্ধুসমাগম, লক্ষ্মীপ্রাপ্তি, কীর্ত্তিসঞ্চয়, কন্যালাভ, রাজদর্শন, দেবতাসিদ্ধি, রাজবশীকরণ, দেশভ্রমণ, খাদ্যাহরণ, লঘু ও দীর্ঘ হওয়া, মলনিবারণ ইত্যাদি সকল কার্য্যই স্বরবিজ্ঞানবলে সুসিদ্ধ হয়॥ ১১-১৩॥ স্বর হইতে পুরাণ, স্মৃতি, বেদাঙ্গ ইত্যাদি শাস্ত্র উৎপন্ন হয়। সুন্দরি! স্বরজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মিত্র জগতে আর কিছুই নাই॥ ১৪॥ নাম রূপাদি যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, সকলই মিথ্যা এবং ভ্রান্তিসঙ্কুল। মনুষ্য যে পর্য্যন্ত স্বরতত্ত্ব শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত অজ্ঞানী ও মূর্খ হইয়া থাকে॥ ১৫॥ এই স্বরোদয়শাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্র অপেক্ষা উত্তম, গৃহ আলোকিত করিবার নিমিত্ত প্রদীপশিখা যেরূপ প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আত্মপ্রকাশনের জন্য স্বরোদয়শাস্ত্রের জ্ঞান অতি আবশ্যক॥ ১৬॥ এই শাস্ত্র কোন সাধারণ লোকের নিকট বলিবে না; এই বিষয় আপনি পরিজ্ঞাত হইয়া আপনাতেই রাখিবে॥ ১৭॥ স্বর অবলম্বনে যাত্রাদি কোন কার্য্য করিলে, তাহাতে তিথি, বার, নক্ষত্র, গ্রহ, দেবতা, বিষ্টি, ব্যতীপাত ও অন্যান্য বিরুদ্ধ যোগ বিবেচনা করিবে না। স্বরজ্ঞানবলেই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধি হয়, কোনপ্রকার বিঘ্ন তাহার বাধা জন্মাইতে পারে না॥ ১৮—১৯॥

এই স্বরসাধনকারী ব্যক্তিগণকে অগ্রে মানবশরীরের মধ্যে যে সকল নাড়ী, বায়ু ও তাহার স্থান আছে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্যবিধায় তাহা নিম্নে কথিত হইতেছে।

দেহমধ্যে স্থিতা নাড্যো বহুরূপাঃ সবিস্তরাঃ। জ্ঞাতব্যাশ্চ বুধৈর্নিত্যং স্বদেহজ্ঞানহেতবে॥ ১॥ নাভিস্থানককন্দোর্দ্ধমঙ্কুরাদেব নির্গতাঃ। দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি দেহমধ্যে ব্যবস্থিতা॥ ২॥ নাড়ীস্থা কুণ্ডলী শক্তির্ভুজগাকারশায়িনী। ততো দশোর্দ্ধগা নাড্যো দশৈবাধঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ৩॥ দেহে তির্য্যগ্গতা নাড্যশ্চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যয়া। প্রধানা দশনাড্যস্তু দশবায়ুপ্রবাহকাঃ॥ ৪॥ তির্য্যগূর্দ্ধ-মধস্তাদ্বা বায়ুর্দ্দেহসমন্বিতঃ। চক্রবত্তু স্থিতাঃ দেহে সর্ব্বাঃ প্রাণসমাশ্রিতাঃ॥ ৫॥ তাসাং মধ্যে দশশ্রেষ্ঠা দশানাং তিস্র উত্তমাঃ। ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়িকা॥ ৬॥ গান্ধারী হস্তি-জিহ্বা চ পূষা চৈব যশস্বিনী। অলম্বুষা কুহূশ্চৈব শঙ্খিনী দশমী তথা॥ ৭॥ ইড়া বামে স্থিতা ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলা তথা। সুষুম্না মধ্যদেশে তু গান্ধারী বামচক্ষুষি॥ ৮॥ দক্ষিণে হস্তিজিহ্বা চ পূষা কর্ণে চ দক্ষিণে। যশস্বিনী বামকর্ণে আননে চাপ্যলম্বুষা॥ ৯॥ কুহূশ্চ লিঙ্গদেশে তু মূলস্থানে চ শঙ্খিনী। এবং দ্বারং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি দশনাড়িকাঃ॥ ১০॥ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না চ প্রাণমার্গে সমাশ্রিতাঃ। এতাহি দশনাড্যস্তু দেহমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ॥ ১১॥ প্রকটপ্রাণসঞ্চারং লক্ষয়েৎ দেহ-মধ্যতঃ। ইড়াপিঙ্গলাসুষুম্নাভির্নাড়ীভিস্তিসৃভির্বুধঃ॥ ১২॥ ইড়া বামে চ বিজ্ঞেয়া পিঙ্গলা দক্ষিণে স্মৃতা। ইড়ানাড়ীস্থিতা বামা ততোব্যস্তা চ পিঙ্গলা॥ ১৩॥ ইড়ায়াং সংস্থিতশ্চন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াঞ্চ ভাস্করঃ। সুষুম্না শম্ভুরূপেণ শম্ভুর্হংসস্বরূপকঃ॥ ১৪॥ হংকারো নির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্তু প্রবেশনে। হংকারঃ শিবরূপেণ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে॥ ১৫॥ শক্তিরূপস্থিতশ্চন্দ্রো বামনাড়ীপ্রবাহকঃ। দক্ষনাড়ীপ্রবাহশ্চ শম্ভুরূপী দিবাকরঃ॥ ১৬॥

শরীরের অভ্যন্তরে অনেক প্রকার সুবিস্তৃত নাড়ী আছে। শরীরবিজ্ঞানের নিমিত্ত সেই সকল নাড়ী পণ্ডিতবর্গের জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ১॥ নাভির নিম্নে মূলাধারের ঊর্দ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া বাহাত্তর হাজার নাড়ী সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে॥ ২॥ নাড়ীস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি সর্পাকারে শয়ন করিয়া আছেন। পূর্ব্বোক্ত নাড়ীসকলের মধ্যে দশটি নাড়ী ঊর্দ্ধদিকে এবং অপর দশটি অধোদিকে প্রতিষ্ঠিত আছে॥ ৩॥ অন্য চতুর্ব্বিংশতি নাড়ী তির্য্যগ্‌ভাবে শরীরের সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান দশ নাড়ী হইতে দশপ্রকার বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে॥ ৪॥ দেহমধ্যে সমস্ত বায়ুপ্রবাহক নাড়ী তির্য্যক্‌, ঊর্দ্ধ ও অধোভাবে অবস্থিত হইয়া চক্রাকারে প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে॥ ৫॥ এই সকল নাড়ীর মধ্যে দশটি প্রধান এবং এই দশটীর মধ্যে তিনটি নাড়ী শ্রেষ্ঠ। এই তিনটি নাড়ীর নাম,—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। উক্ত দশটি প্রধানা নাড়ীর মধ্যে অপর সাতটীর নাম,—গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহূ এবং শঙ্খিনী॥৬—৭॥ বামদিকে ইড়া, দক্ষিণদিকে পিঙ্গলা, মধ্যদেশে সুষুম্না, বামচক্ষুতে গান্ধারী, দক্ষিণলোচনে হস্তিজিহ্বা, দক্ষিণকর্ণে পূষা, বামকর্ণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুষা, লিঙ্গদেশে কুহূ এবং মূলাধারে শঙ্খিনী—এই দশটি নাড়ী এইরূপে দশটি দ্বার আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ী প্রাণবায়ুর মার্গ অবলম্বন করিয়া দেহমধ্যে ব্যবস্থিত আছে॥ ৮—১১॥ যে সকল নাড়ীর কথা উল্লেখ করা হইল, ইহাদিগের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটি নাড়ীই প্রধান, ইহাদিগের দ্বারা স্বরতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ শরীরের মধ্যে ব্যক্তরূপে বায়ুসঞ্চার অনুভব করেন, অর্থাৎ উক্ত নাড়ীত্রয়ের মধ্যে যে বায়ুসঞ্চালন হয়, তাহা জানিতে পারেন॥ ১২॥ ইড়ানাড়ী বামদিকে এবং পিঙ্গলানাড়ী দক্ষিণদিকে অবস্থিতি করে॥ ১৩॥ বামনাসাপুটস্থিত ইড়ানাড়ীতে চন্দ্র অর্থাৎ এই নাড়ীর উপর অধিকাংশ চন্দ্রের আকর্ষণ এবং দক্ষিণনাসারন্ধ্রস্থিত পিঙ্গলানাড়ীতে সূর্য্য অবস্থিত আছে, অর্থাৎ পিঙ্গলা নাড়ীর উপর অধিকাংশ সূর্য্যের আকর্ষণ। ব্রহ্মরন্ধ্রগামিনী সুষুম্নানাড়ী শিবরূপে মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐ শম্ভুই হংসরূপী॥ ১৪॥ শ্বাসপতনকালে হংকার ও শ্বাসগ্রহণসময়ে সকার উচ্চারিত হয়। এই হংকার শিবরূপী এবং সকার শক্তিরূপী॥ ১৫॥ চন্দ্র শক্তিরূপে অবস্থিত হইয়া বাম অর্থাৎ ইড়ানাড়ীতে প্রবাহিত হইতেছে এবং সূর্য্য শম্ভুরূপে দক্ষিণ অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীতে বহিতেছে॥ ১৬॥

নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই জানেন যে, উভয় নাসিকায় সমানরূপে শ্বাস বহিয়া থাকে, এইটি তাহাদিগের ভ্রম, ঐ শ্বাসপ্রশ্বাস জোয়ারভাটার ন্যায় চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণে তিথি অনুসারে সূর্য্য উদয়কালে বাম কিম্বা দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাসপ্রবাহ আরম্ভ হইয়া থাকে। কোন্ কোন্ তিথিতে কোন্ নাসিকায় শ্বাস অগ্রে উদয় হয়, তদ্বিষয় স্বরোদয়শাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে, তাহা বলা যাইতেছে।

আদৌ চন্দ্রঃ সিতে পক্ষে ভাস্করস্তু সিতেতরে। প্রতিপত্তো দিনান্যাহুস্ত্রীণি ত্রীণি ক্রমোদয়ে। সার্দ্ধদ্বিঘটিকা জ্ঞেয়া শুক্লে কৃষ্ণে শশী রবিঃ। বহত্যেকদিনেনৈব যথা ষষ্টীঘটীক্রমাৎ। বহেত্তাবদ্ ঘটীমধ্যে পঞ্চতত্ত্বানি নির্দ্দিশেৎ॥

শুক্লপক্ষে চন্দ্রনাড়ী অর্থাৎ বামনাসিকার শ্বাস ও কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্যনাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকার শ্বাস প্রতিপৎ অবধি তিন তিন দিন করিয়া ক্রমে উদয় হয়। সমস্ত অহোরাত্রে ষষ্টিদণ্ডে শুক্লপক্ষে চন্দ্র নাড়ী অর্থাৎ বামনাসিকার শ্বাস ও কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্যনাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকার শ্বাস আড়াই দণ্ডকাল করিয়া ক্রমে উদিত হয়, এইরূপ জল, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্ব সমস্ত দিবারাত্রি ষষ্টিদণ্ড মধ্যে প্রতি ২॥ আড়াই দণ্ডে এক এক নাসিকায় উদিত হয়।

যাঁহারা স্বরসাধন করেন এবং যাঁহারা শারীরিক সুস্থ অর্থাৎ যাঁহাদিগের কফাদির প্রাবল্য না থাকে, তাঁহাদিগের পক্ষে একটি তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

শুক্লপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী। ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা এবং কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী। দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী। এই সকল তিথিতে প্রথমে সূর্য্যোদয়কালে বামনাসিকায় শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইয়া ২ দণ্ড ৩০ পল কাল স্থির থাকিবে। পরে ঐ ২ দণ্ড ৩০ পলের পর ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায় শ্বাস বহিবে। এইরূপে দিবারাত্রি ৬০ দণ্ড মধ্যে বামনাসিকা ও দক্ষিণনাসিকায় শ্বাস পরিবর্ত্তিত হইবে।

কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের কোন্ কোন্ তিন তিথি করিয়া দক্ষিণনাসাপুটের শ্বাস সূর্য্যোদয়কালে অগ্রে উদয় হয়, তাহার তালিকা।

কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা এবং শুক্লপক্ষের চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী এই সকল তিথিতে প্রথমে সূর্য্যোদয়কালে দক্ষিণনাসিকায় শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইয়া ২ দণ্ড ৩০ পল পর্য্যন্ত স্থির থাকে, অনন্তর ঐ ২ দণ্ড ৩০ পলের পর ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত বামনাসিকায় শ্বাস বহিবে। এইরূপে দিবারাত্রি ৬০ দণ্ড মধ্যে দক্ষিণনাসিকা ও বামনাসিকায় শ্বাসের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

এইরূপে দিবারাত্রি ষষ্টিদণ্ডমধ্যে দক্ষিণনাসিকায় ১২ বার এবং বাম নাসিকায় ১২ বার এই ২৪ বার শ্বাসের সংক্রমণ হয়। প্রতি নাসিকায় এক এক বারে এক এক ঘণ্টা করিয়া শ্বাস থাকে, এইরূপে দিবারাত্রি মধ্যে ২৪ ঘণ্টায় ২৪ বার শ্বাসের পরিবর্ত্তন হয়। এই শ্বাসপ্রশ্বাসের পরিবর্ত্তনদৃষ্টেই ঘটিকাযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে *।

যখন এক নাসাপুটে বায়ুবহন হয়, তখন অন্য নাসিকায় শ্বাসের বেগ অল্প থাকে এবং যখন এক নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় শ্বাস প্রবেশ করে, তখন ক্ষণেক বাম ও ক্ষণেক দক্ষিণনাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। এক নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় শ্বাসপ্রবেশের কালই সুষুম্নানাড়ীর উদয়কাল জানিবে।

আড়াইদণ্ডকাল যে এক এক নাসিকায় শ্বাসপ্রশ্বাসের বহন হয়, এই সময়ের মধ্যেই পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই শ্বাসরূপী পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। যথা—পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হইয়া ৫০ পল, ইংরাজী ২০ মিনিট কাল অবস্থিতি করে। এইরূপ জলতত্ত্ব ৪০ পল, ইংরাজী ১৬ মিনিট। অগ্নিতত্ত্ব ৩০ পল, ইংরাজী ১২ মিনিট। বায়ুতত্ত্ব ২০ পল, ইংরাজী ৮ মিনিট এবং আকাশতত্ত্ব ১০ পল, ইংরাজী ৪ মিনিটকাল উদিত হইয়া অবস্থিতি করে।

পূর্ব্বোক্ত তিথি অনুসারে শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্যের উদয়কালে যে নাসিকাতে প্রথমত শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইয়া ২ দণ্ড ৩০ পল স্থিত থাকিয়া তৎপর ক্রমিক ২৷৩০ আড়াইদণ্ডকাল করিয়া ৬০ ষষ্টিদণ্ড পর্য্যন্ত যে নাসিকার পর যে নাসিকাপুটে শ্বাসের উদয় হয়, তাহার দণ্ড পলের তালিকা প্রদর্শিত হইতেছে।

শুক্লপক্ষে সূর্য্যোদয় হইতে ২ দণ্ড ৩০ পল পর্য্যন্ত বামনাসিকায় শ্বাস বহে, ঐ ২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়। ৫ দণ্ড হইতে ৭ দণ্ড ৩০ পল পর্য্যন্ত বামনাসিকায়, ৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ১০ দণ্ড হইতে ১২ দণ্ড ৩০ পল পর্য্যন্ত বামনাসিকায়, ১২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ১৫ দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়. ১৫ দণ্ড হইতে ১৭ দণ্ড ৩০ পল পর্য্যন্ত বামনাসিকায়, ১৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ২০ দণ্ড হইতে ২২ দণ্ড ৩০ পল পর্য্যন্ত বামনাসিকায়, ২২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ২৫ দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ২৫ দণ্ড হইতে ২৭ দণ্ড ৩০ পর্য্যন্ত বামনাসিকায়, ২৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৩০ দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ৩০ দণ্ড হইতে ৩২ দণ্ড ৩০ পল, পর্য্যন্ত বামনাসিকায়, ৩২ দণ্ড

* আমাদিগের দেশে যে ঘটিকাযন্ত্র পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—ঘেরণ্ডসংহিতা, "ঊর্দ্ধাধো ভ্রমতে যদ্বদ্ঘটীযন্ত্রং গবাং বশাৎ। তদ্বৎ কর্ম্মবশাজ্জীবো ভ্রমতে জন্মমৃত্যুভিঃ"। যেমন ঘটিকাযন্ত্র ঊর্দ্ধাধোভাবে ঘূর্ণিত হইতেছে, সেইরূপ জীবগণ কর্ম্মবশে পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থানুগত কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে।



নায়িকাসাধন।

৩০ পল হইতে ৩৫ দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ৩৫ দণ্ড হইতে ৩৭ দণ্ড ৩০ পল পর্য্যন্ত বামনাসিকায়, ৩৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৪০ দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ৪০ দণ্ড হইতে ৪২ দণ্ড ৩০ পল পর্য্যন্ত বামনাসিকায়, ৪২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৪৫ দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ৪৫ দণ্ড হইতে ৪৭ দণ্ড ৩০ পল পর্য্যন্ত বামনাসিকায়, ৪৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৫০ দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ৫০ দণ্ড হইতে ৫২ দণ্ড ৩০ পল পর্য্যন্ত বামনাসিকায়, ৫২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৫৫ দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ৫৫ দণ্ড হইতে ৫৭ দণ্ড ৩০ পল পর্য্যন্ত বামনাসিকায় এবং ৫৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৬০ দণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসিকায় শ্বাস বহিয়া থাকে।

উপরি উক্ত চক্রদ্বারাই কৃষ্ণপক্ষের তালিকার কার্য্য হইতে পারিবে, কেবল বামনাসিকার স্থলে দক্ষিণনাসিকা এবং দক্ষিণনাসিকার স্থলে বামনাসিকা গ্রহণ করিয়া শ্বাসের উদয়কাল জানিতে হইবে। যথা—পূর্ব্বোক্ত প্রণালীমতে তিথি অনুসারে কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্যোদয়কালে দক্ষিণনাসিকা পুটে শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইয়া ২ দণ্ড ৩০ পল পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিবে, তৎপরে বামনাসিকায় শ্বাসের উদয় হইবে। এইরূপে পর পর ২ দণ্ড ৩০ পল করিয়া দক্ষিণ বামভেদে এক এক নাসিকায় শ্বাসের পরিবর্ত্তন হইবে।

যদি দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টামধ্যে কত ঘণ্টা কত মিনিট্ সময় শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষভেদে কোন্ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইবে, ইহা জানিতে মানস হয়, তাহাহইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে গণনা করিয়া সমস্ত দিবারাত্রির তালিকা করিয়া রাখিতে হইবে।

প্রথমত সাধারণ পঞ্জিকাদৃষ্টে দেখিতে হইবে যে, কোন্ দিবসে কত ঘণ্টা কত মিনিটে সূর্য্যোদয় হয়, তৎপর তাহার সহিত এক এক ঘণ্টা করিয়া ক্রমে ২৪ ঘণ্টাপর্য্যন্ত যোগ দিলে ২৪ ঘণ্টার একটি তালিকা প্রস্তুত হইবে। পরে সেই দিবস কোন্ পক্ষের কোন্ তিথি তাহা জানিয়া কোন্ নাসাপুটে অগ্রে সূর্য্যোদয়কালে শ্বাস প্রবাহিত হইবে, তাহা স্থির করিয়া নিয়মমতে গণনা করিয়া ঐ তালিকার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন্ ঘণ্টায় কোন্ নাসিকায় শ্বাস বহিবে, তাহা লিখিয়া রাখিবে, ইহাদ্বারা ঐ শ্বাসের ব্যতিক্রম হয় কি না তাহা জানিতে পারিবে। কারণ শ্বাসের বিপর্য্যয় হইলে শারীরিক ও বৈষয়িক অশুভ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এই বিষয় যথাস্থানে সবিশেষ বিবৃত হইবে।

পঞ্চতত্ত্বের ৬০ দণ্ডপর্য্যন্ত তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কেবল ২ দণ্ড ৩০ পলের মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের উদয়ের তালিকাদ্বারাই সময় নিরূপণ হইতে পারিবে।

প্রথম ২০ পলপর্য্যন্ত পৃথ্বীতত্ত্ব, ঐ ২০ পল হইতে ১ দণ্ড ২০ পলপর্য্যন্ত জলতত্ত্ব, ঐ ১ দণ্ড ৩০ পল হইতে ২ দণ্ডপর্য্যন্ত অগ্নিতত্ত্ব, ঐ ২ দণ্ডহইতে ২ দণ্ড ২০ পলপর্য্যন্ত বায়ুতত্ত্ব, ঐ ২ দণ্ড ২০ পল হইতে ২ দণ্ড ৩০ পলপর্য্যন্ত আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে।

স্বরবিদ্ পণ্ডিতদিগের সময়নিরূপণার্থ ঘটী যন্ত্রের প্রয়োজন নাই, তাঁহারা আপন আপন শ্বাসের উদয় ও তন্মধ্যে তত্ত্বের উদয় জানিয়াই দিবারাত্র ৬০ দণ্ডমধ্যে কোন সময় কত দণ্ড, পল বা ঘণ্টা, মিনিট্ সমুদয় জানিতে পারেন এবং অপর কেহ সময় জিজ্ঞাসা করিলেও বলিয়া দিতে পারেন।

ক্রমশঃ—



এই তন্ত্রোক্ত গ্রন্থে নিম্নলিখিত নায়িকা, ভূত, ভূতিনী, কিন্নর, কিন্নরী, অপ্সর, অপ্সরী, যক্ষ, যক্ষিণী, নাগ, নাগিনী, পিশাচ, পিশাচী, গন্ধর্ব্ব, দেবকন্যা, অপরাজিতা প্রভৃতি; অষ্টসুন্দরী যথা—মহাভূতকুলসুন্দরী, বিজয়সুন্দরী, বিমলসুন্দরী, সুন্দরী, মনোহরীসুন্দরী, ভূষণসুন্দরী, ধবলসুন্দরী এবং মধুমত্তসুন্দরী; শ্মশানবাসিনী, ঘোরমুখী, তর্জ্জনীমুখী, কমললোচনী, বিকটমুখী, শ্রবকর্ণপিশাচিনী, বিদ্যুৎকরালী, সোমমুখী, চণ্ডকাত্যায়নী, বিদ্যাকাত্যায়নী, মহাকাত্যায়নী, রৌদ্রকাত্যায়নী, চণ্ডীকাত্যায়নী, বজ্রকাত্যায়নী, কুণ্ডলকাত্যায়নী, জয়কাত্যায়নী, শুভকাত্যায়নী, ভূতকাত্যায়নী; ভূতিনী, কুণ্ডলধারিণী, সিন্দূরিণী, হারিণী, নটী, অতিনটী, চেটিকা, কামেশ্বরী ও কুমারিকা; অপ্সরীগণ যথা—তিলোত্তমা, কাঞ্চনমালা, কুলহারিণী, রত্নমালা, রম্ভা, উর্ব্বশী ও রমাভূষণী; অষ্টযক্ষিণী যথা—সুরসুন্দরী, মনোহারিণী, কনকবতী, কামেশ্বরী, রতিপ্রিয়া, পদ্মিনী, মহানটী ও অনুরাগিণী। অষ্টনাগিনী যথা—অনন্তমুখী, কর্কটমুখী, পদ্মিনীমুখী, তক্ষকমুখী, মহাপদ্মমুখী,

করা যায়, এমন নহে, ইহার আর বিশেষ ফল আছে, যোগবলে মানবগণ নির্ব্যাধি ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে, এমন কি যোগাভ্যাসদ্বারা মনুষ্যের অমরত্ব-পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। ঘেরণ্ডসংহিতায় লিখিত আছে যে, "আমকুম্ভমিবাম্ভঃস্থো জীর্য্যমাণঃ সদা ঘটঃ। যোগানলেন সংদহ্য ঘটশুদ্ধিং সমাচরেৎ॥" অর্থাৎ মানব-শরীর আমমৃত্তিকাময় কলসের ন্যায়, জীবন জলের ন্যায় এবং যোগ অগ্নির ন্যায়। যেমন জলপূর্ণ কাঁচামাটির কলস গলিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, উহাকে অগ্নি সংযোগে পোড়াইয়া লইলে ঐ কলস দৃঢ়, চিরস্থায়ী ও ব্যবহারোপযোগী হয়, সেই-রূপ জীবনবিশিষ্ট এই দেহ নিরন্তর জীর্ণ ও ক্ষরিত হইতেছে। ইহাকে যোগানল-দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইলে ঐ দেহ অজীর্ণ ও অক্ষয় হইয়া থাকে। উপরিলিখিত বচনে যে ঘটশব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার অর্থ শিবসংহিতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, "প্রাণাপাননাদবিন্দুজীবাত্মপরমাত্মনাং। মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈ ঘট উচ্যতে।" অর্থাৎ যেহেতু দেহমধ্যে প্রাণ, অপান, নাদ, বিন্দু, জীবাত্মা ও পর-মাত্মার একত্র সংমিলন সংঘটিত হয় অতএব দেহকে ঘট, বলিয়া থাকে।

এই প্রাণ এবং অপানবায়ুদ্বারাই শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য সাধিত হইতেছে। ষট্চক্রভেদের টীকাতে লিখিত আছে যে, "অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোপানঞ্চ কর্ষতি। রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ। তথা চৈতৌ বিসম্বাদে সম্বাদে সন্ত্যজেদিমং"। অর্থাৎ অপানবায়ু প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করে এবং প্রাণবায়ুও অপানবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, যেমন শ্যেন অর্থাৎ বাজপক্ষী রজ্জুবদ্ধ থাকিলে একবার উড়িয়া গেলেও সেই রজ্জুর আকর্ষণে প্রত্যাগমন করে, সেইরূপ প্রাণবায়ুও নাসারন্ধ্রদ্বারা নির্গত হইয়া অপানবায়ুর আকর্ষণে পুনর্ব্বার দেহমধ্যে প্রবেশ করে। এই দুই বায়ুর বিসম্বাদে অর্থাৎ নাসা ও যোনিস্থানের দিকে বিপরীত ভাবে গমনে জীবনরক্ষা হয়। আর যখন এই বায়ুদ্বয় নাভিগ্রন্থি ভেদ করিয়া একত্র মিলিত হইয়া গমন করে, তখন তাহারা দেহ পরিত্যাগ করে, মৃত্যুকালে ইহাকে নাভিশ্বাস বলে।

স্পষ্টার্থ। যে বায়ু নাসারন্ধ্রদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নাভিগ্রন্থিপর্য্যন্ত গমনাগমন করে তাহাকে প্রাণবায়ু বলে এবং যে বায়ু যোনি ও হৃদয়স্থান হইতে অধোভাগে গমনাগমন করে, তাহাকে অপানবায়ু বলা যায়। যখন নাসারন্ধ্রদ্বারা প্রাণবায়ু আকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডল স্ফীত করিতে থাকে সেইকালে অপানবায়ুও যোনিদেশ হইতে আকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডলের অধোভাগ স্ফীত করিতে থাকে এইরূপে নাসারন্ধ্র ও যোনিস্থান উভয়দিক হইতে প্রাণ ও অপান এই উভয় বায়ুই পূরক অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসকালে নাভিগ্রন্থিতে আকৃষ্ট হয় এবং রেচক অর্থাৎ শ্বাসের বহির্গমনকালে দুই বায়ু দুই দিকে গমন করে।

এই নিশ্বাসপ্রশ্বাসই জীবের জীবন, শ্বাস বহির্গত হইয়া পুনঃ প্রবিষ্ট না হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে এবং ক্রমাগত যে ঐ শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রবেশ ও নির্গম হইতেছে তাহাদ্বারাই জীবের দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ঐ শ্বাস নিরোধ করিতে পারিলেই মৃত্যুকে জয় করিতে পারা যায়। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, "যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে। মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তিস্ততো বায়ুং নিবন্ধয়েৎ॥" অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত শরীরে বায়ু বিদ্যমান থাকে, তাবৎকালই দেহী জীবিত থাকে। আর সেই বায়ু শরীর হইতে বাহির হইয়া পুনর্ব্বার প্রবিষ্ট না হইলেই মৃত্যু সঙ্ঘটিত হয়। অতএব দেহমধ্যে বায়ু বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেই চিরজীবী হওয়া যায়॥

এই শ্বাসরোধক্রিয়া অভ্যাস করা অতিশয় কঠিন, এই কার্য্য অতি সাবধানে ও সতর্কতার সহিত সাধনকরিবে, হঠযোগপ্রদীপিকায় লিখিত আছে যে, "যথা সিংহো গজো ব্যাঘ্রো ভবেদ্বশ্যঃ শনৈঃ শনৈঃ। তথৈব সেবিতো বায়ুরন্যথা হন্তি সাধকং"। অর্থাৎ যেমন সিংহ, হস্তী ও ব্যাঘ্রকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করিতে হয়, হঠাৎ তাহাদিগকে বশীভূত করিতে গেলে অনিষ্ট সংঘটন হয়, সেইরূপ ক্রমে ক্রমে শ্বাসরোধ অভ্যাস করিবে, ইহার অন্যথা করিলে সাধকের বিনাশ হইয়া থাকে। কিরূপে শ্বাসনিরোধ অভ্যাস করিবে, তাহা প্রাণায়ামশিক্ষার উপদেশকালে সবিশেষ বিবৃত হইবে; ফলত স্পষ্ট দেখা যায় যে, সাধারণত যেপরিমাণে শ্বাস-রোধ করা যায়, তাহার চতুর্গুণ শ্বাস বহির্গত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত প্রথমে প্রাণায়ামদ্বারা শ্বাসরোধক্রিয়া অভ্যাস করিবে। কিন্তু ঐ প্রাণায়ামও শাস্ত্রানুসারে সাধন করিবে। নচেৎ নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হঠযোগপ্রদী-পিকায় লিখিত আছে যে, "অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ব্বরোগসমুদ্ভবঃ। হিক্কাশ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ। ভবন্তি বিবিধা রোগাঃ পবনস্য প্রকোপতঃ।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নিয়মপালন না করিয়া প্রাণায়াম করিলে সাধকের বায়ুপ্রকুপিত হইয়া হিক্কা, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া ও কর্ণশূল প্রভৃতি নানা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব যথানিয়মে ক্রমে ক্রমে শ্বাসরোধ শিক্ষা করিবে॥

এই যোগশাস্ত্রের লিখিত প্রণালী অনুসারে ক্রিয়া করিলে সর্ব্বপ্রকার উৎকট রোগহইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। যথা বাতসারপ্রয়োগে ক্ষয়রোগপর্য্যন্তও শান্তিহইয়া থাকে। যোগা-ভ্যাসদ্বারা অশেষবিধ অদ্ভুত অভাবনীয় শক্তি জন্মে। যোগসিদ্ধি হইলে বাক্‌সিদ্ধি, ইচ্ছানুসারে গমনাগমন, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, অতিসূক্ষ্মদর্শন, পরশরীরে প্রবেশ, অন্তর্দ্ধান, অন্তর্যামিত্ব, অধিরোহণে ও অনায়াসে শূন্যপথে বিচরণ, কায়ব্যূহদেহ ধারণ, অণিমালঘিমাদি অষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্তি, দেবতুল্যতা ও মৃত্যুঞ্জয়তা ইত্যাদি ক্ষমতা জন্মে।

যোগশিক্ষার্থিদিগকে রাজযোগ, রাজাধিরাজযোগ, শব্দযোগ, জপবিধান, অষ্টাঙ্গযোগ, ষড়ঙ্গযোগ, ইত্যাদি প্রধান প্রধান যোগ এবং ধৌতি, বস্তী, নেউলী, গজকরণী, নৌতি, বস্তি, কপালভাতি, লৌলিকী, শঙ্খমর্দ্দিযোগ শিক্ষা করিতে হয়, এতদ্ভিন্ন সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, উগ্রাসন, বীরাসন ও স্বস্তিকাসন ইত্যাদি আসন, যোনিমুদ্রা, মহামুদ্রা, খেচরীমুদ্রা ও বজ্রোলীমুদ্রা, ইত্যাদি মুদ্রা; আর মহাবন্ধ, মূলবন্ধ, জালন্ধরবন্ধ প্রভৃতি বন্ধ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন দেহমধ্যে যে যে চক্র আছে, যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র এবং সহস্রারচক্র এই সমুদায় পরিজ্ঞাত হইবে। এই সকল বিষয় ক্রমশ এই অরুণোদয়ে বিবৃত হইবে। এক্ষণ পাতঞ্জলদর্শনের দ্বিতীয়সূত্রে যেরূপ যোগলক্ষণ লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল॥

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ, অর্থাৎ মনের বৃত্তিসকল বাহ্যবিষয় হইতে রহিত করিয়া অন্তর্মুখে একাগ্রকরাকে চিত্তবৃত্তিনিরোধ বলা যায়।

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার ইংরাজি অনুবাদিত পাতঞ্জলদর্শনে এই সূত্রের যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"Yoga is the suppression of the functions of the thinking principle."

"Thinking principle" (*chitta*) is of the form of goodness without a taint. "Functions" (*vritti*) are modifications of the relation between each other of them. "Yoga" or meditation is described to be the "suppression" (*nirodha*), or dissolution in their primary causes, through the direction inward on the suppression of the tendency outward, of the functions in question. The form is a cross-grained ascent of the "functions" of the thinking principle. That suppression being common to all the conditions of the thinking principle is an attribute of all beings, and therefore it becomes at times evident in some one condition or other."

যোগিগণের মতে চিত্তবৃত্তি অসংখ্য হইলেও তাহাদিগের অবস্থা বিভাগকরিলে সাকল্যে অবস্থা পাঁচপ্রকারের অধিক হয় না, তাহাদিগের নাম যথা,—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। এস্থলে ক্ষিপ্তাবস্থা কাহাকে বলে, তাহা বলা যাইতেছে। রজোগুণের প্রভাবে মন এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে না, সর্ব্বদা অস্থির থাকে। একবিষয় ছাড়িয়া অন্যবিষয়ে আসক্ত হয় এবং পরক্ষণেই তাহা ছাড়িয়া বিষয়ান্তরে অনুরক্ত হইয়া থাকে, এইরূপে ক্রমাগত চিত্তের পরি-বর্ত্তন হয়। এই অবস্থাতে মন কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে না, বাহ্যবিষয়ে আসক্ত হইয়া সুখ-দুঃখাদিভোগে নিযুক্ত হয়। মনের এইরূপ অবস্থাকে ক্ষিপ্তাবস্থা বলা যায়।

মূঢ়াবস্থা যথা—তমোগুণের আক্রমণে মন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যকার্য্যের বিবেচনারহিত ও কামক্রোধা-দির বশীভূত হইয়া মন্দকার্য্যে অনুরক্ত হয়, চিত্তের এইরূপ অবস্থাকেই মূঢ়াবস্থা বলে।

বিক্ষিপ্তাবস্থা যথা—সত্ত্বগুণেরপ্রভাবে মন কখনকখন বিবিধ চিন্তা ত্যাগ পরিত্যাগকরিয়া কেবল সুখসাধনে মগ্ন হয়, দুঃখজনকবিষয় ত্যাগকরিয়া সুখসাধনীভূত অর্থাৎ সুখজনকবিষয়ে একাগ্র হয়। অন্যসময়ে সত্ত্বপ্রেরিত কার্য্যে অনুরক্ত হয়, তখনই তাহাকে বিক্ষিপ্তাবস্থা বলা যায়।

একাগ্রতাবস্থা যথা—মন যখন কোন একটি বিষয়ের উপরি স্থির থাকে অথবা চিত্তের রজো

গুণবৃত্তি পরাভূত হইয়া কেবল সাত্ত্বিকবৃত্তি উদিত থাকে, তখনই মন একাগ্র হয়, মনের এই অবস্থাকে একাগ্রতাবস্থা কহে।

নিরুদ্ধাবস্থা যথা—নিরুদ্ধাবস্থায় মনের কোন অবলম্বন থাকে না, এই যে পাঁচপ্রকার চিত্তের অবস্থা কথিত হইল, ইহাদিগের মধ্যে ক্ষিপ্তাবস্থা, মূঢ়াবস্থা ও বিক্ষিপ্তাবস্থার সহিত যোগের কোন সম্পর্ক নাই। একাগ্র এবং নিরুদ্ধাবস্থাই যোগমধ্যে গণ্য হয়, তন্মধ্যে নিরুদ্ধাবস্থাই যোগশব্দের প্রকৃত অর্থ।

যোগ অভ্যাস করিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম ও শৌচাদিকার্য্য করিতে হয়, হঠযোগাভ্যাসী যোগিগণ বলেন যে, শৌচকর্ম্ম ও নিয়মপালন না করিলে শরীর আসনের উপযোগী হইতে পারে না। অতএব প্রথমত যত্নের সহিত শৌচাচার ও নিয়ম অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, বাস্তবিক শৌচকার্য্য সকলের পক্ষেই বিধেয়। কিরূপে শৌচাচারদ্বারা শরীর সংশুদ্ধকরিতে হয় এবং শৌচাদিকার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞানার্থে নিম্নে নানাগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া লিখিত হইল॥

ঘটরূপ শরীরের সংশুদ্ধিরনিমিত্ত অগ্রে সপ্তসাধন করিতে হয়। ঐ সপ্তসাধন কি? তাহা ঘেরণ্ডসংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থহইতে উদ্ধৃতকরিয়া নিম্নে লিখিত হইল।

অথ সপ্তসাধন।

শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবং।
প্রত্যক্ষঞ্চৈব নির্লিপ্তং ঘটস্থ সপ্তসাধনং॥ ঘেরণ্ডসংহিতা।

শোধন, দৃঢ়তা, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ ও নির্লিপ্ত, ইহাদিগকে শরীরের সপ্তসাধন বলে। যোগ অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমত এই সপ্তসাধনদ্বারা শরীরকে সংশুদ্ধ করিতে হইবে॥

এই বিষয় দত্তাত্রেয়সংহিতায় যেরূপ লিখিত আছে, তাহার বচন ও অনুবাদ নিম্নে লিখিত হইল।

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ ততঃপরং। প্রাণায়ামশ্চতুর্থঃ স্যাৎ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চমঃ। ষষ্ঠী তু ধারণা প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তমমুচ্যতে। সমাধিরষ্টমঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বপুণ্যফলপ্রদঃ। এবমষ্টাঙ্গযোগঞ্চ যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ো বিদুঃ॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, যোগের এই অষ্ট অঙ্গ। উক্ত অষ্টাঙ্গযোগ অভ্যাসকরিলে সর্ব্বপ্রকার পুণ্যফল প্রাপ্তি হয়॥

নিরুত্তরতন্ত্রের চতুর্দ্দশপটলে যোগাঙ্গবিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত করা গেল॥

আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা। ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥

আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ছয়টি যোগাঙ্গ বলিয়া কথিত আছে॥

আদিযামলে যে সকল যোগাঙ্গ উক্ত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া লিখিত হইতেছে॥

ইদানীং যোগমষ্টাঙ্গং শৃণু লক্ষণসংযুতং। যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনং প্রাণসংযমঃ। প্রত্যাহারো ধারণা চ সমাধিশ্চ বিশেষতঃ। অষ্টাঙ্গযোগ এভিস্তু মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ॥

এইক্ষণ অষ্টাঙ্গযোগ ও তাহার লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও সমাধি ইহাদিগকে যোগের অষ্টাঙ্গ বলা যায়। এই যমাদির লক্ষণ পরে কথিত হইবে॥

অথ সপ্তসাধনকার্য্যাণি।

ষট্‌কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ং। মুদ্রায়াং স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা। প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি। সমাধিনা নির্লিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ॥

ষট্‌কর্ম্মদ্বারা শরীরের শোধন, আসনদ্বারা শরীরের দৃঢ়তা, মুদ্রাদ্বারা শরীরের স্থিরতা, প্রত্যাহারদ্বারা শরীরের ধীরতা এবং প্রাণায়ামদ্বারা শরীরের লঘুতা, জন্মিয়া থাকে। আর ধ্যানদ্বারা আত্মাতে ধ্যেয়ের প্রত্যক্ষ ও সমাধিদ্বারা সর্ব্বপ্রকার বাসনাহইতে নির্লিপ্ততা লাভ হয়। এই সকল সাধনদ্বারা অবশেষে নিশ্চয় মোক্ষফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে॥

ক্রমশঃ—

বশ্যতন্ত্র-মেস্‌মেরিজাম।

বশ্যতন্ত্রের লিখিত প্রক্রিয়ার শক্তিবলে মানবগণ এতাদৃশ বশীভূত হইয়া পড়ে যে, তাহার কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকে না। এই কার্য্যের একপ্রকার নিদ্রাকারিণীশক্তি আছে, ইহাদ্বারা এরূপ একপ্রকার নিদ্রার আবির্ভাব হয় যে, বশ্য ব্যক্তির শরীরে অস্ত্রাঘাত করিলেও সে কিছুমাত্র জানিতে পারে না, কিন্তু বশ্যতান্ত্রিকের বশ্যব্যক্তিকে কোন প্রশ্ন করিলে সে অনায়াসে তাহার উত্তর করিতে সক্ষম হয় এবং তাহার ঐ নিদ্রাভঙ্গ করাইলে নিদ্রাকালের কোন ঘটনা তাহার মনে থাকে না, যদি চ ঐ সময় তাহার চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত দেখা যায়, কিন্তু কোন ঘটনা বর্ণনকালে বোধ হয় যেন সে ঐ সকল ঘটনা দেখিতে পাইতেছে। আর বশ্যব্যক্তি তান্ত্রিকের বাক্য ও স্বরভিন্ন অপর কাহারও কথা শুনিতে পায় না, কারণ ঐ যোগবলে উক্ত বশীভূত ব্যক্তির আত্মা বশ্যতান্ত্রিকের আত্মার সহিত মিলিত হইয়া থাকে এবং ঐ বশীভূত ব্যক্তি ঐ বশ্যতান্ত্রিকের আজ্ঞা ব্যতীত গাত্রোত্থান করিতে পারে না, তাহার হস্তপদাদি চালনা ও বাক্য কহিবার শক্তি থাকে না। ঐ তান্ত্রিকের হস্তে সূচীবিদ্ধ করিলে বশীভূত ব্যক্তি তাহার অঙ্গে সূচীবিদ্ধ হইয়াছে বোধ করিবে। এতদ্ভিন্ন অনেকপ্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। এই বশ্যতন্ত্রের প্রক্রিয়ামতে অপ্রত্যক্ষ দর্শন (Clairvoyance) ও বিনা ঔষধে অনেকপ্রকার রোগ হইতে আরোগ্য হইতে পারে (Psycology)। ঐ তন্ত্রের প্রক্রিয়া পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে এতাদৃশ প্রচলিত ছিল যে স্ত্রীলোকাদিও এইবিদ্যায় পারদর্শীনী ছিল, মহাভারতেও এই যোগের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সুলভানাম্নী কোন রমণী, যোগবিদ্যায় এতাদৃশ অভিজ্ঞা ছিল যে, যোগবলে অর্থাৎ ঐ বশ্যতন্ত্রের প্রক্রিয়ানুসারে সেই সময়ে মহাযোগী জনকরাজাকে পরীক্ষা করার নিমিত্ত অভিভূত করিয়াছিল। যথা—"সুলভাত্বস্য ধর্ম্মেষু মুক্তো নেতি ন সংশয়া। সত্বং সত্বেন যোগজ্ঞা প্রবিবেশ মহীপতেঃ॥" অর্থাৎ যোগিনী সুলভা শুনিতে পাইলেন যে, জনকরাজা মুক্তপুরুষ ও মহাযোগী, তখন জনকরাজার মুক্ততা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজধানী মিথিলানগরে উপস্থিত হইয়া, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং আপন আত্মাকে রাজার আত্মাতে প্রবেশিত করিয়াছিলেন। কিরূপে আপন আত্মাকে জনকরাজার আত্মাতে প্রবিশিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রক্রিয়া ঐ মহাভারতে উপরি উক্ত শ্লোকের পর শ্লোকে লিখিত আছে, যথা "নেত্রাভ্যাং নেত্রয়োরস্য রশ্মীন্ সংযম্য রশ্মিভিঃ। সা চ সঙ্কোদয়িষ্যন্তী যোগবন্ধৈর্ব্ববন্ধহ॥" অর্থাৎ সুলভা আপন চক্ষুদ্বয়কে জনকের চক্ষুদ্বয়ের দিকে সমসূত্রে স্থাপিত করিয়া নিজের নেত্ররশ্মিদ্বারা রাজার নেত্ররশ্মি সংযত করিয়া রাজার আত্মাকে যোগরূপ বন্ধনে বন্ধন করিয়াছিলেন। অস্মদ্দেশে অদ্যাপিও বিবাহকালে যে মুখচন্দ্রিকা অর্থাৎ বরকন্যার পরস্পর মুখাবলোকন প্রথা প্রচলিত আছে, ঐ সময়ে বর কন্যার চক্ষুর উপর এবং কন্যা বরের চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, পরস্পরের আত্মাকর্ষণই বোধহয় এইরূপ দৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্য। এই মুখচন্দ্রিকা বিবাহের একটি প্রধান অঙ্গ, আধুনিক যাজকগণ ক্রিয়াসকলের প্রকৃত অভিপ্রায় জানেন না, সুতরাংই যজমানকে যথার্থ উপদেশ দিয়া কার্য্য করাইতে পারেন না, এই নিমিত্তই আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কার্য্যসকলের যথোপযুক্ত ফল দর্শিতেছে না।

কেবল যে বিবাহকালেই এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়, এমন নহে, উক্তরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা অনেকপ্রকার রোগের নিবৃত্তি হইতেছে। অনেকে হস্তদ্বারা ঝাড়িয়া অনেকপ্রকার রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে, আর বশ্যতন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়ার এতদূর শক্তি যে, জলের উপর কোনরূপ প্রক্রিয়া করিলে অর্থাৎ জলমধ্যে কৌশলপূর্ব্বক

হস্তচালন করিলে ঐ জলের এইরূপ শক্তি হয় যে, রোগী ব্যক্তি সেই জলপান করিলে রোগহইতে মুক্তি পাইয়া থাকে, এই সকলই বশুতন্ত্রোক্ত কার্য্যের বলে সাধিত হইতেছে। এই বশুতন্ত্রের গ্রন্থ এইক্ষণ কাহারও নিকট দেখা যায় না এবং বহু অনুসন্ধানেও পাওয়া যাইতেছে না। যদি চ কোন কোন যোগীর নিকট ঐ গ্রন্থ আছে, তাঁহারা প্রাণান্তেও উহা বাহির করেন না। বহুকাল হইতেই এই গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, দুষ্টলোকেরা এই তন্ত্রোক্ত কার্য্যবলে অনেকের অনিষ্টসাধন করিত, কুহকিনী যুবতীরা অনেক যুবক ব্যক্তিকে এবং লম্পট যুবকেরাও অনেক কুলযুবতীকে বশীভূতা করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে। এই অশুভ ফল ঘটে বলিয়াই কেহ কাহাকে এই তন্ত্রোক্ত কার্য্য না বলাতে গ্রন্থসমেত এই শাস্ত্র প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। মূলতা যেরূপে নেত্ররশ্মিদ্বারা জনকরাজাকে সংযত করিয়াছিল, ইংরাজি মেস্মেরিজমও সেইরূপেই হইতেছে। মিঃ জেমস্‌সাহেব তাহার মেস্মেরিজম্ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "মেঃ মনসিয়ার লাফ-টেন্ট নামক জনৈক ফ্রেঞ্চ মেস্মেরিজারও মেস্মেরিজ করিবার কালে পরস্পরে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া থাকিবে, ইহাই বলিয়াছেন"। আর বলিয়াছেন যে, এক-দৃষ্টিতে উভয়ে পরস্পরের প্রতি অনিমেষনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেই উক্ত কার্য্যের বিশেষ ফল পাইতে পারে, তিনি যেরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা মেস্মেরিজ করিতেন, তাহা প্লেটসহ উদ্ধৃত করা হইল।



He seated himself opposite the patient, and taking his hands, pressed the tips of his thumbs with his own at the same time gazing fixedly into the patients eyes, a method, which frequently produced a powerful effect.

আধুনিক ইংরাজিমতের মেস্মেরিজম্, আমাদিগের প্রাচীন বশুতন্ত্রোক্ত কার্য্যের অনুকরণমাত্র। এই বশুতন্ত্রোক্ত কার্য্যের অনুবলে আমাদিগের প্রাচীন মুনিঋষিগণ স্বয়ং একস্থানে থাকিয়াই স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের কার্য্য দেখিতে পাইতেন এবং অপ্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন। ইহাকেই ইংরাজিমতে ক্লারভয়ানস্ বলে। ইয়োরোপখণ্ডে ফ্রেডারিক এণ্টানি মেস্মর্‌সাহেব নামক জনৈক চিকিৎসক ১৭৭৮ খৃঃ এই নিদ্রাকারিণী শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এই নিমিত্ত ইহার নাম মেস্মেরিজ হইয়াছে, আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকে এ্যানিম্যাল্ ম্যাগ্নেটিজম্ বলিয়া থাকেন। ক্লোরফরম্ প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে কোন কোন বিশেষ স্থানের অস্ত্র করিতে হইলে মেস্মেরিজমদ্বারা অজ্ঞান করা হইত। অনেকেই [illegible] পূর্ব্বে মেডিকেল কলেজে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এইক্ষণ এস্থানে [illegible]ক্তার জে, ববি ডডস্ ও ডাক্তার গিরিগোরি মেঃ উইলিসন, মেঃ জেমস্ প্রভৃতি সাহেবগণ এই সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তদৃষ্টে যেরূপে ও যতপ্রকারে মেস্মেরিজম করিতে পারা যায়, তাহার উপদেশ দ্বিতীয়খণ্ডে লিখিত হইবে।

ক্রমশঃ—

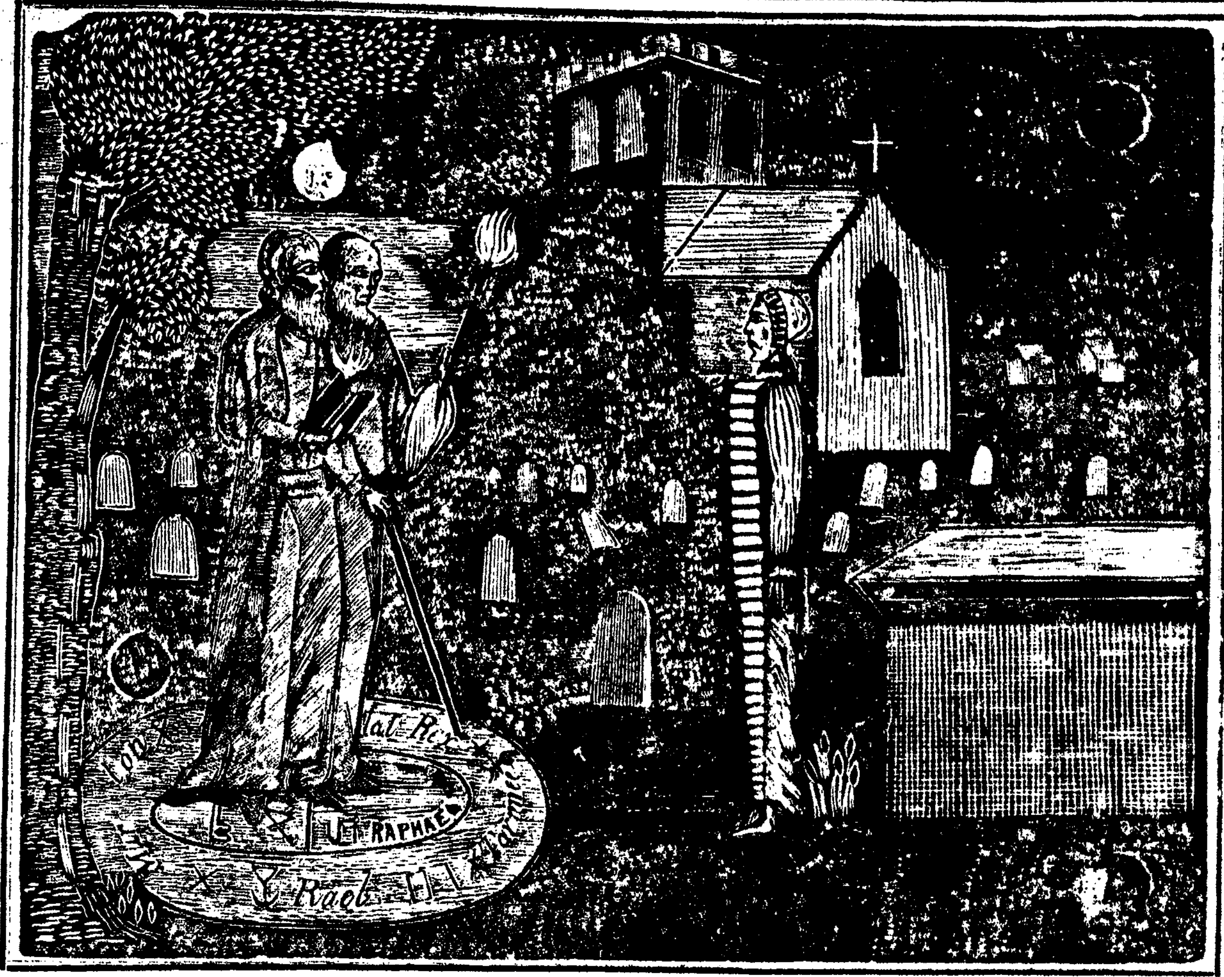
তন্ত্র।



সর্ব্বশাস্ত্র অপেক্ষা তন্ত্রশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ ও প্রত্যক্ষফলপ্রদ, বিশেষ "কলাবাগমসম্মতঃ" অর্থাৎ কলিযুগে তান্ত্রিকক্রিয়াই সাক্ষাৎ ফলপ্রদান করে। মৎস্যসূক্তে লিখিত আছে যে, "বিষ্ণুর্ব্বরিষ্ঠো দেবানাং হ্রদানামুদধিস্তথা। নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা পর্ব্ব-তানাং হিমালয়ঃ। অশ্বথঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং রাজ্ঞামিন্দ্রো যথা বরঃ। দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা-বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা। তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমং। সর্ব্বকামপ্রদং পুণ্যং তন্ত্রং বৈ বেদসম্মতং। কীর্ত্তনং দেবদেবস্য কয়স্ত মতমেব চ। পাবনং প্রদধা-নানামিহ লোকে পরত্র চ"। অর্থাৎ যেরূপ দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণু, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, নদীর মধ্যে গঙ্গা, পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বথ, রাজার মধ্যে ইন্দ্র, দেবীর মধ্যে দুর্গা, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সর্ব্বশাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্র-শাস্ত্র প্রধান। এই তন্ত্রশাস্ত্রে শিক্ষিত ও পারদর্শী হইয়া ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বকালে যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি অনেক প্রত্যক্ষ রহিয়াছে, এই তন্ত্রশাস্ত্রের অনুবলে পূর্ব্বকালে যোগী, ঋষি ও তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র, যন্ত্র ও হোমাদি ক্রিয়াদ্বারা এই শাস্ত্রের [illegible] দর্শন করিয়াছেন। আর এই তান্ত্রিক কার্য্যদ্বারা নির্দ্ধ-নীর ধন, [illegible] অজ্ঞানীর জ্ঞান ও আতুরের আরোগ্য হইয়া থাকে। তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রণীত [illegible] কার্য্যকরিলে পরমেশ্বরও শীঘ্র সিদ্ধ হন এবং অন্যান্য দেবতাদিগের সিদ্ধি। অত্যাসেই হইয়া থাকে।

দেবদেব মহাদেব [illegible] ভিন্ন কার্য্যের নিমিত্ত তন্ত্রশাস্ত্র ভিন্ন ভিন্নরূপে ও খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন, এস্থলে কিরূপে ইষ্টসাধন হয়, তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

এই কার্য্যের প্রধান নেতা গুরু, অতএব যখন আমাদের গুরু ভিন্ন মুক্তির আর গতি নাই, শাস্ত্রোক্ত গুরু ভিন্ন কোন ঐহিক ও পারমার্থিকফল প্রাপ্তির আর দ্বিতীয় উপায় নাই এবং গুরুই একমাত্র অন্তিমে নিস্তারকর্ত্তা, তখন অগ্রে তন্ত্রোক্ত



ইংরাজীমতে শবসাধন।

শবসাধন।

এই কার্য্যের উপযোগী মৃতদেহ আনিয়া অগ্রে শাস্ত্রোক্ত তিথি, সময় ও স্থানে যথাবিধি কার্য্য করিয়া পরে মৃতদেহের উপরি উপবেশনপূর্ব্বক জপ করিলে অভীষ্টদেবতা সিদ্ধ হয়। ইহারই নাম শবসাধন। এই শবসাধন কার্য্য যে অন্যান্যদেশেও প্রচলিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডপ্রদেশেও এইরূপ কার্য্য হইত। মেঃ সিবিলীসাহেবের জ্যোতিষগ্রন্থে দেখা যায় যে, এই শবসাধন কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে সাধিত হইত। ঐ পুস্তকে আর লিখিত আছে যে, সাধক ব্যক্তি যে কোন মৃত মনুষ্যের আত্মাকে আহ্বান করিতে ইচ্ছা করে, তাঁহার শবই সাধন করিতে পারে। উক্ত কার্য্যের প্রণালী এই যে, সাধক ঠিক্ দুইপ্রহর রাত্রির সময় তাহার উত্তরসাধক সমভিব্যাহারে অভিপ্রেত মৃতব্যক্তির কবরস্থানে যাইয়া মৃতব্যক্তির কবরের মৃত্তিকা খনন করিয়া ফেলিবে। পরে ঐ শবের নিকট যে স্থানে বসিয়া কি দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিতে হইবে, অগ্রে সেই স্থান মনোনীত করিয়া লইবে এবং ঐ স্থানের চতুষ্পার্শ্বে গণ্ডী অর্থাৎ গোলাকার ছোটবড় দুইটি রেখা অঙ্কিত করিবে, ঐ রেখার মধ্যে বিধিপূর্ব্বক বীজাক্ষর লিখিবে। তাহার মধ্যস্থানে সাধক মন্ত্রপূত যষ্টি ও উত্তর সাধক কার্য্যোপযোগী মন্ত্রপূত মশাল হস্তে করিয়া অবস্থিতি করিবে, পরে সাধক ঐ মন্ত্রপূত যষ্টি গ্রহণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক একবার বেষ্টন করিয়া উক্ত যষ্টিদ্বারা মৃত দেহ স্পর্শ করিবে অনন্তর যথাবিধি কার্য্য করিয়া তিনবার মন্ত্রপাঠ করিলেই ঐ মৃতব্যক্তির আত্মা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সাধকের প্রশ্নের উত্তরপ্রদান করিবে। সাধক যদি উদ্বন্ধনে কি জলপতনে কি অপঘাতে মৃতব্যক্তির শবসাধন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে অগ্রে মন্ত্র পাঠকরিয়া ঐ শব আনয়নপূর্ব্বক পূর্ব্বশিরে স্থাপন করিবে, পরে যথাবিধি ও কার্য্যপ্রণালী অনুসারে ক্রিয়া করিয়া তিনবার মন্ত্রপাঠ করিলেই ঐ মৃতদেহ দণ্ডায়মান হইয়া সাধকের প্রশ্নের উত্তর দিবে। কিরূপে সাধক ও উত্তরসাধক গণ্ডীমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে এবং কিরূপে মৃতদেহ সাধকের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে, তাহার একটি প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল। উহার বিশেষ প্রণালী, মন্ত্র ও যন্ত্র আমার প্রকাশিত যাবনিকজিনাদিদেবতাসাধন নামক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তাহা পরে প্রকাশ করা যাইবে।

এইক্ষণ অস্মদ্দেশে কোন্ স্থানে শবসাধন করিবে এবং কিরূপ শব গ্রহণকরিবে ও কোন্ কোন্ শব বর্জ্জনকরিবে, তাহা অগ্রে কথিত হইতেছে।

তত্র স্থাননিয়মমাহ তাবচ্চূড়ামণৌ—শূন্যাগারে নদীতীরে পর্ব্বতে নির্জ্জনেঽপি বা। বিল্বমূলে শ্মশানে বা তৎসমীপে বনস্থলে। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি। ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাং। যাবতঞ্চ বল্যর্থং ধূপদীপাদিকন্তথা। তিলাঃ কুশাঃ সর্ষপাশ্চ স্থাপনীয়াঃ প্রযত্নতঃ। ততঃ পূর্ব্বোক্তাক্ততস্থানং গত্বা সামান্যার্ঘ্যং বিধায় পূর্ব্বমুখো মূলান্তে ফট্কারং দত্বা বাগভূমিং সংপ্রোক্ষ্য গুরুং গণেশং বটুকং যোগিনীঞ্চ চতুর্দ্দিক্ষু পূজয়িত্বা সম্পূজ্য পূর্ব্বোক্তবীরার্দ্দনমন্ত্রং ভূমৌ বিলিখ্য যেচাত্রেত্যাদিপূর্ব্বোক্তক্রমেণ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্বা প্রণমঃ শ্মশানাধিপতিভ্যঃ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ বলিং দত্বা অঘোরমন্ত্রেণ শিখাবন্ধনং বিধায় সুদর্শনমন্ত্রাঞ্চ আত্মানং রক্ষরক্ষেতি হৃদি হস্তং দত্বা আত্মরক্ষাং কুর্য্যাৎ। অঘোরসুদর্শনমন্ত্রৌ যথা—ওঁ হ্রীঁ স্ফুর স্ফুর প্রস্ফুর প্রস্ফুর ঘোরাঘোরতর তনুরূপ চট চট প্রচট প্রচট কহ কহ বম বম বন্ধ বন্ধ ঘাতয় ঘাতয় হুঁ ফট্, সহস্রারে হুঁ ফট্। ততঃ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ ভূতশুদ্ধিং প্রাণায়াম বিধায় জয়দুর্গা

মহাদেব বলিলেন, দেবি! তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম। আমি সর্ব্বাগ্রে পশুশব্দজ্ঞানের উপায়, পশ্চাৎ পশুসাধন বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুন্দরি! কার্ত্তিকমাসে কিম্বা ফাল্গুনমাসে, তৃতীয়াতিথির মহানিশাতে একাকী নির্ভয়চিত্তে চিতাতে গমনকরিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক চর্চ্চিকা দেবীর ধ্যান করিবে। দেবীর স্বরূপ এই,—চর্চ্চিকাদেবী শুষ্ককণ্ঠা, ভয়ঙ্করশব্দা, ভীষণনেত্রা, যুবতী, দ্বিভুজা, তালবৃক্ষের ন্যায় জঙ্ঘাবিশিষ্টা ও আলুলায়িতকেশা। এইরূপে দেবীর ধ্যান করিয়া যত্নপূর্ব্বক অনন্তচিত্তে মন্ত্রজপ করিবে। চর্চ্চিকাদেবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে—"ওঁ হ্রীঁ চর্চ্চি চর্চ্চিকে কৃকলাসকং বোধয় বোধয় স্বাহা।" এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে সিদ্ধি হইবে। এইরূপ মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া সাধক কৃকলাসরব জানিতে পারিবে; তাহার মনে কোন শোক থাকিবে না। মহেশ্বরি! চর্চ্চিকার অনুগ্রহে সাধকের কার্য্য সফল হয়। যে ব্যক্তি এইরূপে সিদ্ধ হয়, সেই সাধক সকলপ্রকার সংবাদ বলিতে পারে। ইহাতে রাজা ও স্ত্রী নিশ্চয় বশীভূত হয়॥ ২॥

অথবা গোষ্ঠমাসাদ্য নিশীথে সাধকোত্তমঃ। উগ্রচণ্ডাং প্রযত্নেন ধূপদীপৈর্ম্মনোরমৈঃ॥ ভক্তিতঃ পরমেশানি পূজয়েত্তারমায়য়া। নিজমন্ত্রং সহস্রন্তু তদৈব প্রজপেত্ততঃ। ততঃ সিদ্ধতি দেবেশি! নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৩॥

প্রকারান্তরে কৃকলাসসিদ্ধি; যথা—সাধক নিশার দ্বিপ্রহর সময়ে গোষ্ঠে গমন করিয়া যত্নপূর্ব্বক মনোহর ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যদ্বারা ভক্তিভাবে "ওঁ হ্রীঁ"—এই মন্ত্রে উগ্রচণ্ডার পূজা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র সহস্রবার জপ করিবে। দেবি! এইরূপ করিলেই, সিদ্ধি হইবে; ইহাতে সংশয় নাই॥ ৩॥

অথবা কামিনীপুষ্পমকরন্দেন সুন্দরি। তিলকং কারয়েন্মূর্দ্ধ্নি জপেদেতং মনুং ততঃ॥ তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ৪॥ ইতি কৃকলাসসিদ্ধিঃ।

অন্যপ্রকারে কৃকলাসসিদ্ধি যথা,—সুন্দরি! কামিনীপুষ্পের মধুদ্বারা তিলক করিয়া, মস্তকে হস্ত রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি হইবে, ইহাতে কোন সংশয় করিবে না॥ ৪॥

অথ বল্লীসিদ্ধিঃ। বল্লিকাং সাধয়েদ্বিদ্বান্নদীতীরে মহানিশি। উগ্রকেশীং প্রযত্নেন পূজয়িত্বা বিশেষতঃ। তারং হৃদুগ্রকেশীঞ্চ চতুর্থ্যন্তাং দ্বিঠাবধি। জপেদেতৎ সহস্রন্তু সিদ্ধত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ১॥

দেবি! নদীতীরে মহানিশাসময়ে যত্নপূর্ব্বক বিশেষরূপে উগ্রকেশীর অর্চ্চনা করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি বল্লিকাসাধন করিবে। উগ্রকেশীর মন্ত্র এই—"ওঁ নমো উগ্রকেশ্যৈ স্বাহা।" এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে, নিঃসন্দেহ সিদ্ধি হয়॥ ১॥

অথবা মুক্তকেশস্তু চিতায়াং পরমেশ্বরি!। বগলাং পূজয়েদ্ যত্নাদুপচারৈর্যথোচিতৈঃ॥ ওঁ নমো বগলে মায়া স্বাহান্তোঽয়ং মহামনুঃ। অষ্টোত্তরসহস্রন্তু জপেদনন্যমানসঃ॥ ততো দেবি! সমানীয় গোধিকাং গৃহসম্ভবাম্। পূজয়েত্তাং প্রযত্নেন পুনর্জ্জাপং সমাচরেৎ॥ ততঃ প্রভৃতি দেবেশি বল্লিকাশব্দবিদ্ভবেৎ। অতীতানাগতাং বার্ত্তাং লীলয়া বক্তি সর্ব্বদা॥ ২॥

প্রকারান্তরে বল্লীসিদ্ধি। পরমেশ্বরি! মুক্তকেশ হইয়া, চিতাতে উপবেশন করিবে এবং যথোচিত বিবিধ উপচারদ্বারা যত্নপূর্ব্বক বগলাদেবীর অর্চ্চনা করিবে। "ওঁ নমো বগলে হ্রীঁ স্বাহা"—এই মহামন্ত্র একাগ্রচিত্তে একসহস্র অষ্টবার জপ করিবে। তৎপর একটি গৃহগোধিকা (টিকটিকী) আনিয়া, তাহাকে যত্নপূর্ব্বক পূজা করিয়া পুনর্ব্বার উক্ত মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে, বল্লিকাসিদ্ধি হয়। এই সময় হইতে সাধক বল্লিকার শব্দ বুঝিতে পারে এবং ঐ ব্যক্তি ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয় অবলীলাক্রমে বলিতে পারে॥ ২॥

অথবা নিশি মাংসাদ্যৈঃ পূজয়েৎ কৃষ্ণপিঙ্গলাম্। জপেন্মাসত্রয়ং লক্ষ্মীং ঙেযুতাং নামসংযুতাম্॥ জপেদযুতমানন্তু ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মনুঃ। তদেব ফলমাপ্নোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ প্রাতঃকালং সমাসাদ্য জপেদেনং দিনাবধি। সন্ধ্যায়াং পরমেশানি জ্যেষ্ঠিকাশব্দবিদ্ভবেৎ॥ ৩॥

প্রকারান্তরে জ্যেষ্ঠীশব্দজ্ঞান যথা—নিশাসময়ে মাংসাদিদ্বারা কৃষ্ণপিঙ্গলার অর্চ্চনা করিবে। "শ্রীঁ কৃষ্ণপিঙ্গলায়ৈ" এই মন্ত্র তিনমাসপর্য্যন্ত প্রত্যহ দশসহস্রবার জপ করিলে, সিদ্ধি হইবে। তাহাতেই ফল পাইবে, ইহা সত্য সত্য জানিবে, কোন সংশয় করিবে না। ঐ মন্ত্র প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকালপর্য্যন্ত জপ করিলে জ্যেষ্ঠিকার (টিক্‌টিকীর) ডাক বুঝিতে পারিবে॥ ৩॥ ক্রমশঃ—

জ্যোতিষশাস্ত্র।

অন্যান্য শাস্ত্রাপেক্ষা জ্যোতিষশাস্ত্র প্রত্যক্ষফলপ্রদ, অনেকেই এই ফলিতজ্যোতিষের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু যে শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়, তাহাতে অবিশ্বাস স্থাপন কতদূর সঙ্গত তাহা তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। আকাশমণ্ডলস্থ গ্রহ, রাশি, নক্ষত্রাদির সহিত পৃথিবীর এবং পৃথিবীস্থিত জীব, জন্তু, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদাদি ও জলপ্রভৃতির যেরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, চন্দ্র সূর্য্যের গতিবিশেষদ্বারা প্রতিদিন জোয়ারভাটা হইতেছে এবং সূর্য্যের গমনব্যতিক্রমেই ঋতুপরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যখন রবি সায়ন মেষরাশিতে (সায়ন বৈশাখ মাসে) আগমন করেন, তখন বৃক্ষলতাদির নূতন পল্লবোদ্গম হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা হয়, আবার যখন রবি সায়ন তুলারাশিতে (সায়ন কার্ত্তিক মাসে) গমন করেন, তখন ঐ বৃক্ষলতাদির পল্লব সকল পতিত হইয়া শ্রীবিহীন হয় এবং অনেক চারাগাছ একেবারে মরিয়া যায়। রাশিচক্রে রবির গতি অনুসারে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ইত্যাদি ঋতুসকল পরিবর্ত্তিত হয়। এই সকল ঋতুপরিবর্ত্তনের সহিত মানবাদির ধাতুরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। রবি ও চন্দ্রের দৈনিক গতিক্রমে যে তিথি হইতেছে ঐ তিথি অনুসারে যেরূপ জোয়ারভাটা হয়, সেইরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষভেদে সূর্য্যোদয়কালে মানবের বাম কিম্বা দক্ষিণনাসাপুটের শ্বাসপ্রশ্বাস উদয় হইয়া থাকে। রজনীযোগে চন্দ্রকিরণে অনাবৃত স্থানে শয়ন করিলে মস্তক ভারবোধ হয়। শুক্লপক্ষে মটর কলাই ইত্যাদির বীজ বপনকরিলে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় এবং কৃষ্ণপক্ষে ঐ সকল বীজ বপন করিলে শস্যের হানি হইয়া থাকে। দাড়িম্ববৃক্ষ যেতিথিতে রোপণকরাযায়, সেই তিথি অনুসারে ঐ বৃক্ষ তত বৎসর জীবিত থাকে। চন্দ্রের সহিত কুমুদ অর্থাৎ শেলাফুলের এবং রবির সহিত পদ্মফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সূর্য্যমুখীফুল ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা কে না দেখিয়াছেন? অতএব এই সকল ও অন্যান্য সমস্ত বস্তুই যে গ্রহরাশি নক্ষত্রাদির সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার সন্দেহ কি আছে। বৈদ্যশাস্ত্রানুসারে চন্দ্রের স্থিতি ও বৃদ্ধিক্রমে রোগারম্ভের সপ্তম, নবম, একাদশ ও চতুর্দ্দশাদিদিবসে সেই রোগের হ্রাস কি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কে না জানে যে, বাতরোগ, বায়ুরোগ ও জলরোগ প্রভৃতি সমস্ত সর্ব্বরোগই তিথি অনুসারে হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে ঐ সকল রোগ বিশেষ বৃদ্ধিপাইয়া থাকে, ইংরেজ ডাক্তারগণও জানেন যে, টাইফন জ্বরের জোর তিথি ও নক্ষত্রানুসারে হইতেছে। সকল বস্তুর উপরেই চন্দ্রের কিরণ সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। যথা—পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে বিড়ালের চক্ষু ফুলিয়া উঠে। ভাগ্যাগণিতজ্ঞানাবক জ্যৈষ্ঠ ভবিষ্যৎ মানবদেহের সহিত রবি, চন্দ্র, শনি প্রভৃতি গ্রহগণের সম্বন্ধ, যোগাযোগ ও আকর্ষণ পরিজ্ঞাত হইয়া গণকগণমধ্যে একখানি গ্রন্থ

প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব জানা যাইতেছে যে, গ্রহনক্ষত্রাদির যোগাযোগেই মানবের জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, লাভালাভ, ঝড়, বৃষ্টি, রাষ্ট্রবিপ্লব ইত্যাদি হইতেছে।

পূর্ব্বকালে এই জ্যোতিষশাস্ত্র সর্ব্বদেশে প্রচলিত ছিল এবং রাজা মহারাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ সকলেই আপন আপন সভাতে এক একজন জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত রাখিতেন। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত বিশেষ পারদর্শী না হইলে অভ্রান্তরূপে ফল বলিয়া দিতে পারেন না।

জ্যোতিষশিক্ষার্থী ব্যক্তি যদি প্রকৃত জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত হইতে ও অভ্রান্তরূপে গণনা করিতে মানস করেন, তাহাহইলে তাঁহাকে নিম্নলিখিত জ্যোতিষগণনার শাস্ত্রগুলি শিক্ষা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ভাস্করাচার্য্য, গ্রহলাঘব, সোমসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, ভৃগুসংহিতা, লোমশসংহিতা, রুদ্রসংহিতা, বরাহসংহিতা, পরাশর, বশিষ্ঠ, পুলস্ত, মাণ্ডব্য, কশ্যপ, বাৎস্য, বৃহস্পতি, কপিষ্টল, গরুত্মান, অসিত, দেবল, শুক্র, ইন্দ্র, ভাগুরী, ধবন্ত, জ্বরবাজ, ময়, মণিথ, বরাহ, যবনাচার্য্য, কালিদাস প্রভৃতি যে সকল গণিত ও ফলিত গ্রন্থ প্রকাশকরিয়া গিয়াছেন, তাহার সমস্ত না হয়, ইহার মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ যাহা এইক্ষণ বর্ত্তমান সময় পাওয়া যায়, তাহাই পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই সকল গ্রন্থ শিক্ষা না করিলে ফলিতজ্যোতিষের ফল অভ্রান্তরূপে বলিতে পারিবেন না।

জ্যোতিষের ফলিত অংশ যাঁহারা শিক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে গ্রহ, রাশি ও নক্ষত্রদিগের নাম, সংখ্যা, স্বভাব, গুণাগুণ, মিত্রামিত্র, রাশিশীল, গ্রহবলাবল ইত্যাদি জ্ঞাত হইয়া পরে লগ্ননিরূপণ ও কুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লগ্নস্ফুট ও গ্রহস্ফুট করিয়া ভাবগণনা ও ঐ কুণ্ডলীতে গ্রহ সন্নিবেশকরিয়া দৃষ্টি ও বলাদিগণনা করিয়া পরে শাস্ত্রের সঙ্কেতমতে গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে জাতবালকের, তাহার মাতাপিতার, ভ্রাতাভগিনীর, এবং কুটুম্ব পুত্রকন্যা, দাস, দাসী, স্ত্রী ও মাসি পিশি প্রভৃতির গণনা করা শিক্ষা করিতে হইবে।

জ্যোতিষগণনা যতপ্রকার আছে তাহা জ্যোতিষশিক্ষার্থীকে শিক্ষা করিতে হইবে। যথা— উপরোক্ত গণিত ও জাতককোষ্ঠীগণনা, তদ্ভিন্ন ঝড়, বৃষ্টি, রাষ্ট্রবিপ্লব, অর্থাৎ সম্বৎসরের মধ্যে রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার শুভাশুভগণনা, রোগ ও মৃত্যুগণনা ও প্রশ্নগণনা। এই প্রশ্নগণনা আবার দুইপ্রকারে সাধিত হয়, যথা লগ্ননিরূপণ করিয়া একপ্রকার এবং প্রশ্নবাক্যের সমস্ত অক্ষরাঙ্ক কিম্বা প্রশ্নবাক্যের আদিবর্ণ গ্রহণ করিয়া অথবা প্রশ্নগণনার নিমিত্তে যে সকল দেবতা সিদ্ধি করিতে হয়, তাহা করিয়া প্রশ্নের উত্তর ও শুভাশুভ ফল বলার সঙ্কেত শিক্ষা করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার, সামুদ্রিকশাস্ত্র, শাকুনশাস্ত্র, রমলপাঙ্খিগণনা, তাজকগণনা, দিনক্ষণ, অর্থাৎ যাত্রা, বিবাহ, বীজরোপণ, শান্তিকর্ম্ম ইত্যাদির দিনস্থির করা, গ্রহযাগযজ্ঞ ইত্যাদি সমস্ত শিক্ষা করিতে হইবে। এইক্ষণ অগ্রে আকাশমণ্ডলস্থিত গ্রহ, রাশি, নক্ষত্রগণের নাম ও অবস্থানের বিষয় বলা হইতেছে।

জ্যোতির্ব্বিদ্গণ উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী গগনমণ্ডলকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা পৃথিবীর দক্ষিণ ও উত্তর অয়নান্তবৃত্তের মধ্যস্থিত অংশকে মধ্যখণ্ড বলিয়া থাকেন। এই খণ্ডে মেষাদি দ্বাদশ রাশি ও তদন্তর্গত সাধারণতঃ ১০১৬ টি নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। এই মধ্যখণ্ডের উত্তরভাগস্থিত অংশকে উত্তরখণ্ড এবং দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী অংশকে দক্ষিণ খণ্ড কহে। উত্তর খণ্ডে পঁয়ত্রিশটি রাশি ও তদন্তর্গত ১৪৫৬টী নক্ষত্র এবং দক্ষিণখণ্ডে ৪৬টী রাশি ও তদন্তর্বর্ত্তী ৯৯৫টী মাত্র নক্ষত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। এই তিন খণ্ডে যে সকল নক্ষত্রের উল্লেখ হইল, দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে তদ্ব্যতিরেকেও বহুসংখ্যক নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষসম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রচলিত ছিল, এইক্ষণ তাহা বিলুপ্ত হওয়াতে উল্লিখিত রাশি ও নক্ষত্রগণের নাম ও অবস্থানাদি অপরিজ্ঞাত হইয়া উঠিয়াছে।

মধ্যখণ্ডে যে দ্বাদশরাশির উল্লেখ করা গেল, তাহারা যথাক্রমে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন নামে পরিচিত। গগণমণ্ডলে প্রথমে মেষ, তাহার অব্যবহিত পশ্চিম ও কিঞ্চিৎ উত্তরে বৃষ, বৃষের ঠিক উত্তর পশ্চিম দিকে মিথুন, তৎপরে কর্কট, (সায়ন মেষরাশির প্রারম্ভে যে স্থানে সূর্য্যের আগমনে দিবা ও রাত্রিমান সমান হয়, সূর্য্য সেই স্থান হইতে গমন করিতে আরম্ভ করিয়া যখন সায়ন কর্কটরাশিতে প্রবেশ করে, তখন সেই স্থলে রাশিচক্রের সহিত উত্তর ক্রান্তিরেখায় মিলন হওয়াতে ঐ দিন সেই স্থান ঠিক সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী হয়, ইহার পর সূর্য্য আর উত্তরদিকে গমন করে না, এই জন্য ঐ সময়কে অয়নান্তকাল বলা যায়) কর্কটরাশির দক্ষিণে সিংহ, তৎপর কন্যা, (যেরূপ মেষরাশিরস্থলে বিষুবরেখার সহিত রাশিচক্রের সংযোগ হয়, সেইরূপ তুলারাশির স্থলেও ঐরূপ উহাদিগের সংযোগ আছে। যখন রবি ঐ তুলারাশিতে প্রবেশ করে, তখন দিবা ও রাত্রিমান পুনরায় সমান হয়। রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত। মেষ হইতে তুলাপর্য্যন্ত ১৮০ অংশ দূর ; সুতরাং মেষাদি ছয় রাশি রাশিচক্রের অর্দ্ধেক এবং তুলাদি ছয় রাশি ঐ চক্রের অপরার্দ্ধ) কন্যার পর তুলা রাশি, ঐ তুলার পর বৃশ্চিক, তৎপর ধনু ও তদনন্তর মকররাশি অবস্থিত। (মকররাশিতে সূর্য্যের প্রবেশকালে যে অংশে রাশিচক্রের সহিত দক্ষিণ ক্রান্তিরেখায় মিলন হইয়াছে, সেই অংশ ঐ দিন সূর্য্যের ঠিক সম্মুখবর্ত্তী হয়, তৎপর সূর্য্য আর দক্ষিণাভিমুখে গমন করে না, এই জন্য ঐ সময়কে দক্ষিণ অয়নান্তকাল বলা যায়) মকররাশির পর কুম্ভ এবং তৎপরে মীন রাশি অবস্থিত ; এইরূপে দ্বাদশ রাশিদ্বারা রাশিচক্র সঙ্ঘটিত হইয়াছে। যৎকালে জ্যোতিষগণনা আরম্ভ হয়, সেই সময় মহাবিষুব রেখার সহিত রাশিচক্রের রেবতীনক্ষত্রের অন্তে মেষরাশির প্রারম্ভ মিলিত ছিল, অবশেষে ঐ চিহ্নিত মেষরাশির অন্তর্গত অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রারম্ভ হইতে বিষুবরেখা প্রতি বৎসর ৫৪ চুয়ান্ন বিকলা করিয়া ক্রমে সরিয়া যাইতেছে। মেষাদি দ্বাদশ রাশি দুইপ্রকার প্রণালীতে গণনা হইয়া থাকে ; প্রথম সায়নমেষাদি অর্থাৎ কল্পিত মেষাদি, দ্বিতীয় নিরয়ণ মেষাদি অর্থাৎ চিহ্নিত মেষাদি। এই সকল বিষয় মৎপ্রকাশিত দ্বিতীয়সংস্করণের ফলিতজ্যোতিষের প্রথম তিন খণ্ডে গণিতপ্রকরণে সবিস্তর বিবৃত আছে।

বিষুবরেখার উত্তর দিকে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ও কন্যা এই ছয়টী এবং দক্ষিণদিকে তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন এই ছয়টী রাশি অবস্থিত। ইউরোপীয় জ্যোতিষগ্রন্থে মধ্যখণ্ডের অন্তর্বর্ত্তী যে ১০১৬টী নক্ষত্রের উল্লেখ আছে, তাহারা যে যে রাশির অন্তর্ভূত ও যে যে রাশিতে যে সংখ্যায় অবস্থিত আছে, তাহা বলা যাইতেছে,—ঐ ১০১৬টী নক্ষত্রের মধ্যে ৬৬টী মেষরাশির, ১৪১টী বৃষের, ৮৫টী মিথুনের, ৮৩টী কর্কটের, ৯৫টী সিংহের, ১১০টী কন্যার, ৫১টী তুলার, ৪৪টী বৃশ্চিকের, ৬টী ধনুর, ৫১টী মকরের, ১০৮টী কুম্ভের এবং ১১৩টী মীন রাশির অন্তর্গত।

মধ্যখণ্ডে রবি চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহগণ যে সকল নক্ষত্রগণের নিকট দিয়া ভ্রমণ করে, সেই সকল নক্ষত্র ও রাশির যোগে তাহাদিগের তেজঃ ও জ্যোতিঃ সম্বর্দ্ধিত হইয়া পৃথিবীস্থ জীব জন্তু ও বৃক্ষাদির উপর নিপতিত হয়, তাহাতেই জীবাদি ক্রিয়াবান্ হইয়া থাকে এবং ঐ সকল দ্বারাই জ্যোতিষের ফলাফল প্রত্যক্ষ হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ গ্রহগণের গতি ও স্থান নিরূপণ করিবার জন্য কেবলমাত্র ২৭টী নক্ষত্র গ্রহণ করিয়া ঐ ২৭টী নক্ষত্রকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করত দ্বাদশ রাশি কল্পনা করিয়াছেন, ইহাকেই রাশিচক্র কহে। গণনার সুবিধার জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্গণ ঐ রাশিচক্রকে ৩৬০ অংশে বিভক্ত করিয়া ৩০ অংশে এক এক রাশি এবং সূক্ষ্ম গণনার জন্য প্রতি অংশকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করত তাহার নাম কলা, প্রতি কলাকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করত বিকলা এবং ঐরূপ প্রণালীতে অনুকলা, প্রত্যনুকলা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ রাশিচক্রে রাশির সংখ্যা দ্বাদশ, অংশের সংখ্যা ৩৬০, কলার সংখ্যা ২১৬০০, বিকলার সংখ্যা ১২৫৬০০০ ইত্যাদি রাশিচক্রের সংজ্ঞা করিয়াছেন। এই সকল এবং গ্রহনক্ষত্রাদির নাম ও কিরূপে গ্রহস্ফুট ও লগ্নস্ফুট করিয়া মানবের জন্মাবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত ফলাফলগণনা করিতে হয় এবং কিরূপে গ্রহবল ও ভাববিচার ইত্যাদি করিতে হয়, তাহা ক্রমে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু ঐ সকল গণনা দুরূহ, কঠিন ও বহুল। সহজে বোধগম্য হয় না এইনিমিত্ত এই জ্যোতিষশাস্ত্রমধ্যে যে যে বিষয় সহজ অর্থাৎ সামুদ্রিক ও শাকুনশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিপ্লব, ঝড়বৃষ্টি ও নষ্টকোষ্ঠী-উদ্ধার ইত্যাদি অগ্রে প্রবন্ধ হইতেছে। ক্রমশঃ—

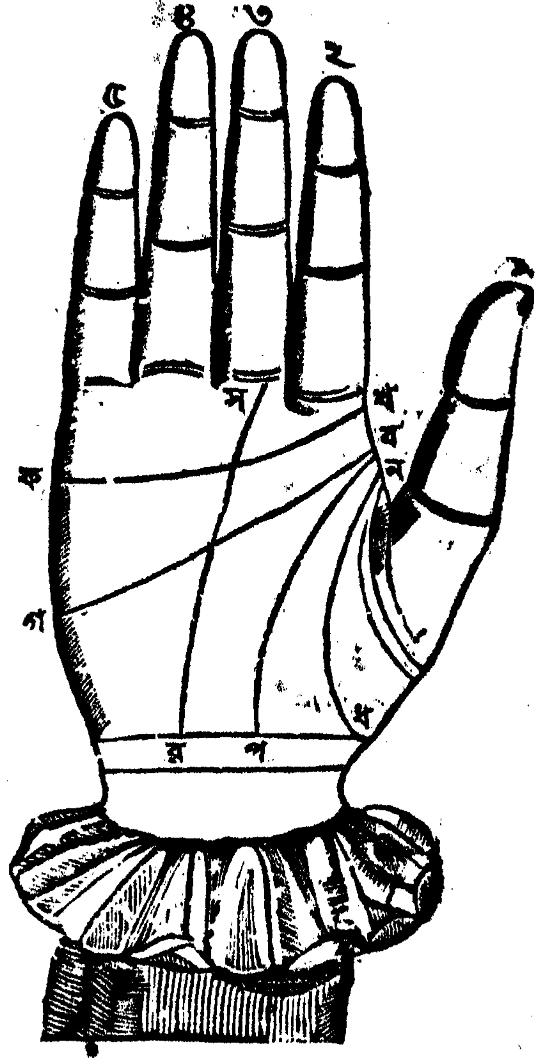


করেরেখা, পদরেখা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লক্ষণ, কপালরেখা এবং জক্রতিলাদি চিহ্ন।

মানবজাতির মধ্যে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেরই কর, চরণ ও ললাট প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভাবী শুভাশুভ ঘটনার চিহ্ন অঙ্কিত আছে। কোন্ ব্যক্তি কোন্ শকে, কোন্ মাসে, কোন্ তারিখে, কোন্ বারে, কোন্ তিথিতে, কোন্ নক্ষত্রে ও কোন্ লগ্নে জন্মিয়াছে, তৎসমুদায় করতলস্থ ও ললাটাঙ্কিত রেখাচিহ্নাদি এবং অঙ্গবিশেষ দর্শনে অবগত হওয়া যায় আর কে কত কাল জীবিত থাকিবে, কাহার কয়টি পুত্র বা কন্যা জন্মিবে, কোন্ কোন্ সময়ে কি কি শুভাশুভ ঘটনা হইবে এবং কোন্ সময়ে কাহার মৃত্যু হইবে ইত্যাদি জন্মাবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত ঘটনা সকল কর, চরণ ও ললাট প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চিহ্নাদিদ্বারা জ্ঞাত হইতে পারা যায়। যে শাস্ত্রে করচরণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রেখা ও চিহ্নাদির লক্ষণ এবং তাহার শুভাশুভ ফল বর্ণিত আছে, তাহাকে সামুদ্রিকশাস্ত্র বলে। পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশে এই সামুদ্রিকশাস্ত্র এরূপ সমাদরের সহিত প্রচলিত ছিল যে, কোন ব্যক্তিকে রাজপদে, কি বিদ্যাশিক্ষায়, কি কোন বিশ্বস্তকার্য্যে, কি কোন উচ্চপদে নিযুক্ত করিতে হইলে অগ্রে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃষ্টে পরীক্ষা না করিয়া সেই ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্যে নিয়োগ করা হইত না এবং মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষিগণ স্ত্রীলোকের বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদিগের আপাদমস্তক যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লক্ষণ, কর, চরণ ও ললাটের রেখা এবং দেহের তিলাদিচিহ্ন দৃষ্টে ভাবী শুভাশুভ পরীক্ষার বিধান করিয়াছেন। মনুষ্যগণ সুলক্ষণা স্ত্রীর সহিত গার্হস্থ্যাবস্থায় সুখে কালযাপন করিতে পারেন; অতএব সাধারণের পক্ষেই সামুদ্রিকশাস্ত্র শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ হইতেছে।

মানবের করমধ্যে যে সকল রেখা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যে কয়েকটি প্রধান প্রধান রেখা আছে, অগ্রে সেই কয়েকটি রেখার নাম পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কারণ ঐ প্রধান প্রধান রেখার নাম পরিজ্ঞাত না থাকিলে করতলের বিভাগকরা ও সেই বিভাগদ্বারা স্থানবিশেষে নিরূপণ করিয়া সেই সেই স্থানস্থিত চিহ্নবিশেষ এবং গ্রহ ও রাশির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া শুভাশুভ ফল বলা সুকঠিন। এজন্য ঐ রেখা কয়েকটির পরিচয় জন্য নিম্নে মানবহস্তপাঞ্জার একটি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা গেল। ইহাদ্বারা অঙ্গুলির ও রেখার নাম সহজে জানা যাইবে।

এই হস্তপাঞ্জার লিখিত ১ অঙ্কিত অঙ্গুলির নাম অঙ্গুষ্ঠ (Pollex), ২ অঙ্কিত অঙ্গুলির নাম তর্জ্জনী (Index), ৩ অঙ্কিত অঙ্গুলির নাম মধ্যমা (Medius), ৪ অঙ্কিত অঙ্গুলির নাম অনামিকা (Annularis) এবং ৫ অঙ্কিত অঙ্গুলির নাম কনিষ্ঠা (Auricularis)। যে রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলের নিকট হইতে অনামিকা ও মধ্যমার মূলের নিকট দিয়া তর্জ্জনীর মূল অতিক্রম করিয়াছে, অথবা তর্জ্জনীর মূলাভিমুখে কতকদূরে গমন করিয়াছে, তাহার নাম আয়ুরেখা। কেহ কেহ এই রেখাকে ভোগরেখা বলিয়া থাকেন। ইহার ইংরাজি নাম, টেবেল লাইন (Table Line); যথা প্রথম হস্তপাঞ্জায় ক—খ রেখা অঙ্কিত আছে। হস্তের মধ্যে এই রেখার পার্শ্বে যে আর একটি রেখা তর্জ্জনীর অভিমুখে গমন করিয়াছে, তাহার নাম মাতৃরেখা, যথা গ—ব রেখা, ইহাকে ইংলণ্ডীয় সামুদ্রিকবিৎ পণ্ডিতগণ মিডেল ন্যাচারল লাইন (Middle Natural Line) বলেন। যে রেখা করতলমূলের মধ্যস্থানহইতে বৃদ্ধাঙ্গুলিকে বেষ্টন করিয়া মাতৃরেখার সহিত মিলিত কিম্বা তাহার নিকট গমন করিয়াছে, (যথা প—ব রেখা), তাহার নাম পিতৃরেখা। কোন কোন মতে ইহাকে আয়ুরেখা বলে। এই রেখাকে ইংরাজিমতে লাইন অব লাইফ্ (Line of Life) বলিয়া থাকে। যে রেখা পিতৃরেখার মূলের নিকটদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া হস্তপাঞ্জার মধ্য দিয়া আয়ুরেখা (মতান্তরে ভোগরেখা পর্য্যন্ত কিম্বা তাহার ঊর্দ্ধে গমন করে (যথা র—স), তাহার নাম ঊর্দ্ধরেখা



ইংরাজিতে ইহাকে লাইন অব দি লিবার (Line of the Liver) বলে। যে রেখা পিতৃরেখার (মতান্তরে আয়ুরেখার) পার্শ্বে ও বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকট দিয়া ঊর্দ্ধে গমন করে (যথা ধ—ন), তাহার নাম পরস্বাপ্তি রেখা।

যে সকল অঙ্গুলির ও রেখার নাম উল্লেখ করা হইল, ইহাদিগের অধিপতি গ্রহের নাম ও যে যে অঙ্গুলির যে যে পর্ব্বের যে যে রাশি অধিপতি নির্ণীত আছে, তাহা এবং হস্তপাঞ্জার যে স্থানের যে গ্রহ অধিপতি তত্তাবৎ বিবরণ সহ সহজে বুঝাইবার জন্য একটি হস্তপাঞ্জার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া এই অরুণোদয়নামক মাসিকপত্রিকার দ্বিতীয়খণ্ডে বর্ণিত হইবে। এইক্ষণ পাঠকবর্গের বিদিতার্থে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির লক্ষণ, কররেখার, কপালরেখার এবং তিলচিহ্নাদির কতক কতক ফল লিখিত হইল।

পরমায়ুঃ পরীক্ষেত পশ্চাল্লক্ষণমেব চ। আয়ুর্হীনং নরাণাঞ্চেৎ লক্ষণৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥

সর্ব্বাগ্রে পরমায়ু পরীক্ষাকরিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য লক্ষণ পরীক্ষা করিবে। যেহেতু যাহার পরমায়ু নাই, তাহার অন্যান্য লক্ষণ দর্শনে প্রয়োজন কি?॥

অঙ্গুষ্ঠতাপূর্ব্বরেখা সর্ব্বতে নৃপতিঃ শুভা। সেনাপতির্ধনেশশ্চ মধ্যমায়ুর্ভবেৎ॥

যাহার বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরে শুভলক্ষণান্বিত ঊর্দ্ধরেখা থাকে, সেই ব্যক্তি রাজা, সৈন্যাধ্যক্ষ বা বিপুলবিত্তশালী হয় এবং মধ্যমায়ুবিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ দীর্ঘজীবী বা অল্পজীবী হয় না ৬০ বৎসরপর্য্যন্ত জীবিত থাকে॥

রেখাঃ পার্শ্বরেখায়াং কনিষ্ঠিকামূলসংস্থিতাঃ। যে নরাঃ শতবর্ষেষু শতমায়ুর্ভবন্তি তে॥

বক্ষো অত্যুৎকটং নার্য্যা বক্ষশ্চ বিস্তৃতং ভবেৎ। উত্তরৌষ্ঠে চ লোমানি শীঘ্রং সা ভজতে পতিম্॥

যে রমণীর বক্ষঃস্থল অত্যুৎকট ও বিস্তৃত এবং যাহার উপরের ঠোঁটে লোম দৃষ্ট হয়, সেই নারী শীঘ্রই বিধবা হয়॥

তর্জ্জনীমূলগামিন্যাং রেখায়াং ছিদ্রতা যদি। ব্যাধিরু বিকমার্জ্জারসর্পদষ্টো ভবিষ্যতি॥

যাহার তর্জ্জনী অঙ্গুলির মূলদেশস্থিত রেখাতে ছিদ্র থাকে, তাহার শজারু, ইন্দুর, বিড়াল বা সর্পদংশন হয়॥

কনিষ্ঠামূলরেখায়াঃ পরতশ্চ তথা হি বৈ। ভবন্তি রেখাস্তাবন্তঃ পুত্রাঃ কন্যাশ্চ নিশ্চিতাঃ। কন্যা দ্বিমুখরেখায়াং একাস্যায়াং তথাত্মজঃ॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলের নিম্নভাগে যতগুলি রেখা থাকে, ততগুলি পুত্র বা কন্যা হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে যতগুলি দ্বিমুখ রেখা দৃষ্ট হইবে, ততগুলি কন্যা এবং যতগুলি একমুখ রেখা দেখা যাইবে, ততগুলি পুত্র বুঝা যাইবে॥

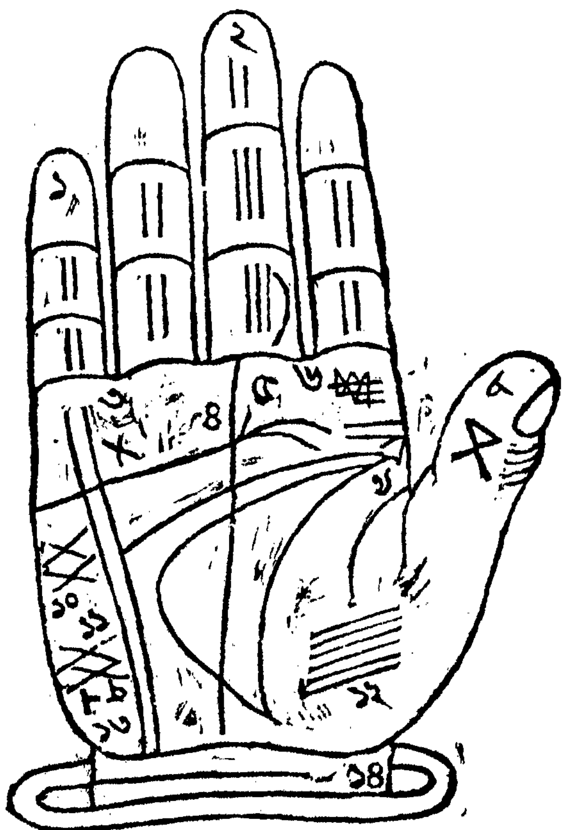
অঙ্গুষ্ঠমূলগা রেখাঃ পুত্রাশ্চ সুখদায়কাঃ। নিঃস্বাশ্চ বহুরেখাঃ স্যুর্নির্দ্রব্যাশ্চিবুকৈঃ কৃশৈঃ॥

বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশে অধিক রেখা থাকিলে মনুষ্য পুত্রদ্বারা সুখী হয়। যাহার করতলে অনেক রেখা থাকে, সে দরিদ্র হয়। চিবুক কৃশ হইলে, মনুষ্য দ্রব্যহীন হয়॥

বৃদ্ধামূলে চ যা রেখা ভ্রাতৃভগ্নীপ্রদায়িকা। কৃষ্ণা সূক্ষ্মা ক্রমেণৈব হীনা ছিদ্রপ্রদায়িকা॥

বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলে যতগুলি রেখা থাকে, ততগুলি ভ্রাতা ও ভগিনী হয় এবং ঐ রেখাগুলি যদি কৃষ্ণবর্ণ ও ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হয়, তবে ভ্রাতা ও ভগিনীর বিনাশ ও কলঙ্ক হইয়া থাকে॥

অন্যমতে কররেখার দৃষ্টান্তসহ ফল।



উপরিচিত্রিত হস্তপাঞ্জার ২ অঙ্কের নিকট যেরূপ রেখা শনির ও বৃহস্পতির অর্থাৎ মধ্যমা ও তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্বে অঙ্কিত আছে, ঐরূপ রেখা যাহার হস্তমধ্যে থাকিবে, সেই ব্যক্তির শোথরোগ হইবে॥

উপরিচিত্রিত প্রতিকৃতির ৩ অঙ্কের নিকট যেরূপ রেখাসকল তর্জ্জনী অঙ্গুলির মূলে মাকড়সার জালের ন্যায় অঙ্কিত আছে, ঐরূপ অঙ্কিত রেখাসকল যাহার হস্তে দৃষ্ট হইবে, সেই ব্যক্তি জলমগ্ন হইবে॥

এক একখানি হস্তপাঞ্জায় ১৫। ১৬ টি করিয়া ফল আছে, এইরূপ ৪৪ খানি হস্তপাঞ্জার ফল ক্রমে লিখিত হইবে।

পদ্মচাপাদি খড়্গং অষ্টকোণাদি দৃশ্যতে। স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্যাপি ধনবান্ স সুখী নরঃ।

যাহার হস্তমধ্যে পদ্ম কিম্বা ধনুরাকার চিহ্ন, অথবা খড়্গ ও অষ্ট কোনরূপ অষ্টকোণ চিহ্ন থাকে, সে নিশ্চয়ই ধনবান্ এবং সুখী হইবে। স্ত্রীলোকের এই সকল চিহ্ন থাকিলে ধনবতী ও সুখশালিনী হয়। বিশেষতঃ পদ্মের চিহ্ন থাকিলে



স্ত্রীলোক রাজ্ঞী এবং পুরুষ রাজা হয়। ধনুকের চিহ্ন থাকিলে পুরুষ মহাবীর হয়, খড়্গের চিহ্ন থাকিলে মহাবলপরাক্রান্ত যোদ্ধা হয়, আর অষ্টকোণের চিহ্ন থাকিলে ভূমিপালক, অর্থাৎ ভূস্বামী অথবা গ্রামপতি হইয়া সুখী হয়॥

চক্রশঙ্খধ্বজাকারো মাষাকারশ্চ দৃশ্যতে। সর্ব্ববিদ্যাপ্রধানেন বুদ্ধিমান্ স ভবেন্নরঃ॥

যাহার করতলে চক্র, শঙ্খ, ধ্বজ এবং মাষাকার চিহ্ন দেখা যায়, সেই ব্যক্তি সর্ব্ববিদ্যা প্রদানকরিয়া জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত হইবে॥

ত্রিশূলং করমধ্যে তু তেন রাজা প্রবর্ত্ততে। যজ্ঞে ধর্ম্মে চ দানে চ দেবদ্বিজপ্রপূজকে॥

যাহার হস্তে ত্রিশূলের চিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি রাজা হইবে এবং হোমাদি ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে, দেবতা ও ব্রাহ্মণসেবায় রত হইয়া থাকে॥

শক্তিতোমরবাণশ্চেৎ করমধ্যে প্রদৃশ্যতে। রথচক্রধ্বজাকারং স চ রাজ্যং লভেন্নরঃ॥

যদি কোন ব্যক্তির হস্তে শক্তি (যষ্টিনামক অস্ত্রবিশেষ) চিহ্ন, অথবা তোমর (অস্ত্রবিশেষ) চিহ্ন, কিম্বা বাণের চিহ্ন থাকে, তবে সেই ব্যক্তি রাজ্যলাভ করিবে এবং রথ, চক্র ও ধ্বজের চিহ্ন থাকিলেও রাজ্যলাভ করিবে॥

রেখাভির্বহুভির্দুঃখং স্বল্পাভির্ধনহীনতা। রক্তাভিঃ স্নিগ্ধমাপ্নোতি কৃষ্ণাভিঃ প্রেষ্যতাং ব্রজেৎ॥

যে ব্যক্তির করতলে বহুরেখা দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি দুঃখী হয়। অল্পরেখা থাকিলে ধনহীন হয়। পাণিতলের রেখাগুলি রক্তবর্ণ হইলে লক্ষ্মীযুক্ত এবং ঐ রেখা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইলে ভৃত্য হইবার লক্ষণ জানিবে॥

বাজিকুঞ্জরশ্রীবৃক্ষযূপেষুযবতোমরৈঃ। ধ্বজচামরমালাভিঃ শৈলকুণ্ডলবেদিভিঃ। শঙ্খাতপত্র-পদ্মৈশ্চ মৎস্যস্বস্তিকসদ্রথৈঃ। লক্ষ্মীযুক্তাঙ্কুশাদ্যৈশ্চ স্ত্রিয়ঃ স্যু রাজবল্লভাঃ॥

যে স্ত্রীলোকের হস্তে বা পদে অশ্ব, গজ, বিল্ববৃক্ষ, যূপ অর্থাৎ জয়স্তম্ভ বা যজ্ঞীয়-

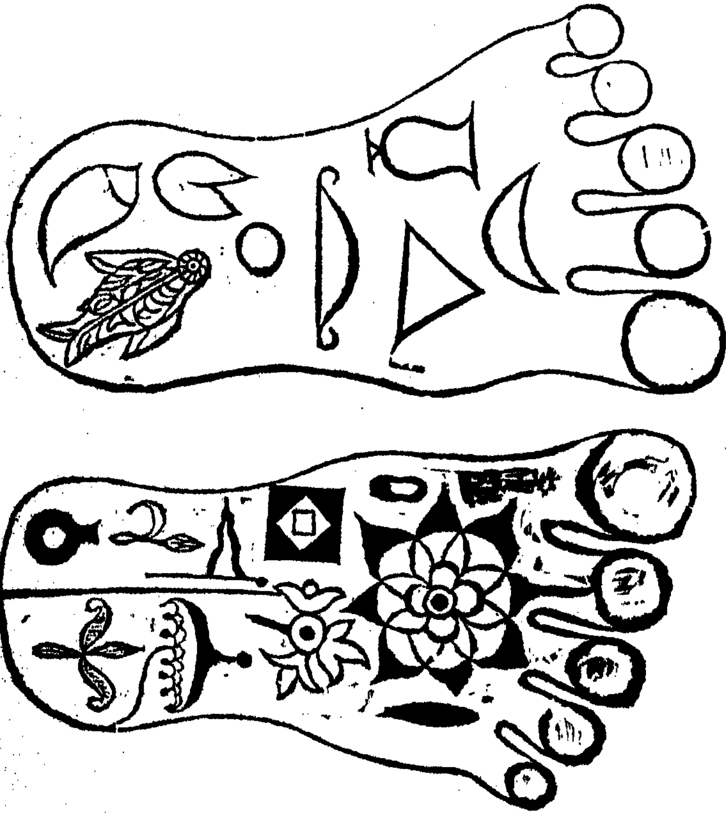
পণ্ডুহলকাষ্ঠ, বাণ, যব, তোমর অর্থাৎ লৌহশাবল, ধ্বজ, চামর, মালা, পর্ব্বত, কর্ণভূষণ, বেদিকা, শঙ্খ, ছত্র, কমল, মান, স্বস্তিক (পিটুলিনির্মিত মাঙ্গল্যদ্রব্য-বিশেষ বা চতুষ্পথ বা সর্পফণা বা বারাণ্ডাওয়ালা বাটী,) উত্তম রথ ও অঙ্কুশ প্রভৃতি যে কোন চিহ্ন থাকে, সে স্ত্রী রাজার প্রিয়া হয়॥

মধ্যমায়াং যদি যবা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেঽথবোত্তমাঃ। তদাজসঞ্চিতং বিত্তং প্রাপ্নোত্যত্রুটংশে যবে।

যদি মধ্যম অঙ্গুলিতে অথবা অঙ্গুষ্ঠে উত্তম যবচিহ্ন থাকে, তাহা হইলে অস্তসঞ্চিত ধনপ্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই॥

তর্জ্জন্যামথ চক্রঞ্চ (মিত্র) পিতৃদ্বারা ধনং লভেৎ। তেনৈব বিপরীতস্তু ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্।

যাহার তর্জ্জনীতে চক্রচিহ্ন থাকিবে সেই ব্যক্তি কোন বন্ধুদ্বারা বা পিতাদ্বারা ধনপ্রাপ্ত হইবে। যাহার তর্জ্জনীতে চক্রচিহ্ন না থাকিয়া বিপরীত কোন চিহ্ন থাকিবে, সেই ব্যক্তির আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইবে॥



চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণধনুষী খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকম্ শঙ্খং সব্যপদেহথ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকম্। চক্রং ছত্রযবাঙ্কুশং ধ্বজকুলীশম্ভূর্দ্ধরেখাম্বুজম্ বিভ্রাণো হরিরূনবিংশতি মহালক্ষ্মার্চ্চিতাঙ্ঘ্রির্ভবেৎ।

বামপদে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনুঃ, শূন্য, গোষ্পদ, প্রোষ্ঠীমৎস্য ও শঙ্খ, এই আটপ্রকার চিহ্ন এবং দক্ষিণপদে অষ্টকোণ, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ্র, জম্বু, ঊর্দ্ধরেখা ও পদ্ম এই একাদশপ্রকার চিহ্ন সমুদায়ে ঊনবিংশতিটি চিহ্ন যাহার পদতলে দৃষ্ট হয় মহালক্ষ্মী তাহার পাদসেবা করেন॥

তিলাদিচিহ্ন।

নাসাগ্রে দৃশ্যতে যস্যাস্তিলকং মশকোঽপি বা। কৃষ্ণদন্তা কৃষ্ণজিহ্বা দশাহেন পতিং হরেৎ।

যে নারীর নাসাগ্রে তিল ও মশকচিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং যাহার দন্ত ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, সেই নারী দশদিবসের মধ্যে ভর্ত্তাকে বিনষ্ট করে॥

নখেষু বিন্দবঃ শ্বেতা প্রায়ঃ স্যাৎ স্বৈরিণী। পুরুষা অপি জায়ন্তে দুঃখিনঃ পুষ্পিতৈর্নখৈঃ।

স্ত্রীলোকের নখে শ্বেতবর্ণ বিন্দু থাকিলে সেই স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী অর্থাৎ কুলটা হয়। পুরুষের নখে পুষ্পচিহ্ন থাকিলে দুঃখী হয়॥

নাসাগ্রে মশকঃ শোণো মহিষ্যা এব জায়তে। কৃষ্ণঃ স এব ভর্ত্তৃঘ্ন্যাঃ পুংশ্চল্যা বা প্রকীর্ত্তিতঃ।

যে রমণীর নাসিকার অগ্রভাগে রক্তবর্ণ মশক থাকে, সে রাজমহিষী হয়, পরন্ত যদি ঐ মশক কৃষ্ণবর্ণ হয় তাহাহইলে সেই নারী বিধবা বা বেশ্যা হইয়া থাকে॥

পার্শ্বে ত্বাজীর্ঘতিলকং যস্যাঃ স্নিগ্ধং দৃশ্যতে। বামহস্তে পতিং প্রাপ্য পুত্রঃ পৌত্রশ্চ বর্দ্ধতে।

যে কামিনীর পার্শ্বদেশে অথবা বামহস্তে দীর্ঘাকার ও স্নিগ্ধ তিলক থাকে, সে স্ত্রী পতিপ্রিয়া হয় ও তাহার পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি পায়॥

কপালরেখা।

চত্বারিংশচ্চ বর্ষাণি দ্বিরেখাদর্শনায়ুষঃ। বিংশত্যুত্তমেকরেখা আকর্ণা চ শতায়ুষঃ॥

কপালে দুইটি রেখা দৃষ্ট হইলে মনুষ্য ৪০ চল্লীশ বৎসর ও একরেখায় ২০ কুড়ি বৎসর জীবিত থাকে। যাহার কপালের মধ্যভাগ হইতে উভয়পার্শ্বে কর্ণপর্য্যন্ত একটি মাত্র রেখা বিস্তৃত থাকে, সেই ব্যক্তি ১০০ একশত বৎসর ব্যাপী পরমায়ুঃ লাভ করে॥

সপ্তত্যায়ুর্দ্বিরেখে তু ষষ্ট্যায়ুস্তিসৃভির্ভবেৎ। ব্যক্তাব্যক্তাভী রেখাভির্বিংশত্যায়ুর্ভবেন্নরঃ॥

ললাটে দুইটি রেখা থাকিলে মনুষ্য ৭০ সপ্ততিবর্ষ ও তিনটি রেখা থাকিলে ৬০ ষষ্টিবর্ষ পরমায়ুঃ লাভ করিয়া থাকে। যাহার কপালে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট কতকগুলি রেখা থাকে, সেই ব্যক্তি ২০ বিংশতিবর্ষজীবী হয়॥

চত্বারিংশচ্চ বর্ষাণি হীনরেখস্তু জীবতি। ভিন্নাভিশ্চৈব রেখাভিরপমৃত্যুর্নরস্য হি॥

কপালে একটিমাত্র রেখাও না থাকিলে মনুষ্য ৪০ চল্লীশ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। যাহার ললাটে ছিন্ন ভিন্ন কতকগুলি রেখা দেখা যায়, তাহার অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে॥

উন্নতেন ললাটেন ধনাঢ্যো জায়তে নরঃ। বিষমেণ ললাটেন দুঃখিতো দুর্জ্জনো নরঃ। ললাটে চার্দ্ধচন্দ্রাদ্যৈর্জ্জায়তে পৃথিবীপতিঃ॥

ললাট উন্নত হইলে মনুষ্য ধনশালী এবং অসমান হইলে দুঃখী ও দুরাত্মা হয়। ললাটে অর্দ্ধ চন্দ্রাদির ন্যায় আকারবিশিষ্ট রেখা থাকিলে মনুষ্য রাজা হয়॥

পঞ্চভিঃ শতমাদিষ্টো হ্যশীতিঃ ষড়্ভিরেব চ। ভবেৎ সপ্ততিস্তিসৃভির্দ্বাভ্যাং বৈ বিংশতিবর্ষম্। রেখৈকেন ললাটেন বিংশত্যায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতম্। অরেখেণ ললাটেন বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিংশতিঃ॥

কপালে পাঁচটী রেখা থাকিলে মানবের ১০০ একশত, ছয়টী রেখায় ৮০ আশী, তিনটীতে ৭০ সত্তর, দুইটীতে ৪০ চল্লীশ এবং একটীতে ২০ কুড়ি বৎসর পরমায়ুঃ হইয়া থাকে। কপালে একটীও রেখা না থাকিলে, ২৫ পঁচিশ বৎসর মানুষের জীবন হয়॥

বিনা গুরূপদেশে কপালরেখা-জ্ঞান।

ললাটস্থিত রেখাদৃষ্টে যে সকল ফল নির্ণয় করা যায়, তাহার অগ্রে সাতটী গ্রহদ্বারা মানবের ললাট যেরূপে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, অতএব অগ্রে তাহাই বিবৃত হইতেছে। ললাটের ঊর্দ্ধে কেশের নিম্নে যে রেখা দৃষ্ট হয়, শনি উহার অধিপতি, উহার নাম শনিরেখা। উহার নিম্নে বৃহস্পতির, তন্নিম্নে রবির, তন্নিম্নে শুক্রের, তন্নিম্নে বুধের ও তন্নিম্নে চন্দ্রের রেখা নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু সুক্ষ্মগণনার্থ বামচক্ষুর ঊর্দ্ধস্থান চন্দ্রের এবং দক্ষিণ চক্ষুর ঊর্দ্ধ রবির স্থান বলিয়া নিরূপিত। এইরূপ বিনা গুরূপদেশে ললাটস্থ রেখার ফলাফল বিদিতার্থ নিম্নে বিবরণ সহ কতিপয় মুণ্ডের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইল।



১। উপরের অঙ্কিত মুণ্ডের ললাটদেশে বৃহস্পতি গ্রহের যেরূপ রেখা অঙ্কিত

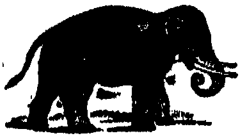
হইয়াছে, ঐরূপ রেখা যাহার কপালে দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি ধনী, জ্ঞানী ও সচ্চরিত্র হয়।

২। উপরি অঙ্কিত মুণ্ডের কপালে বৃহস্পতির রেখার মধ্যে যেরূপ গোলাকার অর্থাৎ বৃত্ত অঙ্কিত আছে, যে মানবের ললাটের উপরে ঐরূপ বৃত্ত চিহ্ন থাকে, তাহার ধন বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

পশুপক্ষীসামুদ্রিক।

সামুদ্রিক শাস্ত্রমতে যেরূপে মানবের স্বভাব, চরিত্র এবং শুভাশুভ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেইরূপ হস্তী, ঘোটক, প্রভৃতি পশু ও কুক্কুটাদি পক্ষিগণের অবয়ব ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লক্ষণাদি দৃষ্টেও ঐ শাস্ত্রমতে তাহাদিগের প্রতিপালকের শুভাশুভ ফল জানা যাইতে পারে। ঐ সকল পশুপক্ষীর শুভাশুভ লক্ষণ বিবৃত করা হইল।

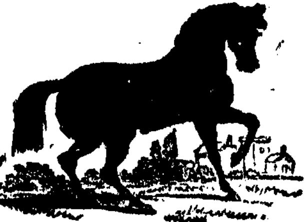
অথ গজলক্ষণ।



তাম্রোষ্ঠতালুবদনাঃ কলবিঙ্কনেত্রাঃ স্নিগ্ধোন্নতাগ্রদশনাঃ পৃথুলায়তাস্যাঃ। চাপোন্নতায়তনিগূঢ়নিমগ্নবংশাস্তন্বেকরোমচিতকূর্মসমানকুম্ভাঃ॥ বিস্তীর্ণকর্ণহনুনাভিললাটগুহ্যাঃ কূর্মোন্নতদ্বিনববিংশতিভির্নখৈশ্চ। রেখাত্রয়োপচিতবৃত্তকরাঃ সুবালা ধন্যাঃ সুগন্ধিমদপুষ্করমারুতাশ্চ॥

যে সকল হস্তীর ওষ্ঠ, তালু ও বদন তাম্রবর্ণ; নেত্র চটকপক্ষীর সদৃশ, দন্ত উজ্জ্বল, উন্নত ও সূক্ষ্মাগ্র; মুখ পৃথুল ও আয়ত; পৃষ্ঠস্থ অস্থি ধনুসদৃশ, উন্নত, আয়ত ও অপ্রকাশিত; কুম্ভ সূক্ষ্ম রোমদ্বারা সমাচ্ছাদিত ও কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত; যাহার কর্ণ, হনু, নাভি, ললাট ও গুহ্যদেশ বিস্তীর্ণ; যে সকল হস্তী কূর্ম্মের ন্যায় উন্নত অষ্টাদশ বা বিংশতিনখযুক্ত; যাহাদিগের শুণ্ড রেখাত্রয়ে চিহ্নিত ও বৃত্তাকার; পুচ্ছ মনোহর এবং যাহাদিগের মদবারি ও শুণ্ডদ্বারপ্রক্ষিপ্ত বায়ু সুগন্ধী, সেই সকল গজ সৌভাগ্যশালী হয়॥

অশ্বলক্ষণ।



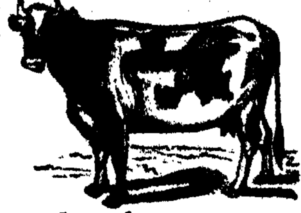
দীর্ঘগ্রীবাক্ষিকূটস্ত্রিকহৃদয়পৃথুস্তাম্রতাল্বোষ্ঠজিহ্বঃ সূক্ষ্মত্বক্কেশবালঃ সুশফগতিমুখো হ্রস্বকর্ণৌষ্ঠপুচ্ছঃ। জঙ্ঘাজানূরুবৃত্তঃ সমসিতদশনশ্চারুসংস্থানরূপো বাজী সর্ব্বাঙ্গশুদ্ধো ভবতি নরপতেঃ শত্রুনাশায় নিত্যম্॥

যে অশ্বের গ্রীবা ও অক্ষি দীর্ঘ; পৃষ্ঠ ও হৃদয় বিস্তৃত; তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বা তাম্রবর্ণ; চর্ম্ম, কেশ ও পুচ্ছ সূক্ষ্ম; খুর, গতি ও মুখ সুচারু; কর্ণ, ওষ্ঠ ও পুচ্ছ হ্রস্ব; জঙ্ঘা, জানু ও উরু বৃত্তাকার; দশন সমান ও শ্বেতবর্ণ; যে অশ্ব সৌন্দর্য্য ও গঠনে মনোহর এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সেই অশ্ব নরপতির শত্রুনাশের কারণ হয়, অর্থাৎ তাদৃশ অশ্ব গৃহে থাকিলে নরপতির শত্রুগণ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে॥

ষড়্‌ভির্দন্তৈঃ সিতাভৈর্ভবতি হয়শিশুস্তৈঃ কষায়ৈর্দ্বিবর্ষঃ সন্দংশৈর্মধ্যমান্ত্যৈঃ পতিতসমুদিতৈস্ত্র্যব্দপঞ্চাব্দিকোঽশ্বঃ। সন্দংশানুক্রমেণ ত্রিকপরিগণিতাঃ কালিকাপীতশুক্লাঃ কাচা মাক্ষিকশঙ্খাবটচলনমতো দন্তপাতঞ্চ বিদ্ধি॥

যে অশ্বের শ্বেতবর্ণ ছয়টি দন্ত দৃষ্ট হইবে সেই অশ্ব শিশু ও যাহার দন্ত কষায় বর্ণ তাহার দুই বর্ষ বয়স নিরূপণ করিবে। যাহার মধ্য ও অন্তস্থ দন্তসকল পতিত হইয়া পুনরায় উত্থিত হইয়াছে, সেই অশ্বের তিন হইতে পঞ্চবর্ষপর্য্যন্ত বয়স স্থির করিবে। এইপ্রকার অশ্বের দন্ত শ্যাম, পীত, শুক্ল, কাচবর্ণ, মাক্ষিকবর্ণ ও শঙ্খের ন্যায় বর্ণ দৃষ্ট হইলে ঐরূপ নিয়মানুসারে তিন তিন বর্ষ ধরিয়া বয়স নিরূপণ করিবে। অর্থাৎ শ্যামবর্ণ দৃষ্ট হইলে ছয় হইতে আট, পীত হইলে নয় হইতে একাদশ, শুক্ল হইলে বার হইতে চৌদ্দ, কাচবর্ণ হইলে পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ মাক্ষিকবর্ণ হইলে অষ্টাদশ হইতে বিংশ এবং শঙ্খবর্ণ হইলে একবিংশতি হইতে ত্রয়োবিংশতিপর্য্যন্ত বয়স নিরূপণ করিবে। যদি অশ্বের দন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বা চলিত হয় অথবা পতিত হইয়া যায়, তাহাহইলে চতুর্ব্বিংশ হইতে ষষ্টিবর্ষপর্য্যন্ত বয়ঃক্রম নিরূপণ করিবে॥

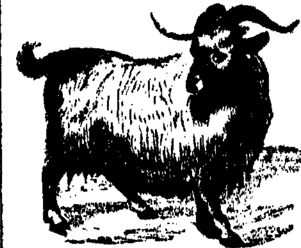
অথ গোলক্ষণ।



মৃদুসংহততাম্রৌষ্ঠাস্তনুস্ফিক্তাম্রতালুজিহ্বাশ্চ। তনুহ্রস্বোচ্চশ্রবণাঃ সুকুক্ষয়ঃ স্পষ্টজঙ্ঘাশ্চ॥ আতাম্রসংহতখুরা ব্যূঢোরস্কা বৃহৎককুদযুক্তাঃ। স্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণতনুত্বগ্রোমাণস্তাম্রতনুশৃঙ্গাঃ। তনুসূক্ষ্মদীর্ঘবালা রক্তান্তবিলোচনা মহোচ্ছ্বাসাঃ। সিংহস্কন্ধাস্তন্বল্পকম্বলাঃ পূজিতাঃ সুগতাঃ॥

যে সকল বৃষের ওষ্ঠ কোমল, ঘন ও তাম্রবর্ণ, যাহাদিগের স্ফিক্ তনু (পাতলা) তালু ও জিহ্বা রক্তবর্ণ; কর্ণ ক্ষুদ্র, হ্রস্ব ও উচ্চ; কুক্ষিদেশ মনোহর, জঙ্ঘা সুগঠিত; খুর ঈষৎ তাম্রবর্ণ ও সংহত; বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, ককুদ্ বৃহৎ, চর্ম্ম ও রোমসকল স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ণ ও পাতলা; শৃঙ্গ তাম্রবর্ণ ও ক্ষুদ্র; পুচ্ছ কৃশ ও লম্বিত, লোচনের প্রান্তভাগ লোহিতবর্ণ; শ্বাস দীর্ঘ, স্কন্ধ সিংহস্কন্ধের ন্যায়, যাহাদিগের গলকম্বল (গলদেশজাত মাংসবিশেষ) ক্ষুদ্র ও কৃশ এবং যে সকল বৃষের গতি মনোহর, সেই সকল বৃষ সর্ব্বজনের সমাদৃত হয়॥

ছাগলক্ষণ।



ছাগশুভাশুভলক্ষণমভিধাস্যে নবদশাষ্টদন্তাস্তে। ধন্যাঃ স্থাপ্যা বেশ্মনি সন্ত্যাজ্যাঃ সপ্তদন্তা যে॥

এক্ষণ ছাগের শুভাশুভ লক্ষণ কথিত হইতেছে। যে সকল ছাগ আট, দশ বা নয়টি দন্তবিশিষ্ট, সেই সকল ছাগ প্রশস্ত এবং ইহাদিগকে গৃহে স্থাপন করিবে, কিন্তু সপ্তদন্তবিশিষ্ট ছাগদিগকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে॥

কুক্কুরলক্ষণ।

পাদঃ পঞ্চনখাস্ত্রয়োঽগ্রচরণঃ ষড়্‌ভির্নখৈর্দক্ষিণস্তাম্রৌষ্ঠাগ্রনসো মৃগেশ্বরগতির্জিঘ্রন্ ভুবং যাতি চ। লাঙ্গূলং সসটং দৃগৃক্ষসদৃশী কর্ণৌ চ লম্বৌ মৃদূ যস্য স্যাৎ স করোতি পোষ্টুরচিরাৎ পুষ্টাং শ্রিয়ং শ্বা গৃহে॥

যে কুক্কুরের পশ্চাৎদিকের পাদদ্বয়ের প্রত্যেকে পাঁচটী নখ বিদ্যমান আছে এবং সম্মুখভাগের বামদিকের পাদে তিনটী ও দক্ষিণদিকের পাদে ছয়টী নখ দৃষ্ট হয়, যাহার ওষ্ঠ ও নাসিকার অগ্রভাগ তাম্রবর্ণ, গতি সিংহের ন্যায় এবং যে কুক্কুর গমনকালে মৃত্তিকা আঘ্রাণ করিতে করিতে গমন করে, যাহার লাঙ্গুল রোমযুক্ত, চক্ষু নক্ষত্রের ন্যায়, কর্ণ লম্বিত ও কোমল, তাদৃশ কুক্কুর তাহার প্রতিপালক স্বামীর শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দেয়॥

কুক্কুটলক্ষণ।

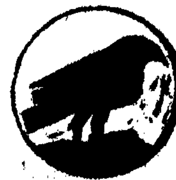
কুক্কুটস্ত্বৃজুতনূরুহাঙ্গুলিস্তাম্রবক্ত্রনখচূলিকঃ সিতঃ। রৌতি সুস্বরমুষাত্যয়ে চ যো বৃদ্ধিদঃ স নৃপরাষ্ট্রবাজিনাম্॥



যে কুক্কুটের পালক ও অঙ্গুলি সকল ঋজু; মুখ, নখ ও চূড়া (ঝুঁটি) তাম্রবর্ণ; দেহ শ্বেত এবং যে প্রভাতকালে সুস্বরে রব করে, তাদৃশ কুক্কুট গৃহে থাকিলে রাজার, রাজ্যের ও অশ্বাদির বৃদ্ধি হয়॥

ক্রমশঃ—

অথশাকুনশাস্ত্র।

কাক  চরিত্র।

অথোচ্যতে কাককৃতং ভবানাং বুদ্ধিঃ স্থিরঃ শাকুনশাস্ত্রিকানাম্। অতিক্রান্তভবিষ্যকার্য্যসিদ্ধিং পূর্ব্বাদিদিক্ষু রবমেবেৎ।

শাকুনশাস্ত্রোক্ত পক্ষিবরের শিরোভূষণস্বরূপ কাকরব বর্ণন করিতেছি। এই শাকুনশাস্ত্রান্তর্গত কাকরব জ্ঞান থাকিলে পূর্ব্বদক্ষিণ প্রভৃতি দিক্ অনুসারে ও প্রহরভেদ অনুসারে অচিন্তিত ও অপরিজ্ঞাত কার্য্যসিদ্ধি জ্ঞাত হইতে পারা যায়॥

ক্রমশঃ—

কোন ব্যক্তি কোন স্থানে গমনকালে অর্থাৎ যাত্রাকালে যে সকল জীব জন্তু শাকুন বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাদিগের দর্শনে, ক্রিয়া ও গমন দৃষ্টে, রব ইত্যাদি শ্রবণে ঐ যাত্রার শুভাশুভ জানিতে পারেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে লিখিত হইল যথা—

কীর্ত্তনাৎ শ্রবণাত্তো বিলোকনাৎ স্পর্শনাৎ সমধিকং সমোত্তরং। মঙ্গলায় দধিচন্দনাদিকং স্যাৎ প্রবাসভবনপ্রবাসয়োঃ॥

প্রবাসগমন কিম্বা নিজগৃহে প্রত্যাগমনকালে দধিচন্দনাদি মঙ্গলদ্রব্যের কীর্ত্তন, শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শনে উত্তরোত্তর সমধিক ফল হয়। অর্থাৎ কীর্ত্তন হইতে শ্রবণে অধিক ফল, শ্রবণ হইতে দর্শনে অধিক এবং দর্শন হইতে স্পর্শনে অধিক ফল জানিবে॥

অঙ্গারভস্মেন্ধনরজ্জুপঙ্কপিণ্যাককার্পাসতুষাস্থিবিষ্ঠাঃ। কৃষ্ণায়সাবস্করকৃষ্ণধান্যপাষাণকেশা ভুজগৌষধানি॥ তৈলং গুড়ং চর্ম্মবসাবিভিন্নং রিক্তঞ্চ ভাণ্ডং লবণং তৃণঞ্চ। তক্রার্গলাশৃঙ্খলবৃষ্টিবাতাঃ কার্য্যে ক্বচিত্রিংশদিমে ন শস্তাঃ॥

অঙ্গার, ভস্ম, কাষ্ঠ, রজ্জু, কর্দ্দম, খৈল, কার্পাস, তুষ, অস্থি, বিষ্ঠা, মলিনব্যক্তি, আবর্জ্জনরাশি, কৃষ্ণধান্য, প্রস্তর, কেশ, সর্প, ঔষধ, তৈল, গুড়, চর্ম্ম, বসা, শূন্যভাণ্ড, লবণ, তৃণ, তক্র, অর্গল, শৃঙ্খল, বৃষ্টি ও বাতাস এই ত্রিংশৎ দ্রব্য যাত্রাকালে প্রশস্ত নহে॥

ক্রমশঃ—

জ্যেষ্ঠীপতনফল।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ফলং পল্যাঃ প্রপাতনে। যদ্যদঙ্গে নৃণাং দৃষ্টং তত্তদেব বিশেষতঃ॥

মনুষ্যশরীরের যে যে অঙ্গে জ্যেষ্ঠী (টিকটিকী) পতিত হইলে যে যেরূপ শুভাশুভ ফল হইয়া থাকে, তাহা সবিস্তার বর্ণন করিতেছি॥

গর্গবরাহমাণ্ডব্যনারদাদ্যৈর্গদিতং। তত্তৎকার্য্যং বিশেষেণ জ্ঞাতব্যং সুবিচক্ষণৈঃ॥

গর্গ, বরাহাচার্য্য, মহামুনি মাণ্ডব্য ও নারদ, ইহারা মানবশরীরের স্থানবিশেষে জ্যেষ্ঠীপতনের যেরূপ ফল বলিয়াছেন, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের তাহার পরিজ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য॥

শিরঃশিখায়াং সুখমাতনোতি বামে কপোলে প্রিয়দর্শনং স্যাৎ। দক্ষে কপোলে প্রিয়সম্পদঃ স্যুঃ স্যাৎ কেশবন্ধেঽপি চ রোগবন্ধঃ॥

মস্তকে কিম্বা শিখাপ্রদেশে জ্যেষ্ঠী পতিত হইলে সুখবৃদ্ধি হয়, ঐরূপ বামগণ্ডে পতিত হইলে মিত্রাদিপ্রিয়সমাগম হইয়া থাকে। দক্ষিণগণ্ডে যদি জ্যেষ্ঠী পতিত হয়, তাহাহইলে পুত্রমিত্রাদি আত্মীয়গণের ধনলাভ এবং কেশে জ্যেষ্ঠীপতন হইলে নানাবিধ রোগ হয়॥

ক্রমশঃ—

হাঁচিফল।

ছিক্কায়া লক্ষণং বক্ষ্যে লভেৎ পূর্ব্বে মহাফলং। আগ্নেয়ে শোকসন্তাপৌ দক্ষিণে হানিমাপ্নুয়াৎ। নৈর্ঋতে শোকসন্তাপৌ মিষ্টান্নঞ্চৈব পশ্চিমে। অন্নং প্রাপ্নোতি বায়ব্যে উত্তরে কলহো ভবেৎ। ঈশানে মরণং প্রোক্তং প্রোক্তং ছিক্কাফলাফলং॥

অনন্তর ছিক্কা অর্থাৎ হাঁচির শুভাশুভ ফল বলিতেছি। যাত্রাকালে কিম্বা কোন কার্য্যের আরম্ভকালে যদি পূর্ব্বদিকে হাঁচি শ্রবণ হয়, তাহাহইলে সেই যাত্রার বা কার্য্যে শুভফল হইয়া থাকে এবং অগ্নিকোণে হাঁচি শুনিলে শোক ও মনস্তাপ, দক্ষিণে হানি, নৈর্ঋতকোণে শোক ও সন্তাপ, পশ্চিমদিকে মিষ্টান্নলাভ, বায়ুকোণে অন্নপ্রাপ্তি, উত্তরদিকে কলহ ও ঈশানকোণে হাঁচি শুনিলে মরণ হয়। এইরূপে হাঁচির শুভাশুভ ফল জানিয়া যাত্রা ও কার্য্যারম্ভে প্রবৃত্ত হইবে॥

ক্রমশঃ—

অঙ্গস্পন্দনফল।

অঙ্গদক্ষিণভাগে তু প্রশস্তং স্ফুরণং ভবেৎ। অপ্রশস্তং তথা বামে পৃষ্ঠস্য হৃদয়স্য চ॥

সামান্যতঃ মনুষ্যের দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দন প্রশস্ত, অর্থাৎ শুভসূচক এবং বামাঙ্গ স্পন্দন অশুভজ্ঞাপক। বিশেষতঃ পৃষ্ঠ ও হৃদয়স্পন্দন হইলে অশুভ ঘটনাই হইয়া থাকে॥

পৃথ্বীলাভো ভবেন্মূর্দ্ধ্নি ললাটে রবিনন্দন।। স্থানং বিবৃদ্ধিমাপ্নোতি ভ্রূনসোঃ প্রিয়সঙ্গমঃ॥

মূর্দ্ধাস্থান স্পন্দিত হইলে পৃথিবীলাভ হয়, ললাটস্পন্দনে অধিকৃত স্থান বৃদ্ধি পায় এবং ভ্রূ ও নাসিকাস্পন্দিত হইলে পুত্রমিত্রাদি প্রিয়জনের সমাগম হইয়া থাকে॥

ভৃত্যলব্ধিশ্চাক্ষিদেশে দৃগুপান্তে ধনাগমঃ। উৎকণ্ঠাপগমো মধ্যে দৃষ্টং রাজন্ বিচক্ষণৈঃ॥

যদি কোন ব্যক্তির চক্ষু স্পন্দিত হয়, তাহাহইলে বুঝিতে হইবে যে ঐ ব্যক্তির ভৃত্যলাভ হইবে, আর চক্ষুর প্রান্তভাগ স্পন্দিত হইলে ধনাগম এবং মধ্যস্থানের স্পন্দন হইলে উদ্বেগের শান্তি হইয়া থাকে। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এইরূপে অঙ্গস্পন্দনে ভাবী শুভাশুভ নির্ণয় করিবে॥

ক্রমশঃ—

অথ স্বপ্নদর্শন।

স্বপ্নস্তু প্রথমে যামে সম্বৎসরফলপ্রদঃ। দ্বিতীয়ে চাষ্টভির্ম্মাসৈস্ত্রিভির্ম্মাসৈস্তৃতীয়কে॥ চতুর্থে চার্দ্ধমাসেন স্বপ্নঃ স্যাত্তু ফলপ্রদঃ। দশাহে ফলদঃ স্বপ্নোঽরুণোদয় দর্শনে॥ প্রাতঃ স্বপ্নশ্চ ফলদস্তৎক্ষণাদ্ যদি বোধিতঃ। দিনে মনসি যদ্দৃষ্টং তৎসর্ব্বঞ্চ লভেদ্ধ্রুবং॥

রজনীর প্রথমপ্রহরে স্বপ্নদর্শন হইলে সম্বৎসরে ফল হয়, এইরূপ দ্বিতীয়প্রহরে আট মাসে, তৃতীয়প্রহরে তিন মাসে এবং চতুর্থপ্রহরে স্বপ্নদর্শন হইলে অর্দ্ধমাস মধ্যে দৃষ্ট ফল ঘটিয়া থাকে। আর যদি সূর্য্যোদয়কালে কোন ব্যক্তি স্বপ্নদর্শন করে, তাহাহইলে দশদিবসের মধ্যে সেই স্বপ্নের ফল হয়। প্রভাতকালে স্বপ্ন দেখিলে সেই দিনেই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। দিবসে মনে মনে যাহা চিন্তা করে, রজনীযোগে যদি তাহাই স্বপ্নাবস্থায় দর্শন করে, তাহাহইলে অবশ্যই সেই স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা ঘটিয়া থাকে॥

চিন্তাব্যাধিসমাযুক্তো নরঃ স্বপ্নঞ্চ পশ্যতি। তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং তাত প্রয়াত্যেব ন সংশয়ঃ॥ জড়ো মূত্রপুরীষেণ পীড়িতশ্চ ভয়াকুলঃ। দিগম্বরো মুক্তকেশো ন লভেৎ স্বপ্নজং ফলং॥ দৃষ্টা স্বপ্নঞ্চ নিদ্রালুর্যদি নিদ্রাং প্রয়াতি চ। বিমূঢ়ো বক্তি চেদ্রাত্রৌ ন লভেৎ স্বপ্নজং ফলং॥

যে সকল ব্যক্তি চিন্তাকুল ও ব্যাধিগ্রস্ত, তাহারা যে স্বপ্নদর্শন করে, সেই সকল স্বপ্নের কোন ফল দর্শে না। যে ব্যক্তি জড়, মূত্রপুরীষাদিযুক্ত, পীড়াগ্রস্ত, ভয়াকুল, নগ্ন অথবা মুক্তকেশ হইয়া শয়ন করে, সেই ব্যক্তি যদি স্বপ্নদর্শন করে, তাহাহইলে সেই স্বপ্ন নিষ্ফল হয়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নদর্শনকরিয়া নিদ্রাভোগ করে, তাহাহইলেও সেই স্বপ্ন বিফল হয় এবং কোন ব্যক্তি রাত্রিতে স্বপ্ন দর্শনকরিয়া যদি সেই রাত্রিতেই কাহারও নিকট সেই স্বপ্নবিবরণ ব্যক্ত করে, তাহাহইলে সেই স্বপ্নের ফল পাইতে পারে না॥

ক্রমশঃ—



সম্বৎসরমধ্যে রাজ্যে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইবে কি না? যুদ্ধে কে জয়ী ও কে পরাজিত হইবে? রাজ্যে রোগ বা মারিভয় উপস্থিত হইলে ঐ রোগাদি মনুষ্য, পশু, পক্ষী কোন জীবের মধ্যে ঘটিবে? রাজ্যে সুভিক্ষ বা দুর্ভিক্ষ হইবে কি না? কোন্ সময়ে কি কি উৎপাতজনিত দুর্ঘটনা ঘটিবে? এবং দেশের, রাজ্যের, নগরের ও গ্রামের মধ্যে অর্থাগমের আধিক্য বা ন্যূনতা, শস্যাদির নাশ বা প্রচুরপরিমাণে উৎপত্তি এবং রাজা, মন্ত্রী, রাজপ্রতিনিধি, রাজকর্মচারী, ধনাঢ্য, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি,

কৃষিজীবী, বণিক্ প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের শুভাশুভ ঘটনা, এই সকল বিষয়ক গণনাকেই রাষ্ট্র-বিপ্লবগণনা কহে ॥

এই বিষয়ের গণনার প্রণালী অর্থাৎ সায়নমেষরাশি ও তুলারাশি এবং অয়নান্তবৃত্তদ্বয়ে রবিপ্রবেশকালে লগ্নস্ফুট ও গ্রহস্ফুট করিয়া যে সঙ্কেতে গণনাকরিতে হয়, তাহা বলার অগ্রে কতকগুলি অস্বাভাবিক কার্য্য অর্থাৎ উল্কাপাত, ভূমিকম্প, গন্ধর্ব্বনগর ইত্যাদি দৃষ্টে যে শুভাশুভ ফল সহজে নির্ণয় করা যায়, এথণ্ডে তাহার এক একটি করিয়া ফল কথিত হইতেছে ॥

দিগ্দাহলক্ষণ।

দিগ্দাহ অর্থাৎ চক্রবালের (Horizon) কোন পার্শ্বে অগ্নিপতনের ন্যায় রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় উহাকে দিগ্দাহ বলে ॥

দাহো দিশাং রাজভয়ায় পীতো দেশস্য নাশায় হুতাশবর্ণঃ। যশ্চারুণঃ স্যাদপসব্যবায়ুঃ শস্যস্য নাশং স করোতি দৃষ্টঃ ॥

পীতবর্ণ দিগ্দাহ হইলে রাজভয় এবং অগ্নির ন্যায় বর্ণ হইলে দেশ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, আর অরুণবর্ণ হইলে তৎকালে দক্ষিণদিক্ হইতে বায়ুপ্রবাহিত হইয়া শস্য বিনাশ করিয়া থাকে ॥

প্রাক্ ক্ষত্রিয়াণাং সনরেশ্বরাণাং প্রাগ্দক্ষিণে শিল্পিকুমারপীড়া। যাম্যে সহোগ্রাঃ পুরুষাশ্চ বৈশ্যা দূতাঃ পুনর্ভূপ্রমদাশ্চ কোণে ॥

দিগ্দাহ চক্রবালের পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হইলে ক্ষত্রিয় ও নরপতিগণ, অগ্নিকোণে হইলে শিল্পী ও বালক, দক্ষিণদিকে হইলে নিষ্ঠুর পুরুষ, বৈশ্য ও দূত এবং দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে দৃষ্ট হইলে যে সকল নারী পতিবিচ্ছেদে পুনরায় অন্য পতি গ্রহণ করে, তাহারা ক্লেশপ্রাপ্ত হয় ॥ ক্রমশঃ—

ইন্দ্রায়ুধ অর্থাৎ রামধনু।

সূর্য্যস্য বিবিধবর্ণাঃ পবনেন বিঘট্টিতাঃ করাঃ সাভ্রে। বিয়তি ধনুঃসংস্থানা যে দৃশ্যন্তে তদিন্দ্রধনুঃ ॥

বিবিধবর্ণবিশিষ্ট সূর্য্যকিরণ বায়ুদ্বারা বিঘট্টিত হইয়া মেঘমণ্ডলে নিপতিত হইলে যে ধনুরাকৃতি ধারণ করে, তাহাকেই ইন্দ্রধনুঃ (রামধনুঃ) কহে ॥

অচ্ছিন্নমবনিগাঢ়ং দ্যুতিমৎ স্নিগ্ধং ঘনং বিবিধবর্ণম্। দ্বিরুদিতমনুলোমঞ্চ প্রশস্তমম্ভঃ প্রয়চ্ছতি চ ॥

যদি দুইটি ইন্দ্রধনু সমানভাবে সমুদিত হয় এবং উহারা অচ্ছিন্ন, পৃথিবীর দিকে আনত, কান্তিমান্, স্নিগ্ধ, ঘন ও বিবিধবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহাহইলে ভূরিপরিমাণে জল বর্ষণ হইয়া থাকে ॥ ক্রমশঃ—

গন্ধর্ব্বনগরলক্ষণ।

গন্ধর্ব্বনগর, অর্থাৎ আকাশমণ্ডলে মেঘের আবির্ভাব হইলে কখন কখন একটি নগরের ন্যায় দৃষ্ট হয়, উহাকেই গন্ধর্ব্বনগর বলে।

উদগাদিপুরোহিতনৃপবলপতিযুবরাজদোষদং খপুরম্। সিতরক্তপীতকৃষ্ণং বিপ্রাদীনামভাবায় ॥

নভোমণ্ডলের উত্তর দিকে গন্ধর্ব্বনগর দৃষ্ট হইলে পুরোহিত, পূর্ব্বদিকে লক্ষিত হইলে রাজা, দক্ষিণদিকে উদিত হইলে সেনাপতি এবং পশ্চিমদিকে দৃষ্ট হইলে যুবরাজ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর উহা শ্বেতবর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ হইলে ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ হইলে বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে শূদ্রগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ক্রমশঃ—

প্রতিসূর্য্যলক্ষণ।

প্রতিসূর্য্য, অর্থাৎ সূর্য্যসন্নিহিত উজ্জ্বল আলোকবিশেষ ॥

প্রতিসূর্য্যকঃ প্রশস্তো দিবসকৃদৃতুবর্ণসপ্রভঃ স্নিগ্ধঃ। বৈদূর্য্যনিভঃ স্বচ্ছঃ শুক্লশ্চ ক্ষেমসৌভিক্ষকৃৎ ॥

যে ঋতুতে প্রতিসূর্য্য দৃষ্ট হইবে, সেই ঋতুতে সূর্য্যের যে বর্ণ নির্দ্দিষ্ট আছে, যদি প্রতিসূর্য্য তদ্রূপ বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং উজ্জ্বল, বৈদূর্য্যমণিসদৃশ, স্বচ্ছ অথবা শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে রাজ্যে মঙ্গল ও সুভিক্ষ হইয়া থাকে ॥ ক্রমশঃ—

রজোলক্ষণ।

কথমপি পার্থিববৎ রজসা ঘনতিমিরসন্নিভেন। অবিভাব্যমানগিরিপুরতরবঃ সর্ব্বা দিশশ্ছন্নাঃ ॥

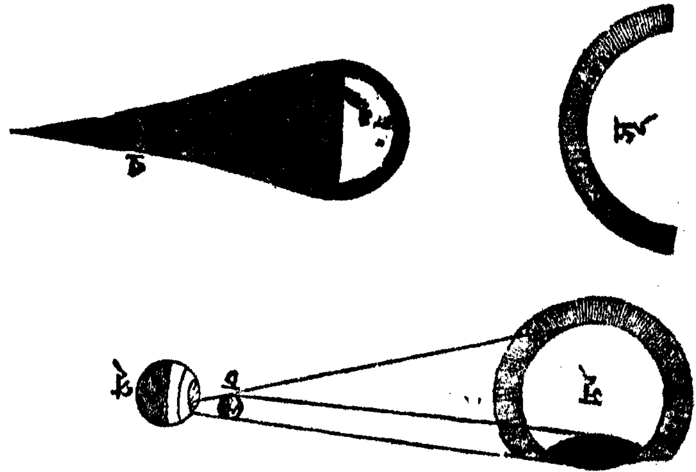
যদি ঘনতিমিরপুঞ্জের ন্যায় রজ অর্থাৎ ধূলি সমুত্থিত হইয়া পর্ব্বত, নগর, বৃক্ষ ও চতুর্দ্দিক্ এরূপ আচ্ছাদিত করে যে, তাহা সহসা নিরূপণ করা দুরূহ, তাহাহইলে সেই দেশের রাজা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ক্রমশঃ—

নির্ঘাত অর্থাৎ বজ্রপাত।

অর্কোদয়েঽধিকরণিকনৃপধনিযোধাঙ্গনাবণিগ্বেশ্যাঃ। আপ্রহরাংশেঽজাবিকমুপহন্যাচ্ছূদ্র-পৌরাংশ্চ ॥

সূর্য্যোদয়কালে বজ্রপাত হইলে আধিকরণিক (প্রধান রাজকর্ম্মচারী), রাজা, ধনী, যোদ্ধা, স্ত্রীলোক, বণিক্ ও বেশ্যা ইহারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, আর সূর্য্যোদয়ের পর এক প্রহর মধ্যে বজ্রাঘাত হইলে মেষ, ছাগ, শূদ্র ও পুরবাসিগণ বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ক্রমশঃ—

রাহুচার।



যে প্রণালীতে চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ গণনা করিতে হয়, তাহা পরে বিবৃত হইবে, এইক্ষণ কোন্ রাশিতে চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থানকালে গ্রহণ হইলে এবং অন্যান্য কারণে কি কি শুভাশুভ ফল ঘটে? কোন্ দেশে এবং কাহার উপরে ঘটিবে? তাহা বলা হইতেছে ॥

যদ্যেকস্মিন্ মাসে গ্রহণং রবিসোমযোস্তদা ক্ষিতিপাঃ। স্ববলক্ষোভৈঃ সংক্ষয়মায়াস্ত্যতিশস্ত্র-কোপশ্চ ॥

যদি একমাসের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয়, তাহাহইলে রাজগণ তাঁহাদিগের স্বস্ব সেনাগণের পরস্পর কলহ নিবন্ধন বিনাশ প্রাপ্ত হন এবং তুমুল যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে ॥

গ্রস্তাবুদিতাস্তমিতৌ শারদধান্যাবনীশ্বরক্ষয়দৌ। সর্ব্বগ্রস্তৌ দুর্ভিক্ষমরকদৌ পাপসংদৃষ্টৌ ॥

সূর্য্য বা চন্দ্র উদিত কিম্বা অস্তমিত অবস্থায় গ্রাসিত হইলে, শরৎকালীন ধান্য ও নৃপতিগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আর পূর্ণগ্রাসাবস্থায় পাপগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষ ও মরক উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ক্রমশঃ—

ভূমিকম্প।

ত্রিচতুর্থসপ্তমদিবসে মাসে পক্ষে তথা ত্রিপক্ষে চ। যদি ভবতি ভূমিকম্পঃ প্রধাননৃপনাশনো ভবতি ॥

যদি একটি ভূমিকম্প হইবার তিন দিন, চারি দিন, সাত দিন, এক মাস, এক পক্ষ, বা তিন পক্ষ পরে পুনরায় ভূমিকম্প হয়, তাহাহইলে প্রধান নরপতি বিনাশ পায় ॥ ক্রমশঃ—

ঊর্দ্ধাবলোকনে জীবমধোদৃষ্টৌ তু মূলকম্। সমদৃষ্টৌ ভবেদ্ধাতুরেভাশ্চিন্তাঃ প্রভেদকঃ। ললাটে পুত্রচিন্তা স্যাৎ কামচিন্তা চ কণ্ঠকে। বাহুভ্যাং বস্তুচিন্তা চ ব্যাধিচিন্তাপি চোদরে। কটৌ বিচ্ছেদচিন্তা চ শত্রুচিন্তা চ গুহ্যকে। দুঃখচিন্তা ভবেৎ পাদে এতচ্চিন্তা প্রভেদিকা।

প্রশ্নকর্ত্তা যদি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করেন, তাহাহইলে জীবচিন্তা, অধোদৃষ্টি করিলে মূল-চিন্তা, সমদৃষ্টি করিলে ধাতুচিন্তা নির্ণয় করিবে। দৃষ্টিপাতদ্বারা এই তিনপ্রকার চিন্তাভেদ প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে যদি ললাটে হস্তপ্রদান করেন, তাহাহইলে পুত্রচিন্তা, কণ্ঠে হস্তপ্রদান করিলে কামচিন্তা, বাহুযুগলে হস্তপ্রদান করিলে বস্তুচিন্তা, উদরে হস্তপ্রদান করিলে ব্যাধিচিন্তা কটিদেশে হস্তপ্রদান করিলে বিচ্ছেদচিন্তা, গুহ্যদেশে হস্তপ্রদান করিলে শত্রুচিন্তা ও চরণে হস্তপ্রদান করিলে দুঃখচিন্তা, এইরূপে চিন্তাভেদ নিরূপণ করিবে।

অন্তঃস্থেঽঙ্গে স্বজন উদিতো বাহ্যজে বাহ্য এবং পাদাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিকলনয়া দাসদাসীজনঃ স্যাৎ। জঙ্ঘে প্রেষ্যো ভবতি ভগিনী নাভিতো হৃৎস্বভার্য্যা পাণ্যঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিচয়কৃতস্পর্শনে পুত্রকন্যে।

প্রশ্নকালে অন্তঃস্থ অঙ্গ চালনা করিলে স্বজন, বহিরঙ্গ চালনায় অপর ব্যক্তি, পাদের অঙ্গুষ্ঠ বা অন্যান্য অঙ্গুলী চালনা করিলে দাস বা দাসী, জঙ্ঘা চালিত করিলে প্রেষ্য ব্যক্তি, নাভি চালনায় ভগিনী এবং হৃদয় চালিত করিলে ভার্য্যাসম্বন্ধীয় চিন্তা বুঝাইবে। যদি প্রশ্নকালে হস্তের অঙ্গুষ্ঠ বা অন্যান্য অঙ্গুলী স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে পুত্র কন্যাসম্বন্ধীয় প্রশ্ন বুঝাইবে॥

মাতরং জঠরে মূর্দ্ধ্নি গুরুং দক্ষিণবামকৌ। বাহূ ভ্রাতাথ তৎপত্নী স্পৃষ্টৈবং ক্রমতো বিদেৎ॥

প্রশ্নকালে জঠরদেশ চালিত করিলে মাতা, মস্তক চালিত করিলে গুরু, দক্ষিণ বাহু চালনা করিলে ভ্রাতা এবং বাম বাহু চালনা করিলে ভ্রাতৃপত্নীসম্বন্ধীয় চিন্তা বুঝিবে॥ ক্রমশঃ—

প্রশ্নাক্ষরদ্বারা প্রশ্নগণনার ফল।

প্রশ্নাক্ষরং ষড়্‌গুণিতমষ্টাভিশ্চ বিমিশ্রিতম্। নবভিস্তু হরেদ্ভাগং শেষং তাৎকালিকো গ্রহঃ॥ গ্রহঃ পরিবদেৎ সম্যক্ কার্য্যাকার্য্যাদিলক্ষণম্। আদিত্যে নৈব সিদ্ধিঃ স্যাৎ সোমে সিদ্ধিঃ প্রজায়তে। ভৌমে তু মরণং প্রোক্তং গুরুশুক্রবুধাঃ শুভাঃ। শনৈশ্চরে নাস্তি সিদ্ধী রাহুকেতু ন সিদ্ধিদৌ॥

প্রশ্নাক্ষরকে ছয় গুণ করিয়া তাহাতে আট যোগপূর্ব্বক নয়দ্বারা বিভক্ত করিবে। পরে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদ্বারা তাৎকালিকগ্রহ নির্ণয় করিয়া ফল বলিবে। এক থাকিলে সূর্য্য, দুই থাকিলে, সোম, তিন থাকিলে মঙ্গল, চারি থাকিলে বুধ, পাঁচ থাকিলে বৃহস্পতি, ছয় থাকিলে শুক্র, সাত থাকিলে শনি, আট থাকিলে রাহু, নয় বা শূন্য থাকিলে কেতু। তাৎকালিকগ্রহ সূর্য্য হইলে অভি-প্রায় সিদ্ধ হয় না, সোম হইলে সিদ্ধ হয়। যদি তখনকার গ্রহ মঙ্গল হয়, তাহা হইলে মৃত্যু হইবে। যদি বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র হন, তাহা হইলে শুভ হয়। শনি, রাহু বা কেতু হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না॥

কতদিনে কার্য্যসিদ্ধ হইবে?।

আদিত্যে মাসমেকন্তু সোমে তু বিংশতির্দ্দিনৈঃ। ভৌমে ঋতুদ্বয়ং প্রোক্তং বুধে সপ্তদিনৈঃ ফলম্। একবিংশতি জীবে চ ভৃগৌ বিংশতিবাসরে। শনৈশ্চরে চৈকবর্ষে রাহুকেত্বোরপি স্মৃতম্॥

সূর্য্য তাৎকালিকগ্রহ হইলে এক মাসে, সোম হইলে বিংশতিদিনে, মঙ্গল হইলে চারি মাসে, বুধ হইলে সাতদিনে, বৃহস্পতি হইলে একবিংশতিদিনে, শুক্র হইলে বিংশতিদিনে শনি, রাহু বা কেতু হইলে একবৎসরে ফল দৃষ্ট হইবে।

জীবধাতুমূলজ্ঞান।

প্রশ্নাক্ষরং ত্রিগুণিতং একেন চ সমন্বিতম্। বহ্নিভিস্তু হরেদ্ভাগং শেষে চিন্তাং বিনির্দ্দিশেৎ। বিষমাঙ্কে জীবচিন্তা সমে ধাতুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। শূন্যে মূলং বিজানীয়াৎ চিন্তায়া লক্ষণং স্মৃতম্॥

ক্রমশঃ—

নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার।

যাহাদিগের কোষ্ঠী নাই, তিনপ্রকারে তাহাদিগের কোষ্ঠীর উদ্ধার হইয়া থাকে, প্রথম লগ্নদ্বারা, দ্বিতীয় রেখা ও অঙ্কসামুদ্রিকদ্বারা, তৃতীয় প্রশ্নবাক্যের অক্ষর ও স্বর এবং কএকটি দেবতার সাধনদ্বারা নষ্টকোষ্ঠীর উদ্ধার করা যায়। কলতঃ দেবতাসিদ্ধি করিতে পারিলে সহজেই তিনপুরুষের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিতে পারা যায়, ঐ সকল বিষয় বলিবার অগ্রে যেরূপে প্রশ্নবাক্যের অক্ষরাঙ্ক গণনাদ্বারা জন্মশক, মাস, জন্মলগ্ন, বার, তিথি, নক্ষত্র, জন্মতারিখ এবং জন্মরাশি ইত্যাদি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার বচন কেরলনামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে লিখিত হইল॥

শ্রেণী প্রশ্নাক্ষরাণাং তদ্দলতিগুণিতা বামবর্গৈর্মুক্তা দন্তা ৩২ চৌ ৮ লোকপালা ১০ রবি ১২ ধৃতি ১৮ মুনিভি ৭ র্ব্বিংশতি ২০ র্ভূচ্ছনাভিঃ ২১। শকবৎমাসাস্ত পক্ষৌ তিথিদিনভযুতে লগ্নরাশীন্ ক্রমেণ লব্ধাঙ্কে পূর্ব্বপূর্ব্বক্রমপরগুণিতং জাতকে নষ্টসংজ্ঞে॥

এই বচনের টীকা ও বঙ্গানুবাদ অপরখণ্ডে প্রদত্ত হইবে॥ ক্রমশঃ—

চার্ব্বাকদর্শন।

নাস্তিকদিগের মত।

অগ্রে নাস্তিকতার মত বর্ণন করিয়া পরে তাহা খণ্ডন করা হইবে। নাস্তি-কেরা প্রত্যক্ষভিন্ন অপ্রত্যক্ষ কিছুই মানেন না, এইজন্য তাহারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহাদের মত যে, জগতের সমস্ত পদার্থই নিত্য, ইহা-দিগের আদিও নাই, অন্তও নাই। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, রাশি, জীবজন্তু, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতাদি যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাদিগের কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা নাই। স্বভাবতই ইহারা উৎপন্ন হইতেছে এবং লীন হইয়া যাইতেছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পরলোক প্রভৃতি সকলই মিথ্যা, এজন্য যতদিন জীবিত থাকিতে হয়, ততদিন সুখভোগাদি করা কর্ত্তব্য, ইহাই তাহাদিগের ধর্ম্ম। প্রাচীনকালে কপটতুল্য চার্ব্বাকাদির গর্হিত মত ভারতবর্ষে প্রচলিত হওয়াতে নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে এবং সেই কারণে বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম্মাদির লোপ হইয়াছিল। এই অতি গর্হিত চার্ব্বাকমত দেবগুরু বৃহস্পতি কর্ত্তৃক উক্ত ও প্রকাশিত হয় এবং বৃহস্পতি চার্ব্বাকমতের যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার মূলাভিপ্রায় এই যে, "অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনং। বুদ্ধিপৌরুষ-হীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ"॥ বৃহস্পতি বলেন যে, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, ত্রিবেদ অর্থাৎ ঋক, যজু ও সামবেদ, ত্রিদণ্ড অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত, ভস্মগুণ্ঠন অর্থাৎ ভস্মলেপন, এই সকল ধূর্ত্তদিগের জীবিকার নিমিত্ত, ইহাতে বুদ্ধি ও পৌরুষ কিছুমাত্র নাই। যে সকলের বুদ্ধি কিম্বা কোন রকমের ক্ষমতা নাই, সেই সকল ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞদ্বারা লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া নিজের স্বার্থ সাধন করিয়া থাকে।



ভূতছাড়ানপ্রকরণ।

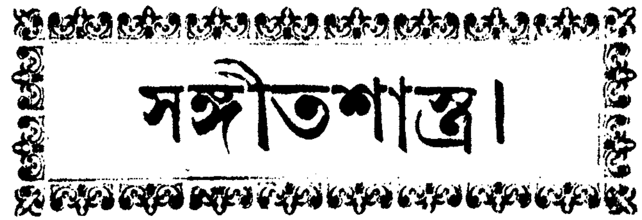
ভূতনাশকৌষধানি যথা।—শ্বেতাপরাজিতামূলং পিষ্টং তণ্ডুলবারিণা। তেন নস্যপ্রদানং স্যাদ্ ভূতবৃন্দস্য বিদ্রবম্॥ ১॥ অগস্ত্যপুষ্পনস্যো বৈ সমরীচশ্চ ভূতহৃৎ। ২। ভুজঙ্গবর্ম্ম বৈ হিঙ্গু নিম্বপত্রাণি বৈ যবাঃ। গৌরসর্ষপমেভিঃ স্যাল্লেপো ভূতহরঃ স্মৃতঃ। ৩। গোরোচনামরীচানি পিপ্পলী সৈন্ধবং মধু। অঞ্জনং কৃতমেভিঃ স্যাদ্ গ্রহভূতহরং শিব। ৪। বচাত্রিকটুকঞ্চৈব করঞ্জং দেবদারু চ। মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা শ্বেতা শিরীষো রজনীদ্বয়ম্। প্রিয়ঙ্গুনিম্বত্রিকটু গোমূত্রেণাবঘর্ষিতম্। নস্যমালেপনঞ্চৈব স্নানমুদ্বর্ত্তনং তথা॥ অপস্মারবিষোন্মাদশোষালক্ষ্মীজ্বরাপহম্। ভূতেভ্যশ্চ ভয়ং হন্তি রাজদ্বারে চ শাসনম্॥ ৫। কূর্ম্মমৎস্যাখুমহিষগোশৃগালাশ্চ বানরাঃ। বিড়াল বর্হিকাকাশ্চ বরাহোলূককুক্কুটাঃ। হংস এষাঞ্চ বিণ্মূত্রং মাংসং বা রোমশোণিতং। ধূপং দদ্যাজ্জ্বরার্ত্তেভ্য উন্মত্তেভ্যশ্চ শান্তয়ে। অপস্মারাভিভূতেভ্যো গ্রহার্ত্তেভ্যশ্চ শান্তয়ে। এতাশ্চৌষধজাতানি কথিতানি মহেশ্বরি। ॥ ৬॥

যাহাকে ভূতে পাইয়া থাকে, তাহাকে শ্বেত অপরাজিতার মূল তণ্ডুলজল-(চালুনী) দ্বারা পেষণ করিয়া নস্যপ্রদান করিলে ভূত ছাড়িয়া যায়॥ ১॥ মরীচের সহিত বকফুল একত্র করিয়া নস্য করিলে, ভূত ছাড়ে॥ ২॥ সাপের খোলস, হিং, নিম্বপত্র, যব ও শ্বেতসর্ষপ একত্র পেষণ করিয়া লেপ দিলে ভূত ছাড়িয়া যায়॥ ৩॥ গোরোচনা, মরীচ, পিপুঁল, সৈন্ধব ও মধু একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে ভূত পলাইয়া যায়॥ ৪॥ বচ, ত্রিকটু অর্থাৎ মরীচ, পিপ্পলী ও শুণ্ঠী, ডহরকরমচা, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী ও বিভীতকী, শ্বেতকণ্টিকারী, শিরীষ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু এবং নিম্বপত্র এই সকল গোমূত্রে পেষণ করিয়া নস্যগ্রহণ, শরীরে লেপন, স্নান ও গাত্রমার্জ্জন করিলে, অপস্মার, উন্মাদ, শোষ এবং জ্বরাদিরোগ বিনষ্ট হয়, বিষদোষ থাকে না, অলক্ষ্মী ছাড়ে, ভূতের ভয় নিবারিত হয় এবং রাজদ্বারে কোন নিগ্রহই থাকে না॥ ৫॥ কচ্ছপ, মৎস্য, ইন্দুর, মহিষ, গো, শৃগাল, বানর, বিড়াল, ময়ূর, কাক, বরাহ, উলূক, কুক্কুট এবং হংস, এই সকল জন্তুর বিষ্ঠা, মূত্র, মাংস, রোম কিম্বা রক্তদ্বারা ধূপপ্রদান করিলে, অপস্মার ও জ্বররোগী, উন্মত্ত এবং ভূত ও গ্রহকর্ত্তৃক পীড়িতদিগের শান্তি হইয়া থাকে॥ ৬॥

ডাইনছাড়ান।—আলকুশীর মূল শুঁকিলে, কিম্বা গায়ে মাখিলে, ডাইন ছাড়ে॥১॥ শেওড়াবৃক্ষের মূল হইতে ছাল তুলিয়া গলায় বান্ধিলে ডাইন ছাড়ে॥ ২॥

ভূত-প্রেত-ডাইন-যোগিনী ছাড়ান।—কাগজ, হরিদ্রা ও ছেঁড়াচুল একত্র করিয়া নস্য করিলে ভূত, প্রেত, ডাইন, যোগিনী লাগে না॥ ১॥ রোহিতমৎস্য রবিবারে ধরিয়া তাহার পিত্তে মরীচের চূর্ণ মাখিয়া শুখাইয়া চক্ষে অঞ্জন করিলে, ভূত ও প্রেত ছাড়ে॥ ২॥ গাঁইটা হরিদ্রা পোড়াইয়া নাকে ধূমদিলে ভূত ও প্রেত ছাড়ে॥ ৩॥ গোমুণ্ডের নাসিকার হাড়, শকুল মৎস্যের মাথার কাঁটা আর দগ্ধোৎপলের মূল এই তিন দ্রব্য শনি বা মঙ্গলবারে কুমারী কন্যার হাতের সূতা সপ্তগুণ দিয়া হস্তে বা গলায় বাঁধিলে, ভূত, প্রেত ও পিশাচ, এই সকল দূর হয়॥ ৪॥

ক্রমশঃ—



সঙ্গীতশাস্ত্র।

যে শাস্ত্রে গান, বাদ্য ও নৃত্যাদির প্রকরণ লেখা আছে, তাহাকে সঙ্গীতশাস্ত্র বলা যায়। ঐ সঙ্গীতশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা কণ্ঠ অর্থাৎ গীতসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীত, যথা বীণা, সেতারা, এস্রাজ, সারঙ্গ, বেহালা, মৃদঙ্গ ও বাঁশী ইত্যাদি। সঙ্গীতশ্রবণে আমাদিগের কর্ণেন্দ্রিয় যত সুখভোগ করে, তত সুখ আর কোন ইন্দ্রিয় ভোগ করে না এবং সঙ্গীত আমাদিগের মনকে যেরূপ আকর্ষণ করিতে পারে, আর কিছুতেই তত পরিমাণে মন আকৃষ্ট হইতে পারে না। এমন কি, আহার ও নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সমস্তরাত্রি একাসনে বসিয়া সঙ্গীত শ্রবণকরিলেও সুখের হ্রাস হয় না, বরং ঐ সুখের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সঙ্গীতে একটি বিশেষ গুণ দেখা যায় যে, কি ধনাঢ্য ব্যক্তি, কি নির্দ্ধনী দরিদ্রলোক, ইহারা সকলেই একস্থানে ও একসময়ে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখভোগ করিয়া থাকে। এই সঙ্গীতে অতি সহজে ঈশ্বরসাধন হইতে পারে। এই জন্যই সামবেদে ঈশ্বরের আরাধনা গানে রচিত হইয়াছে। সঙ্গীতে কি দেবতা, কি মানব, কি পশু, কি

পক্ষী, কি সর্পাদি সকলকেই মোহিত করিতে পারে। পরমার্থ সঙ্গীত যদি কেহ স্বস্বরে গান করে, তাহা হইলে পাষাণহৃদয়কেও গলাইতে পারে। শাস্ত্রে বলিয়াছে যে, "গানাৎ পরতরং নহি" অর্থাৎ গান ভিন্ন পরিত্রাণের আর প্রধান উপায় নাই। কোন্‌কালে যে, এই সঙ্গীতশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পুরাণে দেখা যায় যে, শিব ও নারদমুনি উত্তম গায়ক ছিলেন। এই শাস্ত্রটির গন্ধর্বলোকে বহল চর্চ্চা ছিল, ইহার অন্যতম নাম গন্ধর্ববিদ্যা। পূর্ব্বকালে যে সকল সঙ্গীতবেত্তা সঙ্গীতের গ্রন্থ প্রণয়নকরিয়া গিয়াছেন, তাহাদের নাম—সদাশিব, ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, শক্তি, নন্দিকেশ্বর, রাবণ, হাহা, হুহু, অনন্ত, কম্বল, অশ্বতর, নারদ, ভরত, মাতঙ্গ, কশ্যপ, তুম্বুরু, সোমেশ, রম্ভা, ইন্দ্র, পবন, হনুমান্, দত্তিল, শার্দ্দূল, বিশাখিল, রাহল, বিশ্বাবসু, অর্জ্জুন, উষা, কোহল, ভোজ, দুর্জ্জয়, সহুক ও শারঙ্গদেব। ইহাদিগের গ্রন্থ প্রায়ই লোপ হইয়াছে, দুই একখানা যাহা আছে, তাহা পাঠে সর্ব্বদেশাপেক্ষা ভারতবর্ষে যে সঙ্গীতশাস্ত্রের কতদূর আলোচনা ও উন্নতি ছিল, তাহা পাঠকবর্গ সহজে বুঝিতে পারিবেন, ফলত অস্মদ্দেশের সঙ্গীতশাস্ত্র যে ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বদুঃখনিবারণের উপায় তাহা বলা বাহুল্য, ফলত অনেকেই বলিয়া থাকেন, এই সঙ্গীতের এতদূর পর্য্যন্ত ক্ষমতা আছে যে, অন্য দুঃখ দূরান্তাং পুত্রশোকও নিবারণ করিতে পারে।

স্বর সাতটিমাত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যথা সঙ্গীত রত্নাকর—"ষড়জর্ষভৌ চ গান্ধারস্তথা মধ্যমপঞ্চমৌ। ধৈবতশ্চ নিষাদোঽয়মিতি নামভিরীরিতা"। অর্থাৎ ১ ষড়জ বা (খড়্‌জ), ২ ঋষভ বা (রেখাব), ৩ গান্ধার, ৪ মধ্যম, ৫ পঞ্চম, ৬ ধৈবত, ৭ নিষাদ বা (নিখাদ)। ইহাদিগের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত নাম যথা—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। সঙ্গীতশাস্ত্রে জানা যায় যে, (যথা সঙ্গীত রত্নাকর) "জম্বু-শাক-কুশ-ক্রৌঞ্চশাল্মলী-শ্বেতনামসু। দ্বীপেষু পুষ্করদ্বীপজাতাঃ সপ্ত স্বরাঃ ক্রমাৎ"। জম্বু, শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মলী, শ্বেত ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপে ক্রমে ষড়জাদি সপ্তস্বর উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ ১ জম্বুদ্বীপে ষড়জ, ২ শাকদ্বীপে ঋষভ, ৩ কুশদ্বীপে গান্ধার, ৪ ক্রৌঞ্চদ্বীপে মধ্যম, ৫ শাল্মলদ্বীপে পঞ্চম, ৬ শ্বেতদ্বীপে ধৈবত এবং ৭ পুষ্করদ্বীপে নিষাদস্বর উৎপন্ন হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, সাতটি পশুর রব হইতে এই সাতটি স্বর উৎপন্ন হইয়াছে, যথা—ময়ূরের ধ্বনি হইতে ১ ষড়জ, বৃষের রব হইতে ২ ঋষভ, ছাগ শব্দ হইতে ৩ গান্ধার, শৃগালের ধ্বনি হইতে ৪ মধ্যম, কোকিলের রব হইতে ৫ পঞ্চম, ঘোটকের কণ্ঠশব্দ হইতে ৬ ধৈবত এবং হস্তীর ধ্বনি হইতে ৭ নিষাদ। কোন কোন সঙ্গীতবেত্তা বলেন যে, জীবজন্তুর ধ্বনি, আঘাত ও পতনাদির শব্দ হইতে যে অসংখ্যধ্বনির উৎপত্তি হয়, ঐ সকল ধ্বনি এক দুই করিয়া গণনা করিলে সাতটির অধিক স্বর পাওয়া যায় না। আটসংখ্যা করিতে গেলেই নিম্নের খড়্‌জের সহিত মিলিয়া যায়, আর স্বর যত উচ্চ হইবে, ততই নিম্নের প্রত্যেক স্বরের সহিত মিলিত হইয়া যায়, সাতটির অধিক স্বর হয় না। এইজন্যই সাতটি স্বর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কোন সামুদ্রিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি এই সাতটি গ্রহের সাতপ্রকার স্বর নির্দ্ধারিত আছে এবং ঐ সাতপ্রকার স্বরভিন্ন পৃথিবীস্থ জীবজন্তু পক্ষী ইত্যাদিরও আর কোনপ্রকার স্বর নাই, সুতরাং সঙ্গীতবেত্তারা ঐ সাতস্বরের উপর নির্ভর করিয়া রাগরাগিণী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ সাতটি স্বরের নাম বলা হইয়াছে। সঙ্গীত শাস্ত্রবিৎ ঐ সপ্ত স্বরের নাম সপ্তক রাখিয়াছেন, অর্থাৎ সপ্তক বলিলেই ষড়্‌জাদি সাতটি স্বর বুঝায়। মানবশরীরে স্বভাবত তিনটি সপ্তকের অধিক উচ্চারিত হয় না, এই তিনটি সপ্তক মানবের নাভি, বক্ষ এবং মস্তক হইতে উদ্ভূত হয়, ইহাদিগের পরিচয়ের জন্য তিনটি নাম রাখা হইয়াছে, যথা উদারা, মুদারা এবং তারা, এই তিনটির মধ্যে যেটি নাভি হইতে উচ্চারিত হয়, তাহার নাম উদারা, অর্থাৎ তাহাকে খাদের স্বর অথবা মান্দ্রসপ্তক কহা যায়। দ্বিতীয় সপ্তক, যে স্বর দেহের মধ্য হইতে নিঃসরণহয় তাহার নাম মুদারা অর্থাৎ মধ্যস্বর বা মধ্যসপ্তক এবং মস্তক হইতে যে স্বর উচ্চারিত হয়, তাহার নাম তারা অর্থাৎ উচ্চস্বর অথবা তারা সপ্তক নামে বিখ্যাত। এই যে মান্দ্রসপ্তক, মধ্যসপ্তক এবং তারাসপ্তক উক্ত হইল, ইহাদিগের মধ্যে প্রভেদ এই যে,

ক্রমশঃ—

দায়ভাগ।

পুংধনাধিকার।

ধনীর মৃত্যু হইলে তাহার ধনের উত্তরাধিকারীগণের নাম ক্রমে লিখিত হইল, তদ্দৃষ্টে পাঠকবর্গ দায়ভাগসম্মত দায়াধিকারক্রম সহজে পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। কাহার পর কে উত্তরাধিকারী হইবে, তাহার নাম ও এক দুই করিয়া অঙ্কপাত করা গেল। যথা—এক অঙ্কে মৃত ধনীর পুত্র, ২ অঙ্কে পৌত্র, ৩ অঙ্কে প্রপৌত্র ইত্যাদিক্রমে লিখিত হইল।

১ পুত্র, ২ পৌত্র, ৩ প্রপৌত্র, ৪ পত্নী, ৫ অনূঢ়া কন্যা, ৬ সপুত্রা ও পুত্র সম্ভাবিতা কন্যা, ৭ দৌহিত্র, তদভাবে ধন ঊর্দ্ধগামী হয় যথা—৮ পিতা, ৯ মাতা, ১০ সহোদরভ্রাতা, ১১ বৈমাত্রেয়ভ্রাতা, ১২ ভ্রাতৃপুত্র, ১৩ বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্র, ১৪ ভ্রাতৃপৌত্র, ১৫ বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপৌত্র, ১৬ ভাগিনেয়, ১৭ বৈমাত্রেয়া ভগিনীর পুত্র, ১৮ ভ্রাতার দৌহিত্র, ১৯ বৈমাত্রেয়ভ্রাতার দৌহিত্র, ২০ পিতামহ, ২১ পিতামহী, ২২ পিতার সহোদর, ২৩ পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, ২৪ পিতৃব্যপুত্র, ২৫ পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র, ২৬ পিতৃব্যপুত্রের দৌহিত্র, ২৭ পিতার বৈমাত্রেয়ভ্রাতার দৌহিত্র, ২৮ পিতার ভাগিনেয়, ২৯ পিতার বৈমাত্রেয়া ভগিনীর পুত্র, ৩০ পিতৃব্যদৌহিত্র।

ক্রমশঃ.....

রসায়ন।

যেরূপে স্বর্ণপ্রস্তুত করা যায়।

ঈশ্বর উবাচ। গোমূত্রং হরিতালঞ্চ গন্ধকঞ্চ মনঃশিলা। সমং সমং গৃহীত্বা তু যাবৎ শুষ্যতি পেষয়েৎ। একাদশদিনং যাবৎ যত্নেন রক্ষয়েৎ শুচিঃ। মন্ত্রেণ ধূপদীপাদিনৈবেদ্যৈদুর্গ্ধমিশ্রিতৈঃ। মন্ত্রস্তু—ওঁ নমো হরিহরায় রসায়নং সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা। অযুতজপেন সিদ্ধিঃ॥ তদ্বটীং গোলকং কৃত্বা বস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ পুনঃ। মৃত্তিকাং লেপয়েত্তস্ত ছায়াশুষ্কন্তু কারয়েৎ। গর্ত্তে কুণ্ডে বিনিক্ষিপ্তে পলাশকাষ্ঠবহ্নিনা। জ্বালয়েদষ্টযামন্তু নান্যথা শঙ্করোদিতং। তদ্ভস্ম জায়তে সিদ্ধিৰ্বিদ্ধি সিদ্ধিসমাকুলং। তাম্রপাত্রে অগ্নিমধ্যে বিন্দুমাত্রং নিয়চ্ছতি। তৎক্ষণাজ্জায়তে স্বর্ণং নান্যথা শঙ্করোদিতং। দাতব্যং গুরুভক্তায় নদদ্যাদ্দুষ্টমানসে। সিদ্ধপীঠে ভবেৎ সিদ্ধিগারত্রী লক্ষজাপনৈঃ। যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং দাতব্যং শিবভক্তকে। অগ্নিমুখদ্বিজাতীনাং পাচকানাং বিশেষতঃ। গোপ্যং গোপ্যং মহাগোপ্যং দেবানামপি দুর্লভং। রসপ্রতিক্রিয়াং কৃত্বা গোপ্যং নৈব প্রকাশয়েৎ। বনিতাপুত্রমিত্রাদিগোপ্যং সিদ্ধিপ্রদায়কং॥

মহাদেব বলিতেছেন। গোমূত্র, হরিতাল, গন্ধক ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া খলে পেষণ করিবে। যাবৎকাল শুষ্ক হয়, তাবৎকাল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক বিশুদ্ধস্থানে রাখিয়া দিবে, পরে একাদশ দিবস গত হইলে ধূপ, দীপ ও দুগ্ধমিশ্রিত নৈবেদ্যাদি নানাবিধ উপচারে যক্ষিণীর পূজা করিবে। অনন্তর "ওঁ নমো হরিহরায় রসায়নং সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা" এই মন্ত্র দশসহস্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে পূর্ব্বপিষ্টদ্রব্য গোলকাকার করিয়া বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে। পরে মৃত্তিকাদ্বারা লেপ দিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিবে, পরে গর্ত্তমধ্যে পলাশকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া তদুপরি ঐ গোলক রাখিবে এবং উপরে পলাশকাষ্ঠদ্বারা অষ্টপ্রহরপর্য্যন্ত জ্বাল দিবে। তৎপরে ঐ ভস্ম সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। অনন্তর একখণ্ড তাম্রপাত্র অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহাতে ঐ ভস্ম এক বিন্দু দিলে তৎক্ষণাৎ ঐ তাম্রপাত্র স্বর্ণ হইবে। ইহা মহাদেবের উক্তি, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না। এই প্রক্রিয়া ও মন্ত্র গুরুভক্তব্যক্তিকে প্রদান করিবে, দুষ্টব্যক্তির

নিকট প্রকাশ করিবে না। এই রসায়নপ্রক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে কোন সিদ্ধক্ষেত্রে বসিয়া লক্ষসংখ্যক গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। এই রসায়নপ্রক্রিয়া সদাকাল অতিগোপনে রাখিবে, আপন স্ত্রীপুত্রাদি ও বন্ধুবান্ধবাদির নিকটেও প্রকাশ করিবে না॥

অবধৌতিকমতে রৌপ্যকরণ।

মুষাকাণী ছইফটিকা দুর্ব্বাতলে বাসা। রস্ নিরুড়্কে রঙ মে দিজে চাঁদী হোয়ে খাসা।

ইন্দুরকাণীপাণা এবং ছইফটিকা নামে একপ্রকার ঘাস, এই দুই দ্রব্যের রস একত্র করিয়া রাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিলে উত্তম রৌপ্য প্রস্তুত হইবে॥

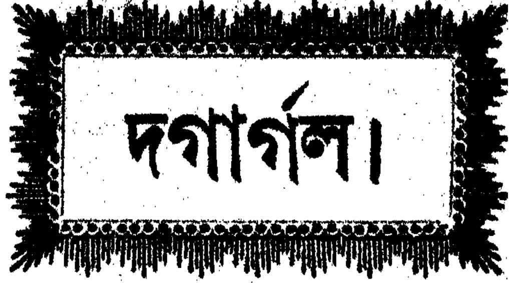
মাতৃকাভেদতন্ত্রোক্ত স্বর্ণপ্রস্তুত করার প্রণালী।

আনীয় পারদং দেবি স্থাপয়েৎ প্রস্তরোপরি। তস্যোপরি জপেন্মন্ত্রং সর্ব্ববন্ধমরাত্মকম্। সাষ্টং সহস্রং দেবেশি। প্রজপেৎ সাধকাগ্রণীঃ। স্বয়ম্ভুপুষ্পসংযুক্তে বস্ত্রে চারুণসন্নিভে। সংস্থাপ্য পারদং দেবি। মৃৎপাত্রযুগলে শিবে। পুষ্পযুক্তেন সূত্রেণ বধ্নীয়াদ্বহুযত্নতঃ। মৃত্তিকয়াচ রজসা ধাষ্টস্ত পরমেশ্বরি।। লেপয়েদ্বহুযত্নেন রৌদ্রে শুষ্কাণি কারয়েৎ। পুনশ্চ লেপয়েদ্ধীমান্ ততো বহ্নৌ বিনিক্ষিপেৎ। অষ্টমীনবমীরাত্রৌ ক্ষিপেন্নৈব সুরেশ্বরি।। অথবা পরমেশানি মৃৎপাত্রে স্থাপয়েদ্রসম্। বল্লীরসেন তদ্দ্রব্যং শোধয়েদ্বহুযত্নতঃ। ঘৃতনারীরসেনৈব তথৈব শোধনং চরেৎ। এবং কৃতে তু গুটিকাং যদি স্যাদ্দৃঢ়বন্ধনম্। ধুস্তুরস্য সমানীয় মধ্যে শূন্যঞ্চ কারয়েৎ। কৃষ্ণাখ্যা-তুলসীযোগে তথা ঘৃতকুমারিকা। এবং কৃতে বহ্নিযোগে ভস্মসাৎ জায়তে কিল। ভস্মযোগে ভবেৎ স্বর্ণং ধনদায়াঃ প্রসাদতঃ। বিবর্ণং জায়তে দ্রব্যং যদি পূজাং ন চাচরেৎ॥

পারদ প্রস্তরোপরি রাখিয়া তাহার উপরে সর্ব্ববন্ধনমন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিবে। তৎপরে স্বয়ম্ভুকুসুমদ্বারা রক্তবর্ণীকৃত বস্ত্রমধ্যে ঐ পারদ স্থাপনপূর্ব্বক বস্ত্রসহ মৃত্তিকাপাত্রের (মুছির) মধ্যে রাখিয়া অপর এক মৃৎপাত্রদ্বারা আবৃত করিয়া স্বয়ম্ভুকুসুমযুক্ত সূত্র অথবা বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়বন্ধন করিবে। অনন্তর মৃত্তিকা ও তুষ একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ মৃত্তিকাপাত্র লেপন করত রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে পুনর্ব্বার তুষমিশ্রিত মৃত্তিকাদ্বারা লেপন ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অষ্টমী কিম্বা নবমী রাত্রিতে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে না। অথবা মৃত্তিকাপাত্রমধ্যে পারদ রাখিয়া পানের রস ও ঘৃতকুমারীর রসদ্বারা খল করিয়া উত্তমরূপে পারদ শোধন করিয়া লইবে। এইরূপ করিলে যদি পারদ গুটিকাবন্ধন অর্থাৎ জমাট হয়, তাহা হইলে একটি ধুতুরার ফলের মধ্যগত শাস-বাহির করিয়া তন্মধ্যে ঐ পারদ পূরিয়া তাহার মধ্যে কৃষ্ণতুলসী ও ঘৃতকুমারী দিয়া পূর্ব্ববৎ লেপনাদি করিবে। পরে ৭ সাতপ্রহরপর্য্যন্ত বনঘুঁটার অগ্নিতে জ্বাল দিবে, এইরূপ করিলে পারদ শুভ্রবর্ণ ভস্ম হইবে, এই প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে ধনদারপূজা ও মন্ত্র জপ করিতে হইবে, যদি পূজাদি না করে, তাহা হইলে ভস্ম বিবর্ণ হইয়া যাইবে। পারদ যথাবিধি ভস্ম করিয়া তৎপরে ঐ ভস্মের উপরে ৭ সাতদিনপর্য্যন্ত প্রতিদিন একহাজার আটবার করিয়া ধনদামন্ত্র জপ ও রাত্রিকালে ধনদার পূজা এবং জপের দশাংশ হোম করিবে * এবং ষোলদিবস প্রতিদিন যথাবিধি এক একটি পার্থিব শিবপূজা করিবে। তৎপরে গুঞ্জাপ্রমাণ ঐ ভস্ম স্বর্ণপাত্রে রাখিয়া এক-তোলা পরিমাণ তামা গালাইয়া ঐ একগুঞ্জা প্রমাণ ভস্ম দিলে তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ হইবে। তামাগালানের প্রণালী পশ্চাৎ লিখিত হইবে। ঐ ভস্ম এক গুঞ্জা প্রমাণ ভক্ষণ করিলে সর্ব্বরোগ হইতে মুক্ত হয়, বহুধন লাভ করে, গণেশের ন্যায় সর্ব্বত্র পূজনীয় হয় এবং সহস্ররমণীসম্ভোগের শক্তি জন্মে। দুঃখী ও অনাথদিগের পোষ-ণার্থ এই প্রক্রিয়া করিলেই সফল হইবে, নিজে সুখী হইব, এই মানসে করিলে তাহা সফল হইবে না॥

ক্রমশঃ—

* [illegible] লিখিত আছে, তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইবে।



অর্থাৎ মৃত্তিকার নিম্নস্থ জলপ্রণালী।

পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশের পণ্ডিতগণ মৃত্তিকামধ্যগত খনিজপ্রভৃতি পদার্থের পরিচয় বিশেষরূপ অবগত ছিলেন এবং তদুপযোগী অনেক শাস্ত্রও প্রচলিত ছিল. এই স্থলে ভূগর্ভস্থিত জলপ্রণালীর বিবরণ পরিজ্ঞানার্থ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে কতিপয় বচন উদ্ধৃত করা হইল। ইহার পরে ক্রমশঃ পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ সমুদায় বিষয়ের বিশেষবিবরণ প্রকাশিত হইবে।

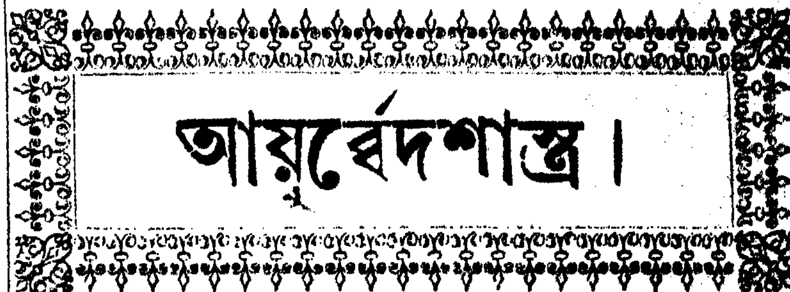
চিহ্নমপি চার্দ্ধপুরুষে মণ্ডুকঃ পাণ্ডুরোঽথ মৃৎ পীতা। পুটভেদকশ্চ তস্মিন্ পাষাণো ভবতি তোয়মধঃ॥

পুরুষার্দ্ধ পরিমাণ ভূমি খননকরিলে যদি এক শুভ্রবর্ণ মণ্ডুক দেখা যায়, তাহা-হইলে তাহার নিম্নে পীতবর্ণ মৃত্তিকা দৃষ্ট হইবে। ঐ মণ্ডুকের নীচে একখণ্ড পাষাণ আছে, এই পাষাণ জলপ্রণালীর মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ঐ পাষাণখণ্ডের নিম্নে উত্তমজল রহিয়াছে।

জম্বুবৃক্ষস্য প্রাগ্ বল্মীকো যদি ভবেৎ সমীপস্থঃ। তস্মাদ্দক্ষিণপার্শ্বে সলিলং পুরুষদ্বয়ে স্বাদু॥

কোন জামগাছের পূর্ব্বপ্রান্তে অতি নিকটে বল্মীক থাকিলে, সেই বল্মীকের দক্ষিণভাগে পুরুষদ্বয় পরিমাণ নিম্নে ভূগর্ভে একটি জলপ্রণালী আছে, ঐ প্রণালীর জল অতি সুস্বাদু।

ক্রমশঃ—



দেশ, কাল, পাত্র, জল, বায়ু, পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য এবং শারিরীক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া চিকিৎসাকার্য্য করিতে হয়। কারণ যে দেশে যে সকল ভৈষজ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সেই দেশবাসীগণের শারিরীক প্রকৃতি যেরূপ বিবেচনা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা তদনুসারেই রোগের ঔষধ নির্ণয় করিয়াছেন, ঐ সকল ঔষধ সেই দেশে যেরূপ কার্য্যসাধক হইবে ভিন্নদেশের ঔষধ তদ্রূপ কার্য্যকর হইবে না, সুতরাং আমাদিগের প্রাচীন মুনি, ঋষি ও চিকিৎসকগণ আমাদিগের দেশবাসীগণের শারীরিক প্রকৃতি জানিয়া যে ঔষধ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা সেবনকরিলে অবশ্যই রোগের শান্তি হইবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইদানীং অনেক চিকিৎসক শাস্ত্রের লিখিত ঔষধের উপযোগী যে সকল লতা ও বৃক্ষাদির নামের উল্লেখ আছে, তাহা সমস্ত চিনিয়া লইতে পারেন না, প্রায়ই বণিকের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, বণিকও সমস্ত ঔষধিবৃক্ষ চিনে না এবং ভিষকমহাশয়েরাও ভৃত্য ও ছাত্রদ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করাই[illegible]য়া থাকেন। এই জন্যই ঔষধসকল বিশেষ ফলপ্রদ হয় না॥

[illegible] শাস্ত্রমতে যেরূপে নাড়ী পরীক্ষাদ্বারা রোগ ও মৃত্যু নির্ণয় হইয়া থাকে, তাহা [illegible] লা হইতেছে। অগস্ত্যমুনি বলিয়াছেন যে, পুরুষের দক্ষিণ, স্ত্রীলোকের

যায়, ক্লীবের দুই হাত পরীক্ষা করিবে। কিন্তু তৈল মর্দ্দনকরিলে, নিদ্রিত থাকিলে এবং ভোজন করিয়া উঠিলে (ক্ষুধিত, পিপাসার্ত্ত ও ব্যায়ামাদিদ্বারা ক্লান্ত ব্যক্তির) নাড়ী পরীক্ষা হয় না। অতএব তৎকালে উক্ত ব্যক্তিদিগের নাড়ী পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। চিকিৎসক স্থিরচিত্তে তর্জ্জনী, মধ্যমা এবং অনামিকা এই তিন অঙ্গুলিদ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলের পশ্চাদ্ভাগে বায়ুগতিবিশিষ্টা নাড়ী পুনঃ পুনঃ ধরিয়া পরীক্ষা করিবে এবং রোগ ও ব্যাধির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ জানিবে। আর পায়ের গুল্ফদেশের অধঃপ্রান্তে অঙ্গুষ্ঠমূলগত নাড়ীও উক্তরূপে পরীক্ষা করা যায়। ইহার বিশেষ পরে বিবৃত হইবেক॥ ক্রমশঃ—

শাস্ত্রীয় উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বাভাবিক ব্যাধিপ্রতিষেধনীয় রসায়ন।

অস্মদ্দেশে প্রাচীনকালে মুনিগণপ্রণীত যে সকল ঔষধপ্রকরণ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে কোন কোন ঔষধের অসীম এবং অদ্ভুত গুণ দৃষ্ট হইতেছে, ঐ সকল ঔষধাদির গুণ নব্যসম্প্রদায়গণ শ্রবণ করিলে একবারেই অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। এস্থলে সুশ্রুত গ্রন্থ হইতে স্বাভাবিক ব্যাধিপ্রতিষেধনীয় রসায়ন এবং নিবৃত্তসন্তাপীয় রসায়ন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এই ঔষধের নাম সোম। ঐ সোম স্থান, নাম, আকৃতি ও বীর্য্যভেদে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার হয়। তাহা সেবনকরিলে মানব নূতন দেহ প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে এবং কন্দর্পের ন্যায় রূপ ও চন্দ্রের ন্যায় কান্তি ধারণকরে। যতপ্রকার সোম আছে, সকলেরই পঞ্চদশ পত্র। সেই পত্রগুলি শুক্লপক্ষে জন্মিয়া কৃষ্ণপক্ষে পতিত হয়। শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ হইতে পুর্ণিমাপর্য্যন্ত প্রতিদিন এক একটি করিয়া পত্র জন্মে। এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ হইতে অমাবস্যাপর্য্যন্ত প্রতিদিন এক একটি পত্র স্খলিত হয়। অমাবস্যার দিবস কেবল লতামাত্র অবশিষ্ট থাকে, ইত্যাদি বিবরণ, হিমালয়পর্ব্বত আদি যে যে স্থানে সোমলতা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা এবং যে যেরূপে সেবন করিতে হইবে, তাহার নিয়ম ও ব্যবস্থা নিম্নে সুশ্রুতগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা গেল॥

ব্রহ্মাদয়োঽসৃজন্ পূর্ব্বমমৃতং সোমসংজ্ঞিতম্। জরামৃত্যুবিনাশায় বিধানং তস্য বক্ষ্যতে॥ এক এব খলু ভগবান্ সোমঃ স্থাননামাকৃতিবীর্য্যবিশেষৈশ্চতুর্ব্বিংশতিধা ভিদ্যতে। তদ্যথা—অংশুমান্ মুঞ্জবাংশ্চৈব চন্দ্রমা রজতপ্রভঃ। দূর্ব্বাসোমঃ কনীয়াংশ্চ শ্বেতাক্ষঃ কনকপ্রভঃ॥ প্রতানবাংস্তালবৃন্তঃ করবীরোঽংশবানপি। স্বয়ম্প্রভো মহাসোমো যশ্চাপি গরুড়াহৃতঃ॥ গায়ত্র্যস্ত্রৈষ্টুভঃ পাঙ্‌ক্তো জাগতঃ শাঙ্করস্তথা। অগ্নিষ্টোমো রৈবতশ্চ যথোক্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ। গায়ত্র্যা ত্রিপদা যুক্তো যশ্চোড়ুপতিরুচ্যতে। এতে সোমাঃ সমাখ্যাতা বেদোক্তৈর্নামভিঃ শুভৈঃ॥ সর্ব্বেষামেব চৈতেষামেকো বিধিরুপাসনে। সর্ব্বে তুল্যগুণাশ্চৈব বিধানং তেষু বক্ষ্যতে॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মাপ্রভৃতি দেবগণ জরামৃত্যুবিনাশের নিমিত্ত সোমনামক অমৃতসৃষ্টি করেন। তাহা সেবনকরিবার নিয়ম কথিত হইতেছে। একমাত্র ভগবান্ সোম স্থান, নাম, আকার ও বীর্য্যভেদে চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার। যথা—১ অংশুমান্, ২ মুঞ্জবান্, ৩ চন্দ্রমা, ৪ রজতপ্রভ, ৫ দূর্ব্বাসোম, ৬ কনীয়ান্, ৭ শ্বেতাক্ষ, ৮ কনকপ্রভ, ৯ প্রতানবান্, ১০ তালবৃন্ত, ১১ করবীর, ১২ অংশবান্, ১৩ স্বয়ম্প্রভ, ১৪ মহাসোম, ১৫ গরুড়াহৃত, ১৬ গায়ত্র্য, ১৭ ত্রৈষ্টুভ, ১৮ পাঙ্‌ক্ত, ১৯ জাগত, ২০ শাঙ্কর, ২১ অগ্নিষ্টোম, ২২ রৈবত, ২৩ গায়ত্র্যা এবং ২৪ ত্রিপদীযুক্ত এই সর্ব্বপ্রকার সোম বেদোক্ত মঙ্গলদায়ক নামদ্বারা বিখ্যাত। ইহাদিগের ... সেবনার বিধান একইপ্রকার এবং সকলপ্রকার সোমই সমান গুণসম্পন্ন। ই... সেবনের নিয়ম কথিত হইতেছে।

বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ।

বাসরাণি দশ দুগ্ধভাবিতং বীজমাজ্যযুতহস্তযোজিতং। গোময়েন বহুশো বিরূক্ষিতং ক্রোড়মার্গপিশিতেন ধূপিতং। মৎস্যশূকরবসাসমন্বিতং রোপিতঞ্চ পরিকর্ম্মিতাবনৌ। ক্ষীরসংযুতজলাবসেচিতং জায়তে কুসুমযুক্তমেব তৎ॥

কোন বৃক্ষের বীজ দশদিন পর্য্যন্ত দুগ্ধে ভাবনা দিয়া ঐ বীজের সহিত ঘৃত হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক উভয় হস্তদ্বারা উহা উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিবে। যাবৎ ঐ বীজ ঘৃতে জরিত না হয় তাবৎ ঘর্ষণ করিতে থাকিবে, অনন্তর ঐ বীজ গোময়ের সহিত বারম্বার ঘর্ষণ করিয়া শূকর ও হরিণের মাংসের ধূমাতে রাখিয়া দিবে। পরে মৎস্য ও শূকরের বসার (চর্ব্বি) সহিত মিশ্রিত করিবে। যখন ঐ বীজ সকল শুষ্ক হইবে, তখন ভূমিকে উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া ঐ বীজ বপন করিবে এবং জল ও দুগ্ধ মিশ্রিতকরিয়া সেই জলমিশ্রিত দুগ্ধদ্বারা সেক করিবে। এইরূপ করিলে সেই বীজ হইতে সপুষ্প বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে॥

শ্লেষ্মাতকস্য বীজানি নিষ্কুলীকৃত্য ভাবয়েৎ প্রাজ্ঞঃ। অঙ্কোলবিজ্জলাদ্ভিশ্ছায়ায়াং সপ্তকৃত্বৈবম্॥ মাহিষগোময়ঘৃষ্টান্যস্য করীষে চ তানি নিঃক্ষিপ্য। করকাজলমৃদযোগে ন্যুপ্তান্যহ্না ফলকরাণি॥

ঘোষাফলের বীজের খোসা পরিত্যাগ করিয়া তদ্দ্বারা কোন ফলের বীজ ভাবনা দিবে, পরে পক্ক আকোঁড়ফলের রসে সপ্তবার সিক্ত করিয়া সপ্তবার ছায়াতে শুষ্ক করিবে। অনন্তর ঐ বীজ মহিষবিষ্ঠাতে ঘর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার ঐ বিষ্ঠামধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রাখিবে। তৎপরে নারিকেলজলসিক্ত মৃত্তিকাতে বপন করিলে একদিনের মধ্যে সেই বীজ হইতে ফলবান্ বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে॥

বৃহৎশার্ঙ্গধরমতে।

ডালিমের বীজ কুক্কুটের রক্তে ভাবনা দিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিবে, এইরূপে একবিংশতিবার ভাবনা দিয়া একবিংশতিবার শুষ্ক করিতে হইবে। অনন্তর মৃত্তিকাতে ঐ বীজ বপন করিলে সেই বীজ হইতে সদ্য ফলবান্ বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।

একটি ছাগল কাটিয়া তাহার বাছুর চর্ম্ম তৎক্ষণাৎ গ্রহণকরিয়া কোন ফলবান্ বৃক্ষের শাখাতে জরিত করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে সেই বৃক্ষের ফল পাকিবে না, ফলের যেরূপ অবস্থাতে ঐ চর্ম্ম বন্ধন করিবে, সেই বৃক্ষের ফল সেই অবস্থাতেই থাকিবে।

কোন বৃক্ষের ফলের পক্বাবস্থায় সেই বৃক্ষের শাখাতে কোন পশুর চর্ম্ম ও ঘাস বান্ধিয়া রাখিবে এবং বিড়ঙ্গ, মধু ও দুগ্ধদ্বারা সেই শাখা সংঘর্ষণ করিয়া বৃক্ষের মূল জলমিশ্রিত দুগ্ধদ্বারা সেচন করিবে। এইরূপ করিলে সেই বৃক্ষের পক্বফল অনেক দিন বৃক্ষেই থাকিবে, পতিত হইবে না। ক্রমশঃ—



এই অরুণোদয়নামক মাসিকপত্রিকা কলিকাতা ৫নং শিমলাষ্ট্রীট্ জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয় হইতে প্রতিমাসে রয়েল চারিপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশ হইতেছে। গ্রাহকমহোদয়গণের পক্ষে বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ৩৲ তিন টাকা, ডাকমাশুল ৸৹ বার আনা। ষাণ্মাসিক ২৲ দুই টাকা, ডাকমাশুল ।৵৹ ছয় আনা। ত্রৈমাসিক ১।৹ একটাকা চারি আনা। নগদমূল্য প্রতিখণ্ড ॥৹ আট আনা ও ডাকমাশুল /৹ এক আনা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রাহকমহোদয়গণ উপরি উক্ত ৫নং শিমলাষ্ট্রীট্ শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল পাঠাইলে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

অরুণোদয়

মাসিক পত্রিকা।

দ্বিতীয়খণ্ড, আশ্বিনমাস। বঙ্গাব্দ ১২৯৭। খৃষ্টাব্দ ১৮৯০।

যোগ, জ্যোতিষ, কোষ্ঠী ও প্রশ্নগণনাদি, তন্ত্র, মন্ত্র, পুরাণ, বৈদ্যক, বেদ, ন্যায়দর্শন, স্মৃতি, ষড় দর্শন, সঙ্গীতশাস্ত্র, দায়ভাগ, মনু ও পরাশরমতে ব্যবস্থা, তন্ত্রোক্ত ষটকর্ম্ম, নানাদেবতাসাধন, ঐন্দ্রজালিক কৌতুক, মেস্‌মেরিজম্‌, প্রেততত্ত্ব, সামুদ্রিক, অদ্ভুত কার্য্যের তন্ত্রাদি, সাংসারিক ব্যবহারের লেখা পড়ার ফারম্‌, এবং মিশ্রশাস্ত্র অর্থাৎ কৌলীন্যবিষয় ইত্যাদি লিখিত হইতেছে।

যোগশাস্ত্র।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কি যোগী, কি গৃহস্থ সকলকেই শৌচকার্য্য করিতে হয়। এই কার্য্য করিলে দেহ নির্ম্মল, সর্ব্বরোগের বিনাশ ও উদরের অগ্নি-বৃদ্ধি হইয়া শরীর নির্ব্যাধি অর্থাৎ শরীরশোধন হয়। এই সকল বিশেষ শৌচকার্য্য সহজে হইয়া থাকে, এজন্য গৃহস্থাদি সকলেরই উক্ত কার্য্য করা বিধেয়। যোগিগণ এই বিশেষ ষট্‌কর্ম্মাদি শোধন কার্য্য না করিলে যোগাসনের উপযোগী হয়েন না। এই কর্ম্ম ছয়প্রকার, তাহার নাম ও লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে লিখিত হইতেছে।

অথ ষট্‌কর্ম্ম।

ধৌতির্ব্বস্তিস্তথা নেতি র্লৌলিকী ত্রাটকং তথা। কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্ম্মাণি সমাচরেৎ।

ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক ও কপালভাতি। ইহাদিগকে ষট্‌কর্ম্ম বলে, এই ষট্‌কর্ম্ম আচরণ করিলে শরীরের চৈতন্য হয়॥

(ধৌতি ধোয়া—Washing. বস্তি গুহ্যদেশ ক্ষালন করা—Purification of the fundament. নেতি—সূত্রদ্বারা নাসিকারন্ধ্র পরিষ্কার করা—Purification of the Nostrils. লৌলিকী—উদরকে উভয়পার্শ্বে বারবার সঞ্চালিত করা—Shaking the Intestines from one side to the other. ত্রাটক—অনিমিষে একদৃষ্টে কোন বস্তু নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষু দিয়া জল বহির্গত করা—Purification of the eyes. কপালভাতি—বাম নাসাপুট দিয়া বায়ু পূরণ করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া বহির্গত করা ও ঐরূপ দক্ষিণ নাসা দিয়া বায়ু পূরণ করিয়া বাম নাসাপুট দিয়া বহির্গত করা। আর নাসাপুটদ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া মুখদ্বারা রেচন এবং মুখদ্বারা জল গ্রহণ করিয়া নাসাযুগলদ্বারা রেচন করা।)

অথ ধৌতি।

অন্তর্ধৌতির্দন্তধৌতির্হৃদ্ধৌতির্মূলশোধনম্। ধৌতিঃ চতুর্ব্বিধাঃ কৃত্বা ঘটং কুর্ব্বন্তু নির্ম্মলম্।

অন্তর্ধৌতি, দন্তধৌতি, হৃদ্ধৌতি ও মূলশোধন,—এই চারিপ্রকার ধৌতি আচরণ করিয়া শরীরকে মলবিহীন করিবে॥

(অন্তর্ধৌতি—Washing of the Intestines. দন্তধৌতি—Washing of the teeth. হৃদ্ধৌতি—Washing of the stomach. মূলশোধন – Washi ng of the rectum.)

অথ অন্তর্ধৌতি।

অভ্যন্তরস্থ নাড়ী ইত্যাদির ধৌতীকরণ। এই অন্তর্ধৌতি চারিপ্রকার যথা—

বাতসারঃ বারিসারঃ বহ্নিসারঃ বহিষ্কৃতম্। ঘটস্য নির্ম্মলার্থায় অন্তর্ধৌতিশ্চতুর্ব্বিধা।

বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার ও বহিষ্কৃত। এই চারিপ্রকার অন্তর্ধৌতিদ্বারা শরীরের অভ্যন্তর মলশূন্য হয়॥

(বাতসার—Washing of the Intestines by Wind. বারিসার—Ditto by Water. বহ্নিসার—Striking the navel against the vertibral column. বহিষ্কৃত—By taking in air through the mouth and expel it through the lower orifice.)

অথ বাতসার।

কাকচঞ্চুবদাস্যেন পিবেদ্বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ। চালয়েদুদরং পশ্চাদ্বর্ত্মনা রেচয়েচ্ছনৈঃ।

স্বীয় মুখ কাকচঞ্চুর (Crows bill) ন্যায় করিয়া বারবার বায়ু পান করিবে এবং ঐ বায়ু উদরমধ্যে পরিচালিত করিয়া পশ্চাৎ কিছুকাল ধারণ করিবে, পরে অধোবর্ত্মে রেচিত করিবে॥

বাতসারং পরং গোপ্যং দেহনির্ম্মলকারকম্। সর্ব্বরোগক্ষয়করং দেহানলবিবর্দ্ধকম্॥

এই বাতসারধৌতি অতিগোপনীয়। ইহাদ্বারা দেহ নির্ম্মল, সর্ব্বরোগনাশ ও দেহের অগ্নি বর্দ্ধিত হয়॥

প্রকারান্তরং শিবসংহিতায়াম্।

কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং শীতলম্বা বিচক্ষণঃ। প্রাণাপানবিধানজ্ঞঃ স ভবেন্মুক্তিভাজনঃ॥ সরসং যঃ পিবেদ্বায়ুং প্রত্যহং বিধিনা সুধীঃ। নশ্যন্তি যোগিনস্তস্য শ্রমদাহজরাময়াঃ॥

বিচক্ষণ যোগী ব্যক্তি কাকচঞ্চুর ন্যায় মুখ করিয়া শীতলবায়ু পানকরিবে। প্রাণ ও অপানবায়ুর বিধানজ্ঞ যোগীই মুক্তির পাত্র। যে যোগী প্রত্যহ বিধিপূর্ব্বক সরসবায়ু পান করে, তাহার শ্রম, দাহ ও জরাদি পীড়া সমস্তই বিনষ্ট হয়॥

কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।—কুণ্ডলিন্যা মুখে ধ্যাত্বা ক্ষয়রোগস্য শান্তয়ে॥

কুণ্ডলিনীমুখে বায়ু আগত হইতেছে, ইহা ধ্যান করিয়া কাকের চঞ্চুর ন্যায় মুখ করিয়া যে যোগী ব্যক্তি প্রভাত ও সায়ং এই উভয় সন্ধ্যাতেই বায়ু পান করেন, তাঁহার ক্ষয়রোগ শান্তি হয়॥

অহর্নিশং পিবেদ্ যোগী কাকচঞ্চ্বা বিচক্ষণঃ। দূরশ্রুতির্দ্দূরদৃষ্টিস্তথা স্যাদদর্শনঃ খলু॥

যে বিচক্ষণ যোগী কাকচঞ্চুবৎ মুখে দিবারাত্রি বায়ু পান করেন, তাঁহার দূর হইতে শ্রবণ ও দূর হইতে দর্শন করিবার শক্তি জন্মে এবং সেই ব্যক্তি সর্ব্বসমক্ষে অদর্শন হইতে পারে।

অথ বারিসার।

আকণ্ঠং পূরয়েদ্বারি বক্ত্রেণ চ পিবেচ্ছনৈঃ। চালয়েদুদরেণৈব চোদরাদ্রেচয়েদধঃ॥

মুখদ্বারা কণ্ঠপর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া ক্রমশ জলপান করিবে। ঐ জল উদরে চালিত করিয়া উদর হইতে অধোবর্ত্মে রেচিত করিবে॥

বারিসারং পরং গোপ্যং দেহনির্ম্মলকারকম্। সাধয়েত্তৎ প্রযত্নেন দেবদেহং প্রপদ্যতে॥ বারিসারং পরাং ধৌতিং সাধয়েদ্ যঃ প্রযত্নতঃ। মলদেহং শোধয়িত্বা দেবদেহং প্রপদ্যতে॥

এই বারিসার অতি প্রধান ধৌতি এবং ইহা গোপনীয়। এই ধৌতিযোগ সাধন করিলে দেহের মলঃশোধন হইয়া সাধকের দেবদেহ প্রাপ্তি হয়॥

অথ অগ্নিসার।

নাভিগ্রন্থিং মেরুপৃষ্ঠে শতবারঞ্চ কারয়েৎ। অগ্নিসারমিয়া ধৌতির্যোগিনাং যোগসিদ্ধিদা। উদরাময়জং ত্যক্ত্বা জঠরাগ্নিং প্রবর্দ্ধয়েৎ॥

শ্বাস রুদ্ধকরিয়া নাভির গ্রন্থিদেশ মেরুদণ্ডে একশতবার সংলগ্ন করিবে, ইহার নাম অগ্নিসার ধৌতি। এই ধৌতিদ্বারা উদরাময় হইতে সঞ্জাত অন্যান্য আমাদি পীড়া নষ্ট হইয়া পরিপাচক অগ্নির বৃদ্ধি হয়। এই অগ্নিসারনামক ধৌতিদ্বারা যোগিদিগের যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে॥

এষা ধৌতিঃ পরা গোপ্যা দেবানামপি দুর্ল্লভা। কেবলং ধৌতিমাত্রেণ দেবদেহং ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

এই ধৌতি অতীব গোপনীয় এবং দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ। কেবল এই ধৌতি-দ্বারা নিশ্চয়ই মানবের দেবতুল্য দেহ হইয়া থাকে॥

বহিষ্কৃতধৌতি।

কাকীমুদ্রাং শোধয়িত্বা পূরয়েদুদরং মরুৎ। ধারয়েদর্দ্ধযামন্তু চালয়েদধোবর্ত্মনা। এষা ধৌতিঃ পরা গোপ্যা ন প্রকাশ্যা কদাচন॥

কাকমুদ্রা অর্থাৎ কাকের চঞ্চুর ন্যায় মুখ করিয়া বায়ু পানপূর্ব্বক উদর পরিপূর্ণ করিবে, ঐ বায়ু উদরমধ্যে অর্দ্ধপ্রহরকালপর্য্যন্ত ধারণ করিয়া অধোবর্ত্মে চালিত করিবে, অর্থাৎ বাহির করিয়া দিবে। এই বহিষ্কৃত নামক ধৌতি অতি গোপনীয়; কদাপি ইহা প্রকাশ করিবে না॥

অন্যপ্রকার বহিষ্কৃতধৌতিপ্রয়োগ বা প্রক্ষালন।

নাভিমগ্নো জলে স্থিত্বা শক্তিনাড়ীং বিসর্জ্জয়েৎ। করাভ্যাং ক্ষালয়েন্নাড়ীং যাবন্মলবিসর্জ্জনম্। তাবৎ প্রক্ষাল্য নাড়ীঞ্চ উদরে বেশয়েৎ পুনঃ॥

নাভিদেশপর্য্যন্ত জলে মগ্ন করিয়া শক্তিনাড়ীকে বহিষ্কৃত করিবে। ঐ নাড়ীর মলসমূহ যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ধৌত না হয়, সে পর্য্যন্ত উহা হস্তদ্বারা প্রক্ষালিত করিবে। পরিশেষে উত্তমরূপে প্রক্ষালন করা হইলে ঐ নাড়ীকে উদরমধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট করাইবে॥

ইদং প্রক্ষালনং গোপ্যং দেবানামপি দুর্ল্লভম্। কেবলং ধৌতিমাত্রেণ দেবদেহো ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

এই প্রক্ষালনযোগ গোপনীয় এবং দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ। কেবল এই ধৌতি-দ্বারাই মানবগণ নিশ্চয় দেবতুল্য দেহ লাভকরিতে পারে॥

যামার্দ্ধং ধারণাং শক্তিং যাবন্ন সাধয়েন্নরঃ। বহিষ্কৃতং মহদ্ধৌতিস্তাবচ্চৈব ন জায়তে॥

যোগীব্যক্তি যে পর্য্যন্ত যামার্দ্ধ অর্থাৎ চারিদণ্ডকালের অধিক ধারণাশক্তি সাধন করিতে অর্থাৎ শ্বাস রোধকরিয়া রাখিতে সমর্থ না হইবে, সে পর্য্যন্ত এই বহিষ্কৃত নামক মহাধৌতির পরিচালনা করিবে না॥

স চাবশ্যং ক্ষালনঞ্চ কুর্য্যান্নাড্যাদিসাধনম্। নেউলীযোগমার্গেণ নাড়ীক্ষালনতৎপরঃ॥ ভবত্যেব মহাকালো রাজরাজেশ্বরো যথা। কেবলং প্রাণবায়োশ্চ ধারণাৎ ক্ষালনং ভবেৎ॥ বিনা ক্ষালনযোগেন দেহশুদ্ধির্ন জায়তে। ক্ষালনং নাড়িকাদীনাং কফপিত্তাদিনাশনম্॥

যোগী ব্যক্তি ক্ষালনযোগ ও নাড়ীসাধনাদি যোগ অবশ্য করিবে। নেউলীযোগ-দ্বারা নাড়ী ক্ষালন করিবে। ইহাদ্বারা মহাকাল বা রাজরাজেশ্বরবৎ শক্তি জন্মিবে। কেবল প্রাণবায়ুর ধারণাতেই ক্ষালনযোগ হইয়া থাকে। প্রক্ষালনযোগব্যতীত দেহের শুদ্ধি হয় না। নাড়ী প্রভৃতির ক্ষালনে কফপিত্তাদিদোষ বিনষ্ট হয়॥

এই যে চারিপ্রকার অন্তর্ধৌতি কথিত হইল, ইহাদ্বারা কফপিত্তাদিদোষ বিনষ্ট হয়, কোষ্ঠাগ্নির বৃদ্ধি হয় ও আমাদিপীড়া নাশ হয়, অতএব গৃহস্থাদিরও এই যোগ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ষট্‌কর্ম্মের অন্তর্গত ধৌতিযোগ যে চারিপ্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে অন্তর্ধৌতি কাহাকে বলে এবং তদ্দ্বারা কি ফল হয় তাহা বর্ণিত হইল। এইক্ষণ দ্বিতীয় দন্তধৌতির বিষয় কথিত হইতেছে। এই দন্তধৌতি পুনঃপাঁচপ্রকার যথা--

দন্তমূলং জিহ্বামূলং রন্ধ্রঞ্চ কর্ণযুগ্ময়োঃ। কপালরন্ধ্রং পঞ্চৈতে দন্তধৌতির্বিধীয়তে॥

দন্তধৌতি পাঁচপ্রকার,—দন্তমূলধৌতি, জিহ্বামূলধৌতি, কর্ণরন্ধ্রদ্বয়ধৌতি এবং কপালরন্ধ্রধৌতি॥

(দন্তমূলধৌতি—Washing of the teeth. জিহ্বামূলধৌতি—Purification of the tongue. কর্ণরন্ধ্রদ্বয়ধৌতি—Ditto of the ears. কপালরন্ধ্রধৌতি—Ditto of the foramen on the crown of head.)

অথ দন্তধৌতি।

খাদিরেণ রসেনাথ মৃত্তিকয়া চ শুদ্ধয়া। মার্জ্জয়েদ্দন্তমূলঞ্চ যাবৎ কিল্বিষমাহরেৎ॥

খদিরের রসে বা পরিষ্কৃত মৃত্তিকাদ্বারা এইরূপে দন্তমূল মার্জ্জন করিতে হইবে যেন উহাতে ক্লেদমাত্র না থাকে॥

দন্তমূলং পরা ধৌতির্যোগিনাং যোগসাধনে। নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রভাতে চ দন্তরক্ষায় যোগবিৎ। দন্তমূলধাবনাদি কার্য্যেষু যোগিনাং মতম্॥

যোগিগণের যোগসাধনে দন্তমূলধৌতিই প্রধান। যোগবেত্তা ব্যক্তি দন্তরক্ষার নিমিত্ত প্রত্যহ প্রাতঃকালে এই ধৌতি করিবে। দন্তমূলধৌতাদি কার্য্যে যোগি-দিগের এই মতই প্রশস্ত॥

প্রকারান্তরং রুদ্রযামলে উত্তরখণ্ডে।

দন্তযোগং ততঃ পশ্চাৎ কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ। দন্তধাবনকালে তু যোগমেতৎ প্রকাশয়েৎ। দন্তধাবনকাষ্ঠস্তু সার্দ্ধহস্তৈকসম্ভবম্। নাতিস্থূলং নাতিসূক্ষ্মং নবীনং মত্রমুত্তমম্। অপক্বং মহতো গ্রাহ্যং মৃণালসদৃশং ভবম্। গৃহীত্বা দন্তকাষ্ঠং তৎ প্রাতঃকালে প্রভঞ্জয়েৎ। দন্তকাষ্ঠাগ্রভাগঞ্চ কনিষ্ঠাঙ্গুলিপর্ব্ব চ। এবং দন্তাবলীত্যাজ্য চর্ব্বণং সুন্দরঞ্চরেৎ। তৎপ্রক্ষাল্য চ নীরেণ শনৈ-র্নিগমমাচরেৎ। শনৈঃ শনৈঃ প্রকর্ত্তব্যং কায়বাক্‌চিত্তশোধনম্। যাবন্ন যাতি কাষ্ঠাগ্রং নাভির্মূলদ্বাঙ্গুলম্। তাবৎ সূক্ষ্মতরং গ্রাহ্যমবক্রং প্রত্যহঞ্চরেৎ। হৃদয়ে জলচক্রঞ্চ যাবৎ বক্রং ন

জায়তে। তাবৎ কালং সর্বদিনে প্রভাতে রদনাবধম্। হৃদয়ে কফতাত্ত খণ্ডনং জায়তে ধ্রুবম্। পবনাগমনে যোগাৎ প্রাপ্নোতি যোগী নির্ভরম্॥

তৎপরে সাধক দন্তিযোগ করিবে। দন্তধাবনকালেই এই দন্তিযোগ করিতে হইবে। প্রথমত সার্দ্ধহস্তপরিমিত একটি দন্তকাষ্ঠ প্রস্তুত করিবে, ঐ দন্তকাষ্ঠ অতি স্থূল বা অতি সূক্ষ্ম হইবে না, অথচ নম্র এবং নূতন কাষ্ঠসম্ভূত হওয়া আবশ্যক। কোন অপক্ক কাষ্ঠদ্বারা এই দন্তকাষ্ঠ করিবে এবং উহা মৃণালসদৃশ কোমল করিতে হইবে। উক্তরূপ সুলক্ষণ দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া প্রাতঃকালে উহা ভক্ষণ করিবে। প্রতিদিন কনিষ্ঠাঙ্গুলির এক এক পর্ব্বপরিমাণে দন্তকাষ্ঠ গ্রাস করিতে হইবে এবং ঐ কাষ্ঠ উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিবে। পরে ঐ কাষ্ঠ বহির্গত করিয়া প্রক্ষালনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার গ্রাস করিবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ গ্রাস ও ধৌত করিবে। এইরূপ করিলে শরীর, বাক্য ও চিত্তের শুদ্ধি হয়। যাবৎ ঐ দন্তকাষ্ঠাগ্র নাভিমূলপর্য্যন্ত গমন না করে, তাবৎ প্রতিদিন এইরূপে কিছু কিছু করিয়া দন্তকাষ্ঠ গ্রাস করিতে থাকিবে। যাবৎ হৃদয়ের জলচক্র খণ্ডন না হয়, তাবৎ প্রভাতকালে এইরূপ দন্তিযোগ করিবে। এই দন্তিযোগ করিলে বক্ষঃস্থলস্থিত সঞ্চিত কফ বিনাশ পায় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে অতিশয় সুখ বোধ হয়।

অথ জিহ্বামূলধৌতি।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি জিহ্বাশোধনকারণম্। জরামরণরোগাদীন্ নাশয়েদ্দীর্ঘলম্বিকা॥

এক্ষণে জিহ্বামূলশোধন করিবার কারণ কথিত হইতেছে। এই জিহ্বামূলধৌতিদ্বারা জিহ্বা দীর্ঘ হয় এবং জরামরণরোগাদি বিনষ্ট হয়॥

তর্জ্জনীমধ্যমানামা অঙ্গুলিত্রয়যোগতঃ। বেশয়েদ্ গলমধ্যে তু মার্জ্জয়েল্লম্বিকামূলম্। শনৈঃ শনৈর্ম্মার্জ্জয়িত্বা কফদোষং নিবারয়েৎ॥

তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটি অঙ্গুলি একত্রে গলার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া জিহ্বার মূলপর্য্যন্ত মার্জ্জন করিবে। বারম্বার এইরূপে জিহ্বামার্জ্জনদ্বারা কফদোষ নিবারিত হইয়া থাকে॥

মার্জয়েন্নবনীতেন দোহয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ। তদগ্রং লৌহযন্ত্রেণ কর্ষয়িত্বা শনৈঃ শনৈঃ॥

নবনীতদ্বারা জিহ্বাকে পুনঃ পুনঃ মার্জ্জন ও দোহন করিবে এবং জিহ্বার অগ্রভাগ লৌহযন্ত্রদ্বারা বারম্বার টানিয়া বহিষ্কৃত করিবে॥

নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন রবেরুদয়কেঽস্তকে। এবং কৃতে চ নিত্যে চ লম্বিকা দীর্ঘতাং ব্রজেৎ॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে যত্নের সহিত এই জিহ্বামূলধৌতি আচরণ করিবে। ইহাতে জিহ্বা দীর্ঘ হয় ও জরামরণরোগাদি নষ্ট হয়॥

অথ কর্ণধৌতি।

তর্জ্জন্যনামিকাযোগান্মার্জ্জয়েৎ কর্ণরন্ধ্রয়োঃ। নিত্যমভ্যাসযোগেন নাদান্তরং প্রকাশয়েৎ॥

তর্জ্জনী ও অনামিকা এই দুই অঙ্গুলিদ্বারা কর্ণকুহর মার্জ্জন করিবে। প্রত্যহ এই কর্ণধৌতিযোগ অভ্যাসদ্বারা নাদান্তর প্রকাশ হয়॥

অথ কপালরন্ধ্রধৌতি।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষেণ মার্জ্জয়েদ্ ভালরন্ধ্রকম্। এবমভ্যাসযোগেন কফদোষং নিবারয়েৎ। নাড়ী নির্ম্মলতাং যাতি দিব্যদৃষ্টিঃ প্রজায়তে। নিদ্রান্তে ভোজনান্তে চ দিবান্তে চ দিনে দিনে॥

দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা কপালের রন্ধ্রদেশ মার্জ্জিত করিবে। এই কপালরন্ধ্রধৌতিযোগ অভ্যাস করিলে কফদোষ শান্তি হয়, নাড়ী মলবিরহিত হয় এবং দেবতুল্য সুদূরদর্শনশক্তি জন্মিয়া থাকে। প্রতিদিন নিদ্রার অবসানে, ভোজনের শেষ এবং সায়ংকালে এই ধৌতি আচরণ করিবে॥

অথ হৃদ্ধৌতি।

হৃদ্ধৌতিং ত্রিবিধাং কুর্য্যাদ্দণ্ডবমনবাসসা।

হৃদ্ধৌতি তিন প্রকার,—দণ্ডধৌতি, বমনধৌতি ও বাসধৌতি।

(দণ্ডধৌতি—Purification of the stomach by means of tender leaf-shoot of plaintain &. বমনধৌতি—Ditto by means of Vomitting. বাসধৌতি—Ditto by swallowing a strip of cloth.)

অথ দণ্ডধৌতি।

রম্ভাদণ্ডং হরিদ্রাদণ্ডং বেত্রদণ্ডং তথৈব চ। হৃন্মধ্যে চালয়িত্বা তু পুনঃ প্রত্যাহরেচ্ছনৈঃ॥

কদলীদণ্ড অর্থাৎ কলার মাজ, হরিদ্রার দণ্ড বা বেত্রদণ্ড হৃদয়মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করাইয়া পরিচালনপূর্ব্বক বাহির করিবে। এই দণ্ডধৌতিযোগ প্রথমে কোমলপদার্থের দণ্ড হইতে শেষে ক্রমশঃ কঠিনপদার্থের দণ্ডদ্বারা অভ্যাস করিতে হয়।

কফপিত্তং তথা ক্লেদং রেচয়েদূর্দ্ধবর্ত্মনা। দণ্ডধৌতিবিধানেন হৃদ্রোগং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্॥

এই দণ্ডধৌতিদ্বারা কফ, পিত্ত ও ক্লেদাদি মুখ দিয়া নির্গত হয়। ইহাতে নিশ্চয়ই হৃদ্রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অথ বমনধৌতিঃ।

ভোজনান্তে পিবেদ্বারি চাকণ্ঠপূরিতং সুধীঃ। ঊর্দ্ধদৃষ্টিং ক্ষণং কৃত্বা তজ্জলং বময়েৎ পুনঃ। নিত্যমভ্যাসযোগেনায়ং কফপিত্তং নিবারয়েৎ॥

আহারের শেষে কণ্ঠপর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া জলপান করিবে। পরে ক্ষণকাল ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া সেই জল বমন করিয়া ফেলিবে। এই বমনধৌতিযোগ প্রত্যহ অভ্যাসকরিলে কফপিত্তাদি নিবারিত হয়।

অথ বাসধৌতিঃ।

চতুরঙ্গুলবিস্তারং সূক্ষ্মবস্ত্রং শনৈর্গ্রসেৎ। পুনঃ প্রত্যাহরেদেতৎ প্রোচ্যতে ধৌতিকর্ম্মকম্॥

চতুরঙ্গুলবিস্তৃত সূক্ষ্ম বসনখণ্ড ক্রমশঃ গলাধঃকরণ করিয়া পুনর্ব্বার বহিষ্কৃত করিবে, ইহাকে বাসধৌতি কর্ম্ম কহে।

গুল্মজ্বরপ্লীহাকুষ্ঠং কফপিত্তং বিনশ্যতি। আরোগ্যং বলপুষ্টিশ্চ ভবেত্তস্য দিনে দিনে॥

বাসধৌতিদ্বারা গুল্ম, জ্বর, প্লীহা, কুষ্ঠ ও কফপিত্তাদি রোগ শান্তি হয় এবং অরোগিতা, বল, পুষ্টি প্রভৃতি দিনে দিনে বৃদ্ধি হইতে থাকে।

প্রকারান্তরং রুদ্রযামলে সপ্তত্রিংশৎপটলে যথা—

ধৌতিযোগং প্রবক্ষ্যামি যৎ কৃত্বা নির্ম্মলো ভবেৎ। অত্যন্তগুহ্যং যোগস্য সমাপ্তিকারণং নৃণাম্। যদি ন কুরুতে যোগং তদা মরণমাপ্নুয়াৎ। ধৌতিযোগং বিনা নাথ! কঃ সিধ্যতি মহীতলে॥

এইক্ষণ ধৌতিযোগ বলিতেছি, এই যোগ আচরণে যোগী মলবিহীন হয়। ইহা অত্যন্ত গোপনীয় এবং যোগিদিগের যোগসাধন-সমাপ্তির হেতু। এই ধৌতিযোগদ্বারা মৃত্যুবিহীন হওয়া যায় এবং ইহা ব্যতীত যোগ সিদ্ধি হয় না।

সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং বস্ত্রং দ্বাত্রিংশদ্ধস্তমানতঃ। একহস্তক্রমেণৈব যঃ করোতি শনৈঃ শনৈঃ। যাবদ্দ্বাত্রিংশদ্ধস্তঞ্চ তাবৎকালং ক্রিয়াচরেৎ॥

বত্রিশ হস্ত দীর্ঘ অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র এক এক হস্ত পরিমাণে ক্রমশঃ গ্রাস করিবে, যে পর্য্যন্ত এই বত্রিশহস্ত বস্ত্র সমস্ত গ্রাস করা না হয়, সেপর্য্যন্ত এইরূপ করা করিবে। ক্রমে জলসংযোগে ঐ বস্ত্র গিলিয়া পরে বহির্গত করিবে। (গায়কেরাও স্বরসাধনসময়ে এইরূপ প্রক্রিয়া করিয়া থাকে)।

এতৎ ক্রিয়াপ্রয়োগেণ যোগী ভবতি তৎক্ষণাৎ। ক্রমেণ মন্ত্রী সিদ্ধঃ স্যাৎ কালজালবশং নয়েৎ॥

এই বাসধৌতিক্রিয়াপ্রয়োগদ্বারা তৎক্ষণাৎ যোগী হওয়া যায় ও ক্রমে মন্ত্রীর মন্ত্রসিদ্ধিও হইয়া থাকে।

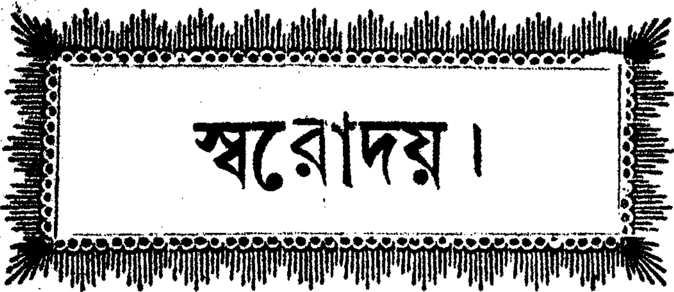
প্রকারান্তরং নিরুত্তরতন্ত্রে যথা—

পার্শ্বে চাষ্টাঙ্গুলঞ্চৈব দীর্ঘং দ্বাত্রিংশদীশ্বর। এতৎ সূক্ষ্মং সুবসনং গৃহীত্বা কারয়েদ্যতী। জিতেন্দ্রিয়ঃ সদা কুর্য্যাৎ জ্ঞানধ্যাননিবেশনম্॥

জিতেন্দ্রিয় যোগী সর্ব্বদা আট অঙ্গুল বিস্তৃত ও বত্রিশ অঙ্গুল দীর্ঘ একখণ্ড সূক্ষ্মবস্ত্র গ্রহণ করিয়া এই ধৌতিযোগ করিবে॥

ফল পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে উহার বিপরীত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে মস্তকের উপরি পাখাদ্বারা বা অন্য উপায়ে বায়ুসঞ্চালন করিলে নিদ্রা-ভঙ্গ হইয়া থাকে, কোন কোন স্থলে হয় না। এইরূপ কার্য্য কেবল পরীক্ষা-দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। বিশেষত একজন মিস্‌মেরিজার যে রোগীকে মিস্‌মেরিজ করিতে ও আরোগ্য করিতে অসমর্থ হয়েন, সেই রোগীকে অন্য একজন মিস্‌মেরিজার অনায়াসে মিস্‌মেরিজ ও আরোগ্য করিতে পারে। সুতরাং এই কার্য্যটী বহুদর্শিতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

ক্রমশঃ—



স্বরোদয়।

যেরূপে দক্ষিণ ও বামনাসিকার শ্বাসপ্রশ্বাস চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণে জোয়ার ভাটার ন্যায় তিথি অনুসারে সূর্য্যোদয়কালে একনাসিকায় উদয় হইয়া অপর নাসিকায় সংক্রমণ হইয়া থাকে, তাহা বাহুল্যরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণ স্বাভাবিক বা বিপরীতরূপে শ্বাসের উদয় হইলে যেরূপ ফল হয় তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

প্রতিপত্তো দিনান্যাহুর্বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ।

প্রতিপদাদি তিথিতে বিপরীতক্রমে শ্বাস প্রবাহিত হইলে বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাসবহন সময়ে যদি বামনাসায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, অথবা বামনাসায় শ্বাসবহনকালে যদি দক্ষিণনাসায় শ্বাসপ্রবাহিত হয়, তাহা হইলে ফলের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে ॥

যথা—কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে প্রভাতে দক্ষিণনাসাবহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ১৫ পঞ্চদশদিনপর্য্যন্ত কোন পীড়া হয় না। যদি বামনাসাবহনকালে নিদ্রা-ভঙ্গ হয়, তবে শ্লেষ্মা জন্মিয়া পীড়া হইতে পারে। এইরূপ রোগোৎপত্তির নিবা-রণোপায়ও লিখিত হইতেছে। যতদিন রোগশান্তি না হইবে, ততদিনপর্য্যন্ত পুরা-তন তুলাদ্বারা বামনাসাপুট বন্ধ রাখিবে। আর শুক্লপক্ষে প্রতিপদে বামনাসায় শ্বাস-বহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে পঞ্চদশদিন ... কোন পীড়া জন্মিবে না। দক্ষিণনাসা বহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, একপ ... উত্তপ্ত হইয়া রোগ হইবে। ইহারও নিকৃতির পন্থা এই—যে পর্য্যন্ত আ... ভ না হইবে, সেপর্য্যন্ত ঐ নাসা পুরা-তন তুলাদ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে।

শুক্লপক্ষে বহেদ্বামা কৃষ্ণপক্ষে চ দক্ষিণা। ...য়াৎ প্রতিপৎ পূর্ব্বঃ যোগী তদ্গতমানসঃ ॥

শুক্লপক্ষে প্রতিপদাদিতিথিক্রমে ... ড়ী অর্থাৎ বামনাসিকা ও কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদাদিতিথিক্রমে দক্ষিণনাড়ী অর্থাৎ ... ক্ষণনাসিকা বহে। ইহা যোগী ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া জানিবে ॥

উদয়শ্চন্দ্রমার্গেণ সূর্য্যেণাস্তঃ শুভো যদি। ...গুণসংঘাতঃ বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥

বামনাসাপুটে শ্বাসের উদয় ও দ... ...সাপুটে শ্বাসের অস্ত হইলে বহুগুণ-বিশিষ্ট শুভফল লাভ হইয়া থাকে। ই... ...পরীতে বিপরীত ফল হয় ॥

...ঙ্গয়েৎ রাত্রৌ চন্দ্রো দিবা ভানুর্দিবাকরঃ। ...সমকো যোগী স যোগী নাত্র সংশয়ঃ ॥

রাত্রিতে ইড়ানাড়ীতে অর্থাৎ বামনা... এবং দিবসে পিঙ্গলানাড়ীতে অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকায় শ্বাসচালন করিবে। এই শ্বাসচালন অভ্যাসে যে ব্যক্তি পারগ, সেই ব্যক্তিই যোগী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥

সূর্য্যেণ বধ্যতে সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রেণ বধ্যতে। যো জানাতি ক্রিয়ামেতাং ত্রৈলোক্যং বশতে ক্ষণাৎ ॥

দিবসে পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকাশ্বাস বন্ধ করিয়া বামনাসায় শ্বাস-চালন করিবে এবং রাত্রিতে ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসিকাশ্বাস বন্ধ করিয়া, দক্ষিণ-নাসিকাতে শ্বাসচালন করিবে। যে ব্যক্তি এই প্রক্রিয়া অবগত আছে, সে ক্ষণকালের মধ্যে ত্রিভুবন জয় করিতে সমর্থ হয় ॥

যিনি দিবাভাগে বামনাসিকায় এবং রাত্রিকালে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস চালন করেন, তাঁহার শরীরে কোন পীড়া জন্মে না, আলস্য থাকে না ও দিন দিন চেতনার বৃদ্ধি হয়। এইরূপে শ্বাসবহন হইলে, দ্বাদশ বৎসর অন্তে যদি তাহার দেহে সর্প কিম্বা বৃশ্চিক দংশনকরে, তবে তাহার শরীরে বিষপ্রবেশ করিতে পারে না এবং ঐ ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয়। দিবাভাগে দক্ষিণনাসা-পুটে পুরাতন তুলা দিয়া বন্ধকরিয়া রাখিলে কেবল বাম নাসিকায় শ্বাস বহন হইবে, ঐরূপে রাত্রিকালে বাম বামনাসাপুট পুরাতন তুলা দিয়া বন্ধকরিয়া রাখিলে দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাস বহন হইবে। এইরূপ কিছুদিন অভ্যাস করিলেই দিবাতে বামনাসায় ও রাত্রিতে দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহন অভ্যাস হয়, তখন আর তুলার আবশ্যক থাকে।

গুরুশুক্রবুধেন্দূনাং বাসরে বামনাড়িকা। সিদ্ধিদা সর্ব্বকার্য্যেষু শুক্লপক্ষে বিশেষতঃ।

সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে বামনাড়ী-শ্বাস সকল কর্ম্মে শুভফল প্রদান করে, অর্থাৎ বামনাসিকায় শ্বাসবহনকালে কোন কার্য্য করিলে তাহাতে শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষত শুক্লপক্ষেই ইহার অধিকতর ফল হইয়া থাকে। এবিষয় ডাকের বচন যথা—"সোম শুক্র বুধে বাম, হেলায় লঙ্কা জেতেন রাম ॥"

অর্কাঙ্গারকসৌরীণাং বাসরে দক্ষনাড়িকা। স্মর্ত্তব্যা চরকার্য্যেষু কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ।

রবি, মঙ্গল ও শনিবারে পিঙ্গলানাড়ী সকল কার্য্য সিদ্ধিদায়িনী হয়, অর্থাৎ উক্তবারে দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহনকালে যে সকল কার্য্য করা যায়, তাহাতে সিদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষত ক... ...হাতে সমধিক ফললাভ হয় ॥

ক্রমাদেকৈকনাড্যান্তু তত্ত্বানাং ... ...দয়ঃ। অহোরাত্রস্য মধ্যে তু জ্ঞেয়া দ্বাদশসংক্রমাঃ ॥

ক্রমে এক এক নাড়ীতে পাঁচটী তত্ত্ব পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে উদয় হয় এবং দিবারাত্রির ৬০ ষষ্টিদণ্ড মধ্যে ১২ দ্বাদশবার সঞ্চার হয় ॥

বৃষকর্কটকন্যালিমৃগমীনে নিশাকরঃ। মেষসিংহে চ ধনুষি তুলায়াং মিথুনে ঘটে ॥

বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন রাশিতে ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসি-কায় এবং মেষ, সিংহ, ধনুঃ, তুলা, মিথুন ও কুম্ভরাশিতে পিঙ্গলানাড়ীর অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকায় শ্বাস জানিয়া শুভ ও অশুভফল নির্ণয় করিবে ॥

তিষ্ঠেৎ পূর্ব্বোত্তরে চন্দ্রঃ সূর্য্যো দক্ষিণপশ্চিমে। বামাচারপ্রবাহেন ন গচ্ছেৎ পূর্ব্ব-উত্তরে। দক্ষনাড়ীপ্রবাহে তু ন গচ্ছেৎ যাম্যপশ্চিমে। পরিপন্থিভয়ং তস্য গন্তোহসৌ ন নিবর্ত্ততে। তস্মাত্তত্র ন গন্তব্যং বুধৈঃ সর্ব্বহিতৈষিভিঃ। তদা তত্র তু সংযাতমৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥

পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের অধিপতি চন্দ্র অর্থাৎ ইড়ানাড়ী এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম-দিকের অধিপতি সূর্য্য, অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ী। অতএব যখন বামনাসাপুটে শ্বাস বহিতে থাকিবে, তখন পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে যাত্রা করিবে না, আর যখন দক্ষিণ-নাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে যাইবে না। উক্ত সময়ে এই সকল দিকে গমন করিলে শত্রুভয় হয় এবং যে ব্যক্তি এই সকল নিষিদ্ধ সময়ে উক্ত নিষিদ্ধদিকে গমন করে, সে আর প্রত্যাগত হয় না। এই নিমিত্ত মাঙ্গলিক কার্য্যের উদ্দেশে উক্ত সময়ে এই সকল দিকে গমন করা কর্ত্তব্য নহে। গমন করিলে নিশ্চিতই ভয়ঙ্কর বিপদ হইয়া থাকে।

সূর্য্যোদয়ে যদা সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রোদয়ে যদা। সিদ্ধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি দিবারাত্রগতান্যপি ॥

যদি বামশ্বাস বহিবার সময় বামশ্বাস এবং দক্ষিণশ্বাস বহিবার সময় দক্ষিণশ্বাস প্রবাহিত হয় তাহা হইলে, দিবসে কি রাত্রিতে সমস্ত কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় ॥

শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়ায়ামর্কে বহতি চন্দ্রমাঃ। দৃশ্যতে লাভদঃ পুংসাং সোমে সৌখ্যং প্রজায়তে ॥

শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে রবিবারে পিঙ্গলানাড়ী প্রবাহকালে যদি ইড়ানাড়ী প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে পুরুষের লাভ হইবে। আর শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে সোমবারে পিঙ্গলানাড়ী প্রবাহকালে যদি ইড়ানাড়ী প্রবাহিত হয়, তবে সুখভোগ হইবে ॥

চন্দ্রকালে যদা সূর্য্যঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ে ভবেৎ। উদ্বেগঃ কলহো হানিঃ শুভং সর্ব্বং নিবারয়েৎ ॥

বামনাসায় শ্বাস বহিবার কালে দক্ষিণনাসায় এবং দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহনকালে বামনাসায় শ্বাস বহিলে উদ্বেগ, কলহ, হানি ও অমঙ্গল উপস্থিত হয় ॥

যদা প্রত্যুষকালে তু বিপরীতোদয়ো ভবেৎ। চন্দ্রস্থানে বহত্যর্কো রবিস্থানে চ চন্দ্রমাঃ ॥ প্রথমে মানসোদ্বেগং ধনহানির্দ্বিতীয়কে। তৃতীয়ে গমনং প্রোক্তমিষ্টনাশং চতুর্থকে ॥ পঞ্চমে রাজ্যবিধ্বংসং ষষ্ঠে সর্ব্বার্থনাশনং। সপ্তমে ব্যাধিদুঃখানি অষ্টমে মৃত্যুমাদিশেৎ ॥

প্রাতঃকালে যদি নাড়ীর বিপরীত উদয় হয় অর্থাৎ বামনাসিকায় শ্বাসবহন-কালে দক্ষিণনাসায় শ্বাস বহে এবং দক্ষিণনাসাপুটে বায়ুবহনকালে বামনাসাপুটে বায়ুবহন হয়, তাহা হইলে প্রথম প্রহরে মানসিক উদ্বেগ, দ্বিতীয়ে অর্থনাশ, তৃতীয়ে গমন, চতুর্থে ইষ্টবিয়োগ, পঞ্চমে রাজ্যধ্বংস, ষষ্ঠে সর্ব্বার্থহানি, সপ্তমে রোগ ও দুঃখ এবং অষ্টমে মৃত্যু হয় ॥

কালত্রয়ে দিনান্যষ্টৌ বিপরীতং যদা ভবেৎ। তদা দুষ্টফলং প্রোক্তং কিঞ্চিন্ন্যূনে তু শোভনং ॥

এই অষ্টপ্রহরের মধ্যে যদি তিনকালে অর্থাৎ প্রভাত, মধ্যাহ্ণ ও সায়ং সময়ে বিপরীতভাবে শ্বাসের উদয় হয়, অর্থাৎ যে কালে যে শ্বাসের উদয়ের নিরূপিত আছে, সেইকালে সেই শ্বাসের উদয় না হইয়া অন্য শ্বাসের উদয় হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিন্ন্যূনাতিরিক্ত মন্দফল হইবে ॥

প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োশ্চন্দ্রঃ সায়ংকালে দিবাকরঃ। তদা নিত্যং জয়ং লাভং বিপরীতন্তু দুঃখদং ॥

প্রভাতে ও মধ্যাহ্ণে বামনাসায় এবং সায়াহ্নে দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহন হইলে নিত্য জয় লাভ হইবে, ইহার বিপরীতে অর্থাৎ প্র[illegible] প্রহর বেলাতে দক্ষিণ-নাসা এবং সন্ধ্যাতে বামনাসা বহিলে, ইহার ফল দ[illegible]ায়ক হইবে ॥

দক্ষিণে যদি বা বামে যত্র সংক্রমতে শিবঃ। তৎপাদমগ্রতঃ কৃত্বা নিঃসরেৎ নিজমন্দিরাৎ ॥

যাত্রাকালে দক্ষিণনাসায় বায়ুবহন হইলে, দক্ষিণ চরণ অগ্রে বাড়াইয়া, অথবা বামনাসায় শ্বাসবহন হইলে অগ্রে বামপদ বাড়াইয়া স্বগৃহ হইতে বহির্গত হইবে ॥

চন্দ্রঃ সম্পদকার্য্যাণি রবিস্তু বিষমঃ সদা। পূর্ণপাদং পরিষ্কৃত্য যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা ॥

সম্পদ কার্য্যাদির নিমিত্ত যাত্রা করিতে হইলে, বামনাসাপুটে যখন শ্বাস বহিতে থাকিবে এবং বিষম ক্রূরকর্ম্মাদির নিমিত্ত যাত্রা করিতে হইলে দক্ষিণনাসাপুটে যে সময় শ্বাস বহিতে থাকিবে, তখন যাত্রা করিবে, তাহা হইলে সেই যাত্রাতে কার্য্যসিদ্ধি হইবে ॥

সপ্তপদাঃ শনিশুক্রে জ্ঞাতব্যাশ্চ বিচক্ষণৈঃ। চন্দ্রে রবৌ পদং রুদ্রং কুজে বুধে তথৈব চ। সার্দ্ধং সদা গুরৌ পাদং জ্ঞাতব্যঞ্চ বিচক্ষণৈঃ ॥

যাত্রাকালে বিচক্ষণ ব্যক্তি শনি ও শুক্রবারে সাতবার; রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবারে একাদশবার এবং বৃহস্পতিবারে অর্দ্ধবার মৃত্তিকাতে পাদক্ষেপণ করিয়া বহির্গত হইবে, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে ॥

যত্রাঙ্গে চরতে বায়ুস্তদঙ্গস্য করস্থলং। সুপ্তোত্থিতে মুখং স্পৃষ্ট্বা লভতে বাঞ্ছিতং ফলং ॥

নিম্নোল্লিখিত ব্যক্তি যে দিকের নাসিকায় বায়ু বহিতে থাকিবে, সেই দিকের করতল মুখদেশে স্পর্শ করিয়া প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে, তাহা হইলে তাহার ইষ্টফল লাভ হইবে ॥

লোকানাং শীঘ্রগন্তব্য শত্রুসমাগমবিবাদে। শত্রুজে তথা প্রাপ্তে হানিশ্চ কলহাগমে ॥ বহতে বহতে নাড়ী প্রাহং গতিকর্ম্মং মৃদাং। চন্দ্রচারে চতুষ্পাদং পঞ্চপাদাশ্চ ভাস্করে ॥ এবঞ্চ গমনং শ্রেষ্ঠং সাধয়েৎ ভুবনত্রয়ং। ন হানিঃ কলহো নৈব কণ্টকে নাপি ভিদ্যতে। নিবর্ত্ততে সুখেনৈব সর্ব্বাপত্তিবিবর্জ্জিতঃ ॥

কোন স্থানে শীঘ্র গমন করিতে হইলে, শত্রুর সহিত বিবাদের জন্য যাইতে হইলে, অথবা হানির কারণ উপস্থিত হইলে, তখন যে নাসিকায় শ্বাস বহন হইবে সেই অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করিয়া যাত্রাকালে ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসিকা বহন সময়ে চারিবার এবং পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকা বহনকালে পঞ্চবার মৃত্তিকাতে পাদবিক্ষেপপূর্ব্বক গৃহহইতে নির্গত হইবে। এবম্বিধ গমনই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ত্রিভুবন জয়পর্য্যন্তও হইবে এবং হানি বা কলহ কিছুই হইবে না, এমন কি একটি কণ্ট ও ফুটিবে না, অর্থাৎ একটু সামান্য বিপদও ঘটিবে না। সকলপ্রকার বিপদ-বিহীন হইয়া স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগত হইবে ॥

গুরুবন্ধুনৃপামাত্যা অন্যেঽপীপ্সিতদায়িনঃ। পূর্ণাঙ্গে খলু কর্ত্তব্যা কার্য্যসিদ্ধির্মনীষিভিঃ ॥

গুরু, বন্ধু, রাজা, মন্ত্রী ও অন্যান্য অভীষ্টকার্য্যক্ষম ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইলে যে নাসিকায় শ্বাস বহন হইবে সেই দিকের বিধানমতে অবস্থিত হইয়া কার্য্যাদি করিবে, এইরূপ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে ॥ ক্রমশঃ—

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র।

প্রথমখণ্ডে নাড়ীপরীক্ষার বিষয় লিখিতে আরম্ভ করা হইয়াছিল, এক্ষণে কিরূপে নাড়ীপরীক্ষা করিবে, তাহার বিবরণ লিখিত হইতেছে।

প্রাতঃকালই নাড়ীপরীক্ষার প্রশস্ত সময় কারণ প্রাতঃকা[illegible]লই নাড়ী স্নিগ্ধভাবে থাকে, মধ্যাহ্নকালে নাড়ী উষ্ণ হয় এবং সায়ংকালে চঞ্চল থ[illegible]াকে, সুতরাং প্রাতঃকালেই নাড়ীপরীক্ষা কর্ত্তব্য। সুস্থলোকের নাড়ীর গ[illegible]িকরূপ তাহা অগ্রে শিক্ষা করিতে হয়, কারণ তাহার জ্ঞান না থাকিলে কো[illegible]নরূপেই রুগ্নাবস্থাব্যক্তির নাড়ীর গতি জানিতে পারিবে না। অতএব অ[illegible]গ্রে সুস্থাবস্থার নাড়ীর গতির লক্ষণ বলা যাইতেছে, যথা—

কণাদঃ—"ভুলতাগমনপ্রায়া স্বস্থা স্বাস্থ্যম[illegible]ী শিরা।"

মতান্তরং যথা—"ভুলতা ভুজগপ্রায়া স্বস্থ[illegible]াময়ী শিরা। সুস্থিতস্থ স্থিতা জ্ঞেয়া তথা বলবতী মতা॥"

সুস্থব্যক্তির নাড়ীর গতি মহীলতা, [illegible]) এবং সর্পের গতির ন্যায় এবং বল-
বতী ও সুস্থ অর্থাৎ জড়তা বা দুর্ব্বলতা [illegible]য়।

আর বহুকাল যাবৎ যাহাদের [illegible] নাই এবং ভবিষ্যতেও শীঘ্র কোন
রোগ হইবে না, এমত ব্যক্তির নাড়ীর [illegible]র লক্ষণ বলা যাইতেছে।

"প্রাতঃস্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নে উষ্ণতান্বিত[illegible]ায়াহ্নে ধাবমানা চ চিরাদ্রোগবিবর্জ্জিতা॥"

মানবের নাড়ী প্রাতঃকালে স্নিগ্ধ [illegible] মৃদুগতি হয়, আর মধ্যাহ্নে উষ্ণ এবং
অপরাহ্নে ধাবমানা অর্থাৎ তীব্রগতি হ[illegible]াকে। যাহার এইরূপ নাড়ীর গতি হয়,
সেই ব্যক্তির বর্ত্তমানে কি অনতি পূ[illegible]ন রোগ হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও শীঘ্র
কোন রোগ হইবে না॥

"সুব্যক্ততা নির্ম্মলত্বং স্বস্থানস্থিতিরেব চ [illegible] অমচাঞ্চল্যং সর্ব্বাসাং শুভলক্ষণং॥"

যদি নাড়ীর স্পন্দন সুব্যক্ত ও জ[illegible]হীন হয়, অথচ অতি লঘু অথবা অতি

ক্রুত না হয় এবং নিজস্থানে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে সেই নাড়ী শুভলক্ষণ-সম্পন্না বলিয়া জানা যায় ॥

"বাতাদ্বক্রগতা নাড়ী চপলা পিত্তবাহিনী। স্থিরা শ্লেষ্মবতী জ্ঞেয়া মিশ্রলিঙ্গা চ মিশ্রিতা ॥"

বাতাধিক্যনাড়ী বক্রভাবে স্পন্দিত হয়, পিত্তাধিক্য নাড়ীর চঞ্চল গতি হয় এবং শ্লেষ্মাধিক্য নাড়ী স্থির অর্থাৎ মৃদুভাবে স্পন্দিত হইয়া থাকে। নাড়ীতে দুইদোষের আধিক্য হইলে দুইদোষের মিলিত লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং ত্রিদোষ মিলিত হইলে ত্রিদোষের লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে ॥

"সর্পজলৌকাদিগতিং বদন্তি বিবুধাঃ প্রভঞ্জনেন। নাড়ীং পিত্তেন কাকলাবকভেকাদিগতিং বিদুঃ সুধিয়ঃ। রাজহংসময়ূরাণাং পারাবতকপোতয়োঃ। কুক্কুটাদিগতিং ধত্তে ধমনী কফসংবৃতা ॥"

জোঁক ও সর্পাদি যেরূপ বক্রভাবে গমন করে, বাতাধিক্য নাড়ীর স্পন্দনও সেইরূপ বক্র হইয়া থাকে। ভেক, কাক এবং লাবপক্ষি প্রভৃতির গতি যেরূপ চঞ্চল দেখা যায়, পিত্তাধিক্য নাড়ীর গতি সেইরূপ চঞ্চল হয়। রাজহংস, ময়ূর, পারাবত, কপোত এবং কুক্কুট প্রভৃতি যেরূপ গমন করে, কফাধিক্যনাড়ীর সেইরূপ স্পন্দন হয় ॥

"মণ্ডূকাদিগতিং নাড়ীং ময়ূরাদিগতিং তথা। পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভূতাং প্রবদন্তি মহাধিয়ঃ। লাব তিত্তিরিবার্ত্তিকগমনং সন্নিপাততঃ। ভুজগাদিগতিং নাড়ীং রাজহংসগতিং তথা। বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতাং ভাষন্তে তদ্বিদো জনাঃ। মুহুঃ সর্পগতিং নাড়ীং মুহুর্ভেকগতিং তথা। বাতপিত্তদ্বয়োদ্ভূতাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥"

ময়ূর ও ভেকাদি যেরূপ গমন করে সেইরূপ নাড়ীর গতিবোধ হইলে তাহাতে পিত্তশ্লেষ্মাধিক্য জানা যায়। তিত্তিরিপক্ষী, বার্ত্তিকপক্ষী এবং লাবপক্ষী যেরূপে গমন করে, সান্নিপাতিক নাড়ীর সেইরূপ গতি হয়। রাজহংস ও সর্পাদির গতির ন্যায় যে নাড়ীর গতি হয়, তাহাকে বাতশ্লেষ্মাধিক্য নাড়ী বলা যায়। যে নাড়ীর বারংবার সর্পের গতি অথবা ভেকের গতির ন্যায় স্পন্দন হয়, তাহাকে বাতপিত্তাধিক্য নাড়ী বলা যায় ॥

ক্রমশঃ—

শাস্ত্রীয় উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সোমরস ঔষধ কি ? তাহা প্রথমখণ্ডে বলা হইয়াছে, এইক্ষণ ঐ সোমরস সেবন করার নিয়ম ও ব্যবস্থা নিম্নে কথিত হইতেছে।

অতোঽন্ততমং সোমমুপযুযুক্ষুঃ সর্ব্বোপকরণপরিচারকোপেতঃ প্রশস্তদেশে ত্রিবৃতমাগারং কারয়িত্বা হৃতদোষঃ প্রতিসংসৃষ্টভক্তঃ প্রশস্তেষু তিথিকরণমুহূর্ত্তনক্ষত্রেষু অংশুমন্তমাদায়াধ্বরকল্পেনাহৃতমভিষুতমভিহুতঞ্চ চান্তরাগারে কৃতমঙ্গলঃ সোমকন্দং সুবর্ণসূচ্যা বিদার্য্য পয়ো গৃহ্ণীয়াৎ সৌবর্ণে পাত্রেঽঞ্জলিমাত্রং। ততঃ সকৃদেবোপযুঞ্জীত নাস্বাদয়ংস্তত উপস্পৃশ্য শেষমপ্সবসাদ্য যমনিয়মাভ্যামাত্মানং সংযোজ্য বাগ্যতোঽভ্যন্তরতঃ সুহৃদ্ভিরুপাস্যমানো বিহরেৎ। রসায়নং পীতবাংস্তু নিবাতে তন্মনাঃ শুচিঃ। আসীত তিষ্ঠেৎ ক্রামেচ্চ ন কথঞ্চন সংবিশেৎ॥ সায়ং বা ভুক্তবান্ কৃতশান্তিঃ কুশশয্যায়াং কৃষ্ণাজিনোত্তরায়াং সুহৃদ্ভিরুপাস্যমানঃ শয়ীত তৃষিতো বা শীতোদকমাত্রং পিবেৎ। ততঃ প্রাতরুত্থায়োপক্রতশান্তিঃ কৃতমঙ্গলো গাং স্পৃষ্ট্বা তথৈবাসীৎ। তস্য জীর্ণে সোমে ছর্দ্দিরুপপদ্যতে ততঃ শোণিতাক্তং কৃমিব্যামিশ্রং ছর্দ্দিতবতঃ সায়ং শৃতশীতং ক্ষীরং বিতরেৎ। ততস্তৃতীয়েঽহনি কৃমিব্যামিশ্রমতিসার্য্যতে। স তেনানিষ্টপ্রতিগ্রহভুক্তপ্রভৃতিভির্দ্দোষৈর্মুক্তঃ শুদ্ধতনুর্ভবতি। ততঃ সায়ং স্নাতস্য পূর্ব্ববদেব ক্ষীরং বিতরেৎ। ক্ষৌমবস্ত্রাস্তৃতায়াং চৈনং শয্যায়াং শায়য়েত। ততশ্চতুর্থেঽহনি তস্য শ্বয়থুরুৎপদ্যতে। ততঃ সর্ব্বাঙ্গেভ্যঃ কৃময়ো নিষ্ক্রামন্তি তদহশ্চ শয্যায়াং পাংশুভিরবকীর্য্যমাণঃ শয়ীত। ততঃ সায়ং পূর্ব্ববদেব ক্ষীরং বিতরেৎ। এবং পঞ্চমষষ্ঠয়োর্দ্দিবসয়োর্বর্ত্তেত কেবলমুভয়কালমস্মৈ ক্ষীরং বিতরেত্ততঃ সপ্তমেঽহনি নির্মাংসত্বগস্থিভূতঃ কেবলং সোমপরিগ্রহাদেবোচ্ছ্বসিতি। তদহশ্চ ক্ষীরেণ সুখোষ্ণেন পরিষিচ্য তিলমধুকচন্দনানুলিপ্তদেহং পয়ঃ পায়য়েৎ। ততোঽষ্টমেঽহনি, প্রাতরেব ক্ষীরপরিষিক্তং চন্দনপ্রদিগ্ধগাত্রং পয়ঃ পায়য়িত্বা পাংশুশয্যাং সমুৎসৃজ্য ক্ষৌমাস্তৃতায়াং শায়য়েত্ততো মাংসমাপ্যায়তে ত্বক্ চাবদলতি দশনখরোমাণি চাস্য পতন্তি। তস্য দশমদিবসাৎপ্রভৃত্যণুতৈলাভ্যঙ্গঃ সোমবল্ককষায়পরিষেকঃ। ততো দশমেঽহন্যেতদেব বিতরেৎ। ততোঽস্য ত্বক্ স্থিরতামুপৈতি। একাদশদ্বাদশয়োর্বর্ত্তেত। তত্র ত্রয়োদশাৎ প্রভৃতি সোমবল্ককষায়পরিষেকঃ। এবমাষোড়শাদহ্নস্ততঃ সপ্তদশাষ্টাদশয়োর্দ্দিবসয়োর্দশনা জায়ন্তে শিখরিণঃ স্নিগ্ধা বজ্রবৈদূর্য্যস্ফটিকদিকাশাঃ সমাঃ স্থিরাঃ সহিষ্ণবঃ। তদা প্রভৃতি চ মধুরৈঃ শালিতণ্ডুলৈঃ ক্ষীরযবাগূমুপসেবেত যাবৎ পঞ্চবিংশতিরিতি। ততোঽস্মৈ দদ্যাজ্জ্যোৎস্নাদনং মৃদুভক্তমাদৌ পয়সা। ততোঽস্য নখা জায়ন্তে বিদ্রুমেন্দ্রগোপকতরুণাদিত্যপ্রকাশাঃ স্থিরাঃ স্নিগ্ধা লক্ষণসম্পন্নাঃ কেশাশ্চ জায়ন্তে ত্বক্ চ নীলোৎপলাতসীপুষ্পবৈদূর্য্যপ্রকাশাঃ। ঊর্দ্ধঞ্চ মাসাৎ কেশান্ বাপয়েদ্বাপয়িত্বা চোশীরচন্দনকৃষ্ণতিলকল্কৈঃ শিরঃ প্রদিহ্যাৎ পয়সা বা স্নাপয়েৎ। ততোঽন্তাসপ্তরাত্রাৎ কেশা জায়ন্তে ভ্রমরাঞ্জননিভাঃ কুঞ্চিতাঃ স্নিগ্ধাস্তত্রিরাত্রাৎ প্রথমপরিসরান্নিষ্ক্রম্য মুহূর্ত্তং স্থিত্বা পুনরেবান্তঃ প্রবিশেৎ। ততোঽস্য বলাতৈলমভ্যঙ্গার্থেঽবচার্য্যং। যবপিষ্টমুদ্বর্ত্তনার্থে। সুখোষ্ণঞ্চ পয়ঃ পরিষেকার্থে। অশ্বকর্ণকষায়মুৎসাদনার্থে। সৌম্যং কূপোদকং স্নানার্থে। চন্দনমনুলেপার্থে। আমলকরসবিমিশ্রাশ্চাস্য যূষসূপবিকল্পাঃ। ক্ষীরমধুকসিদ্ধঞ্চ কৃষ্ণতিলমবচারণার্থে। এবং দশরাত্রং ততোঽন্যদশরাত্রং দ্বিতীয়ে পরিসরে বর্ত্ততে। ততস্তৃতীয়ে পরিসরে স্থিরীকুর্ব্বন্নাত্মানমন্যদশরাত্রমাসীত। কিঞ্চিদাতপপবনান্ বা সেবেত পুনশ্চান্তঃ প্রবিশেৎ। ন চাত্মানমাদর্শেষু বা নিরীক্ষেত রূপশালিত্বাৎ। ততোঽন্যদশরাত্রং ক্রোধাদীন্ পরিহরেদেবং সর্ব্বেষামুপযোগঃ। বিশেষতস্তু ষষ্ঠীপ্রতানকুপারকঃ সোমাঃ স্ফাটিতব্যাঃ। তেষাস্তু প্রমাণমর্দ্ধচতুর্থমুষ্টয়ঃ॥

ইহাদের মধ্যে কোন একপ্রকার সোম সেবন করিতে হইলে, প্রথমে প্রশস্ত স্থানে তিনটি আবরণে আবৃত একটি গৃহ প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই গৃহটি সর্ব্বপ্রকার উপকরণসম্পন্ন, পরিচারকগণে পূর্ণ ও দোষশূন্য করিবে। পরে সোমসেবনাভিলাষী ব্যক্তি অন্নভোজন পরিত্যাগপূর্ব্বক শরীর সংশুদ্ধ করিয়া উত্তম তিথি, করণ ও নক্ষত্রবিশিষ্ট শুভক্ষণে যজ্ঞীয় সমিধাদি আহরণ প্রণালীতে অংশুমান্ নামক সোম আহরণ, অভিষেচন ও হোম করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিবে। অনন্তর মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক সেই সোমের কন্দ স্বর্ণময় সূচীদ্বারা বিদারণ করিয়া স্বর্ণময়পাত্রে অঞ্জলিপ্রমাণ সেই সোমের ক্ষীর (রস, আটা) গ্রহণ করিবে। তৎপরে সেই অঞ্জলিপরিমিত সোমরস আস্বাদন না করিয়া একবারেই পান করিবে। তারপর আচমন করিয়া, সেই পানাবশিষ্ট সোমরস যাহা থাকিবে, তাহা জলে ফেলিয়া দিয়া যম ও নিয়মদ্বারা আত্মসংযমনপূর্ব্বক সংযত হইয়া সেই গৃহের মধ্যে আত্মীয়বান্ধবাদিদ্বারা পরিবৃত ও উপাসিত হইয়া বিহার করিবে, অর্থাৎ ক্রীড়াকৌতুকদ্বারা আনন্দে সময়াতিপাত করিবে। এইরূপে সোমরস পান করিয়া বায়ুবিহীন স্থানে একমনা ও পবিত্র হইয়া অবস্থান, সঞ্চরণ, উপবেশনাদি করিবে, কিন্তু কদাপি নিদ্রা যাইবে না।

সায়ংসময়ে সোমরস পান করিলে শান্তিবাক্য শ্রবণকরিয়া কুশময়ী শয্যার উপরি কৃষ্ণসারমৃগের চর্ম্ম পাতিয়া, তাহাতে শয়ন করিবে এবং চারিপার্শ্বে মিত্রস্বজনাদিকর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিবে। আর পিপাসা হইলে পরিমিতমাত্রায় সুশীতল জল পান করিবে। পরে প্রভাতসময়ে শয্যা হইতে উঠিয়া পুনর্ব্বার শান্তিবাক্যশ্রবণপূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ ও গোস্পর্শ করিয়া উপবেশন করিবে।

এই সোম উদরে জীর্ণ হইলে বমন হইতে আরম্ভ হইবে। তাহার পর রক্তলিপ্ত কৃমিমিশ্রিত বমন হইয়া গেলে, সায়ংকালে পরিপক্ব শীতল দুগ্ধ পানকরিবে। তৃতীয় দিবসে কৃমিমিশ্রিত বিরেচন হইবে। এই বিরেচনদ্বারা কদর্য্য দ্রব্যাদি গ্রহণ, ভোজন ইত্যাদি জনিত দোষ হইতে মুক্ত হইয়া শরীর বিশুদ্ধ হইবে। তাহার পর সায়ংকালে স্নানকরিয়া পূর্ব্ববৎ দুগ্ধপান করিবে এবং শয্যাতে পট্টবস্ত্র বিস্তীর্ণ করিয়া শয়ন করিবে। অনন্তর চতুর্থ দিনে তাহার শরীরে শোথ হইবে। পরে সকল অঙ্গ হইতে কৃমিনির্গত হইতে থাকিবে। সেই দিনে শয্যাতে ধূলী বিকীর্ণ করিয়া শয়ন করিবে। পরে সায়ংকালে পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধপান করিবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠদিনেও এইরূপ নিয়ম, কেবল প্রভেদ এই যে, প্রভাত ও সায়ং এই দুই সন্ধ্যাতেই পূর্ব্ববৎ দুগ্ধপান করিবে। সমস্ত দিনমধ্যে শরীর মাংসশূন্য হইয়া চর্ম্ম ও অস্থিমাত্রাবশিষ্ট হয় এবং কেবল সোমরসের মাহাত্ম্যে জীবিত থাকে। ঐ দিনে দেহে অল্প উষ্ণ দুগ্ধ পরিষেচন এবং তিল, যষ্টিমধু ও চন্দন একত্র পেষণকরিয়া তদ্দ্বারা লেপন ও দুগ্ধপান

করিবে। অনন্তর অষ্টম দিবসে প্রভাত সময়ে শরীরে দুগ্ধপরিষেচন ও চন্দনলেপন করিয়া, দুগ্ধপানপূর্ব্বক ধূলীবিকর্ণশয্যা পরিত্যাগ করিবে এবং পট্টবস্ত্রবিস্তীর্ণ শয্যাতে শয়ন করিবে। ঐ সময়ে মাংস বর্দ্ধিত ও চর্ম্ম পুষ্ট হইবে এবং দন্ত, নখ ও রোম সকল পতিত হইবে। নবম দিন হইতে শরীরে পাতলা তৈল মর্দ্দন ও শ্বেতখদিরের কাথ সেবন করিবে। দশম দিনেও ঐরূপ ক্রিয়া করিবে। ইহাতে চর্ম্মের স্থিরতা জন্মিবে। একাদশ ও দ্বাদশ দিবসেও এইরূপ প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। পরে ত্রয়োদশ-অবধি ষোড়শদিন পর্য্যন্ত কেবল শরীরে শ্বেতখদিরের কাথ পরিষেচন করিবে। অনন্তর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ দিবসের মধ্যে দন্তসকল জন্মিবে। ঐ দন্তসকল শিখরবিশিষ্ট (কোণবিশিষ্ট ও ধারাল), স্নিগ্ধ, বজ্রবদ্দৃঢ়, বৈদূর্য্যমণির ন্যায় সুন্দর, স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ, পরস্পর সমান, স্থির এবং সহিষ্ণু (চর্ব্বণক্ষম) হইবে। এই দন্তবহির্গমনের দিন অবধি পঞ্চবিংশদিনপর্য্যন্ত নূতন শালিতণ্ডুল ও যবমণ্ড দুগ্ধে পাক করিয়া সেবন করিবে। পঞ্চবিংশ দিবসের পর প্রভাত ও সায়ং এই উভয়কালে শালিতণ্ডুলের কোমল অন্ন দুগ্ধের সহিত আহার করিবে। অনন্তর নখসকল জন্মিবে,—ঐ নখগুলি প্রবাল, ইন্দ্রগোপকীট বা নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ ও দৃঢ় হইবে। পরে স্নিগ্ধ ও সুলক্ষণ কেশ জন্মিবে। ঐ কেশের এবং দেহস্থ চর্ম্মের বর্ণ নীলপদ্ম, অতসীপুষ্প বা নীলকান্তমণির ন্যায় হইবে। একমাস পরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া, তাহাতে বীরণমূল, চন্দন ও কৃষ্ণতিলের খইল একত্র বাটিয়া লেপন করিবে, অথবা দুগ্ধে স্নান করিবে।

অনন্তর সপ্তরাত্রের পর ভ্রমর বা অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কুঞ্চিত ও স্নিগ্ধ কেশ-কলাপ উৎপন্ন হইবে। তাহার ত্রিরাত্র পরে ঐ গৃহের প্রথম আবরণ হইতে বহির্গত হইয়া মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে। এই সোম-সেবনকারী ব্যক্তিকে এক্ষণে শরীরে মর্দ্দনের নিমিত্ত বলাতৈল, নির্ম্মলকরণজন্য পিষ্ট যব, পরিষেচনের নিমিত্ত অল্পোষ্ণ দুগ্ধ, পরিশোধনের নিমিত্ত শালবৃক্ষের কাথ, স্নানের নিমিত্ত বীরণমূলের সহিত কূপের জল, বিলেপনের নিমিত্ত চন্দন এবং অবচারণের নিমিত্ত আমলকীরস মিশ্রিত যূষ বা সূপ, দুগ্ধ এবং যষ্টিমধুসহকারে সিদ্ধ কৃষ্ণতিল প্রদান করিবে। এইরূপ নিয়মে দশরাত্র যাপন করিবে। পরে এই নিয়মেই আর দশ রাত্র ঐ গৃহের দ্বিতীয় আবরণে আবৃত অংশে অবস্থিতি করিবে। অনন্তর ঐ গৃহের তৃতীয় আবরণে আবৃত অংশে আর দশরাত্র মনঃস্থির করিয়া অবস্থান করিবে। বহির্ভাগে কিঞ্চিৎ আতপ ও বায়ু সেবন করিয়া পুনর্ব্বার গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। রূপশালিতাহেতু আপনাকে দর্পণে অবলোকন করিবেনা। অনন্তর আর দশরাত্র রাগাদি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রকার খাদ্য ভক্ষণ করিবে। বিশেষত বল্লী (লতা), প্রতান (বিস্তীর্ণলতা), ক্ষুপ (হ্রস্বশাখ ক্ষুদ্র-বৃক্ষ) প্রভৃতি জাতীয় সোম ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। ইহাদের সেবনের পরিমাণ সার্দ্ধ-তিনমুষ্টি।

ক্রমশঃ—



কান্যকুব্জদেশ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ রাজা আদিশূরের বিক্রমপুরস্থ বাটীতে উপস্থিত হইয়া ছিলেন তাঁহারা কোন্ বেশে আগমন করিয়াছিলেন তাহার সংস্কৃত বচন পূর্ব্বখণ্ডে লিখিত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহার বঙ্গানুবাদ ও কুলীনদিগের গাঁইগোত্র ইত্যাদি বিবৃত হইতেছে।

ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক সভৃত্য গোযান ইত্যাদিতে আরোহণপূর্ব্বক চরণে চর্ম্মপাদুকা ধারণকরিয়া ও সূচিবিদ্ধবস্ত্রে আবৃত হইয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে রাজদ্বারে উপনীত হইয়া নরপতির নিকটে তাহাদিগের আগমন বার্ত্তা জানাইতে দ্বারবান্‌কে বলিলেন, তদনুসারে দ্বারবান্ ত্বরা করি, রাজসমীপে যাইয়া ব্রাহ্মণদিগের আগমন সংবাদ দিলে নরপতি প্রথমতঃ তাহা শ্রবণে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণেরা কি বেশে উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বারবান্ বলিল, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ গোযানে আরোহণ ও চরণে চর্ম্মপাদুকা ধারণ করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে আগমন করিয়াছেন। দ্বারবান্‌মুখে ঐরূপ ব্রাহ্মণ-দিগের আচারাদিশ্রবণে ভাবিতে লাগিলেন, উঁহারা আচারপূত এবং ক্রিয়াকুশল না হওয়াই সম্ভব। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহাদের প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রযুক্ত সহসা সাক্ষাৎ না করিয়া দ্বারবান্‌কে কহিলেন, তুমি যাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বল, আমি কার্য্যান্তরে আশক্ত আছি, এইক্ষণ সাক্ষাৎ করিতে পারিব না, পশ্চাৎ অবকাশ মতে সাক্ষাৎ করিব। এইক্ষণ তাঁহারা পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন, অতএব বাসস্থানে গিয়া শ্রান্তিদূর করুন। তখন দ্বারবান্ প্রত্যাগত হইয়া সংবাদ দিলে ব্রাহ্মণেরা যোগবলে রাজার মনোগত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য যে জলগণ্ডুষ ও পুষ্পাদি হস্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, ঐ করস্থিত জলগণ্ডুষ ও পুষ্পাদি রাজদ্বারস্থ হস্তিবন্ধনের জন্য যে শুষ্ক মল্ল অর্থাৎ গজারি কাষ্ঠ ছিল তাহার উপরি অর্পণ করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণদিগের অলৌকিক শক্তি ক্রমে আশীর্ব্বাদীয় পুষ্পবারি ঐ শুষ্ক মল্লকাষ্ঠে স্পর্শমাত্র তৎক্ষণাৎ চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ নূতন পল্লব ও পুষ্পধারণে জীবিত হইয়া উঠিল। দ্বারবান্ ঐ অদ্ভুত-ব্যাপার দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিল। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহাদের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিল। তখন আস্তে ব্যস্তে পঞ্চ ব্রাহ্মণের নিকট সমাগত হইয়া গললগ্নীকৃত-বাসে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তুতিবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহাদিগকে পুনঃ প্রত্যাগত করাইলেন এবং যথোপযুক্ত বাসস্থান দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন। ঐ যজ্ঞে ভট্টনারায়ণ হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন বিধায় তাঁহাকে বক্রী চারিজন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বসাইয়াছিলেন। পরে যাগপ্রভাবে রাজমহিষী গর্ভবতী হইয়া যথাকালে একপুত্র প্রসব করিলেন, ইহাতে রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নিজরাজ্যে বাসকরিবার জন্য ব্রাহ্মণগণকে অনুরোধ করিলে তাঁহারা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সম্মত হইলেন এবং ভূমিদান গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে রাজা যৎসামান্য মূল্য লইয়া অনেকগুলি গ্রাম দিলেন। তাহাতে তাঁহারা বাস করিতে লাগিলেন। পরে রাজা ঐ ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্য কয়েকজনের উপযুক্ত বাসস্থান প্রদান করিবেন এই অভিপ্রায়ের জন্য তাহাদিগকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তন্মধ্যে পুরুষোত্তম দত্ত ভিন্ন অপর চারিজন ব্রাহ্মণের দাস বলিয়া স্বীকার করিলে তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান ও উপযুক্ত বাসস্থান দিয়াছিলেন, কিন্তু পুরুষোত্তম দত্ত দাসভাব স্বীকার না করাতে তাহাকে সম্মান না করিয়া কেবলমাত্র তাহার বাসোপযোগী একখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন।

পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে অবস্থিতি।

ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শ। চত্বারঃ শ্রীহর্ষাদ্যা দ্বাদশ বেদগর্ভতঃ। একাদশাঃ সমাখ্যাত ছান্দড়স্য তদুদ্ভবাঃ।

ভট্টনারায়ণ মহারাজা আদিশূরের নিকট হইতে অল্পমূল্যে অনেকগুলি গ্রাম ক্রয় করিয়া শ্রীহর্ষাদি অপর চারি জনের সহিত বঙ্গদেশে বসতি করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে ভট্টনারায়ণের ষোল, দক্ষের ষোল, শ্রীহর্ষের চারি, ছান্দড়ের এগার ও বেদগর্ভের বার; সমুদায় ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চবিপ্রের উনষষ্টি পুত্র জন্মে।

শাণ্ডিল্যগোত্র ভট্টনারায়ণের নাম ও তাঁহাদিগের গাঁই নিরূপণ।

বন্দ্যঃ কুসুমো দীর্ঘাঙ্গী ঘোষলী বটব্যালকঃ। পারিকুলা কুশারিশ্চ কুলভিঃ সেয়কো গড়ঃ। আকাশঃ কেশরী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ। ভট্টবংশোদ্ভবা এতে শাণ্ডিল্যে ষোড়শঃ স্মৃতাঃ॥

মহারাজা আদিশূর ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণের পুত্রদিগকে গাঁই আখ্যা প্রদান করেন। কালসহকারে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চবিপ্র লোকান্তর গমন করিলে তাঁহাদিগের পুত্রগণ যথাবিধি পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক বঙ্গদেশে বসতি করিতে লাগিলেন। ক্রমতঃ তাহাদিগের বংশবিস্তার হইতে লাগিল। মহারাজা কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশবিস্তার দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, কোনরূপে প্রকারভেদ না করিতে পারিলে অত্রত্য সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের সহিত ইহাদিগের পরস্পর সংস্রব হইয়া কালক্রমে সমুদায় ব্রাহ্মণ একজাতীয় হইয়া যাইবে, অতএব পঞ্চগোত্রের উনষষ্টি পুত্রকে পৃথক পৃথক্ গ্রামে বাস করাইয়া গ্রামের নামানুসারে প্রত্যেককে গাঁই আখ্যা প্রদান করেন। বন্দ্য, কুসুম, দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষলী, বটব্যাল, পারিহাল, কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, সেয়ক, গড়গড়ি, আকাশ, কেশরী, মাষচটক, বসুয়ারি ও করাল; এই ষোলটি গাঁই আখ্যা ভট্টনারায়ণের পুত্রদিগকে প্রদান করিলেন॥

আদৌ বন্দ্য বরাহঃ স্যাৎ রামো গড়গড়ীকো মতঃ। নীপঃ স্যাৎ কেশরী চৈব লালঃ কুসুমকুলিকঃ। বটুঃ স্যাৎ পারিহালোহংসো কুলভিশুক্রিনামকঃ। গণো ঘোষালিতাং প্রাপ্তঃ সেয়ঃ শাণ্ডেশ্বরস্তথা। বুড়ো মাষচটকশ্চৈব বটব্যালো বিকর্ত্তনঃ। বসুয়ারিস্তথা নীলঃ করালো মধুসূদনঃ॥

কুশী চ কোয়নামা চ কুলীশশ্চৈব বাসুকঃ। আকাশো মাধবো দীর্ঘগ্রামী চৈব মহামতিঃ। এতে ষোড়শশাণ্ডিল্যাঃ কথিতা রাজপূজিতাঃ॥

ভট্টনারায়ণের বরাহ, রাম, নীপ, লাল, বটুক, শুক্রি, গুণমণি, শাণ্ড, বুড়, বিকর্ত্তন, নীল, মধুসূদন, কোয়, বাসু, মাধব ও মহামতি এই ষোড়শ পুত্র জন্মে।

প্রবাদ আছে যে, ভট্টনারায়ণ যজ্ঞে হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ভট্টনারায়ণকে মধ্যে বসাইয়া তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অপর চারিজনকে বসাইতেন এবং সর্ব্বাগ্রে সেই ভট্টনারায়ণের বংশে "গাঁই" আখ্যা প্রদান করেন। ভট্টনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র বরাহই আদিতে আখ্যালাভ করেন, অতএব তাঁহার নামের পূর্ব্বে আদিশব্দপ্রযুক্ত হইয়া আদিবরাহ নামে অভিহিত হইয়াছেন। শাণ্ডিল্যগোত্র ভট্টনারায়ণের পুত্রগণের মধ্য আদিবরাহ বন্দ্যঘটী (বাড়ুরি), রাম গড়গড়ী, নীপ কেশরকুলী, লাল কুসুমকুলী, বটুক পারিহাল, শুক্রি কুলভি, গুণমণি ঘোষাল, শাণ্ড বা সাহ সেয়ক বা সেয়, বুড় (গণপতি) মাষচটক, বিকর্ত্তন বা মহামতি বটব্যাল, নীল (বিক) বসুয়ারি, মধুসূদন করাল, কোয় বা নিহ্নো কুশারি, বাসু বা শুভ কুলকুলী, মাধব বা বিভু আকাশ, মহামতি বা গুণ্ড দীর্ঘাঙ্গী গাঁই এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। অদ্যাপিও উহারা ঐ সকল গাঁই বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন॥

কাশ্যপগোত্র দক্ষের পুত্রগণের নাম ও তাঁহাদিগের গাঁই নিরূপণ।

চট্টোঽম্বুলী তৈলবাটি পোড়ারির্হড়গুড়কৌ। ভূরিশ্চ পালধিশ্চৈব পর্কটিঃ পুষলী তথা। মূলগ্রামী কোয়ারিশ্চ পলশায়ী চ পীতকঃ। শিমলায়ী তথা ভট্ট ইমে কাশ্যপসংজ্ঞকাঃ॥

কাশ্যপগোত্র দক্ষের ষোড়শ পুত্রকে মহারাজা আদিশূর যে ষোড়শ গাঁই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এই—গুড়, অম্বুলী, ভূরিশ, তৈলবাটী, পীতমুণ্ডী, চাটুতি, পলশায়ী, হড়, পোড়ারি, পালধি, কোয়ারি, পাকড়াশী, শিমলায়ী, পুষলী, ভট্ট ও মূলগ্রামী। দক্ষের ষোড়শ পুত্র এই ষোড়শ গাঁই আখ্যা পাইয়াছিলেন॥

ধীরোহভবদ্ গুড়গ্রামী নীরঃ স্যাদম্বুলীয়কঃ। ভূরিগ্রামী শুভশ্চৈব শঙ্কুঃ স্যাত্তৈলবাটিকঃ। কৌতুকঃ পীতমুণ্ডিঃ স্যাৎ চট্টগ্রামী সুলোচনঃ। পলশায়ী পালুনামা হড়ঃ কাকো মতস্তথা। পোড়ারিঃ কৃষ্ণসংজ্ঞোঽসৌ পালধী রামনামকঃ। কোয়ারী জননামা স্যাৎ পর্কটির্বনমালিকঃ। শিমলায়ী শ্রীহরিঃ স্যাজ্জটঃ পুষলিকস্তথা। ভট্টগ্রামী শশিধরো মূলগ্রামী চ কেশবঃ। এতে ষোড়শসম্ভূতাঃ কাশ্যপাশ্চেতি সংজ্ঞিতাঃ॥

দক্ষের যে ষোড়শ পুত্র হয়, তাহাদিগের নাম—ধীর, নীর, শুভ, শঙ্কু, কৌতুক, সুলোচন, পালু, কাক, কৃষ্ণ, রাম, জন, বনমালী, শ্রীহরি, জট, শশিধর ও কেশব। ইহাদিগের মধ্যে ধীর গুড়, নীর অম্বুলী, শুভ ভূরিগ্রামী, শঙ্কু তৈলবাটী, কৌতুক পীতমুণ্ডী, সুলোচন চাটুতি, পালু পলশায়ী, কাক হড়, কৃষ্ণ পোড়ারি, রাম পালধি, জন কোয়ারি, বনমালী পাকড়াশী, শ্রীহরি শিমলায়ী, জট পুষলী, শশিধর ভট্ট, কেশব মূলগ্রামী গাঁই আখ্যা পাইয়াছিলেন॥ ক্রমশঃ—



OCCULT SCIENCES.

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ষট্ কর্ম্মের প্রক্রিয়া বলা হইতেছে।

স্ত্রীবশীকরণ।

ত্রিংশৎ চনকবীজানি ষোড়শেন্দ্রযবাস্তথা। গোদন্তং নরদন্তঞ্চ পিষ্ট্বা তৈলেন লেপয়েৎ। ললাটে তিলকং কৃত্বা বশী কুর্য্যাত্তিলোত্তমাং॥

ত্রিশটী ছোলা, ষোলটী ইন্দ্রযব, গোদন্ত ও নরদন্ত তৈলের সহিত পেষণ করিয়া ললাটে তিলক করিবে, ইহাতে তিলোত্তমাকেও বশীভূতা করিতে পারা যায়, অন্যস্ত্রীর আর কথা কি?

টঙ্কনং মধুযষ্টী চ রোচনং চিতিভস্ম চ। কাকজঙ্ঘাসমং ক্ষৌদ্রং তিলকে স্ত্রী বশী ভবেৎ॥

সোহাগা, যষ্টিমধু, গোরচনা, চিতার ভস্ম ও কাকজঙ্ঘা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া একত্র মধুর সহিত তিলক করিলে স্ত্রীগণ বশীভূতা হয়॥

পুষ্যে পুষ্পঞ্চ সংগ্রাহ্যং ভরণ্যাঞ্চ ফলং তথা। শাখাঞ্চৈব বিশাখায়াং হস্তে পত্রং তথৈব চ। মূলে মূলং সমুদ্ধৃত্য কৃষ্ণোন্মত্তস্য চ ক্রমাৎ। পিষ্ট্বা কর্পূরসংযুক্তং কুঙ্কুমং রোচনং সমং। তিলকে স্ত্রী বশং যাতি যদি সাক্ষাদরুন্ধতী॥

পুষ্যানক্ষত্রে কৃষ্ণধুস্তূরের পুষ্প, ভরণীনক্ষত্রে ফল, বিশাখানক্ষত্রে শাখা, হস্তানক্ষত্রে পত্র, মূলানক্ষত্রে মূল, উদ্ধৃত করিয়া একত্র পেষণ করিয়া তাহার সহিত কুঙ্কুম, কর্পূর ও গোরচোনা মিশ্রিত করিয়া তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয়। ইহাতে অরুন্ধতী ও বশীভূতা হইয়া থাকে॥

কাকজঙ্ঘা বচা কুষ্ঠং বিল্বপত্রঞ্চ কুঙ্কুমং। স্বরক্তসংযুতং ভালে তিলকং ধারয়েদ্বুধঃ॥

কাকজঙ্ঘা, বচ, কুড়, বিল্বপত্র, কুঙ্কুম ও স্বীয়রক্ত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কপালে তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয়॥ ক্রমশঃ—

আকর্ষণ।

রক্তবস্ত্রে লিখেদ্ যন্ত্রং লাক্ষয়া রক্তচন্দনৈঃ। পূজাং তত্র তরোর্ম্মূলে নিখনেন্মৃত্তিকাতলে। ত্রিসপ্তাহং সদা সিঞ্চেৎ প্রাতস্তণ্ডুলোদকৈঃ। দূরাদাকর্ষয়েন্নারীং যদি সা নিগড়ান্বিতা॥

রক্তবস্ত্রে লাক্ষারস ও রক্তচন্দনদ্বারা যন্ত্র লিখিয়া সেই যন্ত্রের উপরে দেবতার পূজা করিবে। অনন্তর ঐ যন্ত্র বৃক্ষমূলে মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে তণ্ডুলোদকদ্বারা সেচন করিবে। এইরূপ তিন সপ্তাহপর্য্যন্ত সেচন করিলে দূর হইতে নিগড়বদ্ধা নারীও আকৃষ্ট হইয়া আসে॥

পূর্ব্বোক্তৈর্যোগৈর্মন্ত্রৈঃ রক্তবস্ত্রে লিখেৎ সদা। নৈমিত্তিকদ্রব্যেণ প্রলেপাদিকং পূর্ব্ববৎ। তদ্বস্ত্রং পুত্তলেদ্ধারী নিগড়ে পাতয়েত্ততঃ। সদ্যাকর্ষয়েদ্ বদ্ধা নিগড়ৈঃ প্রপীড়িতং॥

লাক্ষারস ও রক্তচন্দনদ্বারা রক্তবস্ত্রে যন্ত্র লিখিয়া ঐ যন্ত্র রক্তসূত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে, তৎপরে পূর্ব্ববৎ ধ্যান, পূজা ও মন্ত্রজপ করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে শিবতুল্য ব্যক্তিও শীঘ্র আকৃষ্ট হইয়া আসে॥

পূর্ব্বোক্তৈরৌষধৈর্যন্ত্রং পূজয়িত্বা তথা ক্ষিপেৎ। নাগবল্লীদলে যন্ত্রাজ্জপেদ্ধ্যাত্বেতু পূর্ব্ববৎ। ত্রিসপ্তাহে দিনে প্রাপ্তে সম্যগাকর্ষণং ভবেৎ॥

লাক্ষারস ও রক্তচন্দনদ্বারা তাম্বূলপত্রে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া পূর্ব্ববৎ ধ্যান, পূজা ও জপ করিবে। এইরূপে তিনসপ্তাহপর্য্যন্ত ধ্যানপূজাদি করিলে শীঘ্র আকর্ষণ হইয়া থাকে॥

পূর্ব্বোক্তৈরৌষধৈর্যন্ত্রং পূজয়েন্মন্ত্রসংযুতং। বেষ্টয়েৎ পদ্মসূত্রেণ নিক্ষিপেৎ কলসান্তরে। তত্রৈব পূজয়েন্নিত্যং মাসাদাকর্ষণং ভবেৎ। পূর্ব্ববদ্ধ্যানমন্ত্রেণ শত্রুবেধেন ভাবিতং॥

পূর্ব্বোক্ত ঔষধদ্বারা তাম্বূলপত্রে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পূজা করিবে পরে পদ্মসূত্রদ্বারা বেষ্টন করত কলসমধ্যে নিক্ষেপ করিবে, অনন্তর ঐকলসে পূর্ব্ববৎ নিত্যপূজাদি করিবে। এইরূপে একমাস পর্য্যন্ত পূজাদি করিলে আকর্ষণ হয়। এইস্থলে যে যন্ত্র ও পূজাদি কথিত হইল, তাহাতে চামুণ্ডা যন্ত্র ও রক্তচামুণ্ডার পূজাদি জানিবে॥ ক্রমশঃ—

স্তম্ভন।

উষ্ট্রাস্থি চতুর্দ্দিক্ষু নিখনেদ্ভূতলে ধ্রুবং। গোমেষমহিষীবাজীন্ স্তম্ভয়েৎ করিণোপি চ॥

যে স্থানে গো, মেষ, মহিষী, ঘোটক ও হস্তী বাস করে সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে উষ্ট্রের অস্থি ভূতলে পুতিয়া রাখিলে ঐ সকল গো মেষাদির স্তম্ভন হইয়া থাকে॥

শ্বেতগুঞ্জাফলং বাপ্যং নৃপাত্রে পীতমৃৎসহ। নিশি কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং ত্রিদিনং তত্র জাগয়েৎ। নিত্যং সিঞ্চেজ্জলেনৈব মন্ত্রং পূজাঞ্চ কারয়েৎ। তস্যাঃ শাখা লতা গ্রাহ্যা স্তম্ভকে সুমন্ত্রিতা। ক্ষিপেদ্যস্যাসনে তাং [illegible] তং ধ্রুবং। ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ বজ্ররূপায় নমঃ। ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ রক্ষ ভবেদ্গাধি অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা। অয়ং গুঞ্জামন্ত্রঃ॥

শ্বেতগুঞ্জাফল মনুষ্যমস্তকে পীতমৃত্তিকার সহিত পুতিয়া রাখিবে। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে এই বীজ বপন করিয়া তিনদিবস সেই স্থানে জাগরণ করিয়া থাকিবে এবং প্রত্যহ জলসিঞ্চন করিবে। তৎপরে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ বজ্ররূপায় নমঃ। ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ রক্ষ ভবেদ্গাধি অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা, এই মন্ত্রে পূজা ও উক্তমন্ত্র জপ করিবে। ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে তাহার শাখা ও লতা গ্রহণ করিয়া স্তম্ভনমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত যাহার আসনতলে নিক্ষেপ করিবে, নিশ্চয় সেই ব্যক্তির স্তম্ভন হইবে॥

হরিদ্রাকারিতঃ পদ্মং তালপত্রে সুপূজিতং। চত্বরে সাধ্যমন্ত্রাঢ্যং মুখস্তম্ভকরং রিপোঃ। ওঁ সহচথদশারি অমুকস্য মুখং স্তম্ভয় স্বাহা॥

হরিদ্রা-রসদ্বারা তালপত্রে পদ্ম অঙ্কিত করিয়া পূজাকরত যাহার নাম উল্লেখে ওঁ সহচথদশারি অমুকস্য মুখং স্তম্ভয় স্বাহা, এই মন্ত্র লিখিয়া চত্বরমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে সেই ব্যক্তির মুখস্তম্ভন হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

মোহন।

মহিষী কৃষ্ণসর্পস্য রক্তে চূর্ণঞ্চ ভাবয়েৎ। কৃষ্ণধুস্তূরপঞ্চাঙ্গং তদ্ধূপো মোহকৃন্নৃণাং॥

মহিষীরক্তে ও কৃষ্ণসর্পের রক্তে চূণ ভাবনা দিয়া তাহার সহিত কৃষ্ণবর্ণ ধুতুরার ফল, মূল, পত্র, ছাল ও পুষ্প একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাদ্বারা ধূপ দিলে মনুষ্যকে মোহিত করিতে পারা যায়॥

হস্তিনীমহিষীক্ষুরমলং গ্রাহ্যং প্রযত্নতঃ। অপামার্গফলৈঃ সার্দ্ধং ধূপো হস্ত্যাদিমোহকৃৎ। বৃশ্চিকোত্থচূর্ণেন ধূপো মোহকরো নৃণাং॥

হস্তিনী ও মহিষীর পাদক্ষুরের মলগ্রহণ করিয়া তাহার সহিত অপামার্গ-ফল যুক্ত করত ধূপ দিলে মনুষ্যগণ মোহিত হয় এবং বৃশ্চিক চূর্ণকরিয়া তদ্দ্বারা ধূপ দিলেও মনুষ্যের মোহন হইয়া থাকে॥

পঞ্চাঙ্গং ধূর্ত্তকস্যাথ মহিষীলোহিতং তথা। পিপ্পলীগুগ্গুলুভ্যাঞ্চ ধূপো মোহকৃদুত্তমঃ॥

বিষ, ধুতুরার ফল, মূল, পত্র, পুষ্প ও ছাল এবং মহিষীর রক্ত, পিপ্পলী ও গুগ্গুলু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া রাত্রিকালে ধূপপ্রদান করিলে মোহন করিতে পারে॥ ক্রমশঃ—

উচ্চাটন।

কাকোলূকস্য পক্ষস্তু হুত্বা হ্যষ্টাধিকং শতং। যন্নাম্না মন্ত্রযোগেন স মন্ত্রোচ্চাটনং ভবেৎ। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় দংষ্ট্রাকরালায় অমুকং সপুত্রপশুবান্ধবৈঃ সহ হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘ্রমুচ্চাটয় হুঁ ফট্ স্বাহা ঠঃ ঠঃ॥

কাক ও পেঁচকের পক্ষদ্বারা ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় দংষ্ট্রাকরালায় অমুকং সপুত্রপশুবান্ধবৈঃ সহ হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘ্রমুচ্চাটয় হুং ফট্ স্বাহা ঠঃ ঠঃ, এই মন্ত্রে যাহার নাম উল্লেখ করিয়া অষ্টোত্তরশত হোম করা যায় সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হয়॥

পারাবতবসা গ্রাহ্যা যস্য নাম্না তু তাং ক্ষিপেৎ। গৃহে তুচ্চাটয়েচ্ছীঘ্রং কোপান্মন্ত্রং সমুচ্চরেৎ॥

পারাবতের বসা গ্রহণ করিয়া শত্রুর নাম উল্লেখপূর্ব্বক যাহার গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং কোপপ্রকাশপূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণ করিবে সেই শত্রুর উচ্চাটন হইয়া থাকে॥

নরাস্থিকীলকং দ্বারে নিখন্যাচ্চতুরঙ্গুলং। মন্ত্রযুক্তমরিদ্বারে সত্যমুচ্চাটনং ভবেৎ। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় অমুকং গৃহ্ন গৃহ্ন পচ পচ ত্রাসয় ত্রাসয় ত্রোটয় ত্রোটয় নাশয় নাশয় পশুপতিরাজ্ঞাপয়তি ঠঃ ঠঃ। উক্ত যোগদ্বয়ে অয়ং মন্ত্রঃ॥

চতুরঙ্গুলপরিমিত মনুষ্যাস্থিকীলক গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যে শত্রুর গৃহদ্বারে নিখনন করা যায় সেই শত্রুর উচ্চাটন হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় অমুকং গৃহ্ন গৃহ্ন পচ পচ ত্রাসয় ত্রাসয় ত্রোটয় ত্রোটয় নাশয় নাশয় পশুপতিরাজ্ঞাপয়তি ঠঃ ঠঃ, এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্যদ্বয় করিবে॥ ক্রমশঃ—

বিদ্বেষণ।

কাকোলূকস্য পক্ষাংস্তু যয়োর্নাম্না তু হোময়েৎ। উভয়োর্নশ্যতি প্রীতিঃ কুরুপাণ্ডবয়োরিব॥

কাক ও পেঁচকের পক্ষদ্বারা যে দুই ব্যক্তির নামে হোম করা যায় সেই দুই ব্যক্তির প্রণয়ভঞ্জন হইয়া কুরুপাণ্ডবের ন্যায় বৈরতা জন্মে॥

কাকোলূকখরাশ্বানাং চতুর্ণাং গ্রাহয়েচ্ছিরঃ। নিখনেদ্দ্বারদেশে তু তদ্গৃহে কলহঃ সদা॥

কোন ব্যক্তির গৃহমধ্যে কাক, পেঁচক, গর্দ্দভ ও ঘোটক এই চারি জীবের মস্তক পুতিয়া রাখিলে সেই গৃহে সর্ব্বদা কলহ হইয়া থাকে॥

ব্রহ্মদণ্ড্যাস্তু মূলানি কাকমস্তকমেব চ। জাতীপুষ্পরসৈর্ভাব্যং সপ্তরাত্রং ততঃ পুনঃ। বিদ্বেষকারকো ধূপঃ শিখিপুচ্ছাহিকঞ্চুকং॥

ব্রহ্মদণ্ডীর মূল ও কাকপক্ষীর মস্তক সপ্তাহপর্য্যন্ত জাতীপুষ্পরসে ভাবনা দিয়া তাহাদের সহিত ময়ূরপুচ্ছ ও সর্পের খোলস একত্র করিয়া ধূপ দিলে পরস্পরের বিদ্বেষ জন্মে॥

মূষমার্জ্জাররোমাণি বিপ্রস্য ক্ষপণস্য চ। এষ বিদ্বেষকো ধূপঃ পত্যুঃ [illegible] সুতস্য চ॥

মূষিক, বিড়াল, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী ইহাদিগের রোম একত্র করিয়া ধূপ দিলে পতি ও পত্নী এবং পিতা ও পুত্রের বিদ্বেষ জন্মে॥ ক্রমশঃ—

ব্যাধিজনন।

কৃষ্ণসর্পশিরো গ্রাহ্যং তন্মধ্যে সর্ষপান্ ক্ষিপেৎ। কৃষ্ণজাতৈলাভ্যাং কৃষ্ণসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ। বল্মীকমৃত্তিকালিপ্তং শ্মশানে তু বিপাচয়েৎ। [illegible] সর্ষপাং [illegible]। [illegible] শ্রীমিয়সেদ্বেষু গাত্রে বা মূর্দ্ধ্নি নিক্ষিপেৎ। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]। ওঁ নমো ভগবতে [illegible] স্বাহা। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ॥

কৃষ্ণসর্পের মস্তক আনিয়া তন্মধ্যে কৃষ্ণজাতকের তৈলমিশ্রিত সর্ষপ নিক্ষেপ

করিবে, পরে কুকুরমূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া বল্মীকমৃত্তিকাদ্বারা লেপনপূর্ব্বক শ্মশানাগ্নিতে পাক করিবে। তৎপরে ঐ সুপক্ব সর্ষপ গ্রহণ করিয়া আলকুশীফলের রোমের সহিত শরৎকালে, বসন্তকালে কিম্বা গ্রীষ্মকালে শত্রু ব্যক্তির গাত্রে অথবা মস্তকে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে সেই ব্যক্তির গাত্রে বেদনাযুক্ত লূতা (মর্ম্মব্রণ) জন্মে। প্রিয়ঙ্গু, শর্করা, কুড়, রক্তপদ্মের কেশর, অপরাজিতালতার মূল, হরিদ্রা ও নিম্বপত্র এই সকল দ্রব্য একত্র ছাগদুগ্ধে পেষণকরিয়া সপ্তাহপর্য্যন্ত লেপন করিলে উক্ত ব্রণরোগ শান্তি হয়। যদি শত্রু ব্যক্তির প্রতি কৃপা থাকে তবে তাহাকে এইরূপে রক্ষা করিতে পারে। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় ভূবাহনে উন্মনে স্বাহা এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিবে॥

কৃকলাসোদ্ভবং চর্ম্ম রিপুমূত্রেণ পূরয়েৎ। মুখং বদ্ধাশ্ববালেন ভূমৌ খন্যাদধোমুখং। মূত্ররোধো ভবেত্তস্য উদ্ধৃত্য ক্ষালনাৎ সুখং॥

একটি কৃকলাসের গাত্রচর্ম্ম উন্মোচন করিয়া তাহার মধ্যে শত্রুর মূত্র পূরণ করিয়া ঘোটকের পুচ্ছরোমদ্বারা মুখবন্ধনপূর্ব্বক অধোমুখে মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখিবে। ইহাতে সেই শত্রুব্যক্তির মূত্ররোধ হয়। ঐ কৃকলাসচর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া ধৌত করিলেই উক্ত দোষ শান্তি হয়॥ ক্রমশঃ—

মশক, ইন্দুর, উকুন ও ছারপোকা ইত্যাদি নিবারণ।

তালকং ছাগবিণ্মূত্রং পলাণ্ডুসহ পেষিতং। আলিপ্য মূষিকং তেন সজীবস্তু বিসর্জ্জয়েৎ। তদ্দৃষ্টৈব গৃহং ত্যক্ত্বা পলায়ন্তে হি মূষিকাঃ॥

হরিতাল, ছাগমূত্র, ছাগবিষ্ঠা ও পলাণ্ডু এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া একটী সজীব ইন্দুরের গাত্রে লেপন করত গৃহে ছাড়িয়া দিবে; এই মূষিক দর্শন করিলে অন্যান্য মূষিক তৎক্ষণাৎ গৃহপরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে॥

মার্জ্জারস্য মলং তালং পিষ্ট্বা মূষকমালিপেৎ। তামাদায় গৃহং ত্যক্ত্বা সদ্যো নির্যান্তি মূষিকাঃ॥

বিড়ালের বিষ্ঠা ও হরিতাল, একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ইন্দুরের গাত্রলেপনপূর্ব্বক তাহাকে ছাড়িয়া দিবে। এই ইন্দুরকে দেখিলে তৎক্ষণাৎ অন্যান্য ইন্দুর পলায়ন করে॥ ক্রমশঃ—

অদৃশ্যকরণ।

চতুর্লক্ষং জপেন্মন্ত্রং শ্মশানে নিয়তঃ শুচিঃ। নগ্নো ব্রতং ততস্তুষ্টা পটং যচ্ছতি যক্ষিণী। তেনাবৃতো নরোঽদৃশ্যো বিচরেদ্বসুধাতলে। নিধিং পশ্যতি গৃহ্নাতি ন বিঘ্নৈঃ পরিভূয়তে। ওঁ হ্রীঁ শ্মশানবাসিনী স্বাহা॥

সাধক শুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্মশানে উপবেশনপূর্ব্বক নগ্নবেশে ওঁ শ্মশানবাসিনী স্বাহা এই মন্ত্র চারিলক্ষ জপ করিবে। ইহাতে যক্ষিণী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে একপ্রকার পটপ্রদান করেন। সাধক এই পটদ্বারা আপন শরীর আবৃত করিলে সর্ব্বসমক্ষে অদৃশ্য হইয়া পৃথিবীতলে বিচরণ করিতে পারে এবং গুপ্তনিধি দেখিতে পায় ও তাহাকে কোন বিঘ্ন পরাভব করিতে পারে না॥

অভিবল্যুপহারেণ কুর্য্যাদর্চ্চনমুত্তমং। ততো দীপাঙ্কোলতৈলৈর্বর্ত্তিঃ স্যাদর্কতন্তুভিঃ। প্রজ্বাল্য নৃকপালে তু তৎপাত্রে দৃষ্টিকজ্জলং। অঞ্জয়েন্নেত্রযুগলং দেবৈরপি ন দৃশ্যতে॥

বলি ও নানাপ্রকার উপহারদ্বারা যক্ষিণীদেবীকে পূজা করিবে। তৎপরে অঙ্কোলতৈলে আকন্দসূত্রনির্ম্মিতবর্ত্তি আর্দ্র করিয়া প্রদীপ জ্বালিবে এই প্রদীপের শিখায় নরমুণ্ডে কজ্জলপাত করিয়া এই অঞ্জনদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে দেবতারাও তাহাকে দেখিতে পান না॥

অর্কশাল্মলিকার্পাসপট্টসূত্রাব্জতন্তুভিঃ। পঞ্চভির্বর্ত্তিকাভিস্তু নৃকপালেষু পঞ্চসু। নরতৈলেন দীপেষু কজ্জলং দীপবর্ত্তিভিঃ। [illegible] পূর্ব্ববচ্চ শিবালয়ে। পঞ্চপাত্রেষু [illegible] একী কৃত্বাঞ্জনং পুনঃ। [illegible] দেবৈরপি ন দৃশ্যতে। ওঁ হ্রীঁ ফট্ কালি কালি মাংসশোণিতভোজনে রক্তকৃষ্ণমুখে দেবি মা মে পশ্যন্তি মনুষ্যেতি হুঁ ফট্ স্বাহা। অয়ং মন্ত্রঃ [illegible]। ততঃ সর্ব্বে অদৃশ্যকরণপ্রয়োগা অষ্টোত্তরশতমন্ত্রিতাঃ। [illegible] সিদ্ধা ভবন্তি॥

আকন্দতুলার সূত্র, শাল্মলিতুলার সূত্র, কার্পাসতুলার সূত্র, পট্টসূত্র ও পদ্মসূত্র এই পঞ্চপ্রকার সূত্রদ্বারা পাঁচটী বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই পঞ্চবর্ত্তিদ্বারা পঞ্চ নরমুণ্ডে নরতৈলদ্বারা পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্বালিত করিবে। পরে পাঁচটী নরকপাল আনিয়া তাহাতে ঐ পঞ্চপ্রদীপশিখায় কজ্জলপাত করিবে। অনন্তর কোন শিবমন্দিরে বসিয়া যথাবিধি মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া ঐ পঞ্চ অঞ্জন একত্রিত করিবে এবং ওঁ হ্রীঁ ফট্ কালি কালি মাংসশোণিতভোজনে রক্তকৃষ্ণমুখে দেবি মা মে পশ্যন্তি মনুষ্যেতি হুঁ ফট্ স্বাহা, এই মন্ত্রে ঐ অঞ্জন অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে দেবগণও তাহাকে দেখিতে পান না। ওঁ হ্রীঁ ফট্ কালি কালি মাংসশোণিতভোজনে রক্তকৃষ্ণমুখে দেবি মা মে পশ্যন্তি মনুষ্যেতি হুঁ ফট্ স্বাহা, এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া কার্য্য করিবে। ইহাতে অদৃশ্যকরণপ্রক্রিয়া সিদ্ধিপ্রদা হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

ইন্দ্রজালাদিকৌতুক।

উলূকমেষমণ্ডূকবসামাদায় লেপয়েৎ। অনয়া লিপ্তগাত্রস্তু নাগ্নিনা দহ্যতে নরঃ। ওঁ নমো ভগবতি চন্দ্রকান্তে শুক্লে ব্যাঘ্রচর্ম্মনিবাসিনি চলমাণি স্বাহা। অত্র যোগেঽসৌ মন্ত্রঃ॥

পেঁচক, মেষ ও ভেক, ইহাদিগের বসা (চর্ব্বি) দ্বারা গাত্র লেপন করিলে তাহাকে অগ্নি দগ্ধকরিতে পারে না। ওঁ নমো ভগবতি চন্দ্রকান্তে শুক্লে ব্যাঘ্রচর্ম্মনিবাসিনি চলমাণি স্বাহা, এই মন্ত্রে কার্য্য করিবে॥

মণ্ডূকবসয়া পিষ্ট্বা নিম্ববৃক্ষত্বচং ততঃ। লিপ্তগাত্রো নরো বহ্নিং স্তম্ভয়েত্তোয় চ এবং॥

ভেকের বসার সহিত নিম্ববৃক্ষের ছাল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা গাত্রলেপন করিলে সেই ব্যক্তি অগ্নিস্তম্ভন করিতে পারে॥

স্ত্রীপুষ্পং খরমূত্রঞ্চ পচেদ্বকবসাযুতং। তেনৈব লিপ্তহস্তস্তু তপ্ততৈলৈর্ন দহ্যতে॥

স্ত্রীপুষ্প, গর্দ্দভের মূত্র ও বকের বসা এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া তদ্দ্বারা হস্তলেপন করিবে। ইহাতে সেই ব্যক্তির হস্তে তপ্ততৈলসংযুক্ত করিলেও তাহার হস্ত দগ্ধ হইবে না॥

বিদ্যুদ্দগ্ধস্য কাষ্ঠস্য কীলেন বিহগস্য বা। বিড়ালস্যাস্থিতো বহ্নির্ন দহেদতিকৌতুকং॥

বজ্রদগ্ধ কাষ্ঠ, কিম্বা বিহগের কীলক ও বিড়ালের অস্থি একত্র করিয়া তদ্দ্বারা অগ্নি জ্বালিবে। এই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলে গাত্র দগ্ধ হয় না॥

মূলস্য শ্বেতগুঞ্জায়াঃ বহ্নৌ মন্ত্রযুতং ক্ষিপেৎ। তস্যোপরিস্থিতং চাম্নং মাসেনাপি ন পচ্যতে॥

শ্বেতগুঞ্জার মূল অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহা অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিবে, তদুপরি তণ্ডুল দিয়া পাক করিলে এক মাসেও ঐ তণ্ডুল অন্ন হয় না। ইহার মন্ত্র প্রথমখণ্ডে "পিপ্পলীমরিচচূর্ণং" এই শ্লোকে লিখিত হইয়াছে॥

ত্রিলোহবেষ্টিতঃ হস্তঃ কৃকলাসস্য দক্ষিণং। মুখস্থং ধারয়েদ্বক্ত্রে স্বেচ্ছয়া সঞ্চরেজ্জলে। সমুদ্রেঽপি ন সন্দেহো নরস্তোয়ৈর্ন বাধ্যতে। ওঁ অম্বরে উদস্বাহা॥

কৃকলাসের দক্ষিণহস্ত ত্রিলোহদ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহা মুখমধ্যে ধারণ করিবে। যে ব্যক্তি ওঁ অম্বরে উদ স্বাহা। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত কার্য্য করে, সেই ব্যক্তি সমুদ্রাদির জলমধ্যেও স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারে, ইহাতে উক্ত ব্যক্তি জলমগ্ন হয় না॥

মূলং পুষ্যে তু গুঞ্জায়াঃ কুসুম্ভরসপেষিতং। তেনৈব বস্ত্রমেকং তদ্বস্ত্রবাসবেষ্টিতং। গভীর জলমধ্যে তু যাবদিচ্ছতি তিষ্ঠতি। জলস্তম্ভমিদং খ্যাতং গুঞ্জামন্ত্রেণ সিধ্যতি॥

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতগুঞ্জার মূল আনিয়া তাহা কুসুম্ভপুষ্পরসে পেষণ করিয়া এক খণ্ড বস্ত্ররঞ্জিত করিবে, পরে ঐ বস্ত্রদ্বারা গাত্র বেষ্টন করিয়া গভীর জলমধ্যে যতকাল ইচ্ছা থাকিতে পারে। ইহাতে সে জলমগ্ন হয় না। ইহার নাম জলস্তম্ভন. পূর্ব্বোক্ত গুঞ্জামন্ত্রে গুঞ্জামূল উত্তোলন করিতে হইবে॥

[illegible] পিষ্ট্বা [illegible]। [illegible] বা নরে [illegible]। [illegible]॥

অলাবুফল চূর্ণ ও পক্ক ঘোষা ফল একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা একখণ্ড চর্ম্ম এক অঙ্গুল স্থূল করিয়া লেপন করিবে, তৎপরে ঐ চর্ম্ম শুষ্ক করিয়া নদী কিম্বা হ্রদাদির জলে নিক্ষেপ করিবে। এই চর্ম্মোপরি আরোহণ করিয়া অনায়াসে জলোপরি অবস্থিতি করিতে পারে। কদাচিৎ জলমগ্ন হয় না॥

যানি কানি চ বীজানি জলজস্থলজানি চ। অঙ্কোলীতৈললিপ্তানি ক্ষণাত্তান্যঙ্কুরন্তি বৈ॥

জলজ কিম্বা স্থলজ যে কোন বৃক্ষের বীজ আনিয়া তাহাতে অঙ্কোলীতৈল লেপন করিয়া নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই বীজ হইতে বৃক্ষ ও ফল উৎপন্ন হয়॥

ছত্রাক্ষমঙ্কুলীতৈলং ত্বক্ পত্রং শিশিরং জলং। তালকং সর্পনির্ম্মোকং শিখিপিত্তেন সংযুতং। রবৌ কন্যকয়া পিষ্টং ছায়াশুষ্কং বটী কৃতা। তয়া কুমুদনালস্য স্পর্শাৎ সর্পাকৃতির্ভবেৎ॥

মোরী, বহেড়া, অঙ্কুলীতৈল, দারচিনি, তেজপত্র, শিশিরজল, হরিতাল ও সাপের খোলস এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ময়ূরপিত্তের সহিত রবিবারে কন্যাহস্তে পেষণ করাইয়া ছায়াতে শুষ্ককরতঃ বটিকা করিবে। এই বটিকা কুমুদনালে স্পর্শ করাইবামাত্র ঐ নাল সর্পাকৃতি হয়॥

বটিকাস্পর্শমাত্রেণ মৃত্তিকা লৌহবদ্ভবেৎ। তাম্রভাণ্ডানি সর্ব্বাণি তয়া লিপ্তানি হেমবৎ দৃশ্যন্তে তপ্ততোয়েন ক্ষালিতানি সিতাভ্রবৎ॥

পূর্ব্বকৃত বটিকা মৃত্তিকাতে স্পর্শ করাইলে সেই মৃত্তিকা লৌহবৎ হয়। তাম্রভাণ্ডে লেপন করিলে সেই তাম্রপাত্র স্বর্ণবৎ হইয়া থাকে এবং ঐ তাম্রপাত্র তপ্তজলে ধৌত করিলে তাহা অভ্রবৎ শুভ্র হয়॥

দৃশ্যন্তে রক্তগুঞ্জাশ্চ শ্বেতাস্তল্লেপতো ধ্রুবং। অক্ষপত্রং তয়া স্পৃষ্টং দৃশ্যতে কাংস্যভাজনং। স্নুহীপত্রং তয়া লিপ্তং শুষ্কবদ্দৃশ্যতে জলং। তয়া লিপ্তে নৃকর্ণে তু দৃশ্যতে ছিন্নশীর্ষবৎ॥

পূর্ব্বকৃত বটিকাদ্বারা রক্তগুঞ্জা লেপন করিলে সেই গুঞ্জা শ্বেতবর্ণ দেখা যায় এবং উক্ত বটিকাদ্বারা বহেড়াপত্র স্পর্শ করিলে তাহা কাংস্যপাত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। তদ্দ্বারা সিজের পত্র লেপন করিলে তাহাতে জল শুষ্ক দৃষ্ট হয় এবং কর্ণে লেপন করিলে সেই পুরুষ ছিন্ন শীর্ষবৎ দৃষ্ট হয়॥

ধরীন্দুগ্রহণং ভাতি তয়া লিপ্তং তু দর্পণং। অঙ্গুলি চ তয়া লিপ্তা দ্বিধা সংদৃশ্যতে ধ্রুবং॥

পূর্ব্বকৃত বটিকাদ্বারা একখানা দর্পণ লেপন করিলে তাহাতে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হয় এবং একটি অঙ্গুলিতে লেপন করিলে ঐ অঙ্গুলি দ্বিখণ্ড দেখা যায়॥

ভাণ্ডপাকস্থলাদ্ভস্ম কুম্ভকারস্থলাদ্ধরেৎ। তদ্ভস্ম গুটিকাসার্দ্ধং মুষ্টিবদ্ধং ভুবি ক্ষিপেৎ। সমুদ্রো দৃশ্যতে লোকৈঃ সত্যং চিত্রং শিবোদিতং॥

কুম্ভকারের পাকস্থল হইতে ভস্মসংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত পূর্ব্বকৃত গুটিকা যুক্ত করিয়া মুষ্টিমধ্যে রাখিবে। কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ মুষ্টিগত ভস্ম মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিবে। তাহাতে সেই স্থান সমুদ্রবৎ দৃষ্ট হয়। এই যোগ মহাদেব বলিয়াছেন॥

ভল্লুকাস্থিভবৈস্তৈলৈঃ সর্ব্বান্ সন্ধীন্ প্রলেপয়েৎ। সংঘাতং নারিকেলস্য ধারয়েদ্ যস্তু কৌতুকী। স্ফুটন্তি পীড়নাদেব নারিকেলানি কৌতুকং। তেনৈবাঙ্কুলতৈলেন স্ফুটত্যেব ন সংশয়ঃ॥

ভল্লুকের অস্থিমধ্যগততৈল গ্রহণ করিয়া সমস্ত অঙ্গসন্ধি লেপন করিবে। তৎপরে একটি নারিকেলের উপর আঘাত করিলে সেই নারিকেল ভাঙ্গিয়া যায়। এইরূপ অঙ্কুলীতৈল অঙ্গে মাখিয়া নারিকেলে আঘাত করিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ স্ফুটিত হয়॥

কৃষ্ণসর্পো রবৌ গ্রাহ্যস্তবক্ত্রে কৃষ্ণমৃত্তিকাং। ক্ষিপ্ত্বাথ বাপয়েত্তত্র কৃষ্ণধুস্তূরবীজকং। তথা মৎস্যমুখে মৃত্তিবীজক প্রবাপয়েৎ। পৃথক্ পৃথক্ ক্ষিপেত্তৌ তয়োঃ শাখাং সমাহরেৎ। সর্পশাখা মৎস্যশাখা স্পর্শাৎ সর্পো ভবেদ্ ধ্রুবং। মৎস্যশাখা সর্পশাখা স্পর্শান্মৎস্যা ভবন্তি হি॥

রবিবারে কৃষ্ণসর্প গ্রহণ করিয়া তাহার মুখে কৃষ্ণমৃত্তিকা নিক্ষেপপূর্ব্বক কৃষ্ণধুস্তূরবীজ বপন করিয়া ঐ মস্তক ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ঐরূপ মৎস্য মুখে মৃত্তিকা নিক্ষেপপূর্ব্বক উক্ত বীজ বপন করিয়া পৃথক্ স্থানে পুতিয়া রাখিবে। যৎকালে ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, তৎকালে সেই বৃক্ষের শাখা আনিয়া পৃথক্ রাখিবে। সর্প মস্তকজাত বৃক্ষের শাখাতে মৎস্য মস্তকজাত বৃক্ষের শাখা স্পর্শ করিলে তাহা সর্প হয় এবং মৎস্য মস্তকজাত বৃক্ষের শাখাতে সর্পমস্তকজাত বৃক্ষের শাখা স্পর্শ করাইলে তাহা মৎস্য হইয়া থাকে॥

কিণ্ব। তচ্চূর্ণকং ক্ষেত্রে ধৌতবস্ত্রং বিলোড়য়েৎ। প্রাতঃ প্রযত্নতো সিক্তং দিনান্যেকবিংশতি। ততস্তদ্বস্ত্রখণ্ডস্য জলৈঃ সিক্তা নিপীড়য়েৎ। মৃত্তিকায়াং ততো ধান্যং বাপয়েদ্বং প্ররোহতি। তদ্বস্ত্রাচ্ছাদিতং শীঘ্রং সর্ব্বধান্যানি কৌতুকং। নিক্ষিপেৎ সর্ব্বধান্যানি সার্দ্রগর্দ্দভচর্ম্মণি। সিক্ত্যাৎ কুক্কুটরক্তেন ত্রিসপ্তাহস্য নিত্যশঃ। জাতাঙ্কুরে চ সংরক্তৈরিষ্যাৎ জায়তে ক্ষণাৎ তজ্জাস্তং ফলপর্য্যান্তং লোকে ভবতি কৌতুকং॥

কৃষ্ণধুস্তূরের বীজ চূর্ণ করিয়া তাহা কোন ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিয়া বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। এইরূপে একবিংশতিদিবস আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে এবং প্রাতঃকালে যত্নপূর্ব্বক জলসেচন করিবে অনন্তর ঐ বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিয়া সেই ক্ষেত্রে দিবে। তৎপরে সেই মৃত্তিকাতে ধান্য বপন করিয়া পুনর্ব্বার বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। অনন্তর ঐ ধান্য আর্দ্র গর্দ্দভচর্ম্মে রাখিয়া একুশদিবসপর্য্যন্ত কুক্কুটরক্ত সেচন করিবে, পরে অঙ্কুরিত হইলে ইহাতে তৎক্ষণাৎ সেই ধান্য হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল জন্মে। ইহা অতি কৌতুকজনক কার্য্য॥ ক্রমশঃ—

সর্পবিষপ্রতীকার।

মণ্ডলীসর্প দংশন করিলে রোগীর ত্বক্ ও চক্ষু প্রভৃতির পীতবর্ণতা, শীতলদ্রব্যের অভিলাষ, শরীরের উত্তাপ, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, মূর্চ্ছা, জ্বর, ঊর্দ্ধাধোভাগে শোণিতনিঃসরণ, মাংসের অবসাতন অর্থাৎ মাংস ধরিয়া টানিলে খসিয়া পড়ে। দংশনস্থানে বেদনা, পীতবর্ণ দর্শন ও কোপনস্বভাব এই সকল লক্ষণ হয় এবং পিত্তজন্য অপরাপর লক্ষণ হইয়া থাকে।

রাজীমন্তের বিষে চর্ম্ম ও চক্ষুঃ প্রভৃতির শুক্লতা, শীতজ্বর, রোমহর্ষ, শরীরের স্তব্ধতা, দংশনস্থানের স্ফীততা, গাঢ় কফস্রাব, বমন, সর্ব্বদা চক্ষুর কণ্ডু, কণ্ঠদেশের স্ফীততা ও ঘড় ঘড় শব্দ, উচ্ছ্বাস-নিরোধ ও অন্ধকার দর্শন এবং কফজন্য অন্যান্য উপদ্রব হইয়া থাকে।

পুরুষসর্প দংশন করিলে রোগীর ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয়, স্ত্রীসর্প দংশন করিলে অধোদৃষ্টি এবং নপুংসক সর্প দংশন করিলে রোগীর দৃষ্টি তির্য্যগ্‌ভাবে স্থির হইয়া থাকে। গর্ভিণী সর্পিণী দংশনে রোগীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও উদরের আধ্মান জন্মে। নবপ্রসূতা সর্পিণী দংশন করিলে শূল, বেদনা, রক্তস্রাব ও উপজিহ্বিকা অর্থাৎ আলজীহ্বার রোগ এই সকল উপসর্গ জন্মে। ক্ষুধার্ত্ত সর্পে দংশন করিলে রোগীর অন্নে অভিলাষ জন্মে। বৃদ্ধ সর্পদংশনে বিষবেগ মন্দ হয়, বালসর্পদংশনে বিষবেগ তীব্র হয়। নির্ব্বিষ সর্পদংশনে কোনরূপ বিষযাতনা প্রকাশ হয় না। অন্ধসর্পদংশনে রোগী অন্ধ হয়। অজাগরসর্পের বিষ নাই; তাহারা গ্রাস করিয়া প্রাণনাশ করে।

সকলপ্রকার সর্পবিষের সাতটি বেগ আছে, মনুষ্যশরীরে রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি ধাতু আছে। বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ রসধাতু তৎপরে রক্তধাতু দূষিত করে, এইরূপে ক্রমতঃ সপ্তধাতুকে দূষিত করিয়া থাকে। এইরূপ এক এক ধাতু দূষিত করাকে বিষের এক এক বেগ বলিয়া থাকে।

দর্ব্বীকর বিষের প্রথমবেগে রোগীর শোণিত দূষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং দেহে যেন কৃষ্ণপিপীলিকা সঞ্চরণ করে, এই মত বোধ হয়। দ্বিতীয়বেগে মাংস দূষিত হইয়া শরীর কৃষ্ণবর্ণ করে এবং শরীর স্ফীত হইতে থাকে। তৃতীয়বেগে মেদঃ দূষিত হয় এবং দংশনস্থানে ক্লেদ জন্মে। মস্তক ভার, ঘর্ম্মনিঃসরণ ও দৃষ্টির স্থিরতা এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। চতুর্থবেগে কফজনিত সকলপ্রকার উপদ্রব, তন্দ্রা, লালাস্রাব ও সন্ধিস্থানবিশ্লিষ্ট হয়। পঞ্চমবেগে বিষ অস্থিমধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নিদূষিত করে, পার্শ্বভেদ ও হিক্কা জন্মায় এবং প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে।

ষষ্ঠবেগে বিষ মজ্জামধ্যে প্রবেশ করিয়া গ্রহণীদূষিত করে এবং শরীরের গুরুতা, অতিসার, হৃদয়ের পীড়া ও মূর্চ্ছা এইসকল উপদ্রব জন্মায়। সপ্তমবেগে বিষ শুক্রমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ব্যানবায়ুকে প্রকুপিত করে, রোমকূপ প্রভৃতি সূক্ষ্মদ্বার হইতে কফস্রাব, কটি ও পৃষ্ঠভঙ্গ, ইন্দ্রিয়রোধ, লালাস্রাব, স্বেদনিঃসরণ ও শ্বাসরোধ হইয়া থাকে।

মণ্ডলীসর্পের বিষের প্রথমবেগে শোণিত দূষিত হইয়া শরীর অতিশয় শীতল হয়। শরীরে দাহ জন্মে এবং শরীর পীতবর্ণ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়বেগে মাংসদূষিত হইয়া পীতবর্ণ হয় এবং শরীরে দাহ ও দংশনস্থান স্ফীত হইয়া থাকে। তৃতীয়বেগে মেদ দূষিত ও দৃষ্টিস্থির হয়, তৃষ্ণা এবং দংশনস্থানে ক্লেদ জন্মে ও ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতে থাকে। চতুর্থবেগে বিষ কোষ্ঠদেশে প্রবেশ করিয়া জ্বর জন্মায়। পঞ্চমবেগে সর্ব্ব-শরীরে দাহ হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগে দর্ব্বীকরের ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগের লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

রাজীমন্তসর্পের বিষের প্রথমবেগে রক্ত দূষিত হইয়া শরীরকে পীতবর্ণ করে। শরীরে ঈষৎ শ্বেতবর্ণের আভা দৃষ্ট হয় এবং রোমাঞ্চ হইতে থাকে। দ্বিতীয়বেগে মাংস দূষিত ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং দেহের জড়তা ও মস্তকের স্ফীততা জন্মে। তৃতীয়-বেগে মেদদূষিত, দৃষ্টিস্থির, দন্ত ক্লিন্ন, ঘর্ম্মনিঃসরণ এবং নাসিকা ও চক্ষু হইতে রক্ত-স্রাব এই সকল উপদ্রব জন্মে। চতুর্থবেগে বিষ কোষ্ঠদেশে প্রবেশ করে এবং গ্রীবা-সঞ্চালনশক্তি রহিত ও মস্তক ভার হয়। পঞ্চমবেগে বাক্যহীনতা, কম্প ও জ্বর হইয়া থাকে। ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগে পূর্ব্বোক্ত দর্ব্বীকর বিষের ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগের ন্যায় লক্ষণ হয়।

পশুদিগের শরীরে সর্পাঘাত হইলে প্রথমবেগে শরীর স্ফীত হয় এবং তাহারা দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে থাকে। দ্বিতীয়বেগে লালাস্রাব ও অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং হৃদয়ে পীড়া জন্মে। তৃতীয়বেগে মস্তকের পীড়া জন্মে এবং কণ্ঠ ও গ্রীবা ভঙ্গ হয়। চতুর্থবেগে পশুগণ কাঁপিতে থাকে, নিশ্চেষ্ট হয়, দন্তে দন্তে পেষণ করে এবং প্রাণত্যাগ করে। কেহ কেহ বলেন পশুদিগের সর্পাঘাত হইলে তিনটীমাত্র বেগ হইয়া থাকে, তাহাতেই তাহারা প্রাণত্যাগ করে।

পক্ষীদিগের সর্পাঘাত হইলে প্রথমবেগে তাহারা চিন্তিত ও নিশ্চেষ্ট হয়। দ্বিতীয়বেগে বিহ্বল হয় এবং তৃতীয়বেগে প্রাণত্যাগ করে। কেহ কেহ বলেন পক্ষীদিগের সর্পাঘাত হইলে একটীমাত্র বেগ জন্মিয়া থাকে তাহাতেই পক্ষীগণ প্রাণত্যাগ করে। বিড়াল ও বেঁজির শরীরে সর্পাঘাত হইলে অধিক বিষ সঞ্চারিত হইতে পারে না।

যেপ্রকার সর্পই হউক্ হস্তে বা পাদে দংশন করিলে দংশনস্থানের চারিঅঙ্গুলি উপরে কোনপ্রকার কোমলরজ্জু দ্বারা বন্ধন করিবে। ইহাতে বিষ দেহমধ্যে সঞ্চরণ করিতে পারে না। অনন্তর বন্ধনের নিম্নদেশপর্য্যন্ত ছেদন করিয়া দগ্ধ করিবে। অথবা বস্তিযন্ত্র (শিঙ্গার ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র) দ্বারা বিষ চুষিয়া লইবে। মণ্ডলীসর্পের দংশনে কদাচ দগ্ধ করিবে না, মন্ত্রচিকিৎসকেরা মন্ত্রদ্বারাও বিষবন্ধন করিয়া থাকেন। ক্রমশঃ—

ষট্কর্ম্মের প্রত্যক্ষফলদর্শনের উপদেশ।

প্রথমখণ্ডে ও এই দ্বিতীয়খণ্ডে তান্ত্রিক ষট্কর্ম্ম অর্থাৎ শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ ইত্যাদি কার্য্যের কতকগুলি প্রণালী লিখিত হইতেছে, কিন্তু ঐ সকল কার্য্যের ফল দর্শান সহজে হইতে পারে না, ঐ সকল কার্য্য করার জন্য যেসকল দেবতা, দিক্, ঋতু, তিথি, বার, নক্ষত্র, কাল, লগ্ন, নিয়ম, বর্ণভেদ, উত্থিত, সুপ্ত, উপবিষ্ট ও সাত্ত্বিকাদৌ বর্ণবিশেষচিন্তা, মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মন্ত্রের বর্ণসংখ্যাভেদ, কার্য্যবিশেষে যোজনপঙ্কাদি নির্ণয়, কর্ম্মবিশেষে হুঁ ফট্, বষট্, স্ত্রীপুংনপুংসক মন্ত্র, আসনাদি, বিকটকুক্কুটাসন, বশমুদ্রা, দেবতাধ্যান, মণ্ডলাসন, কুণ্ডবিধি, কুণ্ডস্থাপন, মালানির্ণয়, জপাঙ্গুলিনিয়ম, জপবিশুদ্ধিনিয়ম, হোম-কুণ্ডাদিলিঙ্গনিয়ম, হোমদ্রব্য সকল, বহ্নিজিহ্বা, অগ্নির নাম, হোমব্যবস্থা, স্রুক্ ও স্রুব্ নিয়ম এবং হোমমুদ্রা, ইত্যাদি অগ্রে পরিজ্ঞাত হইয়া যথাবিধানমতে কার্য্য করিলেই সেই কার্য্যের ফল দর্শিবে এজন্য এখণ্ডে উপরোক্ত কার্য্যগুলি কিরূপে করিতে হয় তাহা বলা হইতেছে। যাহারা এই সকল কার্য্য করিবেন তাঁহাদের পক্ষে, উপরোক্ত নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ঐ সকল কার্য্য যেরূপে করিতে হইবে তাহা নিম্নে বলা হইতেছে।

অথ ষট্কর্ম্মণাং দেবতা।

রতির্বাণী রমা জ্যেষ্ঠা দুর্গা কালী যথাক্রমাৎ। ষট্কর্ম্মদেবতাঃ প্রোক্তাঃ কর্ম্মাদৌ তাঃ প্রপূজয়েৎ॥ কালীতি ভদ্রকালী।

ষট্কর্ম্মের দেবতা কথিত হইতেছে, শান্তিকার্য্যের দেবতা রতি, বশীকরণের দেবতা বাণী, স্তম্ভনকার্য্যের দেবতা রমা, বিদ্বেষণের জ্যেষ্ঠা, উচ্চাটনের দুর্গা ও মারণকার্য্যের দেবতা ভদ্রকালী, কর্ম্মের আদিতে যথাক্রমে এই সকল দেবতার যথাবিধি পূজা করিয়া কার্য্য করিবে॥

অথ ষট্কর্ম্মণাং দিঙ্নিয়মঃ।

ঈশচন্দ্রেন্দ্রনির্ঋতিবায়্বগ্নীনাং দিশো মতাঃ। ক্রমেণ ষট্সু কর্ম্মসু দিশঃ প্রশস্তাঃ।

ষট্কর্ম্মের দিঙ্নিয়ম বলা যাইতেছে, শান্তিকার্য্যে ঈশানদিক্ প্রশস্ত, এইরূপ বশীকরণে উত্তরদিক্, স্তম্ভনে পূর্ব্বদিক্, বিদ্বেষণে নৈর্ঋতদিক্, উচ্চাটনে বায়ুকোণ, মারণে অগ্নিকোণের প্রশস্ততা জানিবে। যে যে কার্য্যে যে যে দিকের প্রশস্ততা লিখিত হইল সেই সেই দিকে সেই সেই কর্ম্ম করিবে॥

অথ ষট্কর্ম্মণাং ঋতুকালাদিনির্ণয়ঃ।

সূর্য্যোদয়াৎ সমারভ্য ঘটিকা দশকং ক্রমাৎ। ঋতবঃ স্যুর্বসন্তাদ্যা অহোরাত্রং দিনে দিনে। বসন্তগ্রীষ্মবর্ষাশ্চ শরদ্ধেমন্তশৈশিরাঃ॥ ঘটিকা অত্র দণ্ডরূপা।

সূর্য্যোদয় হইতে দশ দশ দণ্ড করিয়া দিবা ও রাত্রিতে বসন্তাদি ছয় ঋতু হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ের পর প্রথম দশদণ্ড বসন্ত ঋতু, তৎপর দশদণ্ড গ্রীষ্ম, তৎপর দশদণ্ড বর্ষা, তৎপর দশদণ্ড শরৎ, তৎপর দশদণ্ড হেমন্ত, তৎপর দশদণ্ড শিশির ঋতু জানিবে॥

প্রকারান্তরং।

বসন্তশ্চৈব পূর্ব্বাহ্নে গ্রীষ্মো মধ্যাহ্ন উচ্যতে। বর্ষা চাপরাহ্নে তু প্রদোষে শিশিরঃ স্মৃতঃ। অর্দ্ধরাত্রৌ শরৎকালঃ উষা হেমন্ত উচ্যতে। অন্তে চ ঋতবঃ সর্ব্বে সারাহ্নে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

প্রকারান্তরে দিবারাত্রিমধ্যে ঋতুকাল কথিত হইতেছে, দিবসের পূর্ব্বভাগে বসন্তঋতু, মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্ম, অপরাহ্নে বর্ষা, প্রদোষকালে শিশির, অর্দ্ধরাত্রে শরৎ এবং উষাকালে হেমন্তঋতু জানিবে। এইরূপে কোন সময় কোন ঋতুর উদয় হয়, তাহা নির্ণয় করিয়া ষট্কর্ম্ম করিতে হইবে॥

হেমন্তঃ শান্তিকে প্রোক্তো বসন্তো বশ্যকর্ম্মণি। শিশিরঃ স্তম্ভনে জ্ঞেয়ো গ্রীষ্মে বিদ্বেষ ঈরিতঃ। প্রাবৃডুচ্চাটনে জ্ঞেয়া শরন্মারণকর্ম্মণি॥

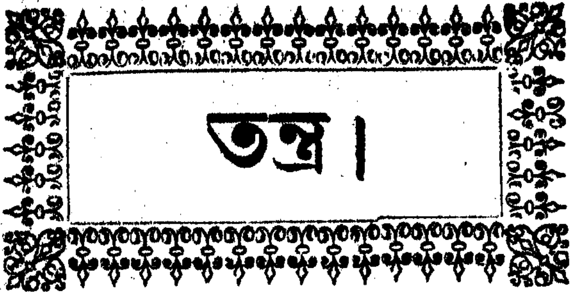
হেমন্তঋতুতে শান্তিকর্ম্ম করিবে, এইরূপ বসন্তঋতুতে বশীকরণ, শিশিরে স্তম্ভন, গ্রীষ্মে বিদ্বেষণ, বর্ষাঋতুতে উচ্চাটন এবং শরৎঋতুতে মারণ কার্য্য করিবে॥

অথ ষট্কর্ম্মণাং তিথিবারনিয়মমাহ।

প্রয়োক্তব্যানি বিধিনা তত্র সংপ্রোচ্যতেঽধুনা। দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ পঞ্চমী সপ্তমী তথা। বুধেজ্যাকাব্যসোমাশ্চ শান্তিকর্ম্মণি কীর্ত্তিতাঃ। শুক্লচন্দ্রযুতা ষষ্ঠী চতুর্থী চ ত্রয়োদশী। নবমী পৌষ্টিকে শস্তা চাষ্টমী দশমী তথা। পুষ্টিবর্দ্ধনাদীনাং সর্ব্বদা পরিকীর্ত্তিতং॥

এক্ষণে ষট্কর্ম্মের তিথি ও বার নিয়ম কথিত হইতেছে। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী এই চারি তিথি এবং বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও সোম এই চারি বার

শান্তিকর্ম্মে প্রশস্ত। বৃহস্পতি কিম্বা সোমবারযুক্ত ষষ্ঠী, চতুর্থী, ত্রয়োদশী, নবমী, অষ্টমী কিম্বা দশমী তিথিতে পুষ্টিকর্ম্ম করিবে। যে কর্ম্মদ্বারা ধনজনাদি বৃদ্ধি হয়, তাহাকে পুষ্টিকর্ম্ম বলে॥ ক্রমশঃ—



গুরুসম্বন্ধে পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ক্রিয়াসারসমুচ্চয়ে। শ্বিত্রী চৈব গলৎকুষ্ঠী নেত্ররোগী চ বামনঃ। কুনখঃ শ্যাবদন্তশ্চ স্ত্রীজিতো-হধিকাঙ্গকঃ॥ হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজল্পকঃ। এতৈর্দ্দোষৈর্ব্বিমুক্তো যঃ স গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ॥ জামলে—অভিশস্তমপুত্রঞ্চ কদর্য্যং কিতবং তথা। ক্রিয়াহীনং শঠঞ্চাপি বামনং গুরুনিন্দকং। জলমত্তবিকারঞ্চ বর্জ্জয়েদ্মতিমান্ সদা। সদা মৎসরসংযুক্তং গুরুং তন্ত্রেণ বর্জ্জয়েৎ। বৈশম্পায়ন সংহিতায়াং। অপুত্রো মৃতপুত্রশ্চ কুষ্ঠী চ বামনস্তথা। ইত্যাদ্যাপি বোধ্যমিতি॥

পূর্ব্বকথিত গুণযুক্ত হইলেও যেসকল দোষে দূষিতব্যক্তিকে গুরুস্বীকার করিবে না তাহা বলা হইতেছে। যাহার শরীরে শ্বিত্ররোগ ও কুষ্ঠরোগ আছে কিম্বা যে ব্যক্তি বামনাকৃতি তাহাকে গুরুকার্য্যে বরণ করিবে না। কুনখী, শ্যাবদন্ত, স্ত্রীর বশীভূত, অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ, কপটাচারী, বহুভোক্তা, চিররোগী ও বহুজল্পক এই সকল দোষরহিত ব্যক্তিকেই গুরু স্বীকার করা কর্ত্তব্য। জামলে বলিয়াছেন—অভিশাপগ্রস্ত, পুত্রহীন, কুৎসিতাকার, ধূর্ত্ত, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকার্য্যরহিত, শঠ, বামন, গুরুনিন্দক, জলদোষী, রক্তবিকারী ও সদা গর্ব্বিত, এই সকল দোষবিশিষ্ট গুরু পরিত্যাগ করিবে। বৈশম্পায়ন সংহিতায় বলিয়াছেন—অপুত্র, মৃতপুত্র, কুষ্ঠরোগী ও বামন এই সকল ব্যক্তিকে গুরু স্বীকার করা অকর্ত্তব্য।

অথ শিষ্যলক্ষণম্।

শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ। সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ॥ এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা। অন্যচ্চ। পুণ্যবান্ ধার্ম্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। শিষ্যযোগ্যো ভবেৎ সো হি দানধ্যানপরায়ণঃ॥ নিষিদ্ধশিষ্যলক্ষণমাহ। পাপিনে ক্রূরচেষ্টায় শঠায় কৃপণায় চ। দীনায়াচারশূন্যায় মন্ত্রদ্বেষপরায় চ। নিন্দকায় চ মূর্খায় তীর্থদ্বেষপরায় চ। গুরুভক্তিবিহীনায় ন দেয়া মলিনায় চ॥ আগমসারে। অলসা মলিনাঃ ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা। দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ। অসূয়ামৎসরগ্রস্তাঃ সদা পরুষবাদিনঃ। অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে। বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব ত্যাজ্যাঃ পণ্ডিতমানিনঃ। ভ্রষ্টাচারাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ। বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ। ইত্যেবমাদয়োহন্যেপি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ। এবম্ভূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বেনোপকল্পিতাঃ। গুরুতা শিষ্যতা বাপি তয়োর্ব্বৎসরবাসতঃ॥ তথাচোক্তং সারসংগ্রহে। সদ্গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ। স্বপ্নে তু ন কালনিয়মঃ। স্বপ্নে তু নিয়মো নহীতি নারদ বচনাৎ॥ তত্রৈব। রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি॥ তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং॥ বর্ষৈকেন ভবেদ্ যোগ্যো বিপ্রো গুণসমন্বিতঃ। বর্ষদ্বয়েন রাজন্যো বৈশ্যস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ। চতুর্ভির্ব্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা॥ তারাপ্রদীপে। আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ। ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ। তথা—কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ। অশুদ্ধাঃ শূদ্রকর্ম্মাণো ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগমমার্গেণ সিদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা। গুরুশব্দার্থমাহ তন্ত্রার্ণবে। গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ। উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ। গকারাজ্জ্ঞানসম্পত্তী রেফঃ পাপস্য দাহকঃ। উকারাচ্ছিবতাদাত্ম্যং দদ্যাদিতি গুরুঃ স্মৃতঃ॥ গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাত্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ। অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরু-

নিত্যাভিধীয়তে॥ কুলচূড়ামণৌ। উদাসীনো হ্যুদাসীনাং বনস্থো বনবাসিনঃ। যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী॥ বৈষ্ণবে বৈষ্ণবো প্রাহুঃ শৈবে শৈবস্তথা পুনঃ। শাক্তিকে ত্রিতয়ং বিদ্যাদ্দীক্ষাকামী ন সংশয়ঃ॥ গুরুরপি গৃহস্থ এব কুলার্ণবে। সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥ তথাচ কল্পে। কলত্রপুত্রবান্ বিপ্রো দয়ালুঃ সর্ব্বসম্মতঃ। দৈবে পিত্র্যেঽপিনিয়ে চ গৃহস্থো দেশিকো ভবেৎ॥ কুলচূড়ামণৌ। পিতৃমাতৃ তথা ভ্রাতৃ পিতৃব্যো মাতুলস্তথা। যেষোপদিষ্টবত্রেঽস্মিন্ তং গুরুং সমুপাসয়েৎ। ন চ বালো ন বৃদ্ধশ্চ ন খঞ্জো ন কৃশস্তথা। ইতি হয়শীর্ষাৎ।

সমাদিগুণযুক্ত, বিনয়ী, বিশুদ্ধস্বভাব, শ্রদ্ধাবান্, ধৈর্য্যশীল, সর্ব্বকর্ম্মসমর্থ, সদ্বংশজন্মা, অভিজ্ঞ, সচ্চরিত্র ও যত্যাচারযুক্ত এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তি প্রকৃত শিষ্যপদের বাচ্য। ইহার বিপরীত গুণযুক্ত ব্যক্তিকে শিষ্য করিবে না। শিষ্যের লক্ষণান্তর বলিতেছেন, যে ব্যক্তি পুণ্যশীল, ধার্ম্মিক, শুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল ও ঈশ্বরারাধনায় তৎপর সেই ব্যক্তি যথার্থ শিষ্যের উপযুক্ত পাত্র। নিষিদ্ধ শিষ্যলক্ষণ বলিতেছেন। পাপাত্মা, ক্রূরকর্ম্মা, বঞ্চক, কৃপণ অতি দরিদ্র, আচারভ্রষ্ট, মন্ত্রদ্বেষী, নিন্দক, মূর্খ, তীর্থদ্বেষী ও গুরুভক্তিবিহীন এই সকল ব্যক্তিকে মন্ত্রপ্রদান করিবে না। আগমসারে বলিয়াছেন।—অলস, মলিনবেশী, অতিশয় কাতর, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র, রোগী, সদা অসন্তুষ্টচিত্ত, ক্রোধী, লোভপরতন্ত্র, হিংসা ও মাৎসর্য্যযুক্ত, কর্কশভাষী, অন্যায় উপার্জ্জনে ধনবান্, পরস্ত্রীরত, পণ্ডিতদ্বেষী, পণ্ডিতাভিমানী, আচারভ্রষ্ট, সূচক, খল, বহুভোক্তা, ক্রূরকর্ম্মা, দুশ্চরিত্র ও নিন্দিত এই সকল ও অন্যান্য প্রকারে পাপিষ্ঠ নরাধম ব্যক্তিকে শিষ্য করিবে না। প্রথমত গুরু বা শিষ্য করিতে হইলে একবৎসর একত্রে সহবাস করিয়া উভয়ে পরস্পরের স্বভাবাদি নির্ণয় করিয়া স্ব স্ব অভিমত হইলে গুরু বা শিষ্য করিবে। এই বিষয়ে সারসংগ্রহকার বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তিকে শিষ্য করিতে হইলে, গুরু শিষ্যকে একবৎসর আপন সাক্ষাতে রাখিয়া তাহার দোষগুণ পরীক্ষা করিবেন। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রে কোন কালাদি নিয়ম নাই এই কথা নারদ বলিয়াছেন। যেহেতু মন্ত্রীর পাপ রাজাতে, স্ত্রীকৃত পাপ স্বীয় ভর্ত্তাতে এবং শিষ্যার্জ্জিত পাপ গুরুতে সংক্রান্ত হয় অতএব স্বভাবাদি না জানিয়া শিষ্য করিবে না। গুণবান্ ব্রাহ্মণ এক বৎসর, ক্ষত্রিয় দুই বৎসর, বৈশ্য তিন বৎসর ও শূদ্র চারি বৎসর গুরুর সহবাসে শিষ্য-যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। তারাপ্রদীপে বলিয়াছেন, কলিকালে আগমোক্ত বিধানক্রমে দেবতার আরাধনা করিবে কলিতে অন্যশাস্ত্রোক্ত বিধানে আরাধনা করিলে তাহার প্রতি দেবতা প্রসন্ন হন না। সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতাযুগে স্মৃতিবিহিত, দ্বাপরযুগে পুরাণোক্ত ও কলিযুগে আগমসম্মত অনুষ্ঠানে সমস্ত সৎকার্য্য করিবে; কলিযুগের ব্রাহ্মণগণ অপবিত্র ও শূদ্রাচারতৎপর সুতরাং আগমসম্মত কার্য্যভিন্ন বেদাদিবিহিত কার্য্যে তাহাদের অধিকার নাই।

গুরু শব্দেরঅর্থ কহিতেছেন, গকার সিদ্ধিদাতা, রেফ পাপ দাহক, উকার স্বয়ং শিব এই ত্রিতয়াত্মক গুরু পরম দৈবত। অন্যমতে—গকার উচ্চারণে জ্ঞানসম্পত্তি, রেফ উচ্চারণে পাপদাহ হয় এবং উকার শিবস্বরূপত্ব দান করে; এইরূপে গুরুশব্দের অর্থ জানিবে। অন্যমতে—গু শব্দে অন্ধকার ও রু শব্দে তাহার নিবারক, অতএব গুরু এই শব্দ উচ্চারণ করিলে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট হয়। কুলচূড়ামণিগ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষে গুরুবিশেষ বলিয়াছেন, উদাসী উদাসীনকে, বনবাসী বনবাসীকে, যতী যতীকে, গৃহস্থ গৃহস্থকে বৈষ্ণব বৈষ্ণবকে, শৈব শৈবকে গুরু করিবে। শক্তিদীক্ষায় শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব এই তিনই দীক্ষাস্বামী হইতে পারেন। কুলার্ণবে বলিয়াছেন, সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা অথচ গৃহস্থ এইরূপ ব্যক্তিকে গুরু করিবে। কল্পশাস্ত্রে কথিত আছে, স্ত্রীপুত্রবান্, দয়ালু ও সকলের প্রিয় এইরূপ ব্রাহ্মণ দৈব ও পিত্র্যাদি কার্য্যে গুরু কর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র। কুলচূড়ামণি গ্রন্থে লিখিত আছে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পিতৃব্য ও মাতুল ইহাদিগের মধ্যে যিনি তন্ত্রশাস্ত্র উপদেশ প্রদান করেন তিনিই গুরু অতএব তাঁহার উপাসনা করিবে। হয়শীর্ষ বলিয়াছেন যে, বালক, বৃদ্ধ, খঞ্জ ও কৃশব্যক্তিকে গুরু করিবে না॥ ক্রমশঃ—

ভূতডামরঃ ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ।

ততঃ সবিস্ময়ং প্রাহু রুদ্রাদ্যাঃ ক্রোধভূপতিম্। পশ্চিমে সময়ে কালে মাস্মাকং নিগ্রহং কুরু। সর্ব্বে ভূতাশ্চ ভূতিন্যঃ করিষ্যন্তি ভবদ্বচঃ ॥ ৪ ॥

ক্রোধভৈরব উন্মত্তভৈরবীকে এইরূপ বলিলে, রুদ্রাদি দেবগণ বিস্মিত হইয়া ক্রোধভৈরবকে বলিলেন,—ভৈরব ! এই সময়ে আপনি ইহাদিগের নিগ্রহ করিবেন না। সকল ভূত ও ভূতিনী আপনার বাক্য প্রতিপালন করিবে ॥ ৪ ॥

বিজ্ঞানাকর্ষিণী মন্ত্রং ভাষতেঽতোঽতিবিস্মিতা। তারং বজ্রমুখে প্রোক্তা শরযুগ্মাস্ত্রমীরিতম্। অস্য ভাবিতমাত্রেণ বজ্রত্রাণা বিনিঃসৃতাঃ। মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা মৃতপ্রাণপ্রদায়িনী। ভূতানাং দুষ্টিভ্রংসো ভবেদস্য প্রভাবতঃ ॥ ৫—৬ ॥

অতীব বিস্ময়জনক বিজ্ঞানাকর্ষণ মন্ত্র কথিত হইতেছে।—"ওঁ বজ্রমুখে শর শর ফট্",—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র বজ্রভয় নিবারিত হয়। ইহা মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা ইহাতেই মৃতব্যক্তি জীবিত হয়। ইহার প্রভাবেই ভূতাদির ভয় বিনষ্ট হইবে ॥ ৫—৬ ॥

অথাপরাজিতানাথো নাথপাদৌ প্রগৃহ্য চ। শিরসা বন্দয়িত্বা চ ত্রাতা ত্বং ভগবান্ পরঃ। ত্রাহি মাং ভূতনিচয়ং জম্বুদ্বীপে কলৌ যুগে ॥ ৭ ॥

অনন্তর ভূতনাথ উন্মত্তভৈরবের পাদগ্রহণ ও নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আপনি পরিত্রাতা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পুরুষপ্রধান। জম্বুদ্বীপে কলিযুগে প্রাণিবর্গকে ও আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৭ ॥

রসং রসায়নং সৌখ্যং স্বর্ণবৈদূর্য্যমৌক্তিকম্। হংসেন্দুকান্তাদিমণিগন্ধবস্ত্রঞ্চ কাঞ্চনম্। ভোজনং কুসুমং ক্ষেমং বরং দাস্যাম ঈপ্সিতম্ ॥ ৮ ॥

উন্মত্তভৈরব বলিলেন,—রস, রসায়ন (মহৌষধি), সুখভোগ, সুবর্ণ, বিদূরপর্ব্বতজাত মণি (নীলকান্ত), মুক্তা, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি মণি, গন্ধদ্রব্য, বসন, আহার্য্য, পুষ্প, মোক্ষ আদি অভীষ্ট বর আমি তোমাকে প্রদান করিব ॥ ৮ ॥

ভূতিন্যশ্চেটিকাঃ ক্রোধজাপিনাং চেটকা বয়ম্। রাজা হি তস্করভয়ং জরানিষ্টাঘসম্ভবম্। ভূতপ্রেতপিশাচাদীন্নাশয়ামঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৯ ॥

ক্রোধভৈরবের মন্ত্র যাঁহারা জপ করেন, আমরা তাঁহাদিগের ভৃত্য এবং ভূতিনীরা তাঁহাদিগের দাসী। জরা, অনিষ্ট ও পাপ হইতে সম্ভূত ভয়, রাজা ও তস্করভয়, ভূত, প্রেত ও পিশাচ প্রভৃতি সমস্ত অশুভ আমরা অতি যত্নপূর্ব্বক বিনষ্ট করিব ॥ ৯ ॥

যদি সিদ্ধিং ন যচ্ছন্তি ভূতিন্যঃ সাধকং প্রতি। স্ফাটয়ামি তদা পুনঃ ক্রোধবজ্রেণ মূর্দ্ধনি। কচিদগ্নৌ মহাঘোরে নরকে পাতয়ামি চ ॥ ১০ ॥

যদি ভূতিনী, যক্ষিণী ও পিশাচাদি সাধকের প্রতি সিদ্ধি প্রদান না করে, তাহা হইলে নিশ্চিতই তৎক্ষণাৎ তাহাদের মস্তক ক্রোধবজ্রদ্বারা স্ফাটিত করি (ফাটাইয়া দি), কিম্বা অগ্নিতে অথবা মহাঘোর নরকে নিক্ষেপ করি ॥ ১০ ॥

এবমস্ত্বিতি তাঃ প্রাহুর্বিস্মিতাঃ ক্রোধভূপতিম্ ॥ ১১ ॥

মহাদেবাদি দেবগণ বিস্মিত হইয়া ক্রোধভৈরবকে বলিলেন,—আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই হউক ॥ ১১ ॥

ততো নৃণাং হিতার্থায় প্রমথাদ্যুপকারকম্। ক্রোধরাজঃ পুনঃ প্রাহ মৃতসঞ্জীবনীমনুম্ ॥ ১২ ॥

অনন্তর ক্রোধভৈরব লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত পুনর্ব্বার প্রমথাদির উপকারক মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র বলিলেন ॥ ১২ ॥

সকলমিদং মন্ত্রমুচ্চার্য্য সংঘট্টেতি দ্বিধা পদম্। মৃতানিতি পদং পশ্চাজ্জীবয়েতি স্মৃতঃ। অস্য ভাবিতমাত্রেণ মূর্চ্ছিতা ভূতদেবতাঃ। স্তম্ভিতা বেপমানাশ্চ উত্তিষ্ঠন্তি বিহ্বলাঃ ॥ ১৩ ॥

"ওঁ সংঘট্ট, সংঘট্ট, মৃতান্ জীবয় স্বাহা,"—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র ভূতাদি দেবতা সমস্ত মূর্চ্ছিত, স্তম্ভিত, কম্পিত এবং বিহ্বল হইয়া উঠে ॥ ১৩ ॥

অথ প্রাহ মহাদেবো ভূপতিং তং মুহুর্মুহুঃ। ক্রোধাধিপঃ বজ্রপাণিং বিনা ত্রাতা ন বিদ্যতে ॥ ১৪ ॥

অনন্তর মহাদেব ক্রোধভৈরবকে মুহুর্মুহু বলিতে লাগিলেন,—বজ্রপাণি ক্রোধভৈরবভিন্ন ত্রাণকর্ত্তা আর কেহই নাই ॥ ১৪ ॥

অথোবাচাশনিধরো মাভৈর্মাভৈর্মহেশ্বরম্। তবান্যেষাঞ্চ দেবানাং হিতার্থং ভূতনিগ্রহং। করিষ্যামি কলৌ জম্বুদ্বীপস্থানাং নৃণামপি ॥ ১৫ ॥

তাহার পর বজ্রপাণি ক্রোধভৈরব মহাদেবকে বলিলেন,—ভীত হইও না; তোমার ও অন্যান্য দেবগণের এবং জম্বুদ্বীপস্থ মনুষ্যদিগের হিতের জন্য কলিযুগে ভূতনিগ্রহ করিব ॥ ১৫ ॥

রক্ষাস্মানসকৃৎ প্রাহুঃ প্রমথাশ্চাপ্সরোঙ্গনাঃ। নাগিন্যো যক্ষকামিন্যঃ ক্রোধীশং প্রণিপত্য চ ॥ ১৬ ॥

প্রমথগণ এবং অপ্সরগণ, নাগিনী ও যক্ষিণী প্রভৃতি অঙ্গনারা ক্রোধভৈরবকে প্রণাম করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিলেন,—এক্ষণে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥

অথ বজ্রধরঃ প্রাহ ভৈরবো রোমহর্ষণঃ। সুন্দরি ত্রিপুরে ভদ্রকালি ভৈরবচণ্ডিকে। মজ্জাপিনাং নৃণাং যূয়মুপস্থানং করিষ্যথ। স্বর্ণাদ্যাকাঙ্ক্ষিতান্যপি জাপিনেঽপি প্রদাস্যথ ॥ ১৭ ॥

অনন্তর কুলীশপাণি রোমহর্ষণ ক্রোধভৈরব বলিলেন,—সুন্দরি ! ত্রিপুরে ! ভদ্রকালি ! ভৈরবচণ্ডিকে ! তোমরা সকলে আমার জাপক নরগণের উপাসনা কর এবং তাহাদিগকে কাঞ্চন, অভিলষিত ভক্ষ্যবস্তু আদি প্রদান কর ॥ ১৭ ॥

যক্ষিণ্যোঽপ্সরসো দেবকন্যকা নাগকন্যকাঃ। বাক্যমূচুর্দেবদেবেশ নিশ্চিতং ক্রোধজাপিনঃ। করিষ্যাম উপস্থানং দাস্যামঃ প্রার্থিতং ধনম্। যদি কুর্মোঽন্যথা নষ্টা ভবামঃ সকুলং প্রভো। সর্ব্বকর্ম্ম করিষ্যামো দাসত্বং ক্রোধজাপিনাম্। যদ্যন্যথা করিষ্যামো ভগবান্ মূর্দ্ধ্নি দারয়েৎ। শতধা ক্রোধবজ্রেণ নরকে বা নিপাতয়েৎ ॥ ১৮ ॥

যক্ষিণী, অপ্সর, দেবকন্যা ও নাগকন্যাগণ বলিতে লাগিলেন,—হে দেবদেবেশ ! আপনার উপাসকবর্গের উপাসনা করিব এবং তাঁহাদিগকে প্রার্থিত ধনও প্রদান করিব। প্রভো ! যদি আমরা আপনার বাক্যের অন্যথা করি, তাহা হইলে যেন সবংশে বিনাশ পাই। যাঁহারা ক্রোধভৈরবের মন্ত্র উপাসনা করেন, আমরা তাঁহাদের দাসী হইয়া সর্ব্বকার্য্য সাধন করিব। আমরা যদি আপনার বাক্যের অন্যথাচরণ করি, তাহা হইলে আপনি আমাদিগের মস্তক ক্রোধবজ্রদ্বারা শতধা বিদীর্ণ করিবেন, অথবা আমাদিগকে নরকে নিপাতিত করিবেন ॥ ১৮ ॥

সাধ্বিত্যুক্ত্বা বজ্রপাণিঃ পুনঃ প্রাহ সুরানিতি। করিষ্যথেত্যুপস্থানং নরাণাং ক্রোধজাপিনাম্। বৈদূর্য্যাদিমণীন্ স্বর্ণমুক্তাদ্রব্যাণি দাস্যথ ॥ ১৯ ॥

অশনিধর ক্রোধভৈরব দেবগণের প্রতি "তোমরা সাধু !"—এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন,—নায়িকাগণ ! যে সকল মনুষ্য ক্রোধভৈরবের মন্ত্র জপ করে, তোমরা তাহাদিগের উপাসনা কর এবং নীলকান্তাদি মণি ও কনক মৌক্তিক ইত্যাদি দ্রব্যসকল তাহাদিগকে অর্পণ কর ॥ ১৯ ॥

এবমস্ত্বিতি তং নত্বা ক্রোধরাজং সুরান্তকম্। গতা আজ্ঞাং শিরঃ কৃত্বা স্বস্থানং যক্ষনায়িকাঃ ॥ ২০ ॥

যক্ষিণীগণ "এই রূপই হউক" বলিয়া সুরাসুরাদিধ্বংসকারী ক্রোধভৈরবকে নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ২০ ॥

তেনেষ্টসিদ্ধিদাঃ সর্ব্বা জম্বুদ্বীপে কলৌ যুগে ॥ ২১ ॥

এইরূপে কলিকালে জম্বুদ্বীপে নায়িকাগণ অষ্টসিদ্ধিদায়িনী হইয়াছেন ॥ ২১ ॥

নায়িকাসিদ্ধির প্রণালী ।

উন্মত্তভৈরব্যুবাচ। ভগবন্! সুন্দরীমন্ত্রসাধনং বদ মে প্রভো। মন্ত্রোচ্চারাৎ তত্র সুরাসুরজনপদস্থিতম্ ॥

উন্মত্তভৈরবী কহিলেন,—ভগবন্! 'সুন্দরী'দেবতার মন্ত্রসাধন, মন্ত্রোদ্ধার, মুদ্রা ও অর্চ্চনাপদ্ধতি আমাকে বলুন॥

উন্মত্তভৈরব উবাচ। একবৃক্ষে দেবগেহে বনে বজ্রধরালয়ে। নিম্নগাসঙ্গমে বাপি পিতৃভূমৌ বথাপি বা। সিদ্ধাতি ভূতভূতিন্যো নৃণামিষ্টফলপ্রদাঃ॥

উন্মত্তভৈরব কহিলেন,—তরুতল, দেবালয়, বন, শিবমন্দির, নদীসঙ্গমস্থল, অথবা শ্মশান,—এই সকল স্থানে উপাসনা করিলে, ভূত ভূতিনী আদি সিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাতেই মনুষ্যেরা ইষ্টফল প্রাপ্ত হয়॥ ক্রমশঃ—



পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর সাধনকার্য্যের প্রণালী।

সাধনাকাঙ্ক্ষী সভ্যগণ একত্রিত হইয়া একটি টেবেলের চতুর্দ্দিকে গোলাকারে পরস্পরের হস্তধারণ কিম্বা ঐ টেবেলের উপরে করস্থাপন করিয়া পবিত্রচিত্তে ও স্থিরমনে চেয়ারে বসিয়া কোন মৃতব্যক্তির আত্মাকে চিন্তাকরতঃ আহ্বান করিলে ঐ আত্মার শক্তি ঐ চক্রস্থিত কোন সভ্যের উপর আসিয়া আভির্ভূত হইবে। কিন্তু অগ্রে উপাসনা করিয়া ঐ কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে এবং কখন কখন গান বাদ্য সহকারে উপাসনা করিতে হয়। পরে ঐরূপ বসিয়া যখন ঐ আত্মার আগমন জানা যাইবে তখন ঐ চক্রস্থিত কোন সভ্য যে যে বিষয় জানিতে মানস কিম্বা প্রয়োজনীয় বোধ করিবেন তত্তাবৎ বিবরণ প্রশ্ন করিলে ঐ আবির্ভূত আত্মা তাহার উত্তরপ্রদান করিবে এবং ইচ্ছা করিলে ঐ আত্মা অলৌকিক নানাপ্রকার অদ্ভুত ও অসাধারণ কার্য্য ও শক্তি প্রদর্শন করাইবে। তদ্দৃষ্টে সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির ও বিদ্বেষী লোকের মনে ভৌতিককার্য্য ব্যতীত আর কিছুই উদ্ভব হইতে পারে না। সাহসী পাঠকবর্গ সাবধান হইয়া যথাবিধি পরীক্ষা করিলে সত্য মিথ্যা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল ব্যক্তির বিশ্বাস ও তৎপ্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নাই এবং যাহারা এই বিষয়ের বিদ্বেষী, স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয় সকলের বশীভূত সেই সকল ব্যক্তি প্রেততত্ত্ব-চক্রের উপযুক্ত পাত্র নহে। ঐ সকল ব্যক্তিকে চক্রে স্থান দেওয়া উচিত নহে।

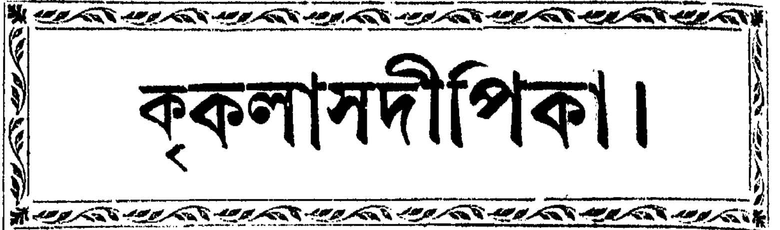
প্রেততত্ত্বের চক্রস্থিত কোন ব্যক্তি চক্র হইতে উঠিয়া গেলে এবং ঐ স্থানে অন্য কোন নূতন সভ্য বসিলে ঐ সময় সাধনের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। এমন কি আত্মার আগমনের উপক্রম হইলেও তাহা রহিত হয়।

যে যে সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির প্রেততত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে এবং যাহারা এই কার্য্যসাধনোপযোগী প্রকৃত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহারাই অতি সহজে মৃতব্যক্তির আত্মা আনয়নে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

মৃতব্যক্তির আত্মা চক্রস্থিত যে ব্যক্তির উপর আবির্ভূত হইবে সেই ব্যক্তির নাম মিডিয়ম। ঐ মিডিয়ম বহুপ্রকার তাহা নিম্নে কথিত হইতেছে।

ঘা মারিবার মিডিয়ম, ভারিবস্তু উত্তোলন অথবা একস্থান হইতে অন্যস্থানে রাখিবার মিডিয়ম, টেবেল কাইত করিবার মিডিয়ম, লিখিবার মিডিয়ম (Writing), বাক্য উৎপাদন করার মিডিয়ম (Voice), বাদ্য করার মিডিয়ম (Musical), কম্পিত হইবার মিডিয়ম (Vibrating), নিদ্রাকালের মিডিয়ম (Trance), স্পর্শকারী মিডিয়ম (Sensation), রূপধারী মিডিয়ম (Personification), রোগ আরোগ্যকারী মিডিয়ম (Healing), চিত্রকারী মিডিয়ম (Painting), স্বপ্নদর্শী মিডিয়ম (Vision), অনবগত ভাষা লিখিবার ও কহিবার মিডিয়ম (Unknown Language), দর্শনকারী মিডিয়ম (Seeing), মনোবৃত্তি বর্ণনকারী মিডিয়ম (Psychographic), ভ্রমণকারী মিডিয়ম (Itinerant), আলোক দর্শনকারী মিডিয়ম (Illuminating), ভবিষ্যদ্বাদী মিডিয়ম (Prophetic), বার্ত্তাবহ মিডিয়ম (Telegraphic), বক্তা মিডিয়ম (Speaking), অপ্রত্যক্ষদর্শনকারী মিডিয়ম (Clairvoyant).

১। ঘা মারিবার মিডিয়ম,—কোন প্রশ্ন করিলে টেবেলের পায়া উচ্চ করিয়া ঘা মারিয়া তাহার উত্তরপ্রদান করা ইহার কার্য্য। ক্রমশঃ—



পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অথ মূষিকসাধনং।

অথ বক্ষ্যে মহেশানি মূষিকাশব্দসাধনম্। উপোষ্য পূর্ব্বেঽহনি শুদ্ধমানসঃ প্রাতঃ শুচিঃ সুন্দরবেশধারী। গত্বা নদীতীরমূষীং সতারাং ভেন্তাং নমোঽন্তাং প্রজপেচ্চ যত্নাৎ। সিদ্ধাবধিঃ শ্রীগিরিরাজকন্যা প্রসাদতো মূষিকশব্দবিদ্ভবেৎ॥ ১॥

মহেশানি! অনন্তর মূষিকশব্দ সাধন বলিতেছি। পূর্ব্বদিনে উপবাসী থাকিয়া সিদ্ধিদিবসের প্রাতঃকালে শুদ্ধচিত্তে পবিত্র হইয়া সুন্দরবেশ ধারণপূর্ব্বক নদীতীরে গমন করিয়া "ওঁ মূষ্যৈ নমঃ"—এই মন্ত্র ভক্তিভাবে জপ করিবে। এইরূপে মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে, ভগবতীর অনুগ্রহে মূষিকশব্দ জ্ঞান হয়॥ ১॥

কিম্বা রমাযুগ্মমূষীঞ্চ ভেন্তাং দ্বিঠাবধিপ্রোক্তমবীতিমন্তৎ। জপেৎ সহস্রঞ্চ শতং নিশান্তে ততো মহেশানি ভবেত্তদেব॥ ২॥

প্রকারান্তরে মূষিকশব্দজ্ঞান। "শ্রীং শ্রীং মূষ্যৈ স্বাহা—এই মন্ত্র নিশার শেষভাগে সহস্রবার জপ করিলে, মূষিকের শব্দ বুঝিতে পারিবে॥ ২॥

বাণীঃ রমাঞ্চ প্রদদাসি বিদ্যাং লজ্জাঞ্চ তারঞ্চ পুনশ্চ লজ্জাম্। তারং পুনর্মূষিকশব্দপূর্ব্বং বিচর্চ্চিকে বহ্নিবধূসমেতম্॥ শয্যামুপেত্যাশু জপেচ্চ বিদ্যাং স্বকান্তয়া বা পরকান্তয়া বা। ততো মহেশানি সরাজগোষ্ঠী ব্রূতে রহো মূষিকশব্দবৃন্দম্॥ দুর্ভিক্ষং বা সুভিক্ষং বা বহুধাপি শুভাশুভম্। দেশানাঞ্চ মহেশানি শীঘ্রং ব্রূতে শুভাশুভম্॥

অন্যমতে মূষিকশব্দজ্ঞান "ঐং শ্রীং হ্রীং ওঁ হ্রীং ওঁ মূষিকবিচর্চ্চিকে স্বাহা" এই মন্ত্র স্বীয় স্ত্রী কিম্বা পরস্ত্রীর সহিত শয্যাতে বসিয়া জপ করিবে। এইরূপ জপ করিয়া মন্ত্রসিদ্ধি হইলে, মূষিকের শব্দ বুঝিতে পারিবে এবং দেশমধ্যে দুর্ভিক্ষ ও সুভিক্ষ আদি শুভাশুভ ঘটনা হইবে কি না, তাহাও বলিতে পারিবে॥ ৩॥ ক্রমশঃ—



পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অথ দানবাদিদূরীকরণ জলপড়া।—ওঁ আং ক্রীঁ হূঁ মার হত্ত গাং হ্রীংকারে সমস্তদোষান্ হর হর বিগর বিগর হুং ফট্ স্বাহা। যাহাকে দানবদৈত্যাদিতে পাইবে, তাহাকে এই মন্ত্রদ্বারা জল পড়িয়া খাওয়াইবে ও গাত্রে দিবে এবং কাচা

নিশপত্রের ধূমপ্রদান করিবে। তাহা হইলে দানবদৈত্যাদি তাহাকে ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে।

অথ ভূতের সর্ষপতৈলপড়ামন্ত্র ও ভূতছাড়ানমন্ত্র।—তেলিনীর তেল পসার চৌরাশীসহস্র ডাকিনীর হেল, এত্তেলের তার মুই তেল পড়িয়া দেয়, অমুকার অঙ্গে অমুকারে তার, আক্বদলশূলে যক্ষা, যক্ষিণী, দৈত্যা, দৈত্যানী, ভূতা, ভূতী, প্রেতা, প্রেতী, দানবা, দানবী, নিশাচোরা, শুচিমুখা, গাভূরডলনম্ বারভাইয়া লাড়ি জোগাই চামী পিশাচী অমুকার অঙ্গে ঘা, কালজটার মাথা খা, হ্রীঁ ফট্ স্বাহা, সিদ্ধিগুরুর চরণ রাড়ের কালিকাচণ্ডীর আজ্ঞা। এই মন্ত্রে সর্ষপতৈল পড়িয়া গাত্রে দিলে ভূত ছাড়িবে।

অথ ভূতছাড়ানচক্র। প্রথমে ভূতছাড়ানচক্র অঙ্কিত করিয়া ভূতে পাওয়া রোগিকে ঐ চক্রের উপরে বসাইবে। হুঁ ভেদ ভেদ স্বাহা। এই মন্ত্রদ্বারা কর্ণে ফুঁ দিবে। হুঁ এই মন্ত্র জপ করিবে। ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ হূঁ ফট্ স্বাহা। ইহা পাঠ করিবে, তাহা হইলে ভূত ছাড়িয়া যাইবে।

অথ সর্ব্বভূতডাকিনীদমনমন্ত্র। ওঁ অঘোরে অঘোরেশ্বরি ঘোরমুখি চামুণ্ডে ঊর্দ্ধকেশি হ্রীং ক্ষীং হুঁ ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্র জপদ্বারা সকল ভূত দমন হয়। (১) ওঁ ভগবতে রুদ্রায় চণ্ডেশ্বরায় হূঁ হূঁ হূঁ ফট্ ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্রপাঠ করিয়া সর্ষপ-প্রহার করিবে। ইহাদ্বারা সকল ভূত, প্রেত ও ডাকিনী প্রভৃতি দমন হয়।

অথ শাকিনীদমনমন্ত্র।—ওঁ নমো ভগবতে মহানীলাপলনলজাম্বুবৎবালিসুগ্রী-বাঙ্গদহনুমন্তসহিতায় বজ্রহস্তেন শাকিনীনাং হন হন দম দম মারয় মারয় ভেদয় ভেদয় ছেদয় ছেদয় সর্ব্বদোষানাকর্ষয় আকর্ষয় ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হূঁ ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্র পাঠ করিলে শাকিনীদমন হয়।

অথ রাক্ষসডাকিন্যাদিদমন প্রকরণ।—ওঁ হ্রীঁ কুরু কুন্দে স্বাহা। এই মন্ত্র স্মরণ করিলে রাক্ষস ও ডাকিনী প্রভৃতি দমন হয়।

অথ পরীছাড়ান কবচ।—ওঁ লং শ্রীং কাপালিকং জং জং তিষ্ঠতি মহিষং চং চং চর্ম্ম শং হং সঃ। পরীর দৃষ্টি হইলে সারচন্দনদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে এই মন্ত্র লিখিয়া ধারণ করিলে পরী ছাড়িবে।

অথ ব্রহ্মদৈত্যছাড়ানকবচ।—ক্লীং চর্চ্চ হ্রুং হ্রুং ঋং শাঃ। এই মন্ত্র পারুলপত্রে লিখিয়া ব্রহ্মদৈত্যপাওয়া রোগির মস্তকে কবচ করিয়া ধারণ করাইলে, তাহাকে ব্রহ্মদৈত্য ছাড়িয়া পলায়।

অথ ডাকিনীরক্ষণ।—ওঁ রক্ত জয় জয় রক্ত ফট্ রক্তাম্বরধারিণীং উৎকটবেধ-বতীং স্বাহা। এই মন্ত্রজপদ্বারা ডাকিনীর ভয় হইতে রক্ষা করা যায়।

অথ ডাকিনীবন্ধনপ্রকরণ।—হূঁ হূঁ অগ্নিনিয়া মঞ্জিবন্ধনিমি নাগপতে নমনিকং স্বাহা। এই মন্ত্রদ্বারা ডাকিনীকে বন্ধন করা যায়। ওঁ মরালং সরালং কুরে ওঁ স্বাহা। এই মন্ত্রদ্বারা ডাকিনীর মুণ্ডবন্ধন করা যায়। ক্রমশঃ—

শবসাধন।

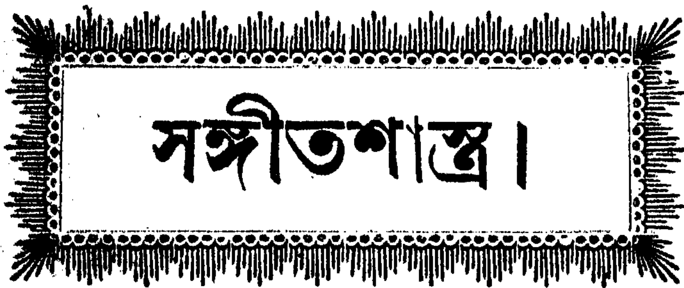
পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

তৎসমীপং গত্বা ওঁ ফট্ ইতি শবমভ্যুক্ষ্য ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ ফড়িতি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্বা শবং স্পৃষ্ট্বা প্রণমেৎ। তদুক্তং ভাবচূড়ামণৌ—প্রণবাদ্যস্ত্রমন্ত্রেণ শবস্ত প্রোক্ষণঞ্চরেৎ। প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য মৃতকায় নমস্ত ফট্। পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্বা প্রণমেৎ স্পর্শপূর্ব্বকং। প্রণামমন্ত্রস্তু—বীরেশ পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেশ্বর। আনন্দভৈরবাকার দেবীপর্য্যঙ্কশঙ্কর! বীরো (শিবো) হহং ত্বাং প্রপদ্যামি উত্তিষ্ঠ চণ্ডিকার্চ্চনে। অনেন শবমন্ত্রেণ প্র[illegible]ক্ষালয়েৎ শবং। ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ অনেন ক্ষালয়িত্বা সুগন্ধিজলেন ক্ষালয়িত্বা বাসসা অঙ্গমুক্তোনা ধূপেন ধূপয়িত্বা চন্দনা-দিনা শবং প্রলিপ্য শবস্ত কটিদেশঃ ধৃত্বা পুজাস্থানং সমানয়েৎ। তদুক্তং কালীতন্ত্রে—ক্ষালনঞ্চ মৃতকায় মন্ত্রোহয়ং মন্ত্রমুচ্চরেৎ। শবস্ত স্নানমন্ত্রোহয়মিত্যাদি। ভাবচূড়ামণৌ—ধূপেন ধূপিতং কৃত্বা গন্ধাদিনা বিলিপ্য চ। স্বক্রোড়ে (ক্রো) যদি দেবেশি প্রকরেৎ কুলসাধকঃ। ততঃ কুশ-শয্যাং কৃত্বা পূর্ব্বশিরসং কৃত্বা শবং স্থাপয়েৎ। তদুক্তং তত্রৈব—কুশশয্যাং পরিকল্প্য তত্র সংস্থা-পয়েচ্ছবং। তত এলা-লবঙ্গ কর্পূর জাতী-খদির-মার্জ্জিকং তাম্বূলং তন্মুখে দত্ত্বা শবং অধোমুখং কুর্য্যাৎ। তথাচ এলা লবঙ্গ কর্পূর-জাতী খদিরমার্জ্জিকং। তাম্বূলং তন্মুখে দত্ত্বা শবং কুর্য্যাদধো-মুখং। তৎপৃষ্ঠং চন্দনেনাপি বিলিপ্য প্রযতঃ সুধীঃ। বাহুমূলাদি কট্যন্তং চতুরস্রং বিধায় চ। মধ্যে পদ্মং চতুর্দ্বারং দলাষ্টকসমন্বিতং। পীঠমন্ত্রং লিখেত্তত্র তত্তৎকল্পবিধানতঃ। ওঁ হ্রীঁ ফড়িতি মন্ত্রেণ তত্তৎকল্পোক্তপীঠমন্ত্রং লিখেৎ। তদুপরি কম্বলাদ্যাসনং দদ্যাৎ। তত্র শবস্ত সান্নিধ্যং ধারয়েৎ কটিদেশতঃ। মন্ত্রাণ্যপরাণ্যেতত্র দদ্যাদিষ্টিবলং পদে। পুনঃ প্রক্ষালনং কৃত্বা জপস্থানে সমানয়েৎ। ততো দ্বারপালুকবজ্রকাদীনি দশদিক্ষু পূর্ব্ববৎ সংস্থাপ্য ইন্দ্রাদিদশ-দেবতাঃ সংপূজ্য সান্নিধ্যেন বলিং দদ্যাৎ। তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—দ্বারপালুকমাদাদি বজ্রকাদীনি দিক্ষু চ। সংস্থাপ্য পূজয়েত্তত্র ক্রমাদিন্দ্রাদিদেবতাঃ। তত্রায়ং ক্রমঃ। ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধি-পতয়ে ঐরাবতবাহনায় বজ্রহস্তায় বলক্রিপারিষদায় সপরিবারায় নমঃ। ইতি পাদ্যাদিভিঃ সংপূজ্য বলিং দদ্যাৎ। বীজমিন্দ্রায় স লিখ্য সুরাধিপতয়ে ততঃ। ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় যুগং ততঃ। বিঘ্ননিবারণং কৃত্বা সিদ্ধিং প্রযচ্ছ ঠদ্বয়ং। অনেন মনুনা পূর্ব্বে বলিং দদ্যাচ্চ সাধকঃ। বন্দনাদিকং কৃত্বা পুষ্পবলিমাহরেৎ। সর্ব্বেষাং লোকপালানাং ততঃ সাধক-সত্তমঃ। ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় বিঘ্ননিবারণং কৃত্বা মম সিদ্ধিং প্রযচ্ছ স্বাহা। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ল্যাং ইন্দ্রায় স্বাহা। ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজো-হধিপতয়ে মেষবাহনায় সপরিবারায় শক্তিহস্তায় সায়ুধায় নমঃ। ইতি সংপূজ্য ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোহধিপতয়ে ইত্যাদি বলিং দদ্যাৎ। ওঁ মাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে দণ্ডহস্তায় মহিষবাহনায় সায়ুধায়েত্যাদিনা সংপূজ্য ওঁ মাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ওঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোহধিপতয়ে অসিহস্তায়াশ্ববাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদিনা সংপূজ্য ওঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোহধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে পাশহস্তায় মকরবাহনায় সায়ুধায় ইত্যাদিনা সংপূজ্য ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ওঁ যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে হরিণবাহনায়াঙ্কুশহস্তায় ইত্যাদিনা সংপূজ্য ওঁ যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ওঁ সাং সোমায় যক্ষাধিপতয়ে গদাহস্তায় নরবাহনায় সপরিবারায় ইত্যা-দিনা সংপূজ্য ওঁ সাং সোমায় যক্ষাধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ওঁ হাং ঈশানায় ভূতাধি-পতয়ে শূলহস্তায় বৃষবাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদিনা পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য ওঁ হাং ঈশানায় ভূতাধি-পতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ইন্দ্রেশানয়োর্মধ্যে ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে হংসবাহনায় পদ্মহস্তায় সপরিবারায় ইত্যাদিনা সংপূজ্য ওঁ আং ব্রহ্মণে লোকাধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। নৈর্ঋতবরুণয়োর্মধ্যে ওঁ হ্রীঁ অনন্তায় নাগাধিপতয়ে চক্রহস্তায় গরুড়বাহনায় সপরি-বারায় ইত্যাদিনা সংপূজ্য ওঁ হ্রীঁ অনন্তায় নাগাধিপতয়ে সায়ুধায় ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ। ততঃ সর্ব্বভূতবলিং দদ্যাৎ। সর্ব্বত্র সান্নিধ্যেন। ততঃ অধিষ্ঠাতৃদেবতাভ্যো বলিঞ্চ দাপয়েত্ততঃ। চতুঃষষ্টিযোগিনীভ্যো ডাকিনীভ্যোহপি সংদিশেৎ।

পরে শবসমীপে উপবেশন করিয়া হুঁ ফট্ এই মন্ত্রে শবসাধন অভ্যুক্ষণ করিবে। অনন্তর ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ ফট্ এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদানপূর্ব্বক শব স্পর্শকরিয়া প্রণাম করিবে। এই বিষয়ে ভাবচূড়ামণি গ্রন্থে যে সকল বচন লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ এই স্থলে গ্রন্থকার উদ্ধৃত করিয়াছেন। হে বীরেশ, হে পরমানন্দ, হে শিবানন্দ, হে কুলেশ্বর! তুমি আনন্দভৈরবস্বরূপ ও দেবীর পর্য্যঙ্কে শঙ্করবৎ। আমি বীরস্বরূপে দেবীর অর্চ্চনাতে তোমাকে নমস্কার করি, তুমি গাত্রোত্থান কর, এই শবপ্রণামমন্ত্রে প্রণাম করিয়া শব ক্ষালন করি-ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ এই মন্ত্রে প্রক্ষালন ও সুগন্ধি জলদ্বারা শবকে স্নান করাইবে। বস্ত্রদ্বারা শবশরীর মার্জ্জন, ধূপদ্বারা শোধন ও শ[illegible]রীর চন্দনাদিদ্বারা [illegible] করিবে এবং শবের কটিদেশে ধারণ করিয়া পূজা[illegible]নে আনয়ন করি[illegible] করি-এই বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ কালীতন্ত্রের লিখিত বচন মূলে উদ্ধৃত [illegible] যে ব্যক্তি চূড়ামণিতে লিখিত আছে যে, শবকে ধূপদ্বারা ধূপিত করিয়া গন্ধাদি [illegible] পূর্ব্বক শবসাধনকার্য্য আরম্ভ করিবে। যদি শব রক্তবর্ণ হয়, তাহা কাশপত্রদ্বারা [illegible] অবলম্বন করে, পরে কুশদ্বারা শয্যা করিয়া তাহার উপরে পূর্ব্ব[illegible]

করিতে হইবে। অনন্তর শবমুখে জাতীফল ও খদিরাদিযুক্ত তাম্বূল প্রদান করিয়া শবকে অধোমুখ করিয়া রাখিবে। শবপৃষ্ঠ চন্দনাদিদ্বারা অনুলেপন করিয়া বাহুমূল হইতে কটীদেশপর্য্যন্ত চতুরস্র মণ্ডল লিখিবে। চতুরস্রমধ্যে অষ্টদলপদ্ম ও চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিয়া পদ্মমধ্যে ওঁ হ্রীঁ ফট্ এই মন্ত্রের সহিত পূর্ব্বোক্ত পীঠমন্ত্র লিখিতে হইবে। তাহার উপরে কম্বলাদি আসন আস্তৃত করিবে পরে শবসমীপে গমন করিয়া শবের কটীদেশ ধারণ করিবে। ইহাতে যদি শব কোনপ্রকার উপদ্রব করে, তবে শবগাত্রে নিষ্ঠীবন (থুথু) নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার প্রক্ষালনপূর্ব্বক জপস্থানে আনয়ন করিতে হইবে। পরে জপস্থানের দশদিকে দ্বাদশাঙ্গুলিপরিমিত অশ্বত্থাদি যজ্ঞীয়কাষ্ঠ প্রোথিত করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে ঐ সকল কাষ্ঠে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিবে। এই বিষয়ে অন্যান্য তন্ত্রে যেসকল বচন লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ এই স্থলে গ্রন্থকার উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজাক্রম এই—পূর্ব্বদিকে ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচারদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ইত্যাদি মন্ত্রে সামিষান্নদ্বারা বলি প্রদান করিবে। এইরূপে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋ‌ৃতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত এই দশদিক্‌পালের পূজা করিবে। এই সকল দেবতার পূজামন্ত্র ও বলিমন্ত্র মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হইবে। এই প্রকারে দিক্‌পালগণের পূজা ও বলিপ্রদান করিয়া সর্ব্বভূতবলি প্রদান করিবে। সামিষ অন্নদ্বারা সকল দেবতার বলি দিবে। তৎপরে অধিষ্ঠাতৃদেবতা, চতুঃষষ্টি যোগিনী ও ডাকিনীদিগকে বলিপ্রদান করিতে হইবে।

ক্রমশঃ—



পূর্ব্বে মান্দসপ্তক মধ্যসপ্তক এবং তারাসপ্তক উক্ত হইয়াছে এইক্ষণ তাহাদিগের মধ্যে প্রভেদ কি তাহা বলা হইতেছে।—

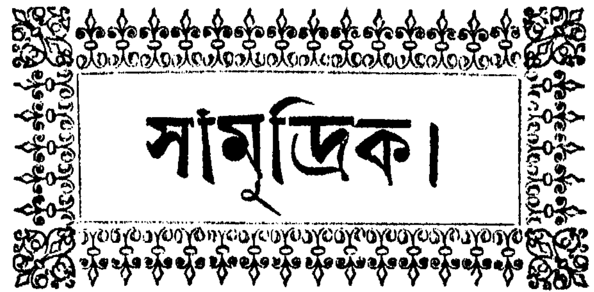
মান্দসপ্তক অর্থাৎ খাদের সুর যে পরিমাণ উচ্চ হইবে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ মধ্যসপ্তক এবং মধ্যসপ্তকের যে পরিমাণ উচ্চসুর কথিত হইল, তাহার দ্বিগুণ তারাসপ্তক হইবে। পূর্ব্বে যে সপ্তসুর কথিত হইয়াছে ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যাহার যে পরিমাণ অন্তর অর্থাৎ ফাক্ নির্দ্ধারিত আছে ঐ অন্তরকে অস্মদ্দেশীয় সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ কেহ দ্বাবিংশতি (২২) কেহ বা ততোধিকরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। এইসকল ভাগে সকল সুর পতিত হইয়াছে তাহারাও যথাস্থানহইতে ভাগানুসারে পূর্ব্বোক্তের ন্যায় দ্বিগুণ উচ্চ হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম বিভাগে যে সুর উদ্ভব হয় তাহার নাম শ্রুতি, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সাতটী সুর সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা (২২) দ্বাবিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এইক্ষণ তাহাদের নাম বলা হইতেছে।

পূর্ব্বোক্তরাবন্ধ বীণায়াং গাত্র এব বা। ষড়্জপঞ্চমভাবেন শ্রুতীর্দ্বাবিংশতির্মতঃ। তাসাং নামানি বক্ষ্যেঽহং নারদীয়ানুসারতঃ। তীব্রা ... ছন্দোবত্যঃ ... ঃ। দয়াবতী তু রঞ্জনী রতিকেত্যমূ। রৌদ্রী ... বজ্রিকাথ প্রসারিণী। প্রীতিশ্চ মার্জ্জনীত্যেতাঃ শ্রুতয়ো মধ্যমাশ্রিতাঃ। ক্ষিতী- ... পঞ্চমে। মন্দন্তী রোহিণী রম্যেত্যেতা তিস্রস্তু ধৈবতে। উগ্রা চ ... শ্রুতী। ইত্যুক্তাঃ সপ্তস্বরেষু শ্রুতয়ো বুধৈঃ। ইতি

১ তীব্রা, ২ কুমদ্বতী, ৩ মন্দা, ৪ ছন্দোবতী, ৫ দয়াবতী, ৬ রঞ্জনী, ৭ রতিকা, ৮ রৌদ্রী, ৯ ক্রোধী, ১০ বজ্রিকা ১১ প্রসারিণী, ১২ প্রীতি, ১৩ মার্জ্জনী, ১৪ ক্ষিতি, ১৫ রক্তা, ১৬ সন্দীপিনী, ১৭ আলাপনী, ১৮ মন্দন্তী, ১৯ রোহিণী, ২০ রম্যা, ২১ উগ্রা, ২২ ক্ষোভিণী। যে সকল নামের উল্লেখ হইল ইহারা কেবল সুরের সূক্ষ্মাংশমাত্র অর্থাৎ একসুর হইতে অন্যসুরে অবিচ্ছেদরূপে ব্যক্ত করিবার সময় সেই উভয় সুরের মধ্যে যে অতিশয় সূক্ষ্ম সুরের অংশগুলি অনুভূত হয় সেই সকলের নাম শ্রুতী। এই শ্রুতীগুলি সাতটি সুরের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে কিন্তু সকল সুরের মধ্যে সমান অন্তর না থাকায় সমানে বিভক্ত হইতে পারে নাই, সুতরাং কোন কোন সুরের মধ্যে চারিটি এবং কোন কোন সুরের মধ্যে তিনটি এবং কোন কোন সুরের মধ্যে দুইটি করিয়া শ্রুতী বিন্যাস করা হইয়াছে।

অর্থাৎ ষড়্জ ও ঋষভ এই দুই সুরের মধ্যে তীব্রা, কুমদ্বতী, মন্দা এবং ছন্দোবতী এই চারিটি শ্রুতী; ঋষভ ও গান্ধার এই উভয়ের মধ্যে দয়াবতী, রঞ্জনী এবং রতিকা এই তিনটি শ্রুতি। গান্ধার ও মধ্যমার এই দুই সুরের মধ্যে রৌদ্রী এবং ক্রোধী এই দুইটি শ্রুতী। মধ্যম ও পঞ্চমের মধ্যে বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি এবং মার্জ্জনী এই চারিটি শ্রুতি, পঞ্চম এবং ধৈবত এই উভয়ের মধ্যে ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপিনী এবং আলপনী এই চারিটি শ্রুতি, ধৈবত ও নিষাদ ইহাদিগের মধ্যে মন্দন্তী, রোহিণী এবং রম্যা এই তিনটি শ্রুতি এবং নিষাদ ও ষড়্জ এই উভয়ের মধ্যে উগ্রা ও ক্ষোভিণী নামে দুইটি শ্রুতি পতিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে যে সুরে দুইটি শ্রুতি আছে তাহাদিগকে অর্দ্ধসুর বলা যায়, যথা গান্ধার ও নিষাদ।

ক্রমশঃ—



পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর পুনঃ পুং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিলক্ষণ।

উন্মানমানগতিসন্ধিসারবর্ণস্নেহস্বরপ্রকৃতিসত্ত্বমনূকমাদৌ চ। ক্ষেত্রং মৃজাঞ্চ বিধিবৎকুশলোঽবলোক্য সামুদ্রবিদ্বদতি যাতমনাগতঞ্চ॥

সুদক্ষ সামুদ্রিকশাস্ত্রবিৎ দৈবজ্ঞ প্রথমে মনুষ্যের দেহের (ক্ষেত্র,) মৃজা, (লাবণ্য) স্বর, বল, সন্ধি, স্নেহ, বর্ণ, অনূক, (মুখের আকৃতি) উন্মান, (উচ্চতা) মান, (পরিমাণ) প্রকৃতি ও গতি এই সকল বিশেষরূপে অবলোকনপূর্ব্বক তাহার গত ও অনাগত শুভাশুভ ঘটনা প্রকাশ করিবে॥

অবিকলপার্শ্বা ধনিনো নিম্নৈর্বক্রৈশ্চ ভোগসন্ত্যক্তাঃ। সমকুক্ষা ভোগাঢ্যা নিম্নাভির্ভোগপরিহীনাঃ॥ উন্নতকুক্ষাঃ ক্ষিতিপাঃ কুটিলাঃ স্যুর্মানবা বিষমকুক্ষাঃ। সর্পোদরা দরিদ্রা ভবন্তি বহ্বাশিনশ্চৈব॥

পার্শ্বদেশ অবিকল হইলে ধনী এবং নিম্ন বা বক্র হইলে ভোগহীন হয়। কুক্ষিদেশ সমান হইলে ভোগশালী ও নিম্ন হইলে ভোগহীন হইয়া থাকে। যাহার কুক্ষিদেশ উন্নত, সেই ব্যক্তি রাজা এবং বিষমকুক্ষি হইলে সেই ব্যক্তি কুটিল হইয়া থাকে। জঠর সর্পোদরসদৃশ হইলে সে ব্যক্তি দরিদ্র ও বহুভোজী হইবে॥

বলিমধ্যগতা বিষমা শূলাবাধং করোতি নৈঃস্ব্যঞ্চ। শাঠ্যং বামাবর্ত্তা করোতি মেধাং প্রদক্ষিণতঃ॥

নাভি বলিমধ্যগত ও বিষম হইলে শূলরোগ ও দরিদ্রতা জন্মে। নাভি বামাবর্ত্ত হইলে সেইব্যক্তি শঠ এবং দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে মেধাবী হয়॥

পার্শ্বায়তা চিরায়ুষ্মুপরি ... গবাঢ্যানাং। শতপত্রকর্ণিকাভা নাভির্নৃপতেরেবাং ... ॥

নাভির উত্তরপার্শ্ব ... হইলে দীর্ঘজীবী, উপরিভাগে বিস্তৃতরূপে বিস্তৃত

হইলে বলী এবং অধোভাগে তির্য্যগ্‌ভাবে বিস্তৃত হইলে ভোগশালী হয়। যদি নাভির বর্ণ কমলপত্রের ন্যায় হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি নরপতি হইয়া থাকে॥

শস্ত্রান্তং স্ত্রীভোগিনমাচার্য্যং বহুসুতং যথাসংখ্যম্। একদ্বিত্রিচতুর্ভির্বলিভির্বিন্দ্যান্নৃপং ত্ববলিম্॥

যাহার নাভিদেশে একটীমাত্র বলি লক্ষিত হয়, শস্ত্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হইবে। দুইটী বলি থাকিলে স্ত্রীভোগী, তিনটী বিদ্যমান থাকিলে উপাধ্যায় এবং চারিটী বলি থাকিলে বহুপুত্রবান্ হয়। যাহার একটীমাত্রও বলি দৃষ্ট হয় না, সেই ব্যক্তি নরপতি হইয়া থাকে॥

বিষমবলয়ো মনুষ্যা ভবন্ত্যগম্যাভিগামিনঃ পাপাঃ। ঋজুবলয়ঃ সুখভাজঃ পরদারদ্বেষিণশ্চৈব॥

বলি বিষম হইলে পাপিষ্ঠ ও অগম্যাগামী এবং ঋজু হইলে সুখভাগী ও পরদারদ্বেষী হয়॥

মাংসলমৃদুভিঃ পার্শ্বৈঃ প্রদক্ষিণাবর্ত্তরোমভির্ভূপাঃ। বিপরীতৈর্নির্দ্রব্যাঃ সুখপরিহীনাঃ পরপ্রেষ্যাঃ॥

পার্শ্বদেশ মাংসল, মৃদু ও দক্ষিণাবর্ত্তরোমমণ্ডলে আবৃত হইলে সেই ব্যক্তি নৃপতি হয় এবং ইহার বিপরীত হইলেই নির্দ্ধন, সুখহীন ও পরের দাস হইয়া থাকে॥

সুভগা ভবন্ত্যনুদ্বদ্ধচূচুকা নির্ধনা বিষমদীর্ঘৈঃ। পীনোপচিতনিমগ্নৈঃ ক্ষিতিপতয়শ্চূচুকৈঃ সুখিনঃ॥

যে পুরুষের চূচুক (স্তনের বোঁটা) অনুন্নত, সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী হয়; বিষম ও দীর্ঘ হইলে নির্দ্ধন এবং উচ্চ, স্থূল ও নিমগ্ন হইলে সুখী ও ক্ষিতিপতি হইয়া থাকে॥

হৃদয়ং সমুন্নতং পৃথুলমাংসলঞ্চ নৃপতীনাম্। অধমানাং বিপরীতং খররোমচিতং শিরালঞ্চ॥

যাহার বক্ষঃস্থল উন্নত, বিস্তৃত ও মাংসল, সেই ব্যক্তি নৃপতি হইয়া থাকে এবং উহার বিপরীত অথবা কর্কশরোমপূর্ণ ও শিরাব্যাপ্ত হইলে নরাধম হয়॥

সমবক্ষসোঽর্থবন্তঃ পীনৈঃ শূরাস্ত্বকিঞ্চনাস্তনুভিঃ। বিষমং বক্ষো যেষাং তে নিঃস্বাঃ শস্ত্রনিধনাশ্চ॥

বক্ষঃস্থল সমান হইলে অর্থশালী, বৃহৎ হইলে বীর, ক্ষুদ্র হইলে দরিদ্র এবং অসমান হইলে নির্দ্ধন হয় ও সেই ব্যক্তির শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হইয়া থাকে॥

বিষমৈর্বিষমো জত্রুভিরর্থবিহীনোঽস্থিসন্ধিপরিণদ্ধৈঃ। উন্নতজত্রুর্ভোগী নিম্নৈর্নিঃস্বোঽর্থবান্ পীনৈঃ॥

জত্রু (গ্রীবার অস্থি) অসমান হইলে দুশ্চরিত্র এবং অস্থির সন্ধিস্থল বৃহৎ হইলে অর্থহীন হয়। যাহার জত্রু উন্নত, সে ভোগী, নিম্ন হইলে ধনহীন এবং স্থূল হইলে অর্থশালী হয়॥

চিপিটগ্রীবো নিঃস্বঃ শুষ্কা সশিরা চ যস্য বা গ্রীবা। মহিষগ্রীবঃ শূরঃ শস্ত্রান্তো বৃষসমগ্রীবঃ॥

গ্রীবাদেশ চিপিট (চেপ্‌টা), শুষ্ক ও শিরাব্যাপ্ত হইলে সেই ব্যক্তি নির্দ্ধন হয়। যাহার গ্রীবা মহিষগ্রীবাবৎ, সে মহাবলবান্ হইয়া থাকে এবং যাহার গ্রীবা বৃষসদৃশ, সে ব্যক্তির অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়॥

কম্বুগ্রীবো রাজা প্রলম্বকণ্ঠঃ প্রভক্ষণো ভবতি। পৃষ্ঠমভগ্নমরোমশমর্থবতামশুভদমতোঽন্যৎ॥

গ্রীবাদেশ শঙ্খবৎ হইলে রাজা এবং কণ্ঠ লম্বিত হইলে বহুভোজী হয়। যাহার পৃষ্ঠদেশ অভগ্ন ও রোমহীন, সেই ব্যক্তি অর্থশালী হইয়া থাকে, ইহার বিপরীত হইলেই তাহা অশুভজনক জানিবে॥

অস্বেদনপীনোন্নতসুগন্ধিসমরোমসঙ্কুলাঃ কক্ষাঃ। বিজ্ঞাতব্যা ধনিনামতোঽন্যথার্থৈর্বিহীনানাম্॥

কক্ষদেশ স্বেদহীন, পীনোন্নত, সুগন্ধি, সমান ও রোমাবৃত হইলে সেই ব্যক্তি অর্থশালী হয়, কিন্তু ইহার বিপরীত হইলেই দরিদ্র হয়॥ ।।দ্বারা কর্ত্তিত হয়

নির্মাংসৌ রোমচিতৌ ভগ্নাবল্পৌ চ বিধনস্যাংসৌ। বিপুলাঞ্চ ... তাম্॥

যাহার স্কন্ধযুগল মাংসহীন, রোমব্যাপ্ত, ... এবং বিস্তৃত, উচ্চ ও সংশ্লিষ্ট হইলে সে ... ঙ্কের নিকট যেরূপ ভোগরেখার ... আছে, ঐরূপ রেখা যাহার হস্তাবদ্ধ অঙ্কিত॥

করিকরসদৃশৌ বৃত্তাবাজানু ... বৌ॥

হইবে।

যাহার বাহুদ্বয় গোলাকার, করিকরসদৃশ, পরস্পর সমান, স্থূল ও আজানুলম্বিত, সেই ব্যক্তি নরপতি হইয়া থাকে এবং হ্রস্ব ও রোমপূর্ণ হইলে সে নরাধম হয় জানিবে॥

হস্তাঙ্গুলয়ো দীর্ঘাশ্চিরায়ুষামবলিতাশ্চ সুভগানাম্। মেধাবিনাং চ সূক্ষ্মাশ্চিপিটাঃ পরকর্মনিরতানাম্॥

যাহার হস্তের অঙ্গুলীসকল দীর্ঘ, সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয়। হস্তের অঙ্গুলি বলিশূন্য হইলে ভোগশালী, সূক্ষ্ম হইলে মেধাবী এবং চিপিট হইলে সে ব্যক্তি পরদাস হইয়া থাকে॥

স্থূলাভির্ধনরহিতা বহির্নতাভিশ্চ শস্ত্রনির্যাণাঃ। কপিসদৃশকরা ধনিনো ব্যাঘ্রোপমপাণয়ঃ পাপাঃ॥

যাহার হস্তের অঙ্গুলিসকল স্থূল, সে নির্দ্ধন হইয়া থাকে। অঙ্গুলির অগ্রভাগ নত হইলে শস্ত্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হয়। যাহার হস্ত বানরের করের ন্যায়, সে ধনী এবং যাহার হস্ত ব্যাঘ্রের হস্তের তুল্য, সে ব্যক্তি পাপাত্মা হইয়া থাকে॥

মণিবন্ধৈর্নিগূঢ়ৈর্দৃঢ়ৈশ্চ সুশ্লিষ্টসন্ধিভির্ভূপাঃ। হীনৈর্হস্তচ্ছেদঃ শ্লথৈঃ সশব্দৈশ্চ নির্দ্রব্যাঃ॥

যাহার মণিবন্ধ (হাতের কব্‌জি) অপ্রকাশিত, দৃঢ় ও যাহার সন্ধিস্থল সংশ্লিষ্ট, সে ব্যক্তি নৃপতিপদ লাভ করে। ইহার বিপরীত হইলে এবং মণিবন্ধের সন্ধি শ্লথ হইলে তাহার হস্ত অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হইবে। যাহার মণিবন্ধে সহসা শব্দ সমুত্থিত হয়, সে নির্দ্ধন হইয়া থাকে॥

পিতৃবিত্তেন বিহীনা ভবন্তি নিম্নেন করতলেন নরাঃ। সংবৃতনিম্নৈর্ধনিনঃ প্রোত্তানকরাশ্চ দাতারঃ॥

যে সকল ব্যক্তির করতল নিম্ন, সেই সকল ব্যক্তি পৈতৃক ধনে বঞ্চিত হইবে এবং গোলাকার অথচ নিম্ন হইলে ধনী ও উন্নত হইলে দাতা হইয়া থাকে॥

বিষমৈশ্চ পাপা নিঃস্বাশ্চ করতলৈরীশ্বরাস্তু লাক্ষাভৈঃ। পীতৈরগম্যবনিতাভিগামিনো নির্ধনা রূক্ষৈঃ॥

যে ব্যক্তির উভয় করতল অসমান, সে পাপিষ্ঠ ও নির্দ্ধন হইয়া থাকে। যাহার করতল লাক্ষার ন্যায় রক্তবর্ণ, সে ব্যক্তি ধনী, পীতবর্ণ হইলে অগম্যাগামী এবং রূক্ষ হইলে নির্দ্ধন হয়॥

তুষসদৃশনখাঃ ক্লীবাশ্চিপিটৈঃ স্ফুটিতৈশ্চ বিত্তসন্ত্যক্তাঃ। কুনখবিবর্ণৈঃ পরতর্ককাশ্চ তাম্রৈশ্চ ভূপতয়ঃ॥

যাহার নখসকল তুষসদৃশ, সে ক্লীব, যাহার চিপিট বা স্ফুটিত, সে ধনহীন, যাহার নখ বিবর্ণ ও কুৎসিত, সে পরতর্কক (কুদৃষ্টি) এবং যাহার নখসকল লোহিতবর্ণ, সে নৃপতি হইয়া থাকে॥

অঙ্গুষ্ঠযবৈরাঢ্যাঃ সুতবন্তোঽঙ্গুষ্ঠমূলজৈশ্চ যবৈঃ। দীর্ঘাঙ্গুলিপর্ব্বাণঃ সুভগা দীর্ঘায়ুষশ্চৈব॥

অঙ্গুষ্ঠে যবচিহ্ন থাকিলে ধনী এবং অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে যবরেখা দৃষ্ট হইলে সে ব্যক্তি বহুপুত্রবান্ হয়। যাহার অঙ্গুলির পর্ব্বসকল দীর্ঘ, সে ভাগ্যবান্ ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে॥

স্নিগ্ধা নিম্না রেখা ধনিনাং তদ্ব্যত্যয়েন নিঃস্বানাম্। বিরলাঙ্গুলয়ো নিঃস্বা ধনসঞ্চয়িনো ঘনাঙ্গুলয়ঃ॥

যাহার হস্তে চিক্কণ ও গভীর রেখা দৃষ্ট হয়, সে ধনী হইয়া থাকে, যাহার হস্তে ঐরূপ রেখা না থাকে, সে নির্দ্ধন হয়। যাহার অঙ্গুলি সকল বিরল, সে নির্দ্ধন এবং যাহার অঙ্গুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট, সেই ব্যক্তি ধনশালী হয়॥

তিস্রো রেখা মণিবন্ধোত্থিতাঃ করতলোপগা নৃপতেঃ। মীনযুগাঙ্কিতপাণির্নিত্যং সত্রপ্রদো ভবতি॥

যাহার মণিবন্ধ হইতে তিনটী রেখা সমুত্থিত হইয়া করতলপর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, সেই ব্যক্তি নরপতি হয় এবং হস্তে দুইটী মীনাকার চিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি প্রত্যহ বহুজনকে অন্নদান করিয়া থাকে॥

বজ্রাকারা ধনিনাং বিদ্যাভাজাং তু মীনপুচ্ছনিভাঃ। শঙ্খাতপত্রশিবিকাগজাশ্বপদ্মোপমা নৃপতেঃ॥

করতলে বজ্রচিহ্ন থাকিলে ধনী, মীনপুচ্ছাকৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হইলে বিদ্বান্ এবং শঙ্খ, ছত্র, শিবিকা, গজ, অশ্ব ও পদ্ম চিহ্ন দৃষ্ট হইলে সে ব্যক্তি নরপতি হয়॥

কলসমৃণালপতাকাঙ্কুশোপমাভির্ভবন্তি নিধিপালাঃ। দামনিভাভিশ্চাঢ্যাঃ স্বস্তিকরূপাভিরৈশ্বর্য্যম্॥

করতলে কলস, মৃণাল, পতাকা, অঙ্কুশ, রজ্জু ও স্বস্তিক চিহ্ন বিদ্যমান থাকিলে সে ব্যক্তি ধনাধিপতি হয়॥

চক্রাসিপরশুতোমরশক্তিধনুঃকুন্তসন্নিভা রেখাঃ। কুর্ব্বন্তি চমূনাথং যজ্বানমুদূখলাকারাঃ॥

যাহার করতলে চক্র, অসি, কুঠার, তোমর, শক্তি, ধনু ও কুন্ত চিহ্ন লক্ষিত হয়, সে ব্যক্তি সেনাপতি হইয়া থাকে এবং উদূখলের চিহ্ন দৃষ্ট হইলে সে ব্যক্তি যাজ্ঞিক হয়॥

মকরধ্বজকোষ্ঠাগারসন্নিভাভির্মহাধনোপেতাঃ। বেদীনিভেন চৈবাগ্নিহোত্রিণো ব্রহ্মতীর্থেন॥

যাহার করতলে মকর, ধ্বজা, গোষ্ঠ ও গৃহাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি মহা-ধনবান্ হয় এবং ব্রহ্মতীর্থে অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে বেদীচিহ্ন দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি অগ্নিহোত্রী হইয়া থাকে॥

বাপীদেবগৃহাদ্যৈর্ধর্ম্মং কুর্ব্বন্তি চ ত্রিকোণাভিঃ। অঙ্গুষ্ঠমূলরেখাঃ পুত্রাঃ স্যুর্দারিকাঃ সূক্ষ্মাঃ॥

করতলে পুষ্করিণী, মন্দির ও ত্রিকোণাকার চিহ্ন দৃষ্ট হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী হয়। অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশস্থ রেখাসমূহের মধ্যে বৃহৎরেখাগুলি পুত্র এবং ক্ষুদ্র রেখাগুলি কন্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে॥

রেখাঃ প্রদেশিনীগাঃ শতায়ুষাং কল্পনীয়মূনাভিঃ। ছিন্নাভিশ্চ দ্রুমপতনং বহুরেখারেখিণো নিঃস্বাঃ॥

যাহার করতলে রেখা ঊর্দ্ধগামী হইয়া প্রদেশিনীপর্য্যন্ত গমন করে, সে ব্যক্তি একশত বৎসর জীবিত থাকে, ঐ রেখা ন্যূন হইলে সেই পরিমাণে বয়সেরও ন্যূনতা হইবে। যদি ঐ রেখা ছিন্ন হয়, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি বৃক্ষ হইতে পতিত হইবে এবং যাহার হস্তে বহুরেখা দৃষ্ট হয় অথবা রেখামাত্র লক্ষিত হয় না, সেই ব্যক্তি নির্দ্ধন হয়॥

অতিকৃশদীর্ঘৈশ্চিবুকৈর্নির্দ্রব্যা মাংসলৈর্ধনোপেতাঃ। বিম্বোপমৈরবক্রৈরধরৈর্ভূপাস্তনুভির্নিঃস্বাঃ॥

যাহার চিবুক অতি কৃশ এবং অতি দীর্ঘ হয়, সেই ব্যক্তি দ্রব্যবিহীন হইয়া থাকে। ঐ-চিবুক স্থূল হইলে তাহাকে ধনসম্পত্তিশালী বলিয়া জানা যায়। যাহার অধর বিম্বসদৃশ এবং অবক্র সেই ব্যক্তি রাজা হইবে এবং যাহার অধর সূক্ষ্ম সেই ব্যক্তি নির্ধন হইয়া থাকে॥

জিহ্বা রক্তা দীর্ঘা শ্লক্ষ্ণা সুসমা চ ভোগিনাঃ জ্ঞেয়া। শ্বেতা কৃষ্ণা পরুষা নির্দ্রব্যাণাং তথা তালুঃ॥

যাহারা ভোগবান্ হইবে, তাহাদিগের জিহ্বা রক্তবর্ণ, দীর্ঘ, কোমল এবং সমানাকার দেখা যায়। যাহাদিগের জিহ্বা শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ ও কর্কশ, তাহারা দ্রব্যবিহীন হইবে। তালুরও উক্তরূপ ব্যবস্থা জানিবে॥

বক্ত্রং সৌম্যং সংবৃতমমলং শ্লক্ষ্ণং সমং চ ভূপানাম্। বিপরীতং ক্লেশভুজাং মহামুখং দুর্ভগাণাঞ্চ॥

যাহার বক্ত্র সুশোভন, সংবৃত, নির্ম্মল, কোমল ও সমানাকার, সেই ব্যক্তি রাজা হইবে। মুখের লক্ষণ ইহার বিপরীত হইলে সেই ব্যক্তি ক্লেশভোগী হইয়া থাকে। আর যাহার মুখ অতি বৃহৎ সেই মনুষ্য দুর্ভাগ্য হইবে॥

স্ত্রীমুখমনপত্যানাং শাঠ্যবতাং মণ্ডলং পরিজ্ঞেয়ম্। দীর্ঘং নির্দ্রব্যাণাং ভীরুমুখাঃ পাপকর্ম্মাণঃ॥

যে পুরুষের মুখ স্ত্রীলোকের মুখের সদৃশ, তাহার সন্তান জন্মিবে না, যাহার মুখ মণ্ডলাকৃতি সে শঠ, যাহার মুখ দীর্ঘ সেই ব্যক্তি দ্রব্যবিহীন এবং যাহার মুখ ভীরুর ন্যায় সেই ব্যক্তি পাপকর্ম্মা হইবে॥

চতুরস্রং ধূর্ত্তানাং নিম্নং বক্ত্রং চ তনয়রহিতানাম্। কৃপণানামতিহ্রস্বং সম্পূর্ণং ভোগিনাং কান্তম্॥

যাহার মুখ চতুরস্র সেই ব্যক্তি ধূর্ত্ত, যাহার মুখ নিম্ন সেই মনুষ্য তনয়রহিত, যে ব্যক্তির মুখ অতি ক্ষুদ্র, সেই মানব কৃপণ এবং যাহার মুখ সম্পূর্ণ ও মনোরম সেই ব্যক্তি ভোগী হইবে॥

অস্ফুটিতাগ্রং স্নিগ্ধং শ্মশ্রু শুভং মৃদু চ সন্নতং চৈব। রক্তৈঃ পরুষৈশ্চৌরাঃ শ্মশ্রুভিরল্পৈশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ॥

যাহার শ্মশ্রুর অগ্রভাগ স্ফুটিত নহে অথচ স্নিগ্ধ, কোমল এবং সন্নত, সেই ব্যক্তিকে শুভসম্পন্ন বলিয়া জানিবে। আর যাহাদিগের শ্মশ্রু রক্তবর্ণ, কর্কশ ও অল্প তাহারা চোর হইবে॥

নির্মাংসৈঃ কর্ণৈঃ পাপমৃত্যবশ্চর্পটৈঃ সুবহুভোগাঃ। কৃপণাশ্চ হ্রস্বকর্ণাঃ শঙ্কুশ্রবণাশ্চ ভূপতয়ঃ॥

যাহাদিগের কর্ণ মাংসবিহীন, তাহাদিগের পাপকার্য্যে মৃত্যু হয়, যাহাদিগের কর্ণ চপেটাকার তাহারা ভোগশালী হইয়া থাকে, যে সকল মনুষ্যের কর্ণ হ্রস্ব তাহারা কৃপণ এবং যাহারা শঙ্কুকর্ণ তাহারা রাজা হইয়া থাকে॥

রোমশকর্ণা দীর্ঘায়ুষস্তু ধনভাগিনো বিপুলকর্ণাঃ। ক্রূরাঃ শিরাবনদ্ধৈর্ব্যালম্বৈর্মাংসলৈঃ সুখিনঃ॥

যাহাদিগের কর্ণ রোমশ তাহারা দীর্ঘায়ু হয়, যে সকল মনুষ্যের কর্ণ অতিবিপুল তাহারা ধনভাগী, যাহাদিগের কর্ণ শিরাল তাহারা ক্রূর এবং যাহার কর্ণ মাংসল সেই ব্যক্তি সুখী হইয়া থাকে॥

ভোগী ত্বনিম্নগণ্ডো মন্ত্রী সম্পূর্ণমাংসগণ্ডো যঃ। সুখভাক্ শুকসমনাসশ্চিরজীবী শুষ্কনাসশ্চ॥

যে সকল মনুষ্যের গণ্ড নিম্ন নহে, তাহারা ভোগশালী, যাহাদিগের গণ্ড সম্পূর্ণ মাংসবিশিষ্ট তাহারা মন্ত্রী হইবে। যাহার নাসিকা শুকপক্ষীর নাসিকার ন্যায়, সেই ব্যক্তি সুখভোগী এবং যাহার নাসিকা শুষ্ক সেই মনুষ্য চিরজীবী হইয়া থাকে॥

ছিন্নানুরূপয়াগম্যগামিনো দীর্ঘয়া তু সৌভাগ্যম্। আকুঞ্চিতয়া চৌরঃ স্ত্রীমৃত্যুঃ স্যাচ্চিপিটনাসঃ॥

যাহার নাসিকা ছিন্নের ন্যায় দেখা যায়, সেই ব্যক্তি অগম্যাগামী, যাহার নাসিকা দীর্ঘ, সেই মনুষ্য সৌভাগ্যশালী, যাহার নাসিকা কুটিল সেই ব্যক্তি চোর এবং যাহার নাসিকা চিপিটাকার অর্থাৎ চেপ্‌টা, সেই ব্যক্তির স্ত্রীঘটিত মৃত্যু হইবে॥

ধনিনোঽগ্রবক্রনাসা দক্ষিণবক্রাঃ প্রভক্ষণাঃ ক্রূরাঃ। ঋজ্বী স্বল্পচ্ছিদ্রা সুপুটা নাসা সভাগ্যানাম্॥

যাহার নাসিকার অগ্রভাগ বক্র, সেই ব্যক্তি ধনী, যাহার নাসিকা দক্ষিণ-দিকে বক্র সেই ব্যক্তি অতিভোজী এবং ক্রূর হয়, আর যাহার নাসিকা সরল, অল্পছিদ্র এবং নাসিকার রন্ধ্র সুবর্ত্তুল, সেই ব্যক্তিকে ভাগ্যবান্ বলিয়া জানিবে॥

ধনিনাং ক্ষুতং সকৃদ্দ্বিত্রিপিণ্ডিতং হ্লাদি সানুনাদঞ্চ। দীর্ঘায়ুষাং প্রমুক্তং বিজ্ঞেয়ং সংহতং চৈব॥

যে ব্যক্তির একদা দুই তিনটি ক্ষুত অর্থাৎ হাঁচি হয় এবং ঐ হাঁচির শব্দ যদি সুশ্রাব্য হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে ধনী এবং ঐরূপ হাঁচিসকলের শব্দ যদি একপ্রকার শোনা যায় এবং গভীর হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে দীর্ঘায়ু বলিয়া জানিবে॥

পদ্মদলাভৈর্ধনিনো রক্তান্তবিলোচনাঃ শ্রিয়ো ভাজঃ। মধুপিঙ্গলৈর্মহার্থা মার্জ্জারবিলোচনাঃ পাপাঃ॥

যাহার নয়নযুগল পদ্মদলের ন্যায় আভাবিশিষ্ট সেই ব্যক্তি ধনী, যাহার নেত্রান্ত রক্তবর্ণ সেই ব্যক্তি শ্রীসম্পন্ন, যাহার চক্ষু মধু-পিঙ্গলবর্ণ সেই ব্যক্তি মহা অর্থশালী এবং যাহার নেত্র মার্জ্জারনেত্রসদৃশ সেই ব্যক্তি পাপাশয় হইবে॥

হরিণাক্ষা মণ্ডললোচনাশ্চ জিহ্মৈশ্চ লোচনৈশ্চৌরাঃ। ক্রূরাঃ কেকরনেত্রা গজসদৃশদৃশশ্চ ভূপতয়ঃ॥

য [illegible] হরিণনেত্রসদৃশ, অথবা মণ্ডলাকার কিম্বা কুটিল, তাহারা চোর হইবে [illegible] কেকরনেত্র অর্থাৎ টেরা, সেই ব্যক্তিকে ক্রূর বলিয়া জানি [illegible] নেত্রসদৃশ সেই ব্যক্তি ভূপতি হইবে॥

ঐশ [illegible] ভিক্ষুকতারকাণামকারুণাটিবং ভবতি।

যা [illegible] নীলোৎপলের ন্যায় সেই

ব্যক্তি বিদ্বান্ হইবে। আর যাহার নয়নদ্বয়ের তারকা অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ তাহার চক্ষু উৎপাটিত হইয়া থাকে॥

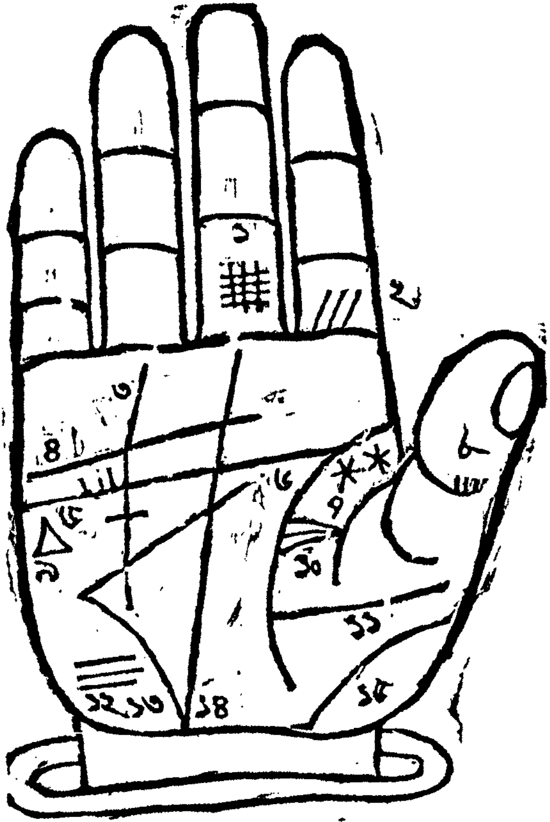
স্থূলদৃশাং মন্ত্রিত্বং শ্যাবাক্ষাণাং চ ভবতি সৌভাগ্যম্। দীনা দৃষ্টিঃ যেষাং স্নিগ্ধা বিপুলার্থভোগবতাম্॥

যে ব্যক্তির নেত্রদ্বয় স্থূল, সেই মানব মন্ত্রী এবং যাহার নয়ন শ্যাববর্ণ তাহার সৌভাগ্য হইবে। যাহার নয়ন অতি দীনভাবাপন্ন সেই ব্যক্তি দরিদ্র, আর যাহার নয়ন স্নিগ্ধ সেই ব্যক্তি বিপুল অর্থশালী হইয়া থাকে॥

অত্যুন্নতাভিরল্পায়ুষো বিশালোন্নতাভিরতিসুখিনঃ। বিষমভ্রুবো দরিদ্রা বালেন্দুনতভ্রুবঃ সধনাঃ॥

যাহার ভ্রূযুগল অতিশয় উন্নত সেই ব্যক্তি অল্পায়ুবিশিষ্ট, যাহার ভ্রূদ্বয় বিশাল এবং উন্নত সেই ব্যক্তি সুখী হইবে। যাহার ভ্রূ বিষম সে দরিদ্র এবং যাহার ভ্রূ নবোদিত শশিরেখার ন্যায় সেই ব্যক্তি ধনী হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

অন্যমতে কররেখার দৃষ্টান্তসহ ফল।



১। যাহার হস্তমধ্যে উপরি অঙ্কিত প্রতিকৃতির ১ অঙ্কের নিকটবর্ত্তী চিহ্নের ন্যায় মধ্যমাঙ্গুলির প্রথম পর্ব্বে চিহ্ন অঙ্কিত আছে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকে এবং তাহার ঔদাস্য হয়।

২। যাহার হস্তমধ্যে উপরি চিত্রিত হস্তপাঞ্জার ২ অঙ্কের নিকটবর্ত্তী চিহ্নের ন্যায় কোন অঙ্গুলির প্রথম পর্ব্বে চিহ্ন থাকিবে সেই ব্যক্তি ধার্ম্মিক হইবে।

৩। উপরি চিত্রিত হস্তপাঞ্জার ৩ অঙ্কের নিকট যেরূপ রেখা কর্ত্তিত আছে, ঐরূপ রেখা যাহার হস্তমধ্যে থাকিবে, সেই ব্যক্তিকে অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যাদির নিমিত্ত বধ করিবে, আর ঐ রেখা যদি খর্ব্ব ও অন্য রেখাদ্বারা কর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে আঘাত প্রাপ্ত হইবে জানা যায়।

৪। উপরি চিত্রিত হস্তপাঞ্জার ৪ অঙ্কের নিকট যেরূপ ভোগরেখার তর্জ্জনীরেখা বিস্তৃত এবং দীর্ঘাকার অঙ্কিত আছে, ঐরূপ রেখা যাহার হস্তমধ্যে অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি বিলাসী হইবে।

৫। উপরি চিত্রিত হস্তপাঞ্জার ৫ অঙ্কের নিকট যেরূপ দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম রেখা অঙ্কিত আছে ঐরূপ রেখা যাহার হস্তমধ্যে চিত্রিত থাকিবে, সেই ব্যক্তি বক্ষঃস্থলে আঘাত পাইবে।

৬। উপরি অঙ্কিত প্রতিকৃতির ৬ অঙ্কের নিকট যেরূপ ভোগরেখা আয়ুরেখার সহিত যুক্ত আছে, আর মাতৃরেখা ছোট অঙ্কিত আছে, ঐরূপ রেখা যাহার হস্তে অঙ্কিত থাকে, তাহার অপমৃত্যু হইবে।

৭। উপরি স্থিত চিত্রের ৭ অঙ্কের নিকট যেরূপ আয়ুরেখা মতান্তরে পিতৃরেখার আরম্ভে নক্ষত্র চিহ্ন অঙ্কিত আছে, ঐরূপ নক্ষত্র চিহ্ন যাহার হস্তে দৃষ্ট হইবে, সেই ব্যক্তি মাননীয় ও যশস্বী হইবে।

৮। উপরি চিত্রিত হস্তপাঞ্জার ৮ অঙ্কের নিকট যেরূপ রেখা চিত্রিত আছে, ঐরূপ রেখা কাহারও হস্তমধ্যে দৃষ্ট হইলে, সেই ব্যক্তি মেহরোগে অতিশয় দুর্ব্বল হইবে।

৯। কাহারও হস্তমধ্যে উপরি চিত্রিত প্রতিকৃতির ৯ অঙ্কের নিকটবর্ত্তী ত্রিকোণাকার চিহ্নের ন্যায় চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, সেই ব্যক্তি ষড়্‌যন্ত্রে শত্রুর হস্তে পতিত হইবে।

১০। কোন ব্যক্তির হস্তমধ্যে উপরি চিত্রিত প্রতিকৃতির ১০ অঙ্কের নিকটস্থিত রেখার ন্যায় শুক্ররেখা অঙ্কিত থাকিলে, সেই ব্যক্তি অগ্নিদ্বারা আঘাত পাইবে।

১১। কোন ব্যক্তির হস্তে উপরি চিত্রিত প্রতিকৃতির ১১ অঙ্কের নিকটবর্ত্তী রেখার ন্যায় অঙ্কিত থাকিলে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রবল শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত থাকে এবং ঐ রেখা যদি পিতৃরেখা মতান্তরে আয়ুরেখাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইবে, আর ঐ রেখা যদি কর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত হইবে।

১২। উপরি স্থিত চিত্রের ১২ অঙ্কের নিকট যেরূপ রেখাগুলি অঙ্কিত আছে, ঐরূপ রেখা যাহার হস্তে দৃষ্ট হইবে, সেই ব্যক্তি জলপথে পরিভ্রমণ করিবে।

১৩। উপরি চিত্রিত প্রতিকৃতির ১৩ অঙ্কের নিকট যেরূপ ঊর্দ্ধরেখা পিতৃরেখা মতান্তরে আয়ুরেখা হইতে দূরে অঙ্কিত আছে, ঐরূপ যাহার হস্তে অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তির জঙ্ঘাতে আঘাত পাইবে এবং তাহাতে ঐ জঙ্ঘার অস্থি ভগ্ন হইবার সম্ভব আছে।

১৪। উপরি চিত্রিত হস্তপাঞ্জার ১৪ অঙ্কের নিকট যেরূপ ঊর্দ্ধরেখা শনি অঙ্গুলিপর্য্যন্ত গমন করিয়াছে এবং তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা অঙ্কিত আছে, ঐরূপ রেখা যাহার হস্তমধ্যে থাকিবে, সেই ব্যক্তি চোর ও দুষ্টস্বভাব হইবে।

১৫। উপরি স্থিত হস্তপাঞ্জার ১৫ অঙ্কের নিকট যেরূপ রেখা অঙ্কিত আছে, ঐরূপ রেখা কাহারও হস্তমধ্যে দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি তাহার জাতি ও কুটুম্বের নিকট ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ক্রমশঃ—

পশুপক্ষিসামুদ্রিক।

কূর্ম্মলক্ষণ।

স্ফটিকরজতবর্ণো নীলরাজীবিচিত্রঃ কলসসদৃশমূর্ত্তিশ্চারুবংশশ্চ কূর্ম্মঃ। অরুণসমবপুর্ব্বা সর্ষপাকারচিত্রঃ সকলনৃপমহত্ত্বং মন্দিরস্থঃ করোতি॥

যে কূর্ম্মের বর্ণ স্ফটিক বা রজতসদৃশ, যাহার দেহ নীলবর্ণ রেখায় চিত্রিত, মূর্ত্তি কলসের ন্যায়, পৃষ্ঠদেশের অস্থি মনোহর, গাত্র সূর্য্যসন্নিভ এবং বিন্দু বিন্দু সর্ষপাকার চিহ্নে অঙ্কিত, তাদৃশ কূর্ম্ম গৃহে অবস্থিত থাকিলে রাজতুল্য সৌভাগ্য লাভ হয়॥ ক্রমশঃ—

গোলক্ষণ।

পরাশরঃ প্রাহ বৃহদ্রথায় গোলক্ষণং যৎ ক্রিয়তে ততোঽয়ম্। ময়া সমাসঃ শুভলক্ষণাস্তাঃ সর্ব্বাস্তথাপ্যাগমতোঽভিধাস্যে॥

পূর্ব্বকালে মহামুনি পরাশর বৃহদ্রথের নিকট যে সকল গোলক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি শাস্ত্রানুসারে তৎসমস্ত শুভলক্ষণ বর্ণন করিতেছি॥

সাস্রাবিলরুক্ষাক্ষ্যো মূষকনয়নাশ্চ ন শুভদা গাবঃ। প্রচলচ্চিপিটবিষাণাঃ করটাঃ খরসদৃশবর্ণাঃ॥

যে সকল গাভীর চক্ষু ঘোর ও অশ্রুপূর্ণ, আবিল (ঘোলা), রুক্ষ ও মূষিকের নয়নসদৃশ, আর যাহাদিগের শৃঙ্গ চঞ্চল ও চিপিট এবং যে সকল গাভী রুক্ষদেহ ও যাহাদিগের বর্ণ গর্দ্দভের ন্যায়, তাহারা অশুভদায়ক॥

দশসপ্তচতুর্দ্দন্ত্যঃ প্রলম্বমুণ্ডাননা বিনতপৃষ্ঠাঃ। হ্রস্বস্থূলগ্রীবা যবমধ্যা দারিতখুরাশ্চ। শ্যামাতিদীর্ঘজিহ্বা গুল্ফৈরতিতনুভিরতিবৃহদ্ভির্ব্বা। অতিককুদাঃ কৃশদেহা নেষ্টা হীনাধিকাঙ্গ্যশ্চ॥

যে সকল গাভী দশ, সাত বা চারিটী দন্তবিশিষ্ট, যাহাদিগের মস্তক বা মুখ লম্বিত, মস্তক ক্লেশযুক্ত, পৃষ্ঠদেশ বিনত, গ্রীবা হ্রস্ব বা স্থূল, মধ্যদেশ যবসদৃশ, খুর ভগ্ন, জিহ্বা শ্যামবর্ণ ও দীর্ঘ, গুল্ফ অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ, ককুদ্ বৃহৎ, দেহ কৃশ এবং হীনাঙ্গ বা অধিকাঙ্গ, তাহারা অশুভদায়ী জানিবে॥

বৃষভোঽপ্যেবং স্থূলাতিলম্ববৃষণঃ শিরাততক্রোড়ঃ। স্থূলশিরাচিতগণ্ডস্ত্রিস্থানং মেহতে যশ্চ॥ মার্জ্জারাক্ষঃ কপিলঃ করটো বা ন শুভদো দ্বিজস্যেষ্টঃ। কৃষ্ণোষ্ঠতালুজিহ্বঃ শ্বসনো যূথস্য ঘাতকরঃ॥

যে বৃষের অণ্ডকোষ স্থূল ও লম্বিত, ক্রোড়দেশ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত, গণ্ডস্থল স্থূল ও শিরাদ্বারা সমাকীর্ণ, যাহার মূত্র ত্রিধারায় নির্গত হয়, আর যে বৃষের চক্ষু মার্জ্জারচক্ষুরসদৃশ, বর্ণ কপিল, দেহ রুক্ষ এবং ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বা শ্যামবর্ণ, যে বৃষ অধিকপরিমাণে সশব্দ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্যকে বিরক্ত করে, তাদৃশ বৃষ ব্রাহ্মণের অশুভকর হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

অশ্বলক্ষণ।

অশ্রুপাতহনুগণ্ডহৃদয়গলপ্রোথশঙ্খকটিবস্তিজানুনি। মুষ্কনাভিককুদে তথা গুদে সব্যকুক্ষিচরণেষু চাশুভাঃ॥

যে সকল অশ্বের নেত্রের নিম্ন, হনু, গণ্ড, হৃদয়, গলদেশ, চিবুক, শঙ্খ, কটি, বস্তি, জানু, কোষ, নাভি, ককুদ, গুহ্য, দক্ষিণকুক্ষি ও চরণ এই সকল স্থানে বক্র রোমমণ্ডল বিদ্যমান থাকে, সেই সকল ঘোটক অশুভদায়ক হয়॥

যে প্রপাণগলকর্ণসংস্থিতাঃ পৃষ্ঠমধ্যনয়নোপরিস্থিতাঃ। ওষ্ঠসক্থিভুজকুক্ষিপার্শ্বগাস্তে ললাটসহিতাঃ সুশোভনাঃ॥

যে সকল অশ্বের ওষ্ঠ, গলদেশের উপরিভাগ, কর্ণ, পৃষ্ঠ, মধ্যস্থল, নেত্রের উপর, সক্থি, ভুজ, কুক্ষি, পার্শ্ব ও ললাট এই সকল স্থানে বক্র রোমমণ্ডল দৃষ্ট হয়, সেই সকল অশ্ব সুলক্ষণসম্পন্ন॥ ক্রমশঃ—

হস্তিলক্ষণ।

মধ্বাভদন্তাঃ সুবিভক্তদেহা ন চোপদিগ্ধাশ্চ কৃশাঃ ক্ষমাশ্চ। গাত্রৈঃ সমৈশ্চাপসমানবংশা বরাহতুল্যৈর্জ্জঘনৈশ্চ ভদ্রাঃ॥

যে সকল হস্তীর দন্তের বর্ণ মধুর ন্যায়, দেহ সুগঠিত, যে সকল হস্তী কৃশ বা ক্ষীণ নহে, যাহারা ভার সহ্য করিতে সমর্থ, যাহাদিগের গাত্র সমান, পৃষ্ঠের অস্থি ধনুকসদৃশ এবং জঘনদেশ শূকরের ন্যায়, সেই সকল হস্তী ভদ্রনামে অভিহিত॥

বক্ষোঽথ কক্ষাবলয়ঃ শ্লথাশ্চ লম্বোদরস্ত্বগ্বৃহতী গলশ্চ। স্থূলা চ কুক্ষিঃ সহ পেচকেন সৈংহী চ দৃগ্মন্দমতঙ্গজস্য॥

যে সকল হস্তীর বক্ষ, কক্ষা ও বলি শ্লথ, উদর লম্বিত, চর্ম্ম ও গলদেশ বৃহৎ, কুক্ষি পেচকের ন্যায় স্থূল এবং চক্ষু সিংহের চক্ষুর ন্যায় তাহাকে মন্দগজ বলা যায়॥

মৃগাস্তু হ্রস্বাধরবালমেঢ্রা স্তনুঙ্ঘ্রিকণ্ঠদ্বিজহস্তকর্ণাঃ। স্থূলেক্ষণাশ্চেতি তথোক্তচিহ্নৈঃ সঙ্কীর্ণনাগা ব্যতিমিশ্রচিহ্নাঃ॥

যে সকল হস্তীর অধর, পুচ্ছ ও মেঢ্র হ্রস্ব; পাদ, কণ্ঠ, দন্ত, শুণ্ড ও কর্ণ ক্ষুদ্র এবং চক্ষু বৃহৎ, সেই সকল হস্তী মৃগনামে অভিহিত। যে সকল হস্তীর দেহে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অর্থাৎ ভদ্র, মন্দ ও মৃগনামক হস্তীর চিহ্নসকল লক্ষিত হয়, তাহার নাম সঙ্কীর্ণ॥

পঞ্চোন্নতিঃ সপ্ত মৃগস্য দৈর্ঘ্যমষ্টৌ চ হস্তাঃ পরিণাহমানম্। একদ্বিবৃদ্ধাবথ মন্দভদ্রৌ সঙ্কীর্ণনাগোঽনিয়তপ্রমাণঃ॥

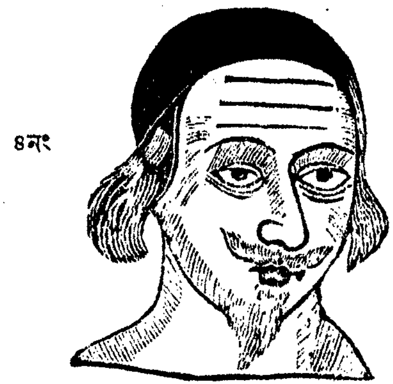
মৃগনামক হস্তী উচ্চে পাঁচ, দৈর্ঘ্যে সাত এবং বিস্তারে আট হস্ত হইয়া থাকে; মন্দনামক গজের মৃগগজ অপেক্ষা এক এবং ভদ্রের মৃগাপেক্ষা দুই দুই হস্ত করিয়া দৈর্ঘ্যাদি হয় অর্থাৎ মন্দ উচ্চে ছয়, দৈর্ঘ্যে আট ও বিস্তারে নয় হাত এবং ভদ্রনামক গজ উচ্চে সাত, দৈর্ঘ্যে নয় ও বিস্তারে দশ হস্ত হইয়া থাকে। সঙ্কীর্ণনামক গজের দৈর্ঘ্যাদি পরিমাণের কোনরূপ স্থিরতা নাহি॥

ভদ্রস্য বর্ণো হরিতো মদশ্চ হারিদ্রকসন্নিকাশঃ। কৃষ্ণো মদশ্চাভিহিতো মৃগস্য সঙ্কীর্ণনাগস্য মদো বিমিশ্রঃ॥

ভদ্রজাতীয় হস্তী হরিদ্বর্ণ ও মদোন্মত্ত; মন্দসংজ্ঞক গজ পীতবর্ণ; মৃগনামক গজ কৃষ্ণবর্ণ ও মদমত্ত এবং সঙ্কীর্ণনামক হস্তী মিশ্রিতবর্ণ ও মদোন্মত্ত হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

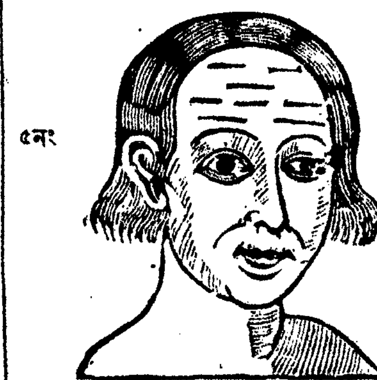
বিনা গুরূপদেশে কপালরেখাজ্ঞান।

৩নং 

৪নং 

৩নং। উপরের লিখিত মুণ্ডের কপালে যেরূপ রেখা অঙ্কিত আছে, যাহার ললাটে ঐরূপ রেখা নাসিকার দিকে ধনুকাকারে নত হইয়া পড়ে, সে ব্যক্তি দুরবস্থাপন্ন হইয়া থাকে।

৪নং। উপরিলিখিত মুণ্ডের কপালের ন্যায় যাহার ললাটে সরল রেখা বিদ্যমান আছে, সেই ব্যক্তি বাক্‌পটু, সচ্চরিত্র, সকলের প্রিয়, প্রশংসনীয়, নীতিজ্ঞ ও প্রবঞ্চনাশূন্য হয় এবং সরলতা ও সংস্বভাবহেতু সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে।

৫নং 

৬নং 

৫নং। যাহার ললাটদেশের রেখাগুলি উপরিলিখিত প্রতিকৃতির ললাটস্থ রেখার সদৃশ, সেই ব্যক্তি নানাকার্য্যে রত ও বহুবিধ মানসিক গুণশালী হইবে, কিন্তু তাহার সৌভাগ্য চিরস্থায়ী হইবে না।

৬নং। উপরিলিখিত প্রতিকৃতির মুণ্ডস্থ রেখার সদৃশ রেখা থাকিলে সেই ব্যক্তি ধনী ও সৌভাগ্যশালী হয়। ক্রমশঃ—

জ্যোতিষশাস্ত্র।

বারানয়ন।

শকাব্দানুসারে বারানয়ন।—যে শকাব্দের যে মাসের যে দিবসের বার জানিবার প্রয়োজন হইবে, সেই শকাব্দার অঙ্কসংখ্যার সহিত সেই শকাব্দার অঙ্কের চতুর্থাংশ যোগকরিয়া তাহাতে পার্শ্বের লিখিত মাসাঙ্ক এবং সেই মাসের দিনসংখ্যা এবং অতিরিক্ত ২ দুই যোগ করিলে যে সমষ্টি হইবে, তাহাকে ৭ সপ্তদ্বারা হরণকরিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্দ্বারা বার জানা যাইবে। যথা—এক অবশিষ্ট থাকিলে রবিবার, ২ অবশিষ্ট থাকিলে সোমবার ইত্যাদি।

মাসাঙ্ক	
বৈশাখ	০
জ্যৈষ্ঠ	৩
আষাঢ়	৬
শ্রাবণ	৩
ভাদ্র	০
আশ্বিন	৩
কার্ত্তিক	৫
অগ্রহায়ণ	০
পৌষ	১
মাঘ	২
ফাল্গুন	৪
চৈত্র	৬

যদি শকাব্দার চতুর্থাংশ পূর্ণাঙ্ক না হইয়া ভগ্নাঙ্ক হয়, তাহাহইলে ভগ্নাঙ্কের পরিবর্ত্তে ১ এক ধরিয়া লইতে হয় যেমন শকাব্দা ১৭৯৯ ইহার চতুর্থাংশ ৪৪৯৮ হয়, কিন্তু ঐরূপ না ধরিয়া উহার পরিবর্ত্তে ৪৫০ ধরিতে হইবে। আর যে শকাব্দার চতুর্থাংশ ভগ্নাঙ্ক না হয়, সেই শকাব্দার কেবল, ভাদ্রের ৬ এবং আশ্বিনের ২ মাসাঙ্ক ধরিতে হইবে। নচেৎ পার্শ্বলিখিত ভাদ্র ও আশ্বিনের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মাসাঙ্ক যোগ দিলে মিলিবে না। এই গণনাতে যদি কদাচিৎ না মিলে তাহা হইলে এক বাদ দিলে নিশ্চয় মিলিবে।

দৃষ্টান্ত—১৮১২ শকাব্দার ২৫শে ফাল্গুন কি বার হইবে? এস্থলে শকাব্দসংখ্যা ১৮১২ তাহার চতুর্থাংশ ৪৫৩ এই দুই অঙ্ক যোগকরিলে ২৪৬৫ হইল। এইক্ষণ ঐ ২৪৬৫র সহিত উপরের পার্শ্বের লিখিত ফাল্গুনমাসের অঙ্ক ৪ ও তারিখের অঙ্ক ২৫ এবং অতিরিক্ত ২ যোগকরিলে সমষ্টি ২৪৮৬ হইল। ইহাকে ৭ দ্বারা ভাগকরিলে অবশিষ্ট ১ থাকিল। অতএব ১৮১২ শকের ২৫ শে ফাল্গুন রবিবার হইবে জানা গেল।

সহজে তিথিগণনা।

কোন্ শকাব্দার কোন্ মাসের কোন্ তারিখে ৬০ দণ্ডের মধ্যে কোন্ তিথি হইবেক, তাহা অতি সহজে পরিজ্ঞানার্থ একটী টেবিল প্রস্তুত করিয়া নিম্নে অঙ্কিত করা গেল। যদিচ এই চক্রে কেবল ১৯ বৎসরের তিথির গণনা লিখিত আছে, কিন্তু ইহাতে বহুকালের গণনা করা যাইতে পারিবেক। কেবল ১২৮৯ স্থলে ১৩০৮ ইত্যাদিরূপে সন পরিবর্ত্তন করিলেই হইবে। ১২৮৯ সালের পূর্ব্বের ঐ নিয়মে সন পরিবর্ত্তন করিয়া গণনা করিলেই হইতে পারিবেক, প্রতিমাসের স্তম্ভের অঙ্ক পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না।

টেবিল প্রস্তুত করিবার বিধি।

রাশিচক্রে চন্দ্র ১৯ বৎসর ভ্রমণ করিয়া পুনরায় প্রায় সেই সেই রাশির সেই অংশাদি দিয়া গমন করাতে উনিশ বৎসর অন্তে সেই সেই দিনে সেই সেই তিথি হইয়া থাকে. এজন্য শকাব্দা অঙ্ককে ১৯ দ্বারা হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা ১১ দ্বারা পূরণ করিলে গুণিতাঙ্ক যাহা হইবে তাহাতে অতিরিক্ত ৬ যোগ করিয়া ৩০ দ্বারা হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট হইবে, সেই অঙ্কদ্বারা গত বৎসরের অমাবস্যা হইতে কত তিথি অন্তর হইয়াছে জানিয়া সেই অঙ্ক গণিত শকাব্দার দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণের কলমে বৈশাখ মাসের নিম্নে সংস্থাপন করিবে, তৎপর ক্রমে পর পর শকাব্দাকে ঐ প্রক্রিয়ামতে অথবা তাহাতে ক্রমে ১১ যোগ করিয়া ৩০শ এর অধিক হইলে ৩০ বিয়োগ করিয়া অবশিষ্টাঙ্ক ক্রমে ১৯টী শকপর্য্যন্ত যথানিয়মে স্থাপন করিবে। যথা—অঙ্কিত টেবিল দৃষ্টে ঐ অঙ্ক বৈশাখমাসের নিম্নে স্থাপন করিবে, তৎপরে প্রতিশকের বৈশাখের অঙ্কে ১ যোগ, জ্যৈষ্ঠমাসের অঙ্কে ৩ যোগ, আষাঢ়ের ৫, শ্রাবণের ৭, ভাদ্রের ৯, আশ্বিনের ১০, কার্ত্তিকের ১০, অগ্রহায়ণের ৯, পৌষের ৯, মাঘের ৯, ফাল্গুনের ১০ এবং চৈত্রের অঙ্কে ১০ যোগ করিয়া যে মাসাঙ্ক নিরূপণ হইবে, তাহা যথানিয়মে সংস্থাপন করিয়া টেবিল প্রস্তুত করিবে।

তিথিগণনার চক্র।

শক।	বৈশাখ।	জ্যৈষ্ঠ।	আষাঢ়।	শ্রাবণ।	ভাদ্র।	আশ্বিন।	কার্ত্তিক।	অগ্রহায়ণ।	পৌষ।	মাঘ।	ফাল্গুন।	চৈত্র।
১২৮৯	২৫	২৬	২৮	০	২	৪	৫	৫	৪	৪	৫	৫
১২৯০	৬	৭	৯	১১	১৩	১৫	১৬	১৬	১৫	১৫	১৬	১৬
১২৯১	১৭	১৮	২০	২২	২৪	২৬	২৭	২৭	২৬	২৬	২৭	২৭
১২৯২	২৯	১	২	৪	৬	৮	৯	৯	৮	৮	৯	৯
১২৯৩	১০	১১	১৩	১৫	১৭	১৯	২০	২০	১৯	১৯	২০	২০
১২৯৪	২১	২২	২৪	২৬	২৮	০	০	১	০	০	১	১
১২৯৫	২	৩	৫	৭	৯	১১	১২	১২	১১	১১	১২	১২
১২৯৬	১৩	১৪	১৬	১৮	২০	২২	২৩	২৩	২২	২২	২৩	২৩
১২৯৭	২৪	২৫	২৭	২৯	১	৩	৪	৪	৩	৩	৪	৪
১২৯৮	৫	৬	৮	১০	১২	১৪	১৫	১৫	১৪	১৪	১৫	১৫
১২৯৯	১৬	১৭	১৯	২১	২৩	২৫	২৬	২৬	২৫	২৫	২৬	২৬
১৩০০	২৭	২৮	০	২	৪	৬	৭	৭	৬	৬	৭	৭
১৩০১	৮	৯	১১	১৩	১৫	১৭	১৮	১৮	১৭	১৭	১৮	১৮
১৩০২	১৯	২০	২২	২৪	২৬	২৮	২৯	২৯	২৮	২৮	২৯	২৯
১৩০৩	০	১	৩	৫	৭	৯	১০	১১	৯	৯	১০	১০
১৩০৪	১১	১২	১৪	১৬	১৮	২০	২১	২১	২০	২০	২১	২১
১৩০৫	২২	২৩	২৫	২৭	২৯	১	২	২	১	১	২	২
১৩০৬	৩	৪	৬	৮	১০	১২	১৩	১৩	১২	১২	১৩	১৩
১৩০৭	১৪	১৫	১৭	১৯	২১	২৩	২৪	২৪	২৩	২৩	২৪	২৪

এইক্ষণ টেবিল দৃষ্টে কিরূপে তিথিগণনা করিতে হয় তাহার নিয়ম দৃষ্টান্তসহ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

প্রথমবিধি। যে সনের যে মাসের যে তারিখের তিথি জানিতে হইবে, সেই

মাসের তারিখ উপরের টেবিলের লিখিত মাসের নিম্নে যে অঙ্ক অঙ্কিত আছে সেই অঙ্কের সহিত যোগকরিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাই তিথির সংখ্যা।

দৃষ্টান্ত—১২৯৭ সনের ২রা ফাল্গুন ষষ্টিদণ্ডের মধ্যে কি তিথি হইবে? জানিতে হইলে উপরের টেবিলের ১২৯৭ সনের ফাল্গুন মাসের কলমের ৪ চারি অঙ্ক ঐ মাসের ২রা তারিখের ২ দুই অঙ্কের সহিত যোগকরিলে ৬ ছয় হইল অতএব ঐ ছয় অঙ্কে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী জানা গেল। এতাবতা ঐ ২রা ফাল্গুন তারিখে ষষ্টিদণ্ড মধ্যে শুক্লা ষষ্ঠী স্থির হইল। পঞ্জিকাতে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবেন যে ঐ দিবস পঞ্চমী ৩৬ দণ্ড ৫৬ পল, পরে ষষ্ঠী লাগিবেক।

দ্বিতীয়বিধি—কোন্ সনের কোন্ মাসের কোন দিনের ষষ্টিদণ্ডের মধ্যে অমাবস্যা জানিবার আবশ্যক হইলে উপরের টেবিলের সনের মাসের নিম্নে যে অঙ্ক আছে তাহা ত্রিশ হইতে বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে সেই সংখ্যক দিনের ষষ্টিদণ্ডের মধ্যে অমাবস্যা জানা যাইবে।

দৃষ্টান্ত যথা—১২৯৭ সনের ফাল্গুন মাসের কলমে ৪ অঙ্ক আছে, ঐ চারি অঙ্ক ৩০ ত্রিশ হইতে বাদ দিলে ২৬শ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং ফাল্গুনমাসের ২৬শে তারিখে ষষ্টিদণ্ডের মধ্যে অমাবস্যা হইবে।

৩য় বিধি—কোন্ সনের কোন্ মাসের কোন্ তারিখের ষষ্টিদণ্ডের মধ্যে পূর্ণিমা হইবে তাহা জানিতে হইলে টেবিলের লিখিত মাসের অঙ্ক হইতে ৩০ বিয়োগ করিলে যদি অবশিষ্ট ১৫ থাকে তাহাহইলে ঐ মাসের ৩০ শে তারিখে পূর্ণিমা হইবে। যদি ঐ অবশিষ্ট অঙ্ক ১৫ অঙ্কের অধিক হয় তাহাহইলে ঐ ১৫ অঙ্কের অতিরিক্ত যাহা হইবে সেই সংখ্যক অঙ্কে পূর্ণিমা হইবে। যদি ১৫ অঙ্কের ন্যূন হয় তাহা হইলে ঐ অঙ্কের সহিত ১৫ যোগ করিলে যে সংখ্যা হইবেক সেই সংখ্যানুসারে মাসের তারিখে পূর্ণিমা হইবে।

দৃষ্টান্ত যথা—১২৯৭ সনের ফাল্গুনমাসের কোন্ তারিখে ষষ্টিদণ্ডের মধ্যে পূর্ণিমা হইবে তাহা জানিতে হইলে ঐ সনের ফাল্গুনমাসের কলমের ৪ চারি অঙ্ক ৩০ হইতে বিয়োগ করিলে ২৬ অবশিষ্ট থাকিল, ঐ ২৬ অঙ্ক ১৫ অঙ্ক হইতে অধিক সুতরাং উপরিলিখিত নিয়মানুসারে ১১ অঙ্ক ঐ ১৫ অঙ্কের অধিক হওয়ায় ১১ই ফাল্গুন ষষ্টিদণ্ডের মধ্যে পূর্ণিমা হইবে।

অন্যমতে তিথিগণনা।

মাসাঙ্ক	
বৈশাখ	০
জ্যৈষ্ঠ	১
আষাঢ়	৩
শ্রাবণ	৫
ভাদ্র	৭
আশ্বিন	৯
কার্ত্তিক	১০
অগ্রহায়ণ	১০
পৌষ	৯
মাঘ	৯
ফাল্গুন	১০
চৈত্র	১০

শকাব্দার সংখ্যাকে ১৯ দ্বারা হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১১ দ্বারা পূরণ করিলে যাহা হয়, তাহাতে মাসাঙ্ক, দিনসংখ্যা এবং অতিরিক্ত ৬ যোগ করিয়া ৩০ দ্বারা হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কে যে তিথি হয়, তদ্দিবসে সেই তিথি জানিবে।

দৃষ্টান্ত—১৮১২ শকের ২রা ফাল্গুন কি তিথি হইবে? এই স্থলে ১৮১২ কে ১৯ দ্বারা হরণ করিলে ৭ অবশিষ্ট থাকিল, উক্ত ৭ অঙ্ককে ১১ দ্বারা পূরণ করিলে ৭৭র হইল। ঐ ৭৭ সহিত পার্শ্বের লিখিত ফাল্গুনমাসের মাসাঙ্ক ১০ দশ, দিনাঙ্ক ২ দুই এবং অতিরিক্ত ৬ ছয় যোগ করিলে ৯৫ই হইল, উহাকে ৩০ দ্বারা ভাগকরিলে অবশিষ্ট ৫ পাঁচ থাকিল, অতএব ঐ ৫ পাঁচ অঙ্কে ২রা ফাল্গুনের ষষ্টিদণ্ডের মধ্যে শুক্লপঞ্চমী জানা গেল।

অথ নক্ষত্রগণনা।

ষষ্টিদণ্ডমধ্যে কোন নক্ষত্র হইবে তাহা সহজে জানার উপদেশ।

মাসাঙ্ক	
বৈশাখ	১
জ্যৈষ্ঠ	৩
আষাঢ়	৫
শ্রাবণ	৭
ভাদ্র	১০
আশ্বিন	১২
কার্ত্তিক	১৪
অগ্রহায়ণ	১৫
পৌষ	১৯
মাঘ	২১
ফাল্গুন	২৩
চৈত্র	২৫

তিথিগণনাদ্বারা তদ্দিবসের তিথি জ্ঞাত হইয়া সেই তিথিতে পার্শ্বের লিখিত মাসাঙ্ক যোগ করিলে যদি ২৭ অপেক্ষা অঙ্ক অধিক হয়, তবে ২৭ বাদ দিলে বাকী যাহা থাকে, সেই অঙ্কে যে নক্ষত্র হয়, তাহাই উত্তর। ইহাতে যদি যথার্থ না মিলে তবে মাসের পূর্ব্বার্দ্ধে হইলে ১ যোগ এবং পরার্দ্ধে হইলে ১ বাদ দিলে ঠিক্ মিলিবে কিন্তু সেই দিনের যে সংখ্যা তদপেক্ষা সেই দিনের তিথির অঙ্ক যদি অধিক হয়, তাহা হইলে সে মাসের মাসাঙ্ক যোগ না করিয়া তাহার পূর্ব্বমাসের মাসাঙ্ক তাহাতে যোগ করিবে। যদি এইরূপ বৈশাখে ঘটে তাহা হইলে চৈত্রের মাসাঙ্ক যোগ করিবে।

দৃষ্টান্ত—১৮১২ শকের ২রা ফাল্গুন কি নক্ষত্র? এস্থলে তিথি গণনাদ্বারা উক্তদিবসে পঞ্চমী তিথি পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব ঐ ৫ পাঁচ অঙ্কের সহিত পার্শ্বের লিখিত ফাল্গুনমাসের মাসাঙ্ক ২৩ যোগ করিলে ২৮শ হইল ঐ ২৮ হইতে ২৭ বাদ দিলে অবশিষ্ট এক থাকিল, অতএব ঐ ১ একে ২রা ফাল্গুন ষষ্টিদণ্ডের মধ্যে অশ্বিনীনক্ষত্র জানা গেল।

তিথি বার নক্ষত্রযোগে দৈনিক প্রত্যক্ষ শুভাশুভ-ফলগণনার চক্র।

অ আ	ই ঈ	উ ঊ	এ ঐ	ও ঔ
কছডধভব	খজঢনমশ	গঝতপযষ	ঘটথফরস	চঠদবলহ
রবি, মঙ্গল	সোম, বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
নন্দা প্রতিপদ ষষ্ঠী একাদশী।	ভদ্রা দ্বিতীয়া সপ্তমী দ্বাদশী	জয়া তৃতীয়া অষ্টমী ত্রয়োদশী।	রিক্তা চতুর্থী নবমী চতুর্দ্দশী	পূর্ণা পঞ্চমী দশমী পূর্ণিমা অমাবস্যা
রেবতী অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী মৃগশিরা আর্দ্রা	পুনর্ব্বসু পুষ্যা অশ্লেষা মঘা পূর্ব্বফল্গুনী	উত্তরফল্গুনী হস্তা চিত্রা স্বাতী বিশাখা	অনুরাধা জ্যেষ্ঠা মূলা পূর্ব্বাষাঢ়া উত্তরাষাঢ়া	শ্রবণা ধনিষ্ঠা শতভিষা পূর্ব্বভাদ্রপদ উত্তরভাদ্রপ,

এই চক্রে পাঁচটী ঘর অঙ্কিত করিয়া তাহার এক একটী ঘরে নামের আদ্যাক্ষর ও ঐ আদ্য অক্ষরে যে যে বার, তিথি ও নক্ষত্র হইবে তাহা বিন্যাস করা হইল। ঐ ঐ তিথিবারাদি সেই সেই নামের জন্মবার, জন্মতিথি জন্মনক্ষত্র কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। যে ঘরে যাহার নামের আদ্য অক্ষর দৃষ্ট হইবে সেই ঘরটীর অঙ্কিত তিথি, বার, নক্ষত্রগুলি তাহার প্রথম ঘর বা বালস্বর হইবে, তাহার পরের ঘরের অঙ্কিত তিথি, বার, নক্ষত্রগুলি দ্বিতীয় ঘর বা কুমারস্বর, তৃতীয়ঘরের লিখিত তিথি, বার, নক্ষত্রগুলি তৃতীয়ঘর বা যুবাস্বর, চতুর্থঘরের তিথি, বার, নক্ষত্রগুলি চতুর্থঘর বা বৃদ্ধস্বর এবং পঞ্চমঘরের লিখিত তিথি, বার, নক্ষত্রগুলি তাহার পঞ্চম বা মৃত্যুস্বর কল্পনা করিয়া পঞ্জিকাদৃষ্টে সেই দিবসের শুভাশুভফল জানিতে পারিবে। আর এই মতে যে দিবসের গণনা করিবে পঞ্জিকাদৃষ্টে সেই দিবসের

নক্ষত্রশুদ্ধি ও তারাশুদ্ধি দেখিয়া শুভাশুভফলের তারতম্য বুঝিয়া লইতে হইবে।

যথা—যাহার নামের আদ্য অক্ষর অ আ ক ছ ড ধ ভ ব হইবে, তাহারপক্ষে ঐ ঘরের লিখিত রবি কিম্বা মঙ্গলবার জন্মবার, প্রতিপদ্, ষষ্ঠী এবং একাদশী, এই তিথিগুলি জন্মতিথি এবং রেবতী হইতে আর্দ্রাপর্য্যন্ত লিখিত নক্ষত্রগুলি জন্মনক্ষত্র এবং ঐ ঘরটী তাহার পক্ষে বালস্বর কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ ঐ পাঁচটী ঘরের অঙ্কিত যে ঘরে যাহার নামের আদ্য অক্ষর দৃষ্ট হইবে সেইটী তাহার পক্ষে প্রথম ঘর বা বালস্বর হইবে এবং পর পর ঘরগুলি যথা—দ্বিতীয় (কুমার) তৃতীয় (যুবা), চতুর্থ (বৃদ্ধ) এবং পঞ্চম (মৃত্যুস্বর) হইবে।

এই যে বাল, কুমার, যুবা, বৃদ্ধ এবং মৃত্যুস্বর বলা হইল এইক্ষণ ইহাদিগের অর্থাৎ ঐ সকল ঘরের লিখিত বার, তিথি ও নক্ষত্রযোগে কাহার কি ফল, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ বলা হইতেছে। যে দিবস বালস্বর উদয় হইবে, সেই দিবস কিঞ্চিৎ লাভ, কুমারস্বর উদয় হইলে অৰ্দ্ধলাভ, যুবাস্বর উদয় হইলে সম্পূর্ণ লাভ ও সর্ব্বকর্ম্মে সিদ্ধি হইবে, বৃদ্ধস্বর উদয় হইলে লাভের হানি এবং মৃত্যুস্বর উদয় হইলে সেই দিবস সর্ব্বনাশ হইবে।

ঐরূপ স্বরযোগে যে দিবস শত্রুর মৃত্যুস্বর উদিত হইবে সেই দিবস শত্রুর মৃত্যুর দিন জানিয়া তাহার বিনাশার্থ মন্ত্র, যন্ত্র, ক্রিয়া ও হোমাদিকর্ম্ম করিলে সিদ্ধি হইবে, নচেৎ সিদ্ধি হইবে না।

তিথিবারনক্ষত্রযোগে দৈনিকশুভাশুভফলের দৃষ্টান্ত।

১২৯৭ সালের পঞ্জিকাতে ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে লিখিত আছে যে, ঐ দিবস বুধবার, সপ্তমী তিথি এবং মঘানক্ষত্রের যোগ হইয়াছে, অতএব যাহাদিগের নামের আদ্য অক্ষর ই ঈ থ জ ঢ ন ম শ হইবে, যথা—মোহিনী, জগন্নাথ, নারায়ণ, ঈশ্বর ও শশী ইত্যাদি হইবে তাহাদিগের পক্ষে ঐ সকল তিথি, বার ও নক্ষত্রে বালস্বরের উদয় হইবে। যাহাদিগের নামের আদ্য অক্ষর উ ঊ গ ঝ ত প য ষ হইবে, যথা—গোপী, পঞ্চানন, উমা ইত্যাদি হইবে, তাহাদের পক্ষে ঐ দিবসে মৃত্যুস্বর হইবে। যাহাদিগের নামের আদ্য অক্ষর এ ঐ ঘ ট থ ফ র স হইবে যথা—রমণী, রসিক ইত্যাদি হইবে তাহাদের পক্ষে ঐ দিবস বৃদ্ধস্বর হইবে। যাহাদিগের নামের আদ্য অক্ষর ও ঔ চ ঠ দ ব ল হ হইবে, যথা—চন্দ্র, হরি ইত্যাদি হইবে তাহাদিগের পক্ষে ঐ দিবস যুবাস্বর হইবে। যাহাদিগের নামের আদ্য অক্ষর অ আ ক ছ ড ধ ভ ব হইবে, যথা—আনন্দ, কালী ইত্যাদি হইবে, তাহাদের পক্ষে ঐ দিবসের তিথি, বার, নক্ষত্র কুমারস্বর হইবে। এইরূপে পঞ্জিকাদৃষ্টে যে দিবস মৃত্যুস্বর উপস্থিত হইবে সেই দিবস হানি ও মৃত্যুকর জানিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম হইতে বর্জ্জিত থাকিবে।

দশাগণনা।

অথ নিত্যদশা।—তিথিবারশ্চ নক্ষত্রং স্বনক্ষত্রসমাযুতং। অষ্টাভিশ্চ হরেদ্ভাগং শেষে নিত্যদশাফলং॥ ফলং যথা—

যে দিনেতে নিত্যদশা গণনা করিবে, সেই দিনের তিথি, বার ও নক্ষত্র ইহাদিগের অঙ্ক ও যাহার দশাগণনা করিবে, তাহার জন্মনক্ষত্রাঙ্ক এই চারি অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া আট দিয়া ভাগ করিবে। এইরূপে ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদ্বারা ফল নির্ণয় করিবে। অবশিষ্ট ১ এক থাকিলে সেই দিনে রবির দশা, ২ দুই থাকিলে চন্দ্রের, ৩ তিন থাকিলে মঙ্গলের, ৪ চারি অবশিষ্ট থাকিলে বুধের, ৫ পাঁচ থাকিলে শনির, ৬ ছয় থাকিলে বৃহস্পতির, ৭ সাত থাকিলে রাহুর, ৮ আট বা শূন্য থাকিলে শুক্রের দশা হইবে। এই দশা প্রতিদিন গণনা করিয়া প্রতিদিনের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিবে॥

সূর্য্যো বিত্তবিনাশকৃৎ প্রকুরুতে ধর্ম্মার্থসিদ্ধিং শশী ভৌমঃ শস্ত্রবিপাতনং প্রকুরুতে সোমাত্মজঃ সম্পদং। মন্দো মন্দমতিং গুরুশ্চ বিভবং রাহুঃ সদা বন্ধনং শুক্রঃ সর্ব্বসুখোদয়ং প্রকুরুতে গর্গাদিভির্ভাষিতং॥

নিত্যদশার ফল।—উক্তরূপ গণনায় যে দিনে সূর্য্যের দশা হইবে, সেই দিনে বিত্তনাশ এবং চন্দ্রের দশায় ধর্ম্ম ও অর্থলাভ, মঙ্গলের দশায় অস্ত্রাঘাত, বুধের দশায় সম্পদ লাভ, শনির দশায় মন্দবুদ্ধি, বৃহস্পতির দশায় সম্পত্তি, রাহুর দশায় বন্ধন ও শুক্রের দশায় সর্ব্বপ্রকার সুখ হয়। গর্গাদিমুনিগণ এই দশা ও ফল বলিয়াছেন॥ ইহার পরখণ্ডে বিংশোত্তরীদশামতে নিত্যদশার গণনার ক্রম ও ফল লিখিত হইবে॥

ক্রমশঃ—

নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার।

পূর্ব্বখণ্ডে বচন দেওয়া হইয়াছে, এই খণ্ডে তাহার টীকা ও অনুবাদ আরম্ভ করা হইল।

টীকা—অথ প্রশ্নাক্ষরোপরি নষ্টজাতকমাহ—শ্রেণীতি॥ প্রশ্নাক্ষরাণাং শ্রেণীঃ পংক্তিঃ তদুপরি কল্পিতা তদুপরি তয়োঃ প্রশ্নপংক্ত্যুক্তবর্ণস্বরয়োঃ উপরি অঙ্কৈক্যসংখ্যা গুণিতা পরস্পরং গুণনীয়া ইত্যর্থঃ। তৎসংখ্যায়াঃ পিণ্ড ইতি সংজ্ঞা। ততঃ নামবর্ণেন যুক্তা প্রশ্নপংক্ত্যুক্তা যে বর্ণাঃ তত্র যাবত্তাক্ষরসংখ্যা তেন যুক্তা কার্য্যা। ততঃ সম্বৎসরাদ্যানয়নং দত্তাষ্টাবিত্যাদয়ো ধ্রুবাঙ্কাঃ। অষ্টোত্তরশতাদয়ো ক্ষেপাঙ্কাঃ। তান্ সংযোজ্য যথাবিভাগং বিভজ্য শেষেণ সম্বৎসরাদয়ো বিজ্ঞেয়াঃ। সম্বৎসরাদ্যষ্টানাং ধ্রুবাঙ্কানাহ দত্তাষ্টাবিতি॥

ক্ষেপাঙ্কাষ্টোত্তরশতং ১০৮ রসবাণঃ ৫৬ খষট্ ৬০ ক্রমাৎ। ত্রিদশ ১৩ খবসু ৮০ ষড়্যুগ ৪৬ নষ্টপক্ষ ২৮ মুনীষবঃ ৫৭॥২॥ সম্বৎসরাদিষু জ্ঞেয়াঃ কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ। সূর্য্যাদীনাং ধ্রুবাঙ্কাশ্চ রবেস্ত্রিংশ ৩০ চন্দ্রী নৃপঃ ১৬॥৩॥ একবিংশঃ কুজে ২১ সৌম্যে দন্তা ৩২ জীবে ত্রয়ো ভুজাঃ ২৩ চতুর্বিংশো ভৃগৌ ২৪ প্রোক্তঃ শনৌ তত্ত্বমুদাহৃতং ২৫॥৪॥ রাহো রসাগ্নিসংখ্যা ৩৬ চ ক্ষেপকান্ প্রবদাম্যহং। শতং ত্রিযুক্তং ১০৩ তরণেঃ কুজেঽম্বরাঃ ৩০ বুধে খবেদাঃ ৪০ সুরপূজিতে ষট্ ৬ ভৃগৌ ত্রিপক্ষা ২৩ কমুতেঽগ্নিদিক্ ১০৩ চ রাহৌ নগাগ্নিঃ ৩৭ কথিতা ক্রমেণ॥৫॥ ধ্রুবাঙ্কক্ষেপাঙ্কযুতেঽত্র পিণ্ডে ভজেদ্ধরৈঃ শেষমিতাত্র রাশিঃ॥৬॥

টীকা—সম্বৎসরাদ্যষ্টানাং ক্ষেপকানাহ। সূর্য্যাদিগ্রহাণাং ধ্রুবাঙ্কান্ ক্ষেপকাঙ্কাংশ্চাহ॥ ২—৬॥ অকারাদিস্বরা অঙ্কা নৃপসংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ককারাদিশ্চ বর্ণাঙ্কা বর্গাঙ্কাশ্চ পরিস্ফুটাঃ॥ ৭॥

স্বরব্যঞ্জন-অক্ষরাঙ্ক।

অবর্গ ১, কবর্গ ২, চবর্গ ৩, টবর্গ ৪, তবর্গ ৫, পবর্গ ৬, যবর্গ ৭ এবং শবর্গ ৮।

স্বরবর্গ—অ ১, আ ২, ই ৩, ঈ ৪, উ ৫, ঊ ৬, ঋ ৭, ৠ ৮, ঌ ৯, ৡ ১০, এ ১১, ঐ ১২, ও ১৩, ঔ ১৪, অং ১৫, অঃ ১৬।

ব্যঞ্জনবর্গ—ক ১, খ ২, গ ৩, ঘ ৪, ঙ ৫, চ ৬, ছ ৭, জ ৮, ঝ ৯, ঞ ০; ট ১, ঠ ২, ড ৩, ঢ ৪, ণ ৫; ত ৬, থ ৭, দ ৮, ধ ৯, ন ০; প ১, ফ ২, ব ৩, ভ ৪, ম ৫; য ১, র ২, ল ৩, ব ৪, শ ৫, ষ ৬, স ৭, হ ৮।

প্রশ্নাক্ষরের পংক্তিমধ্যে উপরিলিখিত অক্ষরাঙ্কদৃষ্টে প্রত্যেক ব্যঞ্জনবর্ণের অঙ্কসমষ্টিকে ঐরূপ প্রত্যেক স্বরবর্ণের অঙ্কসমষ্টিদ্বারা গুণ করিলে যে গুণফল হয়, তাহার নাম পিণ্ডাঙ্ক। এই পিণ্ডাঙ্কের সহিত প্রশ্নশ্রেণীতে যত অক্ষর থাকিবে, তত সংখ্যা যোগ দিতে হইবে। তৎপর উক্ত যোগাঙ্কের সহিত নিম্নলিখিত বৎসরাদি ধ্রুবাঙ্ক ও ক্ষেপাঙ্কাদি যোগ করিয়া এই যুক্তাঙ্ককে ষষ্টি প্রভৃতিদ্বারা ভাগকরিলে যে ভাগশেষ থাকিবে, তাহা দৃষ্টে নিম্নলিখিত প্রণালীতে বৎসরাদি আনয়ন করিতে হয়।

বৎসরাদির ধ্রুবাঙ্ক যথা—বয়স জানিবার সময় বয়সের ধ্রুবাঙ্ক ৩২, ক্ষেপাঙ্ক ১০৮ এবং ভাজক ৬০। মাস জানিবার সময় ধ্রুবাঙ্ক ৮ ক্ষেপাঙ্ক ৫৬ এবং ভাজক ১২।

পক্ষ জানিতে হইলে মাসানয়ন প্রক্রিয়াতে ভাগাবশিষ্ট অঙ্কের সমবিষমতা দৃষ্টে নষ্টজাতকের পক্ষ স্থির করিতে হইবে। অর্থাৎ যুগ্ম অঙ্কে শুক্লপক্ষ আর অযুগ্ম অঙ্কে কৃষ্ণপক্ষ জানিবে। তিথি জানিবার সময় ধ্রুবাঙ্ক ১০ ও ক্ষেপাঙ্ক ৬০ এবং ভাজক ১৫। দিন অর্থাৎ নষ্টজাতকের জন্মবার জানিতে হইলে ধ্রুবাঙ্ক ১২ এবং ক্ষেপাঙ্ক ৭৩ এবং ভাজক ৭। নক্ষত্র জানিবার সময় ধ্রুবাঙ্ক ১৮, ক্ষেপাঙ্ক ৮০ এবং ভাজক ২৭। নষ্টজাতকের যোগ জানিবার সময় ধ্রুবাঙ্ক ৭, ক্ষেপাঙ্ক ৪৬ এবং ভাজক ১২। লগ্ন জানিবার সময় ধ্রুবাঙ্ক ২০ এবং ক্ষেপাঙ্ক ৫৮ এবং ভাজক ১২। রাশি জানিবার সময় ধ্রুবাঙ্ক ২১, ক্ষেপাঙ্ক ৫৮ এবং ভাজক ১২ গ্রহণ করিতে হইবে।

নষ্টজাতকের গ্রহানয়নকালে উক্ত পিণ্ডাঙ্কের সহিত নিম্নলিখিত ধ্রুবাঙ্ক ও ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ১২ দ্বারা ভাগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্কে কোন রাশিতে কোন গ্রহ আছেন, তাহা জানা যায়। সূর্য্যের ধ্রুবাঙ্ক ৩০ ক্ষেপাঙ্ক ১০৩, চন্দ্রের ধ্রুবাঙ্ক ১৬ ক্ষেপাঙ্ক ০, মঙ্গলের ধ্রুবাঙ্ক ২১ ক্ষেপাঙ্ক ৩৫, বুধের ধ্রুবাঙ্ক ৩২ ক্ষেপাঙ্ক ৪০, বৃহস্পতির ধ্রুবাঙ্ক ২৩ ক্ষেপাঙ্ক ৬৬, শুক্রের ধ্রুবাঙ্ক ২৩ ক্ষেপাঙ্ক ৫৩, শনির ধ্রুবাঙ্ক ২৫ ক্ষেপাঙ্ক ১০৩, রাহুর ধ্রুবাঙ্ক ৩৬ ক্ষেপাঙ্ক ৭৭ নির্দ্দিষ্ট আছে। ক্রমশঃ—

নষ্টজাতকের শুক্রজ্ঞান।

জন্মকালে কোন্ গ্রহ কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন তাহা সহজে কিরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার উপদেশ লিখিত হইতেছে। গ্রহগণ কোন নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্র হইতে গমন করিয়া পরে কতিপয় বৎসর অন্তে পুনরায় সেই সেই নক্ষত্রে ভ্রমণ করিতে থাকেন যথা—

মঙ্গলগ্রহ ৭৯ উনাশীবৎসর পরে, বুধগ্রহ ৪৬শ বৎসর, বৃহস্পতি ৮৩ বৎসর, শুক্র ৮ বৎসর, শনি ৫৯ বৎসর, রাহু ৯৩ বৎসর পরে সেই সেই নক্ষত্র দিগ্‌ী গমন করিয়া থাকেন।

এইক্ষণ এই খণ্ডে শুক্রগ্রহ জন্মকালে কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন কেবল তাহারই গণনার সঙ্কেত ও টেবিল এবং উপদেশ নিম্নে লিখিত হইল।

যে শকে জন্ম হইয়াছে সেই শকাঙ্ক হইতে ১৩৩০ বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে সেই অঙ্কসংখ্যাকে শুক্রের হারকাঙ্ক ৮ দ্বারা ভাগ করিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে সেই অঙ্ক শুক্রগ্রহের টেবিলের যে কলমের উপর দৃষ্ট হইবে সেই নম্বরের কলমের মধ্যে মাসানুসারে শুক্রগ্রহস্থিত নক্ষত্র জানা যাইবে।

শুক্রের টেবিল।

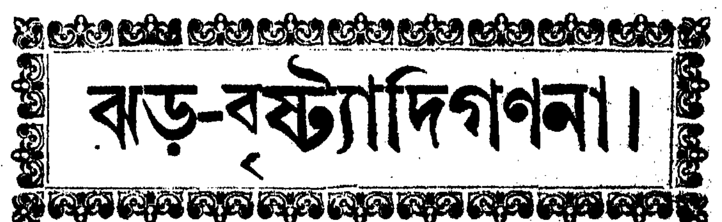
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বৈশাখ	...	৩।১৬ব২	২।১০।২১	২৫।১২।২২	৪। ৮।২২	২৭। ৫।১৬।২৬	২৫। ৯।২২	৩। ৭।১৮।৩০	২৬।১০।১৯।৩০
জ্যৈষ্ঠ	...	২।২ব১	৪। ৫।১২।২৩	২৭। ২।১৪।২৪	৬। ৫।২৭	৩। ৬।১৭।২৮	২৬। ২।১৫।২৬	৬।১০।২২	২। ২।২১
আষাঢ়	...	১। ২।১৬।২৯	৭। ৩।১৪।২৬	৩। ৪।১৫।২৬	৮।১৭।ব৭	৬। ৭।১৮।২৯	২। ৭।১৮।২৯	৮। ৩।১৬	৪। ৫।১১।২২
শ্রাবণ	...	৪। ৮।২২	১০। ৫।১৭।২৮	৬। ৫।১৬।২৭	৭। ৯ব৬।৩০	৯। ৯।২০।৩১	৫। ৯।২০।৩১	১১।১২	৭। ১।১২।২৩
ভাদ্র	...	৬। ২।১৩।২৫	১৩। ৯।২১	৯। ৭।১৮।২৯	৭। ১৮	১২। ৯।২১	৮।১১।২২	১২।১৭।২৯।ব১২	১০। ২।১৩।২৪
আশ্বিন	...	৯। ৫।১৬।২৭	১৫। ৩।১৮	১২। ৮।১৯।৩০	৮। ১।১৫।২৭	১৪। ১।১১।২৬	১০। ২।১৩।১৪	১২।১৮ব১১	১৩। ৪।১৪।২৫
কার্ত্তিক	...	১২। ৮।১৯।৩০	১৭।১২	১৫।১০।২০	১১। ৯।১১	১৭। ৫।১৬। ৮	১৩। ৩।১৪।২৫	১১। ৭।২৫	১৬। ৬।১৭।২৯
অগ্রহায়ণ	...	১৫।১০।২১	১৮।২৫ব১৭	১৭। ১।১১।২২	১৩। ২।১৩।২৪	২০।১০।১২	১৬। ৫।১৬।২৬	১৩। ৯।২১	১৯। ৮।১৯।৩০
পৌষ	...	১৭। ১।১২।২৩	১৭।	২০। ৪।১৪।২৫	১৬। ৫।১৬।২৭	২১। ৬।২৩	১৯। ৮।১৯।২৯	১৫। ৬।১৮।২৯	২২। ৮।২৩
মাঘ	...	২০। ৪।১৫।২৫	১৭। ৫।১৯	২৩। ৬।১৬।২৮	১৯। ৮।১৯	২৪।	২২।১১।২১	১৮।১০।২১।	২৪। ৫।১৭
ফাল্গুন	...	২৩। ৬।১৬।২৭	১৯। ২।২১।২৫	২৬।১০।২১	২১। ১।১১।২২	২৪।৪ব২৩	২৪। ২।১৩।২৩	২০। ৩।১৪।২৫	২৬। ১।১৪।২৯
চৈত্র	...	২৬। ৯।২০	২২। ৭।১৯।২৯	১। ২।১৪।২৫	২৪। ৩।১৩।২৪	২৩।২১	২৭। ৪।১৫।২৬	২৩। ৬।১৭	২।

শুক্রগ্রহস্থিত নক্ষত্রের টেবিলের বিবরণ।

নিম্নলিখিত টেবিলের বামদিকে বৈশাখ হইতে চৈত্রমাসের নাম লিখিত হইল। ঐ মাসসমূহের দক্ষিণে এক হইতে আটটী কলম অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে নক্ষত্রের অঙ্ক এবং নক্ষত্রের অঙ্কে দাড়ি দিয়া তৎপরে যে অঙ্ক লিখিত হইল তাহা সঞ্চারের তারিখ, অর্থাৎ ঐ তারিখে জানা যাইবে যে পূর্ব্বনক্ষত্র হইতে পর নক্ষত্রে শুক্র গমন করিবে, আর "ব" অক্ষর দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে বক্রগমনে ঐ তারিখে তাহার পূর্ব্বনক্ষত্রে গমন করিবে।

দৃষ্টান্ত ১৮১২ শকের ১লা বৈশাখ শুক্র কোন্ নক্ষত্রে স্থিত ছিলেন তাহা জানিতে হইলে ১৮১২ হইতে ১৩৩০ বিয়োগ করিলে ৪৮২ অবশিষ্ট থাকে, ঐ ৪৮২ চারিশত বিরাশীকে ৮ আট দিয়া ভাগ করিলে লব্ধ ৬০ ষাইট, অবশিষ্ট ২ দুই থাকিল, এইক্ষণ দেখিতে হইবে যে বৈশাখমাস হইতে একটি সরলরেখা ২ দুই নম্বর কলমে টানিলে প্রথম অঙ্ক ২ দুই দৃষ্ট হইবে, ঐ ২ দুইয়ে জানা গেল যে বৈশাখমাসের প্রথম তারিখে শুক্র ভরণীনক্ষত্রে স্থিত ছিলেন, ঐ ২ দুই অঙ্কের পর যে ১০ দশ অঙ্ক লিখিত আছে উহাতে জানা গেল যে ১০ দশই বৈশাখ শুক্র কৃত্তিকানক্ষত্রে যাইবেন, তৎপর যে ২১ অঙ্ক লিখিত আছে উহাতে জানা গেল যে ২১শে বৈশাখ শুক্র রোহিণীনক্ষত্রে যাইবেন এইরূপ গণনায় যে শকের যে মাসে শুক্র যে নক্ষত্রে থাকিবেন তাহা সহজে জানা যাইবে।

অন্যান্য গ্রহের নক্ষত্রগণনা ক্রমে বিবৃত হইবে। ক্রমশঃ—



গর্ভলক্ষণ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

মেঘের গর্ভ কাহাকে বলে তাহা কথিত হইয়াছে। বৎসরের মধ্যে কোন বিশেষ ঋতুতে যে দিনে আকাশমণ্ডলে মেঘ দৃষ্ট হয় সেই দিনেই মেঘের গর্ভ হইল এইরূপ কল্পনা করিবে। আর ঐ মেঘদৃষ্টে ঐ গর্ভদিন হইতে কতদিন পরে

এবং কোন স্থানে বৃষ্টি হইবে, তাহা গণনাদ্বারা নির্ণীত হইবে। ইহার বিশেষ কাল নিম্নলিখিত বচন কয়েকটি পাঠ করিলেই জানিতে পারিবে।

লক্ষণানি মুনিভির্যানি লিখতানি তানি দৃষ্ট্বেদম্। ক্রিয়তে গর্গপরাশরকাশ্যপবাৎস্যাদিরচিতানি॥

গর্গ, পরাশর, কাশ্যপ, বাৎস্য, প্রভৃতি ঋষিগণ বর্ষার লক্ষণ যেরূপ নিরূপিত করিয়াছেন, আমি তদ্দৃষ্টে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ করিলাম॥

দৈববিদবহিতচিত্তো দ্যুনিশং যো গর্ভলক্ষণে ভবতি। তস্য মুনেরিব বাণী ন ভবতি মিথ্যাম্বুনির্দেশে॥

যে দৈবজ্ঞ দিবারাত্রি অবহিতচিত্তে মেঘের গর্ভলক্ষণ দৃষ্টে বিবেচনাপূর্ব্বক বর্ষার বিষয় নিরূপণ করেন, তাঁহার বাক্য মুনিবাক্যের ন্যায় কদাচ বিফল হয় না॥

কিংবাতঃ পরমন্যচ্ছাস্ত্রং জ্যায়োঽস্তি যদ্বিদিত্বৈব। প্রধ্বংসিন্যপি কালে ত্রিকালদর্শী কলৌ ভবতি॥

বর্ষাগণনা শাস্ত্র অপেক্ষা অন্য কোন্ শাস্ত্রফলে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে? এই বর্ষাগণনারূপ শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়া অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও এই কলিযুগে ত্রিকালদর্শী বলিয়া পরিগণিত হয়॥

কেচিদ্বদন্তি কার্ত্তিকশুক্লান্তমতীত্য গর্ভদিবসাঃ স্যুঃ। ন তু তন্মতং বহূনাং গর্গাদীনাং মতং বক্ষ্যে॥

কেহ কেহ কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষের অর্দ্ধেক অতীত হইলে অর্থাৎ অষ্টমীতিথি হইতে মেঘের গর্ভদিন নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু এই মত বহুসম্মত নহে; এজন্য গর্গপ্রভৃতি ঋষিগণের মত বর্ণন করিতেছি॥

সিতপক্ষভবাঃ কৃষ্ণে শুক্লে কৃষ্ণা দ্যুসম্ভবা রাত্রৌ। নক্তং প্রভবাশ্চাহনি সন্ধ্যাজাতাশ্চ সন্ধ্যায়াম্॥

শুক্লপক্ষে মেঘের গর্ভ হইলে (একশত পঞ্চনবতি দিন পরে) কৃষ্ণপক্ষে এবং কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ হইলে ঐরূপ শুক্লপক্ষে বর্ষণ হইবে, দিবাভাগে গর্ভ হইলে রাত্রিতে, রাত্রিতে হইলে দিবাভাগে বর্ষণ হইবে এবং প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে গর্ভ হইলে সায়ং সন্ধ্যায় ও সায়ং সন্ধ্যাকালে গর্ভ হইলে (ঐরূপ ১৯৫ দিন পরে) প্রাতঃসন্ধ্যাসময়ে বর্ষণ হয়॥

মৃগশীর্ষাদ্যা গর্ভা মন্দফলাঃ পৌষশুক্লজাতাশ্চ। পৌষস্য কৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেচ্ছ্রাবণস্য সিতম্॥

অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষে মেঘের গর্ভ হইলে জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণপক্ষে এবং কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ হইলে আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে বর্ষণ হইবে, কিন্তু ঐ বর্ষণ অতি অল্পপরিমাণে হয়। ঐরূপ পৌষমাসের শুক্লপক্ষে গর্ভ হইলে আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষে মন্দ মন্দ বারিবর্ষণ হয় এবং পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষে মেঘের গর্ভ হইলে শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষে বর্ষণ হইয়া থাকে॥

মাঘসিতোত্থা গর্ভাঃ শ্রাবণকৃষ্ণে প্রসূতিমায়ান্তি। মাঘস্য কৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেদ্ভাদ্রপদশুক্লম্॥
ফাল্গুনশুক্লসমুত্থা ভাদ্রপদস্যাসিতে বিনির্দ্দেশ্যাঃ। তস্যৈব কৃষ্ণপক্ষোদ্ভবাস্তু যে তেঽশ্বযুক্শুক্লে॥
চৈত্রসিতপক্ষজাতাঃ কৃষ্ণেঽশ্বযুজস্য বারিদা গর্ভাঃ। চৈত্রাসিতসম্ভূতাঃ কার্ত্তিকশুক্লেঽভিবর্ষন্তি॥

মাঘমাসের শুক্লপক্ষে গর্ভ হইলে শ্রাবণমাসের কৃষ্ণপক্ষে, মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ হইলে ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে, ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে গর্ভ হইলে ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষে, ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ হইলে আশ্বিনের শুক্লপক্ষে, চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে হইলে আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষে এবং চৈত্রের কৃষ্ণপক্ষে মেঘের গর্ভ হইলে কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষে বর্ষণ হইয়া থাকে॥

পূর্ব্বোদ্ভূতাঃ পশ্চাদপরোত্থাঃ প্রাগ্ভবন্তি জীমূতাঃ। শেষাস্বপি দিক্ষ্বেবং বিপর্য্যয়ো ভবতি বায়োশ্চ॥

পূর্ব্বদিকে মেঘের গর্ভ হইলে পশ্চিমদিকে এবং পশ্চিমদিকে গর্ভ হইলে পূর্ব্বদিকে বর্ষণ হয়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দিকে এইরূপ বিপরীতভাবে বর্ষণ হইবে। বায়ুর গতিও এইরূপ জানিবে অর্থাৎ যখন মেঘের গর্ভ হয়, তখন বায়ু যে দিকে প্রবাহমান দেখা যায়, বর্ষণসময়ে তাহার বিপরীতদিকে প্রবাহিত হয়॥ ক্রমশঃ—

ধারণা।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

তত্রৈব স্বাত্যাদ্যে দৃষ্টে তচ্চতুষ্টয়ে ক্রমাদ্যাসাঃ। শ্রাবণপূর্ব্বা জ্ঞেয়াঃ পরিস্রুতা ধারণাখ্যাঃ স্যুঃ॥

যদি উল্লিখিত দিনচতুষ্টয়ের মধ্যে বারিবর্ষণ হয় এবং তৎকালে চন্দ্র স্বাতী হইতে জ্যেষ্ঠাপর্য্যন্ত চারি নক্ষত্রে গমন করে, তাহা হইলে শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিকপর্য্যন্ত চারিমাসে প্রচুর বর্ষণ হইবে॥

যদি তাঃ স্যুরেকরূপাঃ শুভাস্ততঃ সান্তরাস্ত ন শিবায়। তস্করভয়দাঃ প্রোক্তাঃ শ্লোকাশ্চাপ্যত্র বাশিষ্ঠাঃ॥

যদি বায়ু উল্লিখিত ধারণাদিনচতুষ্টয় মধ্যে সমভাবে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হইয়া থাকে, কিন্তু বিষমভাবে বহন হইলে অমঙ্গল ও তস্কর ভয় উৎপন্ন হয়। বশিষ্ঠঋষিও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন॥

সবিদ্যুতঃ সপৃষতঃ সপাংশূৎকরমারুতাঃ। সার্কচন্দ্রপরিচ্ছন্না ধারণাঃ শুভধারণাঃ॥

যদি ধারণাদিনে সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল মেঘে সমাচ্ছাদিত থাকে এবং তৎকালে বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, ও ধূলিবৃষ্টি ও বায়ুবহন হয়, তাহা হইলে উত্তম বারিবর্ষণ হইবে॥

যদা তু বিদ্যুতঃ শ্রেষ্ঠাঃ শুভাশাপ্রত্যুপস্থিতাঃ। তদাপি সর্ব্বশস্যানাং বৃদ্ধিং ব্রূয়াদ্বিচক্ষণঃ॥

ধারণাদিবসে শুভদিকের বিপরীতদিকে ধারাবাহিকরূপে অত্যুত্তম বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইলে রাজ্যে সর্ব্ববিধ শস্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়॥ ক্রমশঃ—

সদ্যোবৃষ্টিলক্ষণ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

আর্দ্রং দ্রব্যং স্পৃশতি যদি বা বারি তৎসংজ্ঞকং বা তোয়াসন্নো ভবতি যদি বা তোয়কার্য্যোন্মুখো বা। প্রষ্টা বাচ্যঃ সলিলমচিরাদস্তি নিঃসংশয়েন পৃচ্ছাকালে সলিলমিতি বা শ্রূয়তে যত্র শব্দঃ॥

জল প্রশ্নকালে যদি প্রশ্নকর্ত্তা কোন আর্দ্রবস্তু, জল কিম্বা জলনামক কোন বস্তু স্পর্শ করে, জলের নিকটবর্ত্তী হয়, জলকার্য্য করিতে উদ্যুক্ত থাকে অথবা জল এই শব্দ শ্রুত হয়, তাহা হইলে দৈবজ্ঞ বলিবেন অতি শীঘ্র বৃষ্টি হইবে॥

উদয়শিখরিসংস্থো দুর্নিরীক্ষ্যোঽতিদীপ্ত্যা দ্রুতকনকনিকাশঃ স্নিগ্ধবৈদূর্য্যকান্তিঃ। তদহনি কুরুতেঽম্ভস্তোয়কালে বিবস্বান্ প্রতপতি যদি চোচ্চৈঃ খং গতোঽতীব তীক্ষ্ণম্॥

যখন সূর্য্য উদয়াচলে উপস্থিত হন তখন যদি তাঁহার দীপ্তি অতি প্রচণ্ড হয় অর্থাৎ সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে শক্তি হয় না অথবা সেই সূর্য্য তপ্তকাঞ্চনের প্রভাবিশিষ্ট কিম্বা স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যমণির ন্যায় দীপ্তিমান হন অথবা মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য অতি প্রদীপ্ত কিরণ প্রদান করেন, তাহাহইলে সেই দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে॥

বিরসমুদকং গোনেত্রাভং বিয়দ্বিমলা দিশো লবণবিকৃতিঃ কাকাণ্ডাভং যদা চ ভবেন্নভঃ। পবনবিগমঃ পোপ্লূয়ন্তে ঝষাঃ স্থলগামিনো রসনমসকৃন্মণ্ডূকানাং জলাগমহেতবঃ॥

যদি জল বিরস ও গোনেত্রের ন্যায় পরিষ্কার, আকাশ ও দিক্‌সকল বিমল, লবণজলবৎ, আকাশের বর্ণ কাকডিম্বের ন্যায় ও সর্ব্বত্র বাতশূন্য হয়, মীন সকল স্থলে উল্লম্ফন করে এবং বারম্বার ভেকসকল শব্দ করিতে থাকে, তাহাহইলে অবশ্য বৃষ্টি হইবে ইহা জানা যায়॥

মার্জ্জারা ভৃশমবনিং নখৈর্লিখন্তো লোহানাং মলনিচয়ঃ সবিস্রগন্ধঃ। রথ্যায়াং শিশুরচিতাশ্চ সেতুবন্ধাঃ সম্প্রাপ্তং জলমচিরান্নিবেদয়ন্তি॥

যদি মার্জ্জার বারম্বার নখদ্বারা ভূমিবিদারণ করে, লৌহের মলে অতি দুর্গন্ধ হয়, এবং বালকগণ মিলিত হইয়া পথিমধ্যে সেতুবন্ধন করে, তাহাহইলে সদ্যঃবৃষ্টি জানা যায়॥

গিরয়োঽঞ্জনপুঞ্জসন্নিভা যদি বা বাষ্পনিরুদ্ধকন্দরাঃ। কৃকবাকুবিলোচনোপমাঃ পরিবেশাঃ শশিনশ্চ বৃষ্টিদাঃ॥

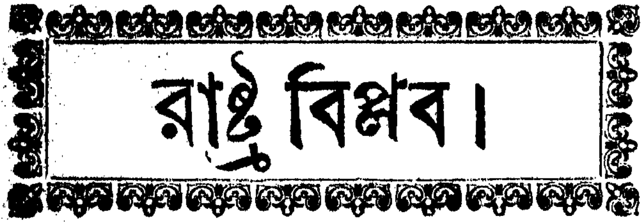
যদি পর্ব্বতসকল অঞ্জনপুঞ্জের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়, গিরিগুহা সকল বাষ্পে পরি-

পূর্ণিত হয় এবং চন্দ্রমণ্ডল যদি কুক্কুটের চক্ষুর ন্যায় আভা ধারণ করে তাহা হইলে নিশ্চয় শীঘ্র বৃষ্টি হইবে॥

বিলোপঘাতেন পিপীলিকানামণ্ডোপসংক্রান্তিরভিব্যবায়ঃ। ক্রমাধিরোহশ্চ ভুজঙ্গমানাং বৃক্ষেঽধিরূঢ়াধিপ গবাং প্লুতঞ্চ॥

যদি পিপীলিকাগণ কোন আঘাত ব্যতিরেকে তাহাদিগের ডিম লইয়া গর্ত্ত হইতে উদ্গত হয়, সর্পগণ ব্যবায়াশক্ত থাকে, উহারা বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করে এবং গোসকল মাঠে উল্লম্ফন করে, তাহা হইলে অবশ্য শীঘ্র বৃষ্টি হইবে॥

ক্রমশঃ—



কেতুচার।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

শতমেকাধিকমেকে সহস্রমপরে বদন্তি কেতূনাম্। বহুরূপমেকমেব প্রাহ মুনির্নারদঃ কেতুম্॥

কেহ কেহ বলেন, একশত একটিমাত্র কেতু বিদ্যমান আছে, কেহ কেহ সহস্রসংখ্যক কেতু নির্দ্দেশ করেন, নারদ বলেন যে, একটীমাত্র কেতুই নানাসময়ে নানাস্থানে নানারূপে প্রকাশিত হয়॥

যদ্যেকো যদি বহবঃ কিমনেন ফলস্তু সর্ব্বথা বাচ্যম্। উদয়াস্তময়ৈঃ স্থানৈঃ স্পর্শৈরাধূনবৈর্বর্ণৈঃ॥

কেতু একই হউক বা বহুসংখ্যকই হউক, তাহাদের ফল নানাবিধ হয় এবং তাহার উদয় ও অস্তসময়, স্থিতিস্থান, গ্রহাদি সহ তাহার যোগ এবং তাহার বর্ণ এই সমস্ত দ্বারাই ঐ ফল নিরূপিত হইয়া থাকে॥

যাবন্ত্যহানি দৃশ্যো মাসাস্তাবন্ত এব ফলপাকাঃ। মাসৈরব্দাংশ্চ বদেৎ প্রথমাৎ পক্ষত্রয়াৎ পরতঃ॥

কেতু যতসংখ্যক দিন উদিত থাকে, প্রথমোদয়ের তিন পক্ষ পর হইতে ততসংখ্যক মাসপর্য্যন্ত তাহার ফল প্রদান করে এবং যতসংখ্যক মাস উদিত থাকে, প্রথমোদয়ের তিন পক্ষ পর হইতে ততসংখ্যক বৎসর যাবৎ তাহার ফলপ্রদান করিয়া থাকে॥

হ্রস্বতনুঃ প্রসন্নঃ স্নিগ্ধস্ত্বচিরসংস্থিতঃ শুক্লঃ। উদিতো বাপ্যভিদৃষ্টঃ শুভিক্ষসৌখ্যাবহঃ কেতুঃ॥ উক্তবিপরীতরূপো ন শুভকরো ধূমকেতুরুৎপন্নঃ। ইন্দ্রায়ুধানুকারী বিশেষতো দ্বিত্রিচূলো বা॥

ধূমকেতু হ্রস্ব, সুদৃশ্য, স্নিগ্ধ, ক্ষণস্থায়ী, শুক্লবর্ণ এবং উদিত সময়ে বা তৎপরক্ষণে দৃষ্ট হইলে সুভিক্ষ ও লোকের সুখলাভ হয়। আর ইহার বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট হইলে এবং ইন্দ্রধনুরাকৃতি অথবা দুইটী কিম্বা তিনটী চূড়া বা পুচ্ছবিশিষ্ট হইলে সেই কেতু অশুভকারী হইয়া থাকে॥

হারমণিহেমরূপাঃ কিরণাখ্যাঃ পঞ্চবিংশতিঃ সশিখাঃ। প্রাগপরদিশোর্দৃশ্যা নৃপতিবিরোধাবহা রবিজাঃ॥

যে সকল কেতু বা ধূমকেতু মালা, মণি ও স্বর্ণের ন্যায়, তাহাদিগকে কিরণকেতু কহে। ইহাদিগের সংখ্যা পঞ্চবিংশতি ও ইহারা শিখাবিশিষ্ট। (এই শিখাকে পুচ্ছ বলে) এই সকল ধূমকেতু রবির পুত্র, ইহারা পূর্ব্ব ও পশ্চিমদেশে আবির্ভূত হয়, ইহারা উদিত হইলে রাজাদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ জন্মিয়া থাকে॥

ক্রমশঃ—

উল্কালক্ষণ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অশনিঃ স্বনেন মহতা নৃগজাশ্বমৃগাশ্মবেশ্মতরুপশুষু। নিপততি বিদারয়ন্তী ধরাতলং চক্রসংস্থানা॥

অশনি অর্থাৎ বজ্রনামক উল্কা চক্রাকৃতি, উহা ভীষণ শব্দ সহকারে নৃপতি, হস্তী, অশ্ব, মৃগ, পর্ব্বত, বাটী, বৃক্ষ ও মেষাদি পশুর উপরে নিপতিত হয় এবং উহা পতিত হইয়া ভূমিতল বিদীর্ণ করিয়া যায়॥

বিদ্যুৎসত্ত্বত্রাসং জনয়ন্তী তটতটস্বনা সহসা। কুটিলবিশালা নিপততি জীবেন্ধনরাশিষু জ্বলিতা॥

বিদ্যুৎ কুটিলাকৃতি, বৃহৎ ও অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত, উহা প্রাণীগণের ভয়াবহ ও তটতট শব্দসহকারে জীব ও কাষ্ঠরাশির উপর নিপতিত হয়॥

ধিষ্ণ্যা কৃশাল্পপুচ্ছা ধনূংষি দশ দৃশ্যতেঽন্তরাভ্যধিকম্। জ্বলিতাঙ্গারনিকাশা দ্বৌ হস্তৌ সা প্রমাণেন॥

ধিষ্ণ্যনামক উল্কা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, কৃশ ও ক্ষুদ্র পুচ্ছবিশিষ্ট, ইহা দশ ধনু অর্থাৎ ৪০ হস্ত অন্তরে দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহার পরিমাণ দুই হস্ত॥

তারা হস্তং দীর্ঘা শুক্লা তাম্রাব্জতন্তুরূপা বা। তির্য্যগধশ্চোর্দ্ধং বা যাতি বিয়ত্যুহ্যমানেব॥

তারানামক উল্কা দীর্ঘে এক হস্ত, উহা শ্বেতবর্ণ বা তাম্রবর্ণ অথবা পদ্মতন্তুসন্নিভ, উহা শূন্যমার্গে কোন অদৃশ্যশক্তিদ্বারা আকৃষ্যমাণের ন্যায় ঊর্দ্ধ বা অধোদিকে তির্য্যগ্‌ভাবে গমন করে॥

উল্কা শিরসি বিশালা নিপতন্তী বর্দ্ধতে প্রতনুপুচ্ছা। দীর্ঘা ভবতি চ পুরুষং ভেদা বহবো ভবন্ত্যস্যাঃ॥

উল্কানামক উল্কার মস্তক বৃহৎ, পুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র এবং একটী মানবের ন্যায় দীর্ঘ। উহা পতনকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই উল্কা বহুবিধরূপ দৃষ্ট হয়॥

প্রেতপ্রহরণখরকরভনক্রকপিদংষ্ট্রিলাঙ্গলমৃগাভাঃ। গোধাহিধূমরূপাঃ পাপা যা চোভয়শিরস্কা॥

যে সকল উল্কা শব, অস্ত্র, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, কুম্ভীর, বানর, দন্তবিশিষ্ট জীব, লাঙ্গল, হরিণ, গোধা, সর্প, অথবা ধূম্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কিম্বা যাহারা দুইটী মস্তকযুক্ত, তাহারা অশুভকর হয়॥

ধ্বজঝষকরিগিরিকমলেন্দুতুরগসন্তপ্তরজতহংসাভাঃ। শ্রীবৎসবজ্রশঙ্খস্বস্তিকরূপাঃ শিবসুভিক্ষাঃ॥

যে সকল উল্কার আকৃতি ধ্বজা, মৎস্য, হস্তী, পর্ব্বত, পদ্ম, চন্দ্র, অশ্ব, তপ্তরৌপ্য, হংস, বিল্ববৃক্ষ, বজ্র, শঙ্খ অথবা ত্রিকোণের ন্যায়, তাহারা রাজ্যের কল্যাণ ও সুভিক্ষকর হইয়া থাকে॥

ক্রমশঃ—

ইন্দ্রায়ুধ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

বিদিগুদ্ভূতং দিক্স্বামিনাশনং ব্যভ্রজং মরককারি। পাটলপীতকনীলৈঃ শস্ত্রাগ্নিক্ষুৎকৃতা দোষাঃ॥

ইন্দ্রধনু বিশেষ বিশেষ দিকে উদিত হইলে সেই সেই দিকে যে সকল ব্যক্তি বুঝায়, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যদি ইন্দ্রধনু মেঘমণ্ডলে দৃষ্ট না হইয়া অন্যত্র দেখা যায়, তাহা হইলে মারিভয় জন্মে। ইন্দ্রধনু পাটলবর্ণ হইলে শস্ত্রভয়, পীত হইলে অগ্নিভয় এবং নীলবর্ণ হইলে ক্ষুধাজনিত ভয় হয়॥

জলমধ্যেঽনাবৃষ্টির্ভুবি শস্যবধস্তরৌ স্থিতে ব্যাধিঃ। বল্মীকে শস্ত্রভয়ং নিশি সচিববধায় ধনুরৈন্দ্রম্॥

ইন্দ্রধনু জলমধ্যে দৃষ্ট হইলে অনাবৃষ্টি, মৃত্তিকায় হইলে শস্যনাশ, বৃক্ষোপরি দৃষ্ট হইলে রোগ, বল্মীকে (উঁইয়ের ঢিপে) দৃষ্ট হইলে অস্ত্রভয় এবং রাত্রিকালে দৃষ্ট হইলে সেই দেশের রাজমন্ত্রী বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥

বৃষ্টিং করোত্যবৃষ্টাং বৃষ্টিং বৃষ্টাং নিবারয়ত্যৈন্দ্র্যাম্। পশ্চাৎ সদৈব বৃষ্টিং কুলিশভৃতশ্চাপমাচষ্টে॥

অনাবৃষ্টি সময়ে ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হইলে জলবর্ষণ হয় এবং জলবর্ষণকালে দৃষ্ট হইলে বৃষ্টি প্রশমিত হইয়া যায় আর পশ্চিম দিকে যে কোন সময়েই হউক্ না কেন, লক্ষিত হইলে বারিবর্ষণ হইবে॥

ক্রমশঃ—

গন্ধর্ব্বনগর।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

নাগরনৃপতিজয়াবহমুদগ্বিদিক্স্থং বিবর্দ্ধনায়। শাস্তানামাং দৃষ্টং বন্তোয়দং নৃপতিজিত্যৈ॥

গন্ধর্ব্বনগর উত্তর দিকে দৃষ্ট হইলে নগরবাসী ও রাজার জয়লাভ হয়, কোণে

উদিত হইলে রক্তকান্তিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর সূর্য্যের বিপরীত দিকে দৃষ্ট হইলে রাজগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া থাকেন ॥

সর্ব্বদিক্ষু ভয়কৃদ্বিচিত্র স্থায়ী নরেন্দ্ররাষ্ট্রানাম্। চৌরাটবিকান্ হন্তাদ্ধূমানলশক্রচাপাভম্।

গন্ধর্ব্বনগর সকল দিকে উদিত হইলে এবং বহুক্ষণ স্থায়ী থাকিলে রাজার ও রাজ্যের অমঙ্গল হইয়া থাকে আর উহার বর্ণ ধূম, অগ্নি বা ইন্দ্রধনুর সদৃশ দৃষ্ট হইলে চোর ও বনবাসিগণ বিনাশ পায় ॥

গন্ধর্ব্বনগরমুত্থিতমাপাণ্ডুরমশনিপাতবাতকরম্। দীপ্তে নরেন্দ্রমৃত্যুর্ব্বামেঽরিভয়ং জয়ঃ সব্যে।

গন্ধর্ব্বনগর ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণ হইলে বজ্রপাত ও প্রচণ্ড বায়ু (ঝড়) বহন হইয়া থাকে। যে দিকে সূর্য্য উদিত থাকে, সেই দিকে দৃষ্ট হইলে রাজার মৃত্যু, সূর্য্যের বামে হইলে শত্রুভয় এবং দক্ষিণে দৃষ্ট হইলে যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকে ॥ ক্রমশঃ—

প্রতিসূর্য্য।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

পীতো ব্যাধিং জনয়ত্যশোকরূপশ্চ শস্ত্রকোপায়। প্রতিসূর্য্যাণাং মালা দস্যুভয়াতঙ্কনৃপহন্ত্রী।

প্রতিসূর্য্য পীতবর্ণ হইলে রোগ, অশোক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হইলে যুদ্ধ এবং মালার ন্যায় লক্ষিত হইলে দস্যুভয় ও রাজবিনাশ হইয়া থাকে ॥

দিবসকৃতঃ প্রতিসূর্য্যো জলকৃদুদগ্দক্ষিণে স্থিতোঽনিলকৃৎ। উভয়স্থঃ সলিলভয়ং নৃপমুপরি নিহন্ত্যধো জনহা ॥

প্রতিসূর্য্য সূর্য্যের উত্তর দিকে দৃষ্ট হইলে জলবর্ষণ, দক্ষিণদিকে লক্ষিত হইলে বায়ুবহন, উভয়দিকে হইলে জলভয় (বন্যা), উপরে দৃষ্ট হইলে রাজবিনাশ এবং সূর্য্যের অধোভাগে দৃষ্ট হইলে তদ্দেশবাসীরা বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ক্রমশঃ—

রজোলক্ষণ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

যস্যাং দিশি ধূমচয়ঃ প্রাক্ প্রভবতি নাশমেতি বা যস্যাম্। আগচ্ছতি সপ্তাহাৎ তত্রৈব ভয়ং ন সন্দেহঃ ॥

ধূম্রবর্ণ রজোরাশি প্রথমে যে দিকে সমুত্থিত হইবে অথবা যে দিকে প্রশান্ত হইবে, এক সপ্তাহমধ্যে সেই দিকে ভয় সমুৎপন্ন হয় সন্দেহ নাই ॥

শ্বেতে রজোঘনৌঘে পীড়া স্যান্মন্ত্রিজনপদানাঞ্চ। নচিরাৎ প্রকোপমুপযাতি শস্ত্রমতিসঙ্কুলা সিদ্ধিঃ।

যদি রজোরাশি শ্বেতবর্ণ হয়, তাহা হইলে মন্ত্রী ও জনপদবাসিগণ ক্লেশপ্রাপ্ত হয়, রাজ্যে যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে এবং মানবগণ বহুদিন কষ্ট পায় ॥

অর্কোদয়ে বিজৃম্ভতি যদি দিনমেকং দিনদ্বয়ং বাপি। স্থগয়ন্নিব গগনতলং ভয়মত্যুগ্রং নিবেদয়তি ॥

যদি সূর্য্যোদয় সময়ে ধূলিবৃষ্টি সমুত্থিত হইয়া একদিন বা দুই দিনপর্য্যন্ত গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহা হইলে সেই দেশে মহৎ ভয় সমুৎপন্ন হয় ॥

ক্রমশঃ—

নির্ঘাত।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

পবনঃ পবনাভিহতো গগনাদবনৌ যদা সমাপততি। ভবতি তদা নির্ঘাতঃ স চ পাপো দীপ্তবিহগরুতঃ ॥

বায়ুদ্বয় পরস্পর ঘর্ষণে আহত হইয়া শূন্যমার্গ হইতে সশব্দে যে ধরাতলে পতিত হয়, সেই শব্দকেই নির্ঘাত অর্থাৎ বজ্রাঘাত কহে। যখন বজ্রপাত হয়, তখন পক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া শব্দ করিলে রাজ্যের অমঙ্গল হয় ॥

অর্কোদয়েঽধিকরণিকনৃপধনিযোধাঙ্গনাবণিগ্বেশ্যাঃ। আপ্রহরাংশেঽজাবিকমুপহন্যাচ্ছূদ্রপৌরাংশ্চ ॥

সূর্য্যোদয়কালে বজ্রপাত হইলে আধিকরণিক (প্রধান রাজকর্ম্মচারী), রাজা, ধনী, যোদ্ধা, স্ত্রীলোক, বণিক্, বেশ্যা ইহারা বিনাশপ্রাপ্ত হয় আর সূর্য্যোদয়ের পর এক প্রহর মধ্যে বজ্রাঘাত হইলে মেষ, ছাগ, শূদ্র ও পুরবাসিগণ বিনাশ পাইয়া থাকে ॥

আমধ্যাহ্নাদ্রাজোপসেবিনো ব্রাহ্মণাংশ্চ পীড়য়তি। বৈশ্যজলদাংস্তৃতীয়ে চৌরান্ প্রহরে চতুর্থে চ ॥

মধ্যাহ্নকালের পূর্ব্বে বজ্রপাত হইলে রাজসেবক ও ব্রাহ্মণগণ, তৃতীয় প্রহরে হইলে বৈশ্য ও মেঘ এবং চতুর্থ প্রহরে বজ্রপাত হইলে চোরগণ বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ক্রমশঃ—

রাহুচার।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অর্দ্ধোদিতোপরক্তো নৈকৃতিকান্ হন্তি সর্ব্বযজ্ঞাংশ্চ। অগ্ন্যুপজীবি গুণাধিকবিপ্রাশ্রমিণো যুগাদ্যুদিতঃ ॥

চন্দ্র কিম্বা সূর্য্য অর্দ্ধোদিতাবস্থায় গ্রাসিত হইলে, শঠগণ ও যজ্ঞসকল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, আর যখন আকাশমণ্ডলে ছয়ভাগের প্রথম অংশে চন্দ্র বা সূর্য্য উদিত থাকে, তখন গ্রহণ হইলে অগ্নিহোত্রী, গুণবান্, বিদ্বান ও আশ্রমীরা বিনাশ পাইয়া থাকে ॥

কর্ষকপাষণ্ডিবণিক্ক্ষত্রিয়বলনায়কান্ দ্বিতীয়েঽংশে। কারুকশূদ্রম্লেচ্ছান্ সতৃতীয়াংশে সমন্ত্রিজনান্ ॥

যখন চন্দ্র বা সূর্য্য আকাশতলে দ্বিতীয় অংশে উদিত থাকে, তখন গ্রহণ হইলে কৃষক, নাস্তিক, বণিক্, ক্ষত্রিয় ও সেনাধ্যক্ষগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং তৃতীয় অংশে উদিতকালে গ্রহণ হইলে শিল্পকর, শূদ্র, ম্লেচ্ছ ও মন্ত্রিগণ বিনাশ পায় ॥

মধ্যাহ্নে নরপতিমধ্যদেশহা শোভনশ্চ ধান্যার্ঘঃ। তৃণভুগমাত্যান্তঃপুরবৈশ্যন্নঃ পঞ্চমে বাংশে ॥

চন্দ্র বা সূর্য্য আকাশের চতুর্থ অংশে উদিতকালে গ্রাসিত হইলে মধ্যদেশ ও নরপতিরা বিনাশ পায়। ভূমি শোভাশীল হয় এবং ধান্য মহার্ঘ্য হইয়া থাকে, আর পঞ্চমাংশের উদিতকালে গ্রহণ হইলে তৃণভোজী, অমাত্য, অন্তঃপুর ও বৈশ্যগণ বিনাশ পায় ॥ ক্রমশঃ—

অর্ঘকাণ্ড।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

মেষোপগতে সূর্য্যে গ্রীষ্মজধান্যস্য সংগ্রহং কুর্য্যাৎ। বৃষমূলফলস্য বৃষে চতুর্থমাসে ততোঽর্থলাভঃ ॥

সূর্য্য মেষ রাশিতে অবস্থিতিকালে উপরি উক্ত উৎপাত দৃষ্ট হইলে বণিক্গণ শারদীয় শস্যাদি সংগ্রহ করিবে, আর বৃষরাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতিকালে ঐ সকল উৎপাত ঘটিলে বস্ত্রফলমূল সংগ্রহ করিতে হয়। যে মাসে ঐ সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিবে, তাহার চতুর্থমাসে বিক্রয় করিলে অধিক লাভ হইবে।

মিথুনস্থে সর্ব্বরসান্ ধান্যানি চ সংগ্রহং সমুপনীয়। ষষ্ঠে মাসে বিপুলং বিক্রীণন্ প্রাপ্নুয়াল্লাভম্ ॥

মিথুন রাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতিকালে ঐ সকল উৎপাত দৃষ্ট হইলে রসযুক্ত দ্রব্য ও ধান্যাদি শস্য সংগ্রহপূর্ব্বক সংগ্রহের পর ষষ্ঠমাসে তাহা বিক্রয় করিলে প্রচুর লাভ হইয়া থাকে ॥

কর্কিণ্যর্কে মধুগন্ধতৈলঘৃতফাণিতানি বিনিধায়। দ্বিগুণা দ্বিতীয়মাসে লব্ধির্নাশোঽধিকে হ্রেয়ঃ ॥

কর্কটরাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতিকালে উপরি উক্ত উৎপাত দৃষ্ট হইলে মধু, গন্ধদ্রব্য, তিল, ঘৃত শর্করা এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। সংগ্রহের পর দ্বিতীয়মাসে বিক্রয় করিলে দ্বিগুণ লাভ হয়, কিন্তু দুই মাসের পূর্ব্বে বা পরে বিক্রয় করিলে ক্ষতি হইয়া থাকে ॥

সিংহে সুবর্ণমণিচর্ম্মবর্ম্মশস্ত্রাণি মৌক্তিকং রজতম্। পঞ্চমমাসে লব্ধির্বিক্রেতুর্ব্বত্যয়েন ক্ষয়ঃ ॥

সিংহরাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতিকালে পূর্ব্বোক্ত উৎপাত দৃষ্ট হইলে ব্যবসায়িগণ সুবর্ণ, মণি, চর্ম্ম, বর্ম্ম (সাঁজোয়) অস্ত্র, মুক্তা ও রৌপ্য এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তৎপরে পঞ্চমমাসে বিক্রয় করিলে লাভ হয়, কিন্তু পঞ্চমমাসের পূর্ব্বে বা পরে বিক্রয় করিলে ক্ষতি হইয়া থাকে। ক্রমশঃ—

দুর্ভিক্ষাদি।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

বুধশুক্রধরাপুত্রা ভৌজঙ্গর্ক্ষসমাশ্রিতাঃ। নন্দন্তি লোকাঃ সুখিনঃ সুভিক্ষং জনয়ন্তি চ॥

যদি বুধ, শুক্র ও মঙ্গল এই সকল গ্রহ অশ্লেষানক্ষত্রে অবস্থিতি করে, তাহাহইলে লোকসকল আনন্দিত ও সুখী হয় এবং রাজ্যমধ্যে সুভিক্ষ হইয়া থাকে॥

অনুরাধাস্থঃ সৌরির্জ্যেষ্ঠায়াঞ্চ বৃহস্পতিঃ। পশ্চিমস্যাং তদা যুদ্ধং প্রজানাশং প্রয়ান্তি চ॥

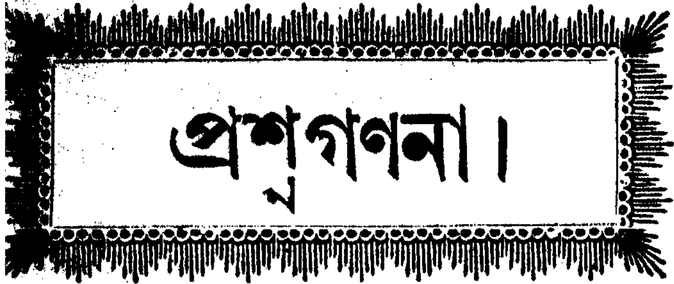
যদি অনুরাধানক্ষত্রে শনি এবং জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে বৃহস্পতি থাকে, তাহাহইলে পশ্চিমদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং প্রজাবর্গ বিনাশ পায়॥

মূলে মন্দো বুধঃ স্বাত্যাং মঘায়াঞ্চন্দ্রমাঃ স্থিতঃ। সংগ্রহে সর্ব্বধান্যানাং লাভো ভবতি মাত্তথা॥

যদি মূলানক্ষত্রে শনি, স্বাতীনক্ষত্রে বুধ এবং মঘানক্ষত্রে চন্দ্রের স্থিতি হয়, তাহাহইলে সর্ব্বপ্রকার ধান্যসংগ্রহে বহুলাভ হইয়া থাকে॥

শ্রবণর্ক্ষে যদা ক্রূরো গ্রহ কশ্চিৎ সমাশ্রিতঃ। অন্নং মহার্ঘতাং যাতি গোধূমাশ্চ বিশেষতঃ॥

যদি শ্রবণানক্ষত্রে কোন ক্রূরগ্রহ অবস্থিতি করে তাহাহইলে তণ্ডুল মহার্ঘ হইয়া থাকে। বিশেষত গোধূমের অতিশয় মূল্যবৃদ্ধি পায়॥ ক্রমশঃ—



অঙ্গবিদ্যা

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অন্তরঙ্গমমুচ্য বাহ্যগস্পর্শনং যদি করোতি পৃচ্ছকঃ। শ্লেষ্মমূত্রকৃতত্যাজনঃ পাতয়েৎ করতলস্থবস্তু চেৎ॥

যদি প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে অন্তঃস্থ অঙ্গপরিত্যাগ করিয়া বহিঃস্থিত অঙ্গ স্পর্শ করে, অথবা শ্লেষ্মা, মূত্র বা মলবিসর্জ্জন করিতে করিতে হস্তস্থ বস্তু ভূতলে পাতিত করে, তাহাহইলে চৌর সম্বন্ধীয় চিন্তা বুঝায়॥

স্বশরীরনামিতাঙ্গপরিমোটনতোঽপ্যথবা জনধৃতরিক্তভাণ্ডমবলোক্য চ চৌরজনং। অপহৃত-পতিতক্ষতবিনষ্টভগ্নগতমৃতমৃতাদ্যনিষ্টরবতো লভতে ন হৃতং॥

যদি প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে আপনার দেহ অবনামিত বা অঙ্গস্ফোটন করে এবং সেই সময়ে কোন ব্যক্তিকে শূন্যকুম্ভ লইয়া গমন করিতে দেখা যায়, তাহাহইলে চৌর সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বুঝায়। যদি প্রশ্নকালে অপহৃত হইল, পড়িল, ক্ষত হইল, বিনষ্ট হইল, ভগ্ন হইল, গেল, মরিল,” ইত্যাদি অশুভ ধ্বনি সমুত্থিত হয় তাহাহইলে অপহৃত বস্তু পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায় না॥

নিরীক্ষিতমিদং যত্নৎ সর্ব্বং তুষাস্থিবিষাদিকৈঃ সহ মৃতিকরং পীড়ার্ত্তানাং সমং রুদিতক্ষুতৈঃ। অনলবদপি স্পৃষ্টাঙ্গঃ স্বং দৃঢ়ং মরুদাহরেদ্ অতিবহু তথা ভুক্তায়ং সংস্থিতঃ স মৃতো বদেৎ॥

যদি প্রশ্নকালে তুষ, অস্থি বা বিষাদি দৃষ্ট হয় এবং বিলাপ বা হাঁচির শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, তাহাহইলে পীড়িত ব্যক্তির মরণ বুঝায়। যদি প্রবলবায়ু উপস্থিত হইয়া অঙ্গস্পর্শপূর্ব্বক গৃহের অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য উড্ডীন করিয়া দেয়, তাহাহইলে কোন ব্যক্তি ভূরিমাণেও তৃপ্তিসহকারে অন্নভোজন করিয়া মৃতাবস্থায় অবস্থিত আছে বুঝায়॥

ললাটস্পর্শনাদ্ ব্রহ্মদর্শনাজ্জ্বালিজৌদনং। উরঃ স্পর্শাৎ ষষ্টিকান্নং গ্রীবাস্পর্শে চ যাবকং॥

প্রশ্নকালে ললাটস্পর্শ বা শস্যাগ্রভাগ দর্শন করিলে শালিঅন্ন, বক্ষ স্পর্শ করিলে ষষ্টিধান্যের অন্ন এবং গ্রীবা স্পর্শ করিলে যবান্ন সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বুঝায়॥

কুক্ষিকুচজঠরজানুস্পর্শে মাষাঃ পয়স্তিলযবাগুঃ। আস্বাদয়তশ্চোষ্ঠৌ লিহতো মধুরং রসং জ্ঞেয়ং॥

প্রশ্নকালে কুক্ষি স্পর্শ করিলে মাষ, স্তনস্পর্শ করিলে দুগ্ধ, জঠর স্পর্শকরিলে তিল এবং জানুস্পর্শ করিলে যবাগূসম্বন্ধীয় প্রশ্ন বুঝায়। যদি প্রশ্নকালে ওষ্ঠ লেহন করে তাহাহইলে মধুররস সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বুঝিতে হইবে॥

বিস্ফূর্কে কোটয়েজ্জিহ্বামাম্লে বক্ত্রং বিকূণয়েৎ। কটুতিক্তকষায়োষ্ণৈর্হিক্কেৎ ষ্ঠীবেচ্চ সৈন্ধবে॥

প্রশ্নকালেজিহ্বা আহত হইলে স্পৃহনীয় বস্তু, মুখ বক্র করিলে অম্লদ্রব্য, হিক্কা-পরিত্যাগ করিলে কটু, তিক্ত, কষায় বা উষ্ণদ্রব্য এবং নিষ্ঠীবন (থুথু) পরিত্যাগ করিলে লবণাক্ত দ্রব্য সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বুঝায়॥

শ্লেষ্মত্যাগে শুষ্কতিক্তং তদন্নং প্রোক্তং ক্রব্যাদং প্রেক্ষ্য বা মাংসমিশ্রং। ভ্রূগণ্ডৌষ্ঠস্পর্শনে শাকুনং স্যাদ্ ভুক্তং তেনেত্যুক্তমেতন্নিমিত্তং॥

যদি প্রশ্নকালে শ্লেষ্মাপরিত্যাগ করে বা মাংস ও হিংস্রজন্তু দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে অল্পপরিমাণে শুষ্ক ও তিক্তদ্রব্য সম্বন্ধীয় চিন্তা বুঝায় এবং ভ্রূ, গণ্ড ও ওষ্ঠ স্পর্শ করিলে শকুনমাংস আহার করা হইয়াছে বুঝাইবে॥

মূর্দ্ধগ্রীবাকেশহনুগলকর্ণজঙ্ঘং বস্তিক স্পৃষ্ট্বা। গজমহিষমেষশূকরগোশশমৃগমাংসযুগ্ভুক্তং॥

প্রশ্নকালে মস্তক স্পর্শকরিলে হস্তীমাংস, গ্রীবা স্পর্শকরিলে মহিষমাংস, কেশ-স্পর্শ করিলে মেষমাংস, চিবুকস্পর্শ করিলে শূকরমাংস, গলদেশস্পর্শ করিলে গোমাংস, কর্ণস্পর্শকরিলে শশমাংস এবং জঙ্ঘা বা বস্তিদেশ স্পর্শ করিলে মৃগমাংস ভোজন করিয়াছে বুঝায়॥

দৃষ্টে শ্রুতেঽপ্যশকুনে গোধামৎস্যামিষং বদেদ্ভুক্তম্। গর্ভিণ্যা গর্ভস্য চ নিপতনমেবং প্রবক্ষ্যেৎ প্রশ্নে॥

প্রশ্নকালে দুর্নিমিত্ত দর্শন বা শ্রবণ করিলে গোধা ও মৎস্যমাংস আহার করা হইয়াছে বুঝায়। অতঃপর যেরূপে গর্ভিণীর গর্ভপ্রশ্ন নিরূপণ করিবে তাহা কথিত হইতেছে॥ ক্রমশঃ—

প্রশ্নাক্ষরদ্বারা প্রশ্নগণনা।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অথ বর্ণকথনং।

তিথিঃ প্রহরসংযুক্তা তারকাবারমিশ্রিতা। নবভিশ্চ হরেদ্ভাগং শেষাঙ্কে বর্ণমাদিশেৎ॥ ১ মুক্তাসদৃশঃ ২ শ্বেতমিশ্রিতরক্তঃ ৩ দূর্ব্বাসদৃশশ্যামঃ ৪ সুবর্ণবর্ণঃ ৫ মুক্তাসদৃশঃ শুভ্রঃ ৬ শ্যামবর্ণঃ ৭ আরক্তনীলশ্বেতঃ ৮ নীলরক্তবর্ণঃ ৯ জ্ঞাত্বা বিদ্বান্ বদেদ্বর্ণম্॥

প্রশ্নকালে কোন্ তিথি, কত প্রহর বেলা, কোন্ নক্ষত্র ও কি বার? এই সমুদায় অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া তাহা ৯ নয়দ্বারা বিভক্ত করিবে। যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে তাহাদ্বারা বর্ণনির্ণয় করিবে। এক থাকিলে তাম্রবর্ণ, দুই থাকিলে মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ, তিন থাকিলে শ্বেতমিশ্রিত রক্তবর্ণ, চারি থাকিলে দূর্ব্বাদলসদৃশ শ্যামবর্ণ, পাঁচ থাকিলে সুবর্ণবর্ণ, ছয় থাকিলে মুক্তাসদৃশ শুভ্রবর্ণ, সাত থাকিলে শ্যামবর্ণ, আট থাকিলে ঈষৎ রক্তাক্ত নীলশ্বেতবর্ণ, শূন্য থাকিলে নীলরক্তবর্ণ নিরূপণ করিবে॥

অথ তাৎকালিকগ্রহাৎ ধাত্বাদিলক্ষণং।

পূর্ব্বোক্ততাৎকালিকগ্রহাৎ গ্রহোপরি বদেৎ সম্যগ্ধাতুমূলাদিলক্ষণম্। চন্দ্রে শুক্রে তথা জীবে জীবচিন্তাং বিনির্দ্দিশেৎ। ভৌমে বুধে তথা কেতৌ ধাতুচিন্তাং বদেদ্বুধঃ। রবৌ মন্দে চ রাহৌ চ মূলচিন্তা বিনিশ্চিতা॥

পূর্ব্বোক্ত তাৎকালিক গ্রহদ্বারা ধাতুমূলাদি নিরূপণ হইবে। চন্দ্র, শুক্র বা বৃহস্পতি তাৎকালিক গ্রহ হইলে জীবচিন্তা স্থির করিবে। মঙ্গল, বুধ বা কেতু তাৎকালিক গ্রহ হইলে ধাতুচিন্তা নিরূপিত হইবে। সূর্য্য, রাহু বা কেতু তাৎকালিক গ্রহ হইলে মূলচিন্তা স্থির করিবে॥

অথ গ্রহাণাং বর্ণকথনং।

রক্তশ্যামো ভবেৎ সূর্য্যঃ শশী গৌরঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। রক্তগৌরঃ স্মৃতো ভৌমো দূর্ব্বাশ্যামো বুধঃ স্মৃতঃ। গৌরবর্ণো গুরুর্জ্ঞেয়ঃ শুক্লবর্ণো ভৃগুঃ স্মৃতঃ। কৃষ্ণঃ শনৈশ্চরো জ্ঞেয়ো মিশ্রবর্ণৌ বিধুন্তুদঃ।

তাৎকালিক গ্রহ সূর্য্য হইলে রক্ত শ্যামবর্ণ, সোম হইলে গৌরবর্ণ, মঙ্গল হইলে রক্ত গৌরবর্ণ, বুধ হইলে দূর্ব্বাদলসদৃশ শ্যামবর্ণ, বৃহস্পতি হইলে গৌরবর্ণ, শুক্র হইলে শুক্লবর্ণ, শনি হইলে কৃষ্ণবর্ণ, রাহু ও কেতু হইলে আকাশের ন্যায় বর্ণ নির্ণয় করিবে॥ ক্রমশঃ—

অথ ধাতুজ্ঞানং।

শুক্রে চন্দ্রেঽথ রৌপ্যঞ্চ বুধে স্বর্ণমুদাহৃতম্। গুরৌ রত্নযুতং হেম সূর্য্যে মৌক্তিকমুচ্যতে। ভৌমে তাম্রং শনৌ লৌহং রাহাবপ্যায়সঃ স্মৃতঃ। কেতৌ কর্পূরধাতুঃ স্যাদয়ঞ্চ ধাতুনির্ণয়ঃ॥

তাৎকালিক গ্রহ শুক্র বা চন্দ্র হইলে রৌপ্য, বুধ হইলে স্বর্ণ, বৃহস্পতি হইলে রত্নযুক্ত স্বর্ণ, সূর্য্য হইলে মৌক্তিক, মঙ্গল হইলে তাম্র, শনি হইলে লৌহ, রাহু হইলে লৌহ, কেতু হইলে মিশ্রধাতু নির্ণয় করিবে॥ ক্রমশঃ—

অথ মূলপত্রপুষ্পাদিনিরূপণং।

চন্দ্রে শুক্রে গুল্মবল্লী লতাকন্দৌ বুধস্য চ। পত্রং গুরৌ ফলং সূর্য্যে মূলঞ্চ রবিজে কুজে। রাহৌ মূলং বিজানীয়াৎ কেতৌ পুষ্পং বিনির্দ্দিশেৎ॥

তাৎকালিক গ্রহ চন্দ্র বা শুক্র হইলে গুল্ম ও বল্লী, বুধ হইলে লতা ও কন্দ, বৃহস্পতি হইলে পত্র, সূর্য্য হইলে ফল, শনি, মঙ্গল বা রাহু হইলে মূল, কেতু হইলে পুষ্প নির্দ্দেশ করিবে॥ ক্রমশঃ—

অথ দ্বিপদাদিজ্ঞানং।

দ্বিপদৌ ভার্গবগুরূ ভূমিজার্কৌ চতুষ্পদৌ। পক্ষিণৌ বুধশৌরী চ চন্দ্ররাহূ সরীসৃপৌ॥

তাৎকালিক গ্রহ বৃহস্পতি বা শুক্র হইলে দ্বিপদ, মঙ্গল বা সূর্য্য হইলে চতুষ্পদ, বুধ বা শনি হইলে পক্ষী, চন্দ্র বা রাহু হইলে সরীসৃপ স্থির করিবে। ক্রমশঃ—

অথ দিগ্‌জ্ঞানং।

চন্দ্রভানৌ বদেৎ প্রাচ্যাং জীবশুক্রে চ পশ্চিমে। উত্তরে ভৌমসৌম্যাভ্যাং শনিরাহৌ চ দক্ষিণে॥

তাৎকালিক গ্রহ চন্দ্র বা সূর্য্য হইলে পূর্ব্বদিক, বৃহস্পতি বা শুক্র হইলে পশ্চিমদিক্, মঙ্গল বা বুধ হইলে উত্তরদিক্ এবং শনি, রাহু বা কেতু হইলে দক্ষিণদিক্ স্থির হইবে।

অস্মিন্ বর্ষে সুখং ক্লেশাদিকং বা কিং ভবিষ্যতি? ইতি প্রশ্নে বর্ষফলম্॥

তিথিবারর্ক্ষযোগানাং যুতিঃ সম্বৎসরান্বিতা। প্রশ্ননামাক্ষরৈর্যুক্তা ত্রিহৃতা শেষকে ফলম্। একেন ক্লেশঃ সমত্বনং দ্বাভ্যাং তৃতীয়ে সুখম্॥ ইতি বর্ষফলম্॥

এই বৎসর সুখ বা ক্লেশাদি কি হইবে? এইরূপ প্রশ্ন হইলে যেরূপে প্রশ্নফল-গণনা করিতে হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। প্রশ্নসময়ের তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ এবং প্রভবাদি বৎসর, এই সমুদায় যোগ করিয়া তাহাতে প্রশ্নাক্ষর ও প্রশ্ন-কর্ত্তার নামাক্ষর যোগ করিবে। পরে তাহাকে তিনদ্বারা ভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে তাহা হইলে ক্লেশ হইবে, দুই থাকিলে সুখ দুঃখ সমান হইবে, তিন ব শূন্য থাকিলে সুখ হইবে, ইহা স্থির করিবে॥ ক্রমশঃ—

অথ শাকুনশাস্ত্র।

কাকচরিত্র।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ কাকা [illegible] বর্ণাকৃতিভ্যাং বিভাবিতাভ্যাং সদাতি-[illegible]

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ, এই পাঁচপ্রকার কাক আছে। অনু-সন্ধিৎসু ব্যক্তিরা ঋষিবাক্যানুসারে বর্ণদ্বারা ও আকৃতিদ্বারা কাকদিগের জাতি নিরূপণ করিবেন॥

বৃহৎপ্রমাণো গুরুদীর্ঘতুণ্ডো বৃহদ্বয়ঃ কৃষ্ণবপুঃ স বিপ্রঃ। পিঙ্গাক্ষনীলাক্ষবিমিশ্রবর্ণঃ [illegible] ক্ষত্রিয়স্তীক্ষ্ণরবোঽতি শূরঃ॥

যে কাকের আকার বৃহৎ এবং ঠোঁট বৃহৎ ও দীর্ঘ, যাহার স্বর দৃঢ় ও শরীর কৃষ্ণবর্ণ, সেই কাক ব্রাহ্মণ জাতি। যাহার চক্ষুঃ পিঙ্গলবর্ণ ও নীলবর্ণ, যাহার স্বর তীক্ষ্ণ, যাহার বর্ণ বিমিশ্র, তাদৃশ কাককে ক্ষত্রিয় বলা যায়॥

যঃ পাণ্ডুনীলঃ সিতনীলচক্ষুর্নাত্যর্থরূক্ষো চটুলশ্চ বৈশ্যঃ। [illegible] কৃশাঙ্গকণ্ঠোঽতিরূক্ষঃ॥

যে কাক পাণ্ডুবর্ণ ও নীলবর্ণ, যাহার চক্ষু শ্বেতবর্ণ ও নীলবর্ণ, যাহার শরীর নিতান্ত রূক্ষ নহে, যে সর্ব্বদা চঞ্চল, তাহাকে বৈশ্য বলা যায়। যাহার শরীর কৃশ ও নিতান্ত রূক্ষ, যাহার বর্ণ ভস্মের সদৃশ, যাহার শব্দে অধিক ককার উচ্চারিত হয়, যে কাক চপল, তাহাকে শূদ্র বলা যায়॥

বিরূক্ষসূক্ষ্মাক্ষ তনুর্বিশদো [illegible] বিরুদ্ধি। স্থিরাশয়ঃ [illegible] হস্ত্যাজাতিঃ খলু পক্ষযোঽন্ত্যঃ॥

যাহার শরীর ও চক্ষু রূক্ষ ও সূক্ষ্ম, যাহার গলা ও নখ উজ্জ্বল, [illegible] যাহার বুদ্ধি স্থিরতর, তাদৃশ নিঃশব্দ কাককে অন্ত্যজ বলা যায়॥

দ্রোণাভিধঃ কৃষ্ণবপুর্দ্বিজো [illegible] শিরোঽতিকৃষ্ণবর্ণো [illegible] শ্বেতশ্চ শিরোঽতিকৃতবর্ণোঽধমো॥

যে দাঁড়কাকের শরীর কৃষ্ণবর্ণ ও যে দাঁড়কাক ব্রাহ্মণ, তাহাকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিবে। তদভাবে যে কাকের গলদেশ শ্যামবর্ণ ও যে কাক শ্বেতবর্ণ, তাহাকে অবলম্বন করিয়া শুভাশুভ গণনা করিবে। নানাবর্ণের কাক অত্যন্ত নিন্দনীয়॥

বিপ্রঃ স্ফুটং জল্পতি পৃচ্ছ্যমানো ন্যূনং ততঃ ক্ষত্রিয়জাতিরাহ। আখ্যাতি বৈশ্যস্ত্বভিধানমেব ব্রবীতি শূদ্রো বলিদানলোভাৎ॥

ব্রাহ্মণ জাতি কাক জিজ্ঞাসিত হইবামাত্র পরিষ্কাররূপে ফল ব্যক্ত করেন। ক্ষত্রিয়জাতি কাক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন। বৈশ্যজাতি কাক যত্ন করিলে শুভাশুভ ফল বলেন। শূদ্রজাতি উপহার পাইবার লোভে ফল কীর্ত্তন করেন॥

ক্রমশঃ—

যাত্রাশাকুন।

দধ্যাজ্যদূর্ব্বাক্ষতপূর্ণকুম্ভাঃ সিদ্ধান্নসিদ্ধার্থকচন্দনানি। আদর্শশঙ্খামিষমীনমৃৎস্নাগোরোচনা-গোময়গোমধূলিঃ। গীর্ব্বাণবীণাফলভদ্রপীঠপুষ্পাঞ্জনালঙ্করণাম্বুজানি। তাম্বূলযানাসনবস্ত্রমাল্য-ধ্বজাতপত্রব্যজনাম্বরাণি। অম্ভোজভৃঙ্গারসমৃদ্ধবহ্নিগজাজবাহঃ কুশচামরাণি। রত্নানি চামীকর-রূপ্যতাম্রমৈরেয়কাণ্ডৌষধয়ঃ প্রবালঃ। নবপল্লবমুক্তমথাকমেবং মাঙ্গল্যপক্ষাদিবং প্রসিদ্ধং। শুভেষু কার্য্যেষ্বশুভেষু চৈব কার্য্যে প্রস্থানাং শুভদাঃ সদৈব। এতানি দৃষ্ট্বা শুভদর্শনানি দূরীভূত দৃষ্টঃ পথি দক্ষিণেন। সদ্বিলোকাদশুভাবহানি ত্যক্তানি যাত্রেন শুভা ভবন্তি॥

দধি, ঘৃত, দূর্ব্বা, আতপ তণ্ডুল, পূর্ণকুম্ভ, সিদ্ধ অন্ন, শ্বেতসর্ষপ, চন্দন, দর্পণ, শঙ্খ, মাংস, মৎস্য, মৃত্তিকা, গোরোচনা, গোময়, গোধূলি, দেবমূর্ত্তি, বীণা, ফল, ভদ্রাসন, পুষ্প, অঞ্জন, অলঙ্কার, অস্ত্র, তাম্বূল, যান, আসন, পতাকা, ছত্র, ব্যজন, বস্ত্র, পদ্ম, ঝারি, প্রজ্বলিত বহ্নি, হস্তী, ছাগ, কুশা, চামর, রত্ন, সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, মদ্য, মেষ, ঔষধি, মদ্য ও নূতন পল্লব এই পঞ্চাশৎ দ্রব্য শুভাশুভ কার্য্যে ও গমনাগমনে মঙ্গলপ্রদ। যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে দক্ষিণভাগে এই সকল দ্রব্য দর্শনে অশুভ নষ্ট হইয়া শুভবর্দ্ধন হয়॥

গাভারম্ভ [illegible] শরীরবলোত্তমা যে। [illegible] শব্দং কিম্ বা দোষঃ॥

নাকাড়া ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যে ও গম্ভীর মনোহর স্বরে বাদ্যমান থাকিলে, বেদ ধ্বনি, গীত, নৃত্য ইত্যাদি মৌক্ত কার্য্যের নিমিত্ত যাত্রাকালে প্রশস্ত ॥

আধার রিক্তং কলসং জলার্থী যদি ব্রজেৎ কোঽপি সহাধ্বগেন। পূর্ণং সমাধায় নিবর্ত্ততেঽসৌ তদা কৃতার্থঃ পথিকস্তথৈব।

গমনকালে যদি অন্য কোন ব্যক্তি শূন্য কলসী লইয়া পথিকের সহিত গমন করে এবং কলসী পূর্ণ করিয়া ঐ ব্যক্তি প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে পথিকও কৃতকার্য্য হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পুনরাগমন করিবে ॥ ক্রমশঃ—

জ্যেষ্ঠীপতনফল।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

কেশাগ্রে নিধনং প্রোক্তং ব্রহ্মস্থানে মৃতিপ্রদা। ললাটে শ্রিয়মাপ্নোতি ভ্রুবোস্তু ধনহানিকৃৎ ॥ ধনলাভো ভ্রুবোর্মধ্যে দক্ষিণে নয়নে শুভং। বামে বন্ধনমাপ্নোতি বক্ত্রে মিষ্টান্নভোজনং ॥

কেশের অগ্রভাগে জ্যেষ্ঠী পতিত হইলে নাশ, ব্রহ্মরন্ধ্রে পতিত হইলে মৃত্যু, ললাটে (কপালে) পতিত হইলে লক্ষ্মী অর্থাৎ ধনসম্পত্তিলাভ এবং ভ্রূদ্বয়ে পতিত হইলে ধনাদির বিনাশ হইয়া থাকে। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে পতিত হইলে অর্থলাভ, দক্ষিণ চক্ষুতে পতিত হইলে মঙ্গলকর কার্য্য উপস্থিত হয়, বামচক্ষুতে পতিত হইলে বন্ধনপ্রাপ্তি এবং মুখে পতিত হইলে মিষ্টান্নাদি ভোজন লাভ হয় ॥

নাসিকায়াঞ্চ সৌভাগ্যং নাসাগ্রে ব্যসনং ভবেৎ। লাভস্তু দক্ষিণে কর্ণে বামকর্ণে চ দুঃখভাক্ ॥ গণ্ডপ্রদেশয়োর্ম্মধ্যে ভোজনং পরিকীর্ত্তিতং। অধরোষ্ঠে ধনৈশ্বর্য্যমূর্দ্ধোষ্ঠে কলহো ভবেৎ ॥

জ্যেষ্ঠী নাসিকায় পতিত হইলে সৌভাগ্য, নাসিকার অগ্রভাগে পতিত হইলে ব্যসনে (দ্যূতক্রিয়া মৃগয়া প্রভৃতিতে) অভিলাষ, দক্ষিণকর্ণে পতিত হইলে লাভ এবং বামকর্ণে পতিত হইলে দুঃখভোগ হইয়া থাকে। গণ্ডদ্বয়ের মধ্যস্থলে পতিত হইলে উত্তম ভোজন লাভ, নিম্ন ওষ্ঠে পতিত হইলে ধনৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি এবং ঊর্দ্ধ ওষ্ঠে পতিত হইলে কলহ (বিবাদ) উপস্থিত হয় ॥

সম্পুটে মৃত্যুমাপ্নোতি চিবুকে রাজবিগ্রহঃ। সুহৃদাগমনং কণ্ঠে বহিঃকণ্ঠে রিপোর্ভয়ং ॥ বিজয়ং দক্ষিণস্কন্ধে বামস্কন্ধে পরাজয়ং। অর্থহানিঃ করে প্রোক্তা মণিবন্ধে বিভূষণং ॥

ঊর্দ্ধ ও অধ এই উভয় ওষ্ঠের সম্পুটে (সন্ধিস্থানে) জ্যেষ্ঠী পতিত হইলে মৃত্যু, চিবুকে (অধরোষ্ঠের নিম্নদেশে) পতিত হইলে রাজার সহিত বিবাদ, কণ্ঠদেশে পতিত আত্মীয় ব্যক্তির আগমন এবং কণ্ঠদেশের বহির্ভাগে পতিত হইলে শত্রুকর্ত্তৃক ভয়প্রাপ্তি হইয়া থাকে। দক্ষিণস্কন্ধে পতিত হইলে সকল কার্য্যে জয়, বামস্কন্ধে পতিত হইলে পরাজয়, হস্ততলে পতিত হইলে অর্থনাশ এবং মণিবন্ধে পতিত হইলে ভূষণ (অলঙ্কারাদি) লাভ হইয়া থাকে ॥

করপৃষ্ঠেঽর্থহানিঃ স্যাদঙ্গুলীষু প্রিয়াগমঃ। নখেষু ধনহানিঃ স্যাৎ করমধ্যে মহৎ সুখং ॥ পৃষ্ঠে পরোক্ষবার্ত্তা চ পার্শ্বয়োর্বন্ধুদর্শনং। উদরে ধনসম্প্রাপ্তির্হৃদি সৌখ্যবিবর্দ্ধনং ॥

হস্তপৃষ্ঠে জ্যেষ্ঠী পতিত হইলে ধনহানি, অঙ্গুলীতে পতিত হইলে মিত্রব্যক্তির আগমন, নখে পতিত হইলে অর্থনাশ এবং করমধ্যে পতিত হইলে অত্যন্ত সুখ-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পৃষ্ঠদেশে পতিত হইলে দূর হইতে সংবাদপ্রাপ্তি, দুই পার্শ্বে পতিত হইলে বন্ধুদর্শন, উদরে পতিত হইলে অর্থলাভ এবং হৃদয়ে পতিত হইলে সমধিক সুখবৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥

স্তনযুগ্মে চ সৌভাগ্যং কক্ষায়াং স্ত্রী সুখাবহং। বামবাহৌ বহুক্লেশো যশঃ স্যাৎ দক্ষবাহুকে ॥ করে কলত্রকলহো মণিবন্ধে ধনাপহং। করপৃষ্ঠে চাঙ্গুলীষু ভূষণং হানিকৃন্নখে ॥ করমধ্যে ধনপ্রাপ্তিঃ কট্যাং বস্ত্রবিভূষণং। জয়ঃ কীর্ত্তির্ভবেন্নাভৌ বস্তৌ ব্যাধিবন্ধনং ॥

স্তনদ্বয়ে জ্যেষ্ঠী পতিত হইলে সৌভাগ্যবৃদ্ধি, কক্ষদেশে পতিত হইলে সুখবৃদ্ধি, বাম-বাহুতে পতিত হইলে অধিকতর দুঃখভোগ এবং দক্ষিণবাহুতে পতিত হইলে যশো-লাভ হইয়া থাকে। হস্তে পতিত হইলে পত্নীর সহিত কলহ, (বিবাদ) মণিবন্ধে পতিত হইলে অর্থনাশ, হস্তপৃষ্ঠে ও অঙ্গুলীসমূহে এবং নখসমূহে পতিত হইলে অলঙ্কারাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে। করমধ্যে জ্যেষ্ঠী পতিত হইলে ধনলাভ, কটীদেশে পতিত হইলে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদিলাভ, নাভিদেশে পতিত হইলে সর্ব্বত্র জয়লাভ এবং নাভির নিম্নদেশে পতি হইলে বন্ধনপ্রাপ্তি হয় ॥ ক্রমশঃ—

হাঁচি, টিক্‌টিকি ও কাকডাকের প্রত্যক্ষফলাফলের গণনা।

ছিক্ কাকা রেওতা বোলী তিনি একই ভাও। যো বার সো পুর্ব্বে দিযে এতনে পিছাও। ভয় কহে ভানু, ভাল কহে চন্দা। মঙ্গল কহে উৎপাত হো, বুধে আনন্দা ॥ জীব কহে সর্ব্ব সিদ্ধি, শুক্র কহে গৌণা। শনি কহে আওতে হৈ, রাহু কহে মর্ণা ॥

যাত্রাকালে হাঁচী, টিক্‌টিকী ও কাকের রব শ্রবণ করিয়া এই প্রণালীমতে গণনা করিলে প্রত্যক্ষ ফল লাভ হইবে।—যে বারে যাত্রা করিবে, সেই বার প্রথমতঃ পূর্ব্বদিকে স্থাপন করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে তাহার পর পর বার এবং রাহুগ্রহ পরবর্ত্তী দিক্‌সমূহে বিন্যস্ত করিবে। কিন্তু শনির পর রাহুগ্রহ স্থাপন করিতে হইবে। পশ্চাৎ দেখিবে যে কোন্ দিকে হাঁচী, টিক্‌টিকী বা কাকরব হইয়াছে; সেই দিকে পূর্ব্বোক্ত বার স্থাপনক্রমে, কোন্ গ্রহ পতিত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞাত হইবে। যদি সেই দিকে রবি পতিত হইয়া থাকে, তবে যে কার্য্যের জন্য যাত্রার অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, তাহাতে ভয়, সোম পতিত হইলে সেই কর্ম্মের শুভ, মঙ্গল হইলে উৎপাত, বুধ হইলে আনন্দ অর্থাৎ সেই কার্য্যে জয়লাভ, বৃহস্পতি হইলে সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি, শুক্র হইলে কার্য্যের গৌণ, শনি হইলে সেই কার্য্য তৎক্ষণাৎ হইবে এবং রাহু হইলে সেই কার্য্যের বিনাশ বুঝাইবে ॥

অঙ্গস্পন্দনফল।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

দৃগ্বন্ধনে সঙ্গরে চ জয়ং শীঘ্রমবাপ্নুয়াৎ। যোষিল্লাভোঽপাঙ্গদেশে শ্রবণান্তে প্রিয়া শ্রুতিঃ ॥

যুদ্ধকালে ও নিমীলন অবস্থায় চক্ষুঃ স্পন্দিত হইলে শীঘ্র জয়প্রাপ্ত হইবে। অপাঙ্গ (চক্ষুর কোণ)-দেশস্পন্দনে স্ত্রীলাভ এবং কর্ণের প্রান্তভাগ স্পন্দনে প্রিয় সম্বাদ প্রাপ্তি হয় ॥

নাসিকায়াঃ প্রীতিসৌখ্যং প্রিয়াপ্তিরধরোষ্ঠয়োঃ। কণ্ঠে তু ভোগলাভঃ স্যাৎ ভোগবৃদ্ধিরথাংসয়োঃ ॥

নাসিকাস্পন্দনে প্রণয় ও বন্ধুতা, অধর ও ওষ্ঠদেশ স্পন্দনে অভীষ্টবিষয়লাভ, কণ্ঠস্পন্দনে সুখ, ধন, ভোজনাদিলাভ এবং স্কন্ধদেশস্পন্দনে সুখ ও ধনাদিভোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥

সুহৃৎস্নেহশ্চ বাহুভ্যাং হস্তে চৈব ধনাগমঃ। পৃষ্ঠে পরাজয়োযোধে জয়ো বক্ষঃস্থলে ভবেৎ ॥

বাহুস্পন্দনে মিত্রস্নেহ, হস্তস্পন্দনে ধনপ্রাপ্তি, পৃষ্ঠস্পন্দনে যুদ্ধে পরাজয় এবং বক্ষঃস্থলস্পন্দনে জয় হইবে ॥

কুক্ষিভ্যাং প্রীতিরুদ্দিষ্টা স্ত্রিয়াঃ প্রজননং স্তনে। স্থানভ্রংশো নাভিদেশে অন্ত্রে চৈব ধনাগমঃ ॥

কুক্ষিদেশস্পন্দনে প্রীতি, স্ত্রীলোকের স্তনস্পন্দনে সন্তানোৎপত্তি, নাভিস্পন্দনে স্থানভ্রষ্ট এবং অন্ত্র স্পন্দনে অর্থলাভ হয় ॥

জানুসন্ধৌ পরৈঃ সন্ধির্ব্বলবদ্ভির্ভবেন্নৃপ। দিগৈকদেশনাশোঽথ জঙ্ঘাভ্যাং রবিনন্দন ॥

রাজন্! জানুসন্ধি স্পন্দনে বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি হইবে। হে সূর্য্যপুত্র! জঙ্ঘা স্পন্দিত হইলে কোনদিগের এক দেশ ধ্বংস হইবে ॥

উত্তমং স্থানমাপ্নোতি পদ্ভ্যাং প্রস্ফুরণান্নৃপ। সলাভমধ্বগমনং ভবেৎ পাদতলে নৃপ ॥

রাজন্! চরণস্পন্দনে উত্তমস্থান প্রাপ্তি হয়। নরপতে! পদতল স্পন্দিত হইলে পথভ্রমণ ও লাভ হইবে ॥ ক্রমশঃ—

দায়ভাগ।

পুংধনাধিকার।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

৩১ পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার দৌহিত্র। ৩২ প্রপিতামহ। ৩৩ প্রপিতামহী। ৩৪ পিতামহের ভ্রাতা। ৩৫ পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ৩৬ পিতামহের ভ্রাতৃপুত্র। ৩৭ পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র। ৩৮ পিতামহের ভ্রাতৃপৌত্র। ৩৯ পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপৌত্র। ৪০ পিতামহের ভগিনীপুত্র। ৪১ পিতামহের বৈমাত্রেয় ভগিনীপুত্র। ৪২ পিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্র। ৪৩ পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার দৌহিত্র। ৪৪ মাতামহ। ৪৫ মাতুল। ৪৬ মাতুল পুত্র। ৪৭ মাতুল পৌত্র। ৪৮ মাতার ভগিনীপুত্র। ৪৯ প্রমাতামহ। ৫০ প্রমাতামহ পুত্র। ৫১ প্রমাতামহ পৌত্র। ৫২ প্রমাতামহ প্রপৌত্র। ৫৩ প্রমাতামহ দৌহিত্র। ৫৪ বৃদ্ধপ্রমাতামহ। ৫৫ বৃদ্ধপ্রমাতামহ পুত্র। ৫৬ বৃদ্ধপ্রমাতামহ পৌত্র। ৫৭ বৃদ্ধপ্রমাতামহ প্রপৌত্র। ৫৮ বৃদ্ধপ্রমাতামহ দৌহিত্র। ৫৯ পৌত্রের পৌত্র। ৬০ পৌত্রের প্রপৌত্র। ৬১ প্রপৌত্রের প্রপৌত্র। ৬২ বৃদ্ধপ্রপিতামহ। ৬৩ বৃদ্ধপ্রপিতামহের পুত্র। ৬৪ বৃদ্ধপ্রপিতামহের পৌত্র। ৬৫ বৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্র।

ক্রমশঃ—

পুরাণশাস্ত্র।

হিন্দুসন্তানমাত্রেরই ঘরে শালগ্রাম শিলা থাকে, কিন্তু ঐ শালগ্রাম কোন স্থানে কিরূপে জন্মে, উহা কতপ্রকার? তাহাদিগের নাম কি এবং শুভাশুভ লক্ষণ এই সকল বিষয় অনেকেই জানে না। অতএব ঐ শালগ্রামচক্রের লক্ষণাদি নানাপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই খণ্ডে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

শালগ্রামো দ্বারকাগণ্ডক্যুদ্ভববজ্রকীটকৃতচক্রযুক্তশিলাবিশেষঃ।

দ্বারকা ও গণ্ডকীনদীই শালগ্রামচক্রের আকরস্থান। ঐ সকল স্থানে বজ্রকীট নামে একপ্রকার কীট আছে, ঐ সকল কীটকৃত চক্রযুক্তএকপ্রকার শীলাখণ্ড পাওয়াযায়, তাহারই নাম শালগ্রামচক্র।

হরিরুবাচ॥১॥ প্রসঙ্গাৎ কথয়িষ্যামি শালগ্রামস্য লক্ষণং। নিষ্কামো মুক্তিমাপ্নোতি মূর্ত্তিং ধ্যায়ন্ স্তুবন্ জপন্। শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘনাশনঃ॥২॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্মী কেশবাখ্যো গদাধরঃ। সাব্জকৌমোদকী চক্রশঙ্খী নারায়ণো বিভুঃ॥৩॥ সচক্রশঙ্খাব্জগদো মাধবঃ শ্রীগদাধরঃ। গদাব্জশঙ্খচক্রী বা গোবিন্দাখ্যো গদাধরঃ॥৪॥ গদ্মশঙ্খারিগদিনে বিষ্ণুরূপায় তে নমঃ। সশঙ্খাব্জগদাচক্রমধুসূদনমূর্ত্তয়ে॥৫॥ নমো গদারিশঙ্খাব্জমূর্ত্তিত্রৈবিক্রমায় চ। সারিকৌমোদকীপদ্মশঙ্খবামনমূর্ত্তয়ে॥৬॥ চক্রাব্জশঙ্খগদিনে নমঃ শ্রীধরমূর্ত্তয়ে। হৃষীকেশারিকৌমোদকীচক্রিণে নমঃ॥৭॥ সাব্জচক্রগদাশঙ্খপদ্মনাভবপুষে। দামোদরশঙ্খচক্রগদাপদ্মিন্নমো নমঃ॥৮॥ সারিশঙ্খগদাব্জায় বাসুদেবায় বৈ নমঃ। শঙ্খাব্জচক্রগদিনে নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ॥৯॥ দরশঙ্খগদাব্জাবিধৃতে প্রদ্যুম্নমূর্ত্তয়ে। নমোঽনিরুদ্ধায় গদাশঙ্খাব্জারিবিধারিণে॥১০॥ সাব্জশঙ্খগদাচক্রপুরুষোত্তমমূর্ত্তয়ে। নমোঽধোক্ষজরূপায় গদাশঙ্খারিপদ্মিনে॥১১॥ নৃসিংহমূর্ত্তয়ে পদ্মগদাশঙ্খারিধারিণে। পদ্মারিশঙ্খগদিনে নমোঽচ্যুতমূর্ত্তয়ে॥১২॥ সশঙ্খচক্রাব্জগদং জনার্দ্দনমিহানয়ে। উপেন্দ্রং সগদং সারিং শঙ্খপদ্মিনমো নমঃ॥১৩॥ সচক্রাব্জগদাশঙ্খযুক্তায় হরিমূর্ত্তয়ে। সগদাব্জারিশঙ্খায় নমঃ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তয়ে॥১৪॥ শালগ্রামশিলাদ্বারগতলগ্নদ্বিচক্রধৃক্। শুক্লাভো বাসুদেবাখ্যঃ সোঽব্যাদ্বঃ শ্রীগদাধরঃ॥১৫॥ লগ্নদ্বিচক্রো রক্তাভঃ পূর্ব্বভাগস্তু পদ্মভূৎ। সঙ্কর্ষণোঽথ প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রস্তু পীতকঃ॥১৬॥ সদীর্ঘঃ সশিরশ্ছিদ্রো গোবিন্দস্তু বর্ত্তুলঃ। নীলো দ্বারে ত্রিরেখশ্চ অথ নারায়ণোঽসিতঃ॥১৭॥ মধ্যে গদাকৃতা রেখা নাভিচক্রো মহোন্নতঃ। পৃথুবক্ষা নৃসিংহোঽব্যাৎ কপিলোঽব্যাত্ত্রিবিন্দুকঃ॥১৮॥ অথবা পঞ্চবিন্দুস্তং পূজনং ব্রহ্মচারিণঃ। বরাহশক্তিলিঙ্গোঽব্যাদ্বিষমদ্বয়চক্রকঃ॥১৯॥ নীলস্ত্রিরেখঃ স্থূলোঽথ কূর্ম্মমূর্ত্তিঃ সবিন্দুমান্। কৃষ্ণঃ স বর্ত্তুলাবর্ত্তঃ পাতু বোহুন্নতপৃষ্ঠকঃ॥২০॥ শ্রীধরঃ পঞ্চরেখোঽব্যাদ্বনমালী গদাঙ্কিতঃ। বামনো বর্ত্তুলো হ্রস্বো বামচক্রঃ সুরেশ্বরঃ॥২১॥ নানাবর্ণোঽনেকমূর্ত্তির্নাগভোগী ত্বনন্তকঃ। স্থূলো দামোদরো নীলো মধ্যে চক্রঃ সুনীলকঃ॥২২॥ সঙ্কীর্ণদ্বারকো বোঽব্যাদথ ব্রহ্মা সুলোহিতঃ। সুদীর্ঘরেখঃ সুষির একচক্রাম্বুজঃ পৃথুঃ॥২৩॥ পৃথুচ্ছিদ্রঃ স্থূলচক্রঃ কৃষ্ণো বিন্দুশ্চ বিন্দুমৎ। হয়গ্রীবোঽঙ্কুশাকারঃ পঞ্চরেখঃ সকৌস্তুভঃ॥২৪॥ বৈকুণ্ঠো মণিরত্নাভ একচক্রাম্বুজোঽসিতঃ। মৎস্যো দীর্ঘোঽম্বুজাকারো দ্বাররেখশ্চ পাতু বঃ॥২৫॥ রামচক্রো দক্ষরেখঃ শ্যামো বোঽব্যাত্ত্রিবিক্রমঃ। শালগ্রামে দ্বারকায়াঃ স্থিতায় গদিনে নমঃ॥২৬॥ একদ্বারে চতুশ্চক্রং বনমালাবিভূষিতং। স্বর্ণরেখাসমাযুক্তং গোষ্পদেন বিরাজিতং। কদম্বকুসুমাকারং লক্ষ্মীনারায়ণোঽবতু॥২৭॥ একেন লক্ষিতো যোঽব্যাদ্গদাধারী সুদর্শনঃ। লক্ষ্মীনারায়ণো দ্বাভ্যাং ত্রিভির্মূর্ত্তিস্ত্রিবিক্রমঃ॥২৮॥ চতুর্ভিশ্চ চতুর্ব্যূহো বাসুদেবশ্চ পঞ্চভিঃ। প্রদ্যুম্নঃ ষড়্‌ভিরেব স্যাৎ সপ্তভিঃ সঙ্কর্ষণঃ॥২৯॥ পুরুষোত্তমোঽষ্টাভিঃ স্যান্নবব্যূহো নবাঙ্কিতঃ। দশাবতারো দশভিরেকাদশভিরনিরুদ্ধকঃ॥৩০॥ দ্বাদশাত্মা দ্বাদশভিরত-ঊর্দ্ধ্বো অনন্তকঃ। বিষ্ণোর্মূর্ত্তিময়ং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ স দিবং ব্রজেৎ॥৩১॥ ব্রহ্মা চতুর্মুখো দণ্ডী কমণ্ডলুযুগান্বিতঃ। মহেশ্বরঃ পঞ্চবক্ত্রো দশবাহুর্বৃষধ্বজঃ॥৩২॥ যথায়ুধং তথা গৌরী চণ্ডিকা চ সরস্বতী। মহালক্ষ্মীর্মাতরশ্চ পদ্মহস্তো দিবাকরঃ॥৩৩॥ গজাস্যশ্চ গণঃ স্কন্দঃ বহবোঽনেকধা গণাঃ। এতেঽর্চ্চিতাঃ স্থাপিতাশ্চ প্রাসাদে বাঞ্ছপূজিতে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদ্যাঃ প্রাপ্যন্তে পুরুষেণ চ॥৩৪॥

হরি বলিলেন, প্রসঙ্গত শালগ্রামলক্ষণ বলিব। নিষ্কামী ব্যক্তি এই শালগ্রামের ধ্যান, স্তব ও মন্ত্র জপ করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারে। একবার শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিলে কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়॥ ১—২॥ যে শালগ্রাম শিলাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই চতুর্ব্বিধ চিহ্ন আছে, তাহার নাম কেশব। যে শিলাতে পদ্ম, গদা, চক্র ও শঙ্খাকার চিহ্ন থাকে, তাঁহাকে নারায়ণ বলে॥ ৩॥ চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ও গদা চিহ্নধারী শিলার নাম মাধব এবং গদা, পদ্ম, শঙ্খ ও চক্রান্বিত শালগ্রামকে গোবিন্দ বলা যায়॥ ৪॥ যাহাতে পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদার ন্যায় অঙ্ক আছে, তাহার নাম বিষ্ণু। শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্রাঙ্কিত শিলার নাম মধুসূদন॥ ৫॥ গদা, চক্র, শঙ্খ ও পদ্মচিহ্নান্বিত শিলার নাম ত্রিবিক্রম এবং চক্র, গদা, পদ্ম ও শঙ্খাঙ্কিত শালগ্রামের নাম বামন॥ ৬॥ চক্র, পদ্ম, শঙ্খ ও গদান্বিত শিলাকে শ্রীধর এবং পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্রযুক্ত শালগ্রামকে হৃষীকেশ বলে॥ ৭॥ পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খধারী শিলাকে পদ্মনাভ এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মবিশিষ্ট শালগ্রামকে দামোদর বলা যায়॥ ৮॥ চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্মান্বিত শিলার নাম বাসুদেব; শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদাযুক্ত শিলার নাম সঙ্কর্ষণ॥ ৯॥ শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্রচিহ্নিত শালগ্রামের নাম প্রদ্যুম্ন; গদা শঙ্খ, পদ্ম ও চক্রলাঞ্ছিত শিলার নাম অনিরুদ্ধ॥ ১০॥ পদ্ম, শঙ্খ, গদা ও চক্রবিশিষ্ট শিলার নাম পুরুষোত্তম; গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্মচিহ্নিত শিলার নাম অধোক্ষজ॥ ১১॥ পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্রধারী শিলার নাম নৃসিংহ; পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদাধারী শিলার নাম অচ্যুত॥ ১২॥ শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদাচিহ্নিত শিলার নাম জনার্দ্দন; গদা, চক্র, পদ্ম ও শঙ্খচিহ্নান্বিত শিলার নাম উপেন্দ্র॥১৩॥ চক্র, পদ্ম, গদা ও শঙ্খাকারচিহ্নযুক্ত শিলার নাম হরি এবং গদা, পদ্ম, চক্র ও শঙ্খচিহ্নিত শিলার নাম শ্রীকৃষ্ণ॥১৪॥ যে শুক্লাভ শালগ্রাম শিলার দ্বারদেশে চক্রাকার দুইটী চিহ্ন লগ্ন আছে, সেই শিলাকে শ্রীগদাধর বলা যায়॥ ১৫॥ সঙ্কর্ষণ

নামক শিলাতে চক্রাকার দুইটি চিহ্ন লগ্ন থাকে। ইহা রক্তাভ এবং ইহার পূর্ব্বভাগে পদ্মচিহ্ন আছে। প্রদ্যুম্নশিলা পীতবর্ণ,ইহার সূক্ষ্ম চক্র আছে ॥১৬॥ অনিরুদ্ধাখ্য শালগ্রাম দীর্ঘ, অথচ বর্ত্তুল ও নীলাভ। ইহার শিরোদেশে একটি ছিদ্র ও চক্রদ্বারে দুই তিনটি রেখা বিদ্যমান থাকে। নারায়ণ শিলা কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যভাগে গদাকৃতি রেখা আছে এবং নাভি উন্নত। নৃসিংহাখ্য শালগ্রামের বক্ষঃস্থল বিস্তৃত। ঐ শিলা কপিলবর্ণ ও ত্রিবিন্দুযুক্ত ॥ ১৭—১৮ ॥ বরাহশক্তিলিঙ্গনামক শালগ্রাম পঞ্চবিন্দুযুক্ত, এই শিলার বিপরীতদিকে দুইটি চক্র আছে। উক্ত শিলা ব্রহ্মচারিগণের পূজনীয় ॥ ১৯ ॥ কৃষ্ণাখ্য শালগ্রাম নীলবর্ণ, ত্রিরেখাভূষিত, স্থূল, কূর্ম্মবন্মূর্ত্তিবিশিষ্ট, বিন্দুযুক্ত, বর্ত্তুলাবর্ত্ত পাণ্ডুরবর্ণ ও উন্নতপৃষ্ঠ ॥ ২০ ॥ শ্রীধরনামা শালগ্রাম পঞ্চরেখান্বিত, বনমালাবিভূষিত ও গদাকারচিহ্নাঙ্কিত। বামনশিলা বর্ত্তুলাকার, খর্ব্ব, বামভাগে চক্রান্বিত ; এই শিলাময়মূর্ত্তি সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ ॥ ২১ ॥ অনন্তাখ্য শালগ্রাম নানাবর্ণ ও বিবিধমূর্ত্তিবিশিষ্ট। দামোদর শালগ্রাম স্থূল ও নীলবর্ণ, এই শিলার মধ্যভাগে চক্র আছে ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মাখ্য শালগ্রামের চক্রদ্বার অতি সঙ্কীর্ণ। এই শিলা লোহিতবর্ণ, দীর্ঘরেখান্বিত, সচ্ছিদ্র, একচক্র, পদ্মান্বিত ও বিস্তৃত ॥ ২৩ ॥ হয়গ্রীবাখ্য শালগ্রাম বিস্তৃত ছিদ্রবিশিষ্ট, স্থূলচক্র, কৃষ্ণবর্ণ, বিন্দুযুক্ত, অঙ্কুশাকার পঞ্চরেখান্বিত ও কৌস্তভভূষিত ॥ ২৪ ॥ বৈকুণ্ঠাখ্য শালগ্রাম, মণিরত্নাভ, এক চক্রান্বিত, পদ্মচিহ্নাঙ্কিত, নীলবর্ণ, মৎস্যাকার দীর্ঘরেখাবিশিষ্ট ও চক্রদ্বারে রেখান্বিত ॥ ২৫ ॥ রামাখ্যশালগ্রামের দক্ষিণভাগে একটি রেখা আছে। ত্রিবিক্রমাখ্য শালগ্রাম শ্যামবর্ণ। এই সকল লক্ষণ দ্বারকাসম্ভূত শিলাতেই দৃষ্ট হয়। দ্বারকাসম্ভূত চক্রে একটী গদাকার চিহ্ন থাকে ॥ ২৬ ॥ যে শালগ্রাম শিলাতে এক দ্বারে চারি চক্র এবং বনমালা, স্বর্ণরেখা ও গোষ্পদাকারচিহ্ন লক্ষিত হয় ও যে শিলা কদম্বকুসুমের ন্যায় বর্ত্তুলাকার, সেই শিলাকে লক্ষ্মীনারায়ণ বলে ॥২৭॥ পূর্ব্ব কথিত শালগ্রাম সকলের বিশেষ লক্ষণ কথিত হইতেছে। যে শিলাতে একটীমাত্র গদাকার চিহ্ন থাকে, তাহাকে সুদর্শন বলে। যে শিলাতে দুইটি রেখা দৃষ্ট হয়, তাহাকে লক্ষ্মীনারায়ণ বলে। তিন রেখা থাকিলে ত্রিবিক্রম, চারিরেখায় চতুর্ব্যূহ, পঞ্চরেখায় বাসুদেব, ছয় রেখায় প্রদ্যুম্ন, সপ্তরেখায় সঙ্কর্ষণ, অষ্টরেখায় পুরুষোত্তম, নবরেখায় নবব্যূহ, দশরেখায় দশাবতার, একাদশ রেখায় অনিরুদ্ধ ও দ্বাদশরেখায় দ্বাদশাত্মা শালগ্রাম হয়। ইহাহইতে অধিক সংখ্যক চিহ্ন যে শিলাতে দৃষ্ট হয়, তাহাকে অনন্ত বলা যায়। যে ব্যক্তি এই বিষ্ণুর মূর্ত্তিময় স্তব পাঠ করে, তাহার স্বর্গপুরে গমন হয় ॥ ২৮—৩১ ॥

ক্রমশঃ—

রসায়ন!

অন্যমতে রূপা প্রস্তুত করার প্রণালী।

আনীয় বহুযত্নেন সম্বলং তোলকদ্বয়ং। বহ্ন্যাদ্যং শিবকাদ্যং মায়াবিন্দুসমন্বিতং। বীজত্রয় কাষ্টশতং প্রজপেৎ সম্বলোপরি। অশীতিতোলকমিতং কৃষ্ণধেনুসমুদ্ভবং। দুগ্ধমানীয় যত্নেন চাষ্টোত্তরশতং জপেৎ। বস্ত্রযুক্তেন সূত্রেণ দুগ্ধমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ। উত্তাপং আলয়েদ্ধীমান্ মন্দমন্দেন বহ্নিনা। রিপুর্বেদার্দ্ধপর্য্যন্তমর্দ্ধশেষং ভবেদ্যদি। তবৈবোত্তোল্য তদ্দ্রব্যং দক্ষঃ তোয়ে বিনিঃক্ষিপেৎ। ততঃ পরীক্ষা কর্ত্তব্যা। নির্ধূমং পাবকে দ্রব্যং দৃষ্ট্বা উত্থাপ্য যত্নতঃ। তত্রৈব প্রজপেন্মন্ত্রং সর্ব্বমঙ্গলদায়কং। সার্দ্ধেন তোলকং তাম্রং বহ্নিমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ। যথা বহ্নিস্তথা তাম্রং দৃষ্ট্বা উত্থাপ্য যত্নতঃ। গুঞ্জাপ্রমাণং তদ্দ্রব্যং সত্যং সত্যং হি শঙ্করি। রৌপ্যং ভবতি তদ্দ্রব্যং নান্যথা শঙ্করোদিতং।

দুইতোলাপরিমিত সম্বল আনিয়া তাহার উপরে ওঁ হুঁ হ্রীঁ এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র আটশত বার জপ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধ ৮০ তোলা আনিয়া তাহাতে উক্ত মন্ত্র একশত অষ্টবার জপ করিবে। তৎপরে ঐ সম্বল বস্ত্রখণ্ডে পুটলী করিয়া তাহাতে সূত্রবন্ধনদ্বারা উক্ত দুগ্ধমধ্যে নিক্ষেপ করত মন্দ মন্দ অগ্নিতে জ্বাল দিবে। যৎকালে ঐ দুগ্ধের অর্দ্ধ অর্থাৎ ৪০ তোলা শেষ হইয়া ৪০ তোলামাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তৎকালে ঐ সম্বলের পুটলী দুগ্ধ হইতে উঠাইয়া জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ঐ সম্বল জল হইতে আনিয়া অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলে যদি তাহা হইতে ধূম নির্গত না হয়, তবেই সম্বল যথার্থ কার্য্যার্হ হইয়াছে জানা যায়। তৎপরে ঐ সম্বলের উপরে পূর্ব্বলিখিত মন্ত্র অষ্টসহস্রজপ করিবে। অনন্তর অর্দ্ধতোলাপরিমিত তাম্র অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, যখন ঐ তাম্র অগ্নিবৎ হইবে, তখন উহা অগ্নি হইতে উঠাইয়া তাহাতে একগুঞ্জাপরিমিত উক্ত সম্বল দিলেই তৎক্ষণাৎ রূপা হইবে।

তাম্রাদিদ্রবীকরণক্রম ও জরিবুটির বিবরণ।

১। ঘোঁড়ার খুর, বকের অস্থি ও মূষিকের অস্থি ভিন্ন তাম্র উত্তমরূপ গলিত হয় না।

২। যথার্থরূপে পারদ ভস্ম হইল কি না? তাহার প্রমাণ—গলিত তাম্রে একরত্তি পারদ ভস্ম দিলে তাহা তৎক্ষণাৎ সোণা হইবে।

৩। নির্জ্জল বিল্বপত্রের রস, আমরুলীর রস, শ্বেতকণ্টকারীর রস, শ্বেত অপরাজিতার রস, গুড়গুড়িয়া গাছের রস, কাকজঙ্ঘা বৃক্ষের রস, কৃষ্ণতুলসীপত্রের রস, সিজের রস, ভৃঙ্গরাজের রস, অতসীফুলের পাতার রস এবং বৃহতীর পাতা ও বৃক্ষের রস এই সকল দ্রব্য সোণার সাহায্যকারী।

৪। কুশারীবৃক্ষের রস ও পদ্মখুরী রাঙ, ইহাদ্বারা রূপার সাহায্য হয়। কুশারীবৃক্ষের আকৃতি ছোলার গাছের ন্যায়। তাহার নিম্নে, ঘৃত পড়িয়া থাকিলে যেরূপ হয়, সর্ব্বদা এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ—

মৃত্যুকালজ্ঞান।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

রোচনৈঃ কুঙ্কুমৈর্লাক্ষানামিকারক্তসংযুতৈঃ। দ্বাদশারং লিখেৎ পদ্মং তদ্বহিশ্চৈব তৎ সমং। ষোড়শারং ততোবাহ্যে মূলং বীজং ততোলিখেৎ। প্রথমস্থ দলে বর্ষং মাসাংশ্চৈব বহির্দ্দলে। দিবসা ষোড়শারে তু সাধ্যনাম চ কর্ণিকে। পূজয়েচ্চক্রবর্য্যস্তু নদতে তন্নিরীক্ষয়েৎ। যদ্দলে বাক্ষরং লুপ্তং তদ্দিনে ম্রিয়তে ধ্রুবং। বর্ষমাসং দিনস্যৈতত্তস্য নাম্নঃ পরস্য বা। যদা বর্ণং ন লুপ্তং স্যাত্তদা মৃত্যুর্ন বিদ্যতে। বর্ষদ্বাদশপর্য্যন্তং কালং জ্ঞেয়ং শিবোদিতং। ওঁ ধন্তকালপুরুষোত্তম সংঘা বিশ্বমূর্ত্তে কালক্ষয়ং অন্তকালং প্রদর্শয় প্রধানকালং দর্শয় স্বাহা। অমুং মন্ত্রং নিত্যমষ্টোত্তরসহস্রং জপ্তব্যং পঞ্চোপচারৈঃ সপ্তদিনপর্য্যন্তমনেনৈব প্রপূজয়েৎ। প্রত্যয়ঃ ভবতি।

অনন্তর কালবঞ্চন, অর্থাৎ মৃত্যুকালজ্ঞান কথিত হইতেছে। গোরোচনা, কুঙ্কুম, লাক্ষা ও অনামিকার রক্ত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তদ্দ্বারা দ্বাদশদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তদ্বাহ্যে পুনর্ব্বার দ্বাদশদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহ্যে ষোড়শ দল পদ্ম লিখিবে। তৎপর বহির্ভাগে ওঁ ধন্তঃকাল ইত্যাদি মন্ত্র লিখিবে। প্রথম দ্বাদশদলে বৎসর, দ্বিতীয় দ্বাদশদলে মাস ও ষোড়শদলে দিবস লিখিয়া পদ্মের কর্ণিকাতে অভিলষিত ব্যক্তির নাম লিখিতে হইবে। এইরূপে চক্র অঙ্কিত করিয়া সেই চক্রোপরি পূজা করিবে। তৎপর ঐ চক্রের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিলে যে দলের অক্ষর বিলুপ্ত দেখিবে, সেই দিবসে মৃত্যু নিশ্চয় করিবে। এইরূপে মাসবর্ষাদি লিখিত দলের অক্ষর বিলুপ্ত দৃষ্ট হইলে সেই মাসবর্ষে মৃত্যু জানিতে হইবে। যদি কোন দলে অক্ষর বিলুপ্ত দৃষ্ট না হয়, তবে তাহার মৃত্যু হইবে না। এইরূপে দ্বাদশবর্ষের মধ্যে মৃত্যু হইবে কি না? তাহা জানা যাইতে পারে। ইহা মহাদেবের উক্তি। ওঁ ধন্তঃকাল পুরুষোত্তম সংঘা বিশ্বমূর্ত্তে কালক্ষয়ং অন্তকালং প্রদর্শয় প্রধানকালং দর্শয় স্বাহা। এই মন্ত্র প্রতিদিন অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিবে এবং উক্ত মন্ত্রে সপ্তাহপর্য্যন্ত পূজা করিয়া এই কার্য্য করিবে॥

মার্গশীর্ষে তু কৃষ্ণায়াং পঞ্চম্যাং নীরজং শুভং। ভূর্জপত্রং সমানীয় লাক্ষাকুঙ্কুমরোচনাঃ। স্বকীয়ানামিকারক্তৈর্লিখেদ্বিদ্যাং শিবোদিতাং। ক্রমপূর্ব্বাং বিধায়াদৌ পঞ্চাক্ষিদ্যাং সমর্চ্চয়েৎ। শরাবপুটমধ্যস্থাং জাতীপুষ্পৈঃ সুবেষ্টিতাং। শুভপীঠে বিধৃত্বাথ তাং বিদ্যাং পূজয়েদিশি। প্রাতঃ-

কুমার্চ্চনং পুনঃ কৃত্বা পূজ্যা কুমারিকা। সাধকস্ত্বেকচিত্তেন মন্ত্রাধিক্যং বিলোকয়েৎ। বর্ণাধিক্যে ভবেদ্রাজ্যং মাত্রাধিক্যে চ সম্পদঃ। সমত্বে সুখমারোগ্যং হানির্ব্বিন্দুবিলোপনাৎ। মাত্রাহীনে ভবেদ্ব্যাধির্ম্মরণং বিন্দুনাশনে। ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ গ্লেং মহাপতয়ে রক্ষ রক্ষ মৃতামৃতোদ্ভবে গ্লেং হ্রূঁ হ্রীঁ বিচ্চে স্বাহা॥

অগ্রহায়ণমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে লাক্ষা, কুঙ্কুম, গোরোচনা ও অনামিকার রক্তদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে একটি পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ গ্লেঁ মহাপতয়ে রক্ষ রক্ষ মৃতাঃ মৃতোদ্ভবে গ্লেঁ হ্রূঁ হ্রীঁ বিচ্চে স্বাহা এই শিবোক্ত মহাবিদ্যা মন্ত্র লিখিয়া সেই ভূর্জ্জপত্রে পূজা করিবে। তৎপরে ঐ ভূর্জ্জপত্র শরাবদ্বয়ের মধ্যে জাতীপুষ্পদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। পশ্চাৎ এই শরাবদ্বয় কোন বিশুদ্ধ পীঠাসনে রাখিয়া রাত্রিতে পূজা করিবে। প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার কুমারীপূজা করিয়া সাধক একচিত্তে ঐ মন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিবে। যদি ঐ মন্ত্রে কোন একটী বর্ণ অধিক দেখিতে পায়, তবে রাজ্যলাভ হইবে। এইরূপ মাত্রাধিক্যে সম্পদ্ এবং অক্ষরাদি ন্যূনাধিক না হইলে সুখ ও আরোগ্য বুঝিবে। যদি কোন বিন্দু বিলুপ্ত দৃষ্ট হয়, তবে হানি হয় এবং মাত্রাহীন দৃষ্ট হইলে ব্যাধি ও বিন্দুনাশ দৃষ্ট হইলে মৃত্যু জানা যায়॥

শুদ্ধনির্ম্মলমাদিত্যবিবরং যদি পশ্যতি। তদ্বর্ষান্তে ক্ষয়ং যাতি নান্যথা ভৈরবোদিতঃ॥

যদি কোন ব্যক্তি নির্ম্মল সূর্য্যবিবর দেখিতে পায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বর্ষান্তে মৃত্যু হইয়া থাকে॥

সিতং কৃষ্ণং হরিদ্রাভং সমস্তং ভানুমণ্ডলং। যঃ পশ্যতি সদাসৌ বৈ বর্ষার্দ্ধং ন জীবতি॥

যে ব্যক্তি সমস্ত সূর্য্যমণ্ডল শুক্লবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা হরিদ্রাবর্ণ দেখিতে পায়, সেই ব্যক্তি বর্ষার্দ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হয়॥

রবিবিম্বে জলে দৃষ্টে সংপূর্ণে ন মৃতিঃ ক্বচিৎ। খণ্ডে দিক্ষু ক্রমান্মৃত্যুরেকদ্বিত্রিষু মাসতঃ। মধ্যচ্ছিদ্রে দশাহেন তজ্জলে ধূমসঙ্কুলে॥

জলচ্ছায়াতে সূর্য্যমণ্ডল সম্পূর্ণ দেখিতে পাইলে তাহার মৃত্যু হয় না। কিন্তু যদি একভাগ, দুইভাগ অথবা তিনভাগ দেখিতে পায়, তাহা হইলে ক্রমতঃ একমাস, দুইমাস ও তিনমাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয় এবং যদি সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে ছিদ্র দৃষ্ট হয় ও সেই জল ধূমশঙ্কুল দেখে, তবে দশাহের মধ্যে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিবে॥

সচ্ছিদ্রো দৃশ্যতে চন্দ্রস্তথবা দর্পণে রবিঃ। দৃশ্যতে নিষ্প্রভো বাপি যস্যাসৌ ম্রিয়তেঽব্দতঃ॥

যদি কোন ব্যক্তি দর্পণে চন্দ্র ও সূর্য্যবিম্ব সচ্ছিদ্র দেখিতে পায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বর্ষমধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে॥

সংপূর্ণে বহতে সূর্য্যো যস্য সোমো ন দৃশ্যতে। বর্ষান্তে জায়তে মৃত্যুঃ কালজ্ঞানং শিবোদিতং।

যে ব্যক্তির সূর্য্যনাড়ী বহনকালে চন্দ্রদর্শন হয় না, সেই ব্যক্তির বর্ষান্তে মৃত্যু হইয়া থাকে॥

ক্রমশঃ—

স্বপ্নদর্শন।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

উক্ত্বা কাশ্যপগোত্রে চ বিপত্তিং লভতে ধ্রুবং। দুর্গতে দুর্গতিং যাতি নীচে ব্যাধিং প্রযাতি চ। শত্রৌ ভয়ঞ্চ লভতে মূর্খে চ কলহো ভবেৎ। কামিন্যাং ধনহানিঃ স্যাদ্রাত্রৌ চৌরভয়ং ভবেৎ। মিত্রায়াং লভতে শোকং পণ্ডিতে বাঞ্ছিতং ফলং। ন প্রকাশ্যস্ত্বপ্নঃ পণ্ডিতৈঃ কাশ্যপে ব্রজ॥

স্বপ্নদর্শন করিয়া যদি সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত কাশ্যপগোত্রীয় ব্যক্তির নিকট বলা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় বিপদ ঘটিয়া থাকে। আর দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তির নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলে দুর্গতি এবং নীচজাতির নিকট স্বপ্নকথা বলিলে ব্যাধি হইবে। শত্রুর নিকট স্বপ্ন প্রকাশ করিলে ভয়, মূর্খের নিকটে কলহ, নারীর নিকটে ধনহানি, রাত্রিতে চৌরভয়, মিত্রিভের নিকটে শোক এবং পণ্ডিতের নিকটে স্বপ্নবিবরণ প্রকাশ করিলে বাঞ্ছিত ফললাভ হয়। অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কখনও কাশ্যপগোত্রীয় ব্যক্তির নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিবে না॥

গবাঞ্চ কুঞ্জরাণাঞ্চ হয়ানাঞ্চ প্রবেশনং। প্রাসাদানাঞ্চ শৈলানাং বৃক্ষাণাঞ্চ তথৈব চ। আরোহণঞ্চ ধনদং ভোজনং রোদনং তথা। প্রতিগৃহ্য তথা বীণাং শস্যাঢ্যাং ভূমিমাপ্নুয়াৎ॥

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নকালে স্বয়ং গো, হস্তী, অশ্ব, প্রাসাদ, পর্ব্বত ও বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে, এইরূপ দর্শন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ধনলাভ হয়, আর স্বপ্নেতে রোদন বা ভোজন করিলেও অর্থলাভ হইয়া থাকে। যদি "বীণা গ্রহণ করিয়াছে" এইরূপ স্বপ্ন দর্শন হয়, তাহা হইলে শস্যশালিনী ভূমিলাভ করে॥

শস্ত্রাস্ত্রেণ যদা বিদ্ধো ব্রণেন কৃমিণা তথা। বিষ্ঠয়া রুধিরেণৈব স যুক্তোঽর্থমাপ্নুয়াৎ॥

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় অস্ত্র বা শস্ত্র বিদ্ধ হইতেছে, শরীরে ব্রণ হইয়া, কীটগণ দংশন করিতেছে, অঙ্গে বিষ্ঠা বা রক্ত লিপ্ত হইয়াছে, এইরূপ দর্শন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অর্থলাভ হইয়া থাকে॥

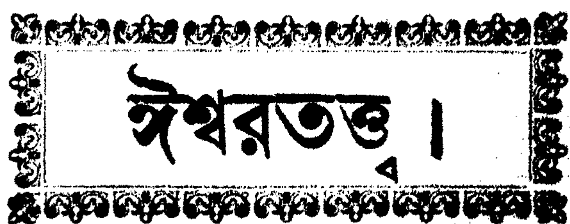
স্বপ্নেঽপ্যগম্যাগমনং ভার্য্যালাভং করোতি চ। মূত্রসিক্তং পিবেৎ শুক্রং নরকং বিশত্যপি। নগরং প্রবিশেদ্রক্তং সমুদ্রং বা সুধাং পিবেৎ। শুভবার্ত্তামবাপ্নোতি বিপুলঞ্চার্থমাপ্নুয়াৎ। রক্তং স্থানে নগরং সমুদ্রং স্থানে সমুদ্রং সুধাং স্থানে সুরাং ইতি চ পাঠঃ॥

কেহ যদি স্বপ্নকালে এইরূপ দর্শন করে যে, সে অগম্যা স্ত্রী গমন করিতেছে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ভার্য্যা লাভ হয়। আর যদি কেহ এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করে যে, সে মূত্রমিশ্রিত শুক্র পান করিতেছে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির নরকপ্রবেশ হইবে। যদি কোন ব্যক্তি নগরে প্রবেশ করিতেছে এইরূপ স্বপ্নদর্শন করে কিম্বা রক্ত বা সমুদ্রদর্শন করে অথবা সুধাপান করিতেছে, এইরূপ স্বপ্নদর্শন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির শুভবার্ত্তা আগত হয় ও সে বিপুল অর্থলাভ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলে স্বপ্নে রাত্রিতে মূত্রদর্শন করিলে কিম্বা সুরাপান করিলে উক্তরূপ ফল হয়॥

গজং নৃপং সুবর্ণঞ্চ বৃষভং ধেনুমেব চ। দীপমন্নং ফলং পুষ্পং কন্যাং ছত্রং রথং ধ্বজং। কুটুম্বং লভতে দৃষ্ট্বা কীর্ত্তিঞ্চ বিপুলাং শ্রিয়ং। পূর্ণকুম্ভং দ্বিজং বহ্নিং পুষ্পং তাম্বূলমন্দিরং। শুক্লধান্যং নটং বেশ্যাং দৃষ্ট্বা শ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ। গোক্ষীরঞ্চ ঘৃতং দৃষ্ট্বা চার্থং পুণ্যং ধনং লভেৎ। পায়সং পদ্মপত্রে চ দধি দুগ্ধং ঘৃতং মধু। মিষ্টান্নং খণ্ডকং ভুক্ত্বা ধ্রুবং রাজা ভবিষ্যতি॥

হস্তী, রাজা, সুবর্ণ, বৃষ, ধেনু, দীপ, অন্ন, ফল, পুষ্প, কন্যা, ছত্র, রথ, ধ্বজ, এবং কুটুম্ব স্বপ্নে এই সকল দর্শন করিলে কীর্ত্তি ও সম্পদ লাভ হয়। আর পূর্ণকুম্ভ, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, পুষ্প, তাম্বূল, মন্দির, শুক্লধান্য, নর্ত্তক, বেশ্যা স্বপ্নকালে এই সকলের দর্শন হইলে সম্পদ লাভ হয়, আর যদি কেহ স্বপ্নে গোদুগ্ধ ও ঘৃত দর্শন করে, তাহা হইলে অর্থ ও পুণ্যসঞ্চয় হয় এবং পদ্মপাত্রোপরি পায়স, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, মিষ্টান্ন কিম্বা তণ্ডুল ভোজন করিতেছে, এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে সেই ব্যক্তি রাজা হইবে॥

ক্রমশঃ—



আস্তিকতা।

ধর্ম্ম অনেকপ্রকার, তন্মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে আস্তিক বলা যায় এবং যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহাদিগকে নাস্তিক বলে। "পরমেশ্বরোঽস্তি এবং পরমেশ্বরো নাস্তি" এইরূপ তর্ক

বিতর্ক চারিযুগেই ক্রমান্বয়ে হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত উক্ত তর্কের মীমাংসা করিয়া সকলে একমত হইতে পারেন নাই।

যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও সাধনের নানামত দেখা যায়। কেহ নিরাকার, কেহ বা সাকাররূপে ঈশ্বর চিন্তা করিয়া থাকেন। যাহারা সাকার চিন্তা করেন, তাহাদিগের মধ্যেও ঐ সাকাররূপী পরমেশ্বরের নানা আকার গঠিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যেও আবার নানাপ্রকার মতভেদ দেখা যায়, যথা—শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য ইত্যাদি। বাস্তবিক যে যে প্রকারেই সাধন করুক না কেন, সকলেরই উদ্দেশ্য এক ভিন্ন দুই নহে। যে যে পথেই গমন করুক না কেন, সকলেই শেষে একই স্থানে আসিয়া পৌছিবে। তবে কেহ বা সহজে, কেহ বা কষ্টে, কেহবা বিলম্বে, কেহ বা সত্বর উদ্দেশ্য স্থান পাইয়া থাকে।

ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু যখন তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বভূতে বিরাজিত, তখন যে সাধক যেরূপে দর্শন পাওয়ার প্রার্থনা করেন, তিনি সেইরূপ ধারণ করিয়াই তাহাকে দর্শন দিয়া থাকেন।

মনুষ্য সাকার, সুতরাং সাকার হইয়া নিরাকারের দর্শন বা চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই। তবে যে মানব সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ও জ্ঞানী, সেই ব্যক্তি নিরাকার ঈশ্বর সাধন করিতে পারে, স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে না পাইয়া পাছে তাহারা নাস্তিক হয়, এই নিমিত্ত প্রথমত সাকাররূপে ঈশ্বরের ভজনা করিবার প্রণালী ব্যবস্থেয় হইয়াছে এবং জ্ঞানের ন্যূনাতিরিক্ততাহেতু ভজনার দেবতা ও প্রণালী পৃথক্ পৃথক্ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, "অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দেবোদেবা মনীষিণাং। কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তঃ স্বাত্মনি দেবতা।" অর্থাৎ যাহারা অল্পজ্ঞানী মনুষ্য, তাহারা জলকে ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করে, যাঁহারা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অধিক জ্ঞানশালী, তাহারা দেব, দেবী, গ্রহ, রাশি, নক্ষত্রাদিকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভজনা করে, আর যাহারা মূর্খ, তাহারা কাষ্ঠ কিম্বা মৃত্তিকা প্রস্তরাদি দ্বারা মূর্ত্তি গঠন করিয়া ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করিয়া থাকে এবং যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারা নিরাকার ঈশ্বরের ভজনা করেন, ফলতঃ যাঁহারা জ্ঞানী ও সর্ব্বদর্শী এবং যাহাদিগের ঈশ্বরকে নিরাকাররূপে চিন্তাকরিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে, তাহারা যদি জল কি কাষ্ঠ কি মৃত্তিকা নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করে তাহা হইলে তাহাদিগের ঐ ভজনা নিষ্ফল হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন যে, "যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্ত মাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মূঢ়ো ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ" অর্থাৎ যে মূঢ় ব্যক্তি সর্ব্বভূতব্যাপী আমাকে অর্চ্চনা না করিয়া কাষ্ঠপাষাণাদিদ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার ভজনা করে, ভস্মমধ্যে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাহার অর্চ্চনা বিফল হইয়া যায়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে যে, "পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্ত নির্ণয়োঽমলং। তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে। অর্থাৎ এক-মাত্র ব্রহ্ম পরিজ্ঞান হইলে তাহার শাস্ত্রোক্ত কোন ক্রিয়া করিবার আবশ্যকতা নাই। যখন মলয়পর্ব্বতের চন্দনসুরভি বায়ু সেবন করিতে পারা যায়, তখন তালের পাখার বাতাস কোন কার্য্যে লাগে না। ঐ তন্ত্রে স্থানান্তরে লিখিত আছে যে, "পরব্রহ্মোপাসকানাং কিমন্যৈঃ সাধনান্তরৈঃ।" অর্থাৎ যাহারা পরব্রহ্মোপাসক, তাহাদিগের অন্য কোন সাধনের আবশ্যকতা নাই। উক্ত মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আর লিখিত আছে যে, "নায়াসো নোপবাসশ্চ কায়ক্লেশো ন বিদ্যতে। নৈবাচারাদি নিয়মো নোপবাসশ্চ ভূরিশঃ॥ ন দিক্কালবিচারোঽস্তি ন মুদ্রান্যাসসংহতিঃ। যৎ-সাধনে কুলেশানি তং বিনা কোঽন্যমাশ্রয়েৎ॥" অর্থাৎ পরমেশ্বরের আরাধনায় কোন পরিশ্রম নাই, উপবাস নাই, কায়ক্লেশ নাই, আচার বিচারাদি নাই এবং তাদৃশ উপচারেরও আবশ্যকতা নাই, দিক্কালের বিচার নাই, মুদ্রা বা ন্যাসের আবশ্যকতা নাই, অতএব কোন্ ব্যক্তি এই পরমেশ্বর ব্যতীত অন্যকে আশ্রয় করে?

মহাদেব ভগবতীকে যেরূপ ঈশ্বরমাহাত্ম্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ। স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ। নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ। গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ। গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ। লোকাতীতো লোকহেতুরবাঙ্মনসগোচরঃ। স বেত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞস্তং ন জানাতি কশ্চন। তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। তদাবলম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্ক্যমিদং জগৎ। তৎসত্যতামুপাশ্রিত্য সদ্বদ্ভাতি পৃথক্ পৃথক্। তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি। কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ। লোকেষু সৃষ্টিকারণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে। বিষ্ণুঃ পালয়িতা দেবি সংহর্ত্তাহং তদিচ্ছয়া। ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সর্ব্বে তদ্বশবর্ত্তিনঃ। স্বে স্বেঽধিকারে নিরতাস্তে শাসতি তদাজ্ঞয়া॥

তিনি এক, অদ্বিতীয় নিত্য সত্য পরাৎপর স্বপ্রকাশ সর্ব্বদা পূর্ণ সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ নিত্য জ্ঞানময় ও আনন্দময়। তিনি নির্ব্বিকার নিরাধার অর্থাৎ আশ্রয়শূন্য, নির্ব্বিশেষ নিরাকুল গুণাতীত সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বদ্রষ্টা ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন। তিনি সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও তিনি নিত্য। তাঁহা হইতে সমুদায় ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ হইতেছে। তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই, তিনি সর্ব্বলোকাতীত, তিনি সকল লোকের কারণ তিনি বাক্যমনের অগোচর, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি জগতের সমুদায় জ্ঞাত হইতেছেন, কিন্তু জগতের কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে পারিতেছে না। এই জগৎ সমুদায় তাঁহার অধীন। এই চরাচর ত্রৈলোক্য তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। এই অপরিজ্ঞেয় জগৎ সেই ঈশ্বরের সত্যতা আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশমান হইতেছে। মহেশ্বরি! সেই ঈশ্বর হেতুভূত হওয়াতে তাঁহা হইতে আমরা উৎপন্ন হইয়াছি। সেই একমাত্র পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের কারণ, তিনি লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে স্রষ্টা এবং তিনি বৃহৎ, এই নিমিত্ত তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। দেবি! তাঁহার ইচ্ছাক্রমে বিষ্ণু পালন করিতেছেন, আমি সংহার করিতেছি, ইন্দ্রপ্রভৃতি লোকপালগণ সকলেই তাঁহার বশবর্ত্তী। তাঁহারা তাঁহার আজ্ঞানুসারে সকলেই স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত থাকিয়া জগৎ শাসন করিতেছে।

ক্রমশঃ—



☞ এই অরুণোদয়নামক মাসিকপত্রিকা কলিকাতা ৫নং শিমলাষ্ট্রীট্, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রালয় হইতে প্রতিমাসে রয়েল চারিপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশ হইতেছে। গ্রাহকমহোদয়গণের পক্ষে বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ৩৲ তিন টাকা, ডাকমাশুল ৸০ বার আনা। ষাণ্মাসিক ২৲ দুই টাকা, ডাকমাশুল ।৵০ ছয় আনা। ত্রৈমাসিক ১।০ একটাকা চারি আনা। নগদমূল্য প্রতিখণ্ড ৷৷০ আট আনা ও ডাকমাশুল ৴০ এক আনা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ উপরি উক্ত ৫নং শিমলাষ্ট্রীট্ শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অগ্রিম মূল্য ও ডাক-মাশুল পাঠাইলে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।